দমিত্রি ফুরমানভ

চাপায়েভ

দমিত্রি ফুরমানভ

চাপায়েভ

সোভিয়েত সাহিত্যের গ্রন্থমালা

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

দমিত্রি ফুরমানভ

চাপায়েভ

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: ইলা মিত্র
সম্পাদনা: কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
চিত্রাঙ্কন: আ. লিভানভ
প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: ভ. নস্কভ

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ, বিষয়বস্তু ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

Ф $\frac{70302-044}{014(01)-76}$ 608 – 76

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
শ্রমিক বাহিনী	৭
স্তেপ অঞ্চল	২৭
উরালস্ক	৪৬
আলেক্সান্দ্রভ-গাই	৬০
চাপায়েভ	৭৩
স্লামিখিনস্কায়ার যুদ্ধ	৯৬
পথে	১৪০
কলচাক বিরোধী অভিযান	১৭১
যুদ্ধের আগে	১৮৭
বুগুরুস্লান-অভিমুখী অভিযান	২০৩
বেলেবেই অভিযান	২৪৮
অগ্রসর	২৯৬
উফা	৩২৬
উরালস্ক উদ্ধার	৩৫২
সমাপ্তি	৩৬৪

১

শ্রমিক বাহিনী

রেলস্টেশনে মানুষের ঠাসাঠাসি। প্লাটফর্মে তিল ধারণের স্থান নেই — লালফৌজের বেষ্টনী এই উদ্বেল কলমুখর জনতাকে কোনো রকমে ধরে রেখেছে। ফ্রুঞ্জে যে শ্রমিক বাহিনী সংগ্রহ করেছেন, তারা আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে রওনা হচ্ছে কলচাক বিরোধী অভিযানে। তাই ইভানভো-ভজনেসেনস্ক শহরের সবগুলো সুতাকল আর কারখানা থেকে শ্রমিকেরা এখানে উপস্থিত হয়েছে তাদের সহকর্মী, পিতা, ভ্রাতা, পুত্রদের বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য।

এই নতুন সৈনিকদের সবকিছুই কেমন অদ্ভুত — তাদের ভাবভঙ্গি কায়দা কানুন সবই যেন সাদাসিধে খাপছাড়া। অনেকেই এই প্রথম সামরিক পোষাক গায়ে চড়িয়েছে। ভারী ওভারকোটগুলো তাদের গায়ে একটুও মানায়নি — বারকোষে ফাঁপানো ময়দার তালের মত সারা গায়ে ফুলে ফুলে রয়েছে। এর জন্য তাদের যে কিছু কম বীরপুরুষ দেখাচ্ছে তা মোটেও নয়। একজন এইসা কসে বেল্ট এঁটেছে যে তার কোমরটা বোতলার মত হয়ে গিয়েছে, বেচারী শ্বাস প্রশ্বাস নিতে বেশ বেগ পাচ্ছে — কিন্তু বুক

ফুলিয়ে নাল-লাগানো বুট খট্‌ খট্‌ করে তার চলাফেরার সে কি ভঙ্গি! আর একজন পাশের লোকের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনায় মত্ত, কোমরে বেখাপ্‌পাভাবে ঝোলানো তরোয়ালের হাতলের উপর তার হাতটা যেন আপনা থেকেই গিয়ে পড়েছে — কোন কিছুরই তোয়াক্‌কা নেই ভাবখানা এমনিধারা। তৃতীয় একজনের বুকের উপর সাপের মত জড়ানো টোটা রাখবার বেল্ট, কোমরের বাঁ দিকে রিভলবার আর ডান দিকে গোটাকয়েক হাতবোমা, এই সামরিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে প্লাটফর্মের এপাশ ওপাশ সমানে চষে বেড়াচ্ছে — আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের চোখে বাহাদুরি দেখান চাই তো!

সমবেত শ্রমিক জনতা অপলক নয়নে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। আর ওদের কথাই বলাবলি করে—গর্ব, প্রীতি ও অকৃত্রিম প্রশংসায় ভরা কত কথা!

‘ওরা সব শিখে নেবে, বুঝলে বন্ধু — সব শিখে নেবে — লড়াইয়ের সামনে গিয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে ওরা বুঝে নেবে কত ধানে কত চাল।’

‘যা বলেছ। যাকে বলে লড়াইয়ের মাঠ — তোমার দশ পঁচিশ খেলা পেয়েছ নাকি!’

সকলেই একসঙ্গে চঞ্চল হয়ে ওঠে। হেসে উঠে আবার গলা বাড়িয়ে দেখে।

‘ওরে বাবা, তেরেন্তিকে যে চেনার উপায় নেই! কারখানায় কালি মেখে কী ভূত হয়েই না থাকত — আর এখন চেয়ে দেখ — একেবারে যেন ফুলবাবুটি!’

‘সত্যিই কী ডাঁটিয়ালই না দেখাচ্ছে ওকে — আবার কী বিরাট একটা সেনাপতির তরোয়াল বাগিয়েছে, কী রকম মাটিতে ছেঁচড়িয়ে নিয়ে চলেছে দেখ!’

একজন হেসেই ওঠে। ‘এই তেরেন্তি! তরোয়ালটা মুড়ে পকেটে পুরে ফেল — নইলে কসাকরা কেড়ে নেবে!’

জনতা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

‘কুটনো কুটতে তোর মায়ের কাজে লাগবে রে!’

‘তেরেন্তি খুব সাবধান, হুমড়ি খেয়ে পড়ে ওটা ভেঙে না ফেলিস্‌!’

'বলি ও নতুন সেপাই — তোর চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলো যেন কেটে না যায়!'

'হাঃ হাঃ, হোঃ হোঃ, ওরে বাবা!'

তেরেন্তি বচ্‌কিন আঠাশ বছরের ভদ্র, অমায়িক যুবক — মাথার চুলের রঙ লাল — সারা মুখে মেচেতার দাগ। রহস্য পরিহাসের অসোয়াস্তিতে একবার এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখে তারপর একটু লজ্জিত হয়ে তরোয়ালটাকে তুলে টেনে ঠিক করে নেয়।

তামাসা ও রসিকতার হাত থেকে নিজেকে কী ভাবে রক্ষা করবে বুঝতে না পেরে বেচারী ভ্যাবাচাকা খেয়ে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে, 'দাঁড়াও না, আমি দেখাচ্ছি।'

'কী দেখাবি তেরেন্তি — বলি, আমাদের আবার কী দেখাবি?' দুর্দমনীয় রসিকতায় সমবেত কণ্ঠ ফেটে পড়ে।

'এই যে, ও বীরপুরুষ — সূর্যমুখীর একমুঠো দানা নিয়ে যাও, আরাম করে চিবুবে!'

'তোমার ওই কোটটা নিশ্চয়ই বাছুরের গা থেকে তুলে নিয়ে তোমাকে দিয়েছে!'

'হাঃ হাঃ হাঃ! হোঃ হোঃ হোঃ!'

তেরেন্তি অপ্রতিভ মুখে হাসির রেখা টেনে গট্ গট্ করে গাড়ির দিকে এগোতে থাকে, তারপর লালফৌজ বাহিনীর ধূসর চঞ্চল স্রোতের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

আনাড়ী কোন ছোকরা চোখে পড়া মাত্রই তাকে কেন্দ্র করে সরস রহস্য পরিহাসের তুবড়ী একেবারে ফেটে পড়ে। তারপর আবার সংযত গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু হয়ে যায়। শঙ্কা জাগানো উত্তেজিত থম্‌থমে ভাব, জনতা চঞ্চল অধীর, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তাদের আলাপ আলোচনা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সবাই একসঙ্গে দ্রুত অনর্গল কথা বলে চলেছে।

'আরে, তাই যদি হয় তবে সহজে রেহাই পাবে — দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলবো না! এই তো সবাই প্যান প্যান করছিল, কতরকম টালবাহানা— হ্যান নেই ত্যান নেই — জুতো নেই, জামা নেই, বন্দুক নেই, কামান

নেই, -- আর এখন একবারটি দেখ তো চেয়ে' — তার বক্তব্য যে লালফৌজবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে, সেটা দেখানোর জন্য বৃদ্ধাঙুল দিয়ে গাড়ির দিকে দেখিয়ে দেয়। 'এক হাজার সৈন্যের সব সরঞ্জাম দেখ জুটে গেছে...'

'কতজন বললে?'

'পুরো একটি হাজার। আরও প্রচুর লোক সংগ্রহ করা হচ্ছে আর তাদের জন্য সব সাজসরঞ্জামেরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দরকার হলে সবকিছু মিলবে। বুঝলে বন্ধু, সময় খুব খারাপ, গড়িমসি করবার আর সময় নেই।'

ভাঙ্গা মোটা গলায় একজন সায় দিয়ে ওঠে:

'সত্যিই ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধার নয়।'

'তাতো বটেই। কলচাক ব্যাটা জান-প্রাণ দিয়ে এগিয়ে আসছে। আর উরাল অঞ্চলেও শুনছি গণ্ডগোল পেকে উঠেছে।'

হতাশাব্যঞ্জক সুরে 'আর রক্ষে নেই' বলে ওঠে একজন বৃদ্ধ — গায়ে একটা ফার লাগানো খাটো জ্যাকেট — শুকনো ব্যাঙের ছাতার মত সর্বশরীর কুঁকড়ে গেছে — মুখমণ্ডল শীতে একেবারে নীল।

'ঠিকই বলেছ। এখন আমাদের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? সব দিকেই তো অন্ধকার' — ক্ষুব্ধ ক্ষীণ কণ্ঠে কেঁপে ওঠে অপ্রসন্নতার সুর।

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব আসে, 'কী হবে না হবে কে বলতে পারে? আপনা থেকে তো কিছু ঘটতে পারে না—ঘটাতে হবে। এই তো সবে শুরু— এই যে এক হাজার সৈন্য দেখছ — এটা কি সোজা ব্যাপার? এটা একটা বিশেষ ব্যাপার! কাগজে লিখছে সেনাবাহিনীতে শ্রমিক কম। আর সেখানেই তো তাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। মেহনতী মানুষ যারা অন্যেদের চেয়ে তাদের কত বেশি বুদ্ধি। এই আমাদের পাভেল লপার — যেমন লোহার মত শরীর আর তেমনি মগজঠাসা বুদ্ধি — পারবে ওরা ওর সঙ্গে — বুক ঠুকে বলতে পারি ওর সঙ্গে চালাকি চলবে না।'

'আরে আমরা তা জানিনে নাকি!'

'ওরা তো আর কৃষকদের মত নয়। ওই যে মার্ফা কজানায়া, দেখ দিকি ওর দিকে তাকিয়ে। ওকে একটা যা তা ভাব নাকি! অনেক ব্যাটাছেলেকে ও ঘোল খাওয়াতে পারে।'

ওর নাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে — কানে আসা মাত্রই মার্ফা ফিরে দাঁড়ায় ও আলোচনাকারীদের কাছে এগিয়ে আসে। মার্ফা তাঁতঘরের শ্রমিক, প্রশস্ত স্কন্ধ, বিরাট মুখমণ্ডলে গুটিকয়েক বসন্তের দাগ, বিস্ফারিত চোখ দুটি বেশ ডাগর ডাগর আর নীল। বয়স পঁয়ত্রিশ হলেও তার চেয়ে অনেক কম দেখায়। তার পরনে সৈনিকদের নতুন পোষাক — পাতলুন, লম্বা বুট, টিউনিক; ছাঁটা চুল, টুপিটা মাথার পিছন দিকে হেলিয়ে পড়েছে।

'আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি হচ্ছে কেন শুনি?'

'তোমাকে আবার টানতে হবে কেন? তুমি তো নিজেই আসবে। বলছিলাম কি যে আমাদের কজানায়া মেয়েমানুষই না, একটা মাদীঘোড়া যেন টগ্‌বগ্ করছে।'

'তাই নাকি — আমি বুঝি মাদীঘোড়া?'

'তাই তো — তাছাড়া আর কি বলবো শুনি?' পরমুহূর্তেই পরিহাসের সুর ত্যাগ করে বলে, 'তুমি একজন ভাল যোদ্ধা হবে এই কথাই বলছিলাম।'

'ভালো মন্দ জানিনে——আমাকে যে যেতেই হবে।'

'তাতো বটেই।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু তোমার বাড়ির কী ব্যবস্থা হবে?'

'বাড়ি মানে?'

'তোমার ঘর গেরস্থালী?'

'আর ঘর গেরস্থালী...'— মার্ফার মুখে একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে। 'বাচ্চাদের একটা শিশুসদনে রাখার ব্যবস্থা করেছি — এছাড়া কী আর করতে পারি বল?'

'তা তো ঠিকই, তাছাড়া আর কী তুমি করতে পার?' তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে মোটা গলায় সমব্যথীর মত বলে ওঠে, 'মার্ফা, তুমি কিছু ভেব না — আমরা রইলাম — আমরা ওদের দেখাশোনা করব। নিশ্চয়ই আমরা দেখব। এখন থেকে তোমাদের সব কাজকর্ম আমাদেরই তো দেখতে হবে। তারপর এমনও হতে পারে যখন আমরাও ... কি বল?'

'তা তো ঠিকই,' মার্ফা সায় দেয়, 'নিশ্চয়ই যেতে হবে। ভেবেছ একটা বাহিনী গেলেই কি সব হয়ে যাবে? ও ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।'

'ওরা সব একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে,' বলে বক্তা গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে।

'হওয়ারই তো কথা,' মার্ফা জবাব দেয়। 'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় — তাই তো ওরা চাইছে — অপেক্ষা করে থাকতে থাকতে ওরা হয়রান হয়ে গেছে। আমরা অপেক্ষা করছি কিসের জন্য—রওনা হয়ে গেলেই তো হয়'— একজন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, মার্ফা তাকে চিৎকার করে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই আন্দ্রেয়েভ, রওনা হওয়ার সম্বন্ধে ওরা কী বলছে?'

পেত্রগ্রাদের টার্নার মিস্ত্রী সম্প্রতি ইভানভোতে এসে পেঁাছেছে — বছর তেইশেক বয়েস, পাণ্ডুর মুখে চোখদুটি ঘন নীল, লম্বা একহারা চেহারা, বেশ চট্‌পটে, গায়ে বাদামী রঙের একটা পুরানো ওভারকোট, মাথায় লালফৌজের শিরস্ত্রাণ — এই হচ্ছে আন্দ্রেয়েভ। আন্দ্রেয়েভ সামরিক কায়দায় এগিয়ে আসে। রিপোর্ট করতে আসার ভঙ্গিতে মার্ফার সামনে এসে দাঁড়ায় — যথারীতি স্যালুট্ ও খট্ করে বুটের আওয়াজ করে। তার সুন্দর চোখের অচপল দৃষ্টি মার্ফার চোখের উপর নিবদ্ধ। মুখে হাসির চিহ্নমাত্র নেই — বক্তৃতার সুরে বলে:

'হুজুরের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, গাড়ি চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ছাড়িয়া যাইবে!'

মার্ফা তার জামার হাতা ধরে টান দেয়।

'তোমরা কোন বিদায় অভিভাষণ দেবে কি দেবে না? এত লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে — আমি তো মনে করি বিদায়ভাষণ জাতীয় কিছু একটা হওয়া উচিত। ক্লিচকভ কোথায়, কী-ই বা করছে?'

আন্দ্রেয়েভ আবার স্যালুট্ করে আগের মতই সুস্পষ্ট উচ্চারণ আর সংযত কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'হুজুর, তিনি চা দিয়ে পেট পরিষ্কার করে নিচ্ছেন!'

মার্ফা ওর হাতের উপর এক থাপড় লাগায়।

'খুব হয়েছে শয়তান, এখন থামো একটু। মাথাটা বুঝি এক্‌কেবারে বিগড়ে গেছে। খুব একজন জবরদস্ত জেনারেল ঠাউরেছ না?'

আন্দ্রেয়েভ সঙ্গে সঙ্গে তার অভিনয়ের ভঙ্গি ত্যাগ করে স্বাভাবিক পরিষ্কার মিষ্টি গলায় জিজ্ঞাসা করে:

‘মার্ফা, ডার্লিং — তুমি আবার বক্তৃতা-টক্তৃতা দেবে নাকি?’

মার্ফা ওর প্রশ্নের জবাব দেয় না। ডিঙি মেরে সবার মাথার উপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করে:

‘ওই বুঝি — ওরা সবাই দেখি আসছে!’

আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল সকলেই ডিঙি মেরে ঘাড় উঁচু করে মার্ফা যে দিকে দেখছে সেই দিকে তাকিয়ে দেখে। এক দঙ্গল লোক পরিবেষ্টিত হয়ে তিনজন লোক এগিয়ে আসছে — লপারকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে — ছিপছিপে লম্বা, বড়ো কালো চুল, চোখদুটো যেন জ্বলছে। আশেপাশের এর ওর সঙ্গে দু একটি কথা বলতে বলতে অতি কষ্টে ভীড়ের মধ্যে পথ করে এগিয়ে আসছে — অবস্থাটা এমন যে যে-কোন সময় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে।

তার পাশেই সুতাকলের একজন শ্রমিক বাইশ বছরের মেয়ে য়েলেনা কুনিৎসিনা। তার বলিষ্ঠ ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সহকর্মীরা সভাসমিতিতে বহুবার শুনেছে, তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তায় তার সুস্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনায় সকলেই মুগ্ধ। লালফৌজের শিরস্ত্রাণ এখনও সে পরেনি — মাথায় একটা রুমাল বাঁধা। আর এই জানুয়ারী মাসের শীতে সামরিক ওভারকোটের পরিবর্তে গায়ে মাত্র একটা পাতলা কালো কোট। কিন্তু স্নিগ্ধ আনন্দের দীপ্তিতে তার অচঞ্চল শুষ্ক মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত।

য়েলেনার পাশে ফিওদর ক্লিচকভ। সে সুতাকল বা কোন কলেরই শ্রমিক নয়। অল্প কিছুদিন আগে মস্কো থেকে ফিরে এসে এখানেই থেকে গেছে। নতুন জায়গায় পড়ে কোন অসুবিধা বা বাধ-বাধ ভাবের বালাই নেই। লেখাপড়া শেখানোর কাজে সব সময় ব্যস্ত — আর পাখির মত যা জোটে তাতেই দিন চলে যায়। বিপ্লবের আগে ছিল ছাত্র। বিপ্লবের সময় খুব দ্রুত বুঝে ফেলে যে সে একজন পাকা সংগঠক। সভাসমিতিতে উত্তেজনাপূর্ণ আবেগময়ী বক্তৃতা সে বেশ দিতে পারে, তবে তাতে আবেগের প্রাবল্য যতটা হয় যুক্তির সংযোগ সব সময় ততটা হয়ে ওঠে না। শ্রমিকের সঙ্গে তার সম্পর্ক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ — তারা তাকে ভালবাসে, নিজেদের একজন বলেই মনে করে।

লপার, কুনিৎসিনা আর ক্লিচকভকে দেখতে পাওয়ামাত্র প্লাটফর্মের

জনতা হুড়মুড় করে এগিয়ে আসে। অমনি চারদিকে শুরু হয়ে যায় কলগুঞ্জন।

'এখনই বোধহয় বক্তৃতা শুরু হবে।'

'গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে।'

'এখন বিদায়ের পালা শেষ করে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়া।'

'বিদায়-চুম্বনের পরেই সব শেষ।'

'ওই শোন, ঘণ্টা বাজছে।

'প্রথম ঘণ্টা — তাই না?'

'হাঁ, প্রথম।'

'বারটার সময় এরা রওনা হবে।'

'হাঁ, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় বারটার সময়।'

তেলচিটে খাটো ওভারকোট, কলার ছেঁড়া, হাতা ছোট, নোংরা সব ফার কোট, চামড়া কিম্বা পশমের খাটো কালো কালো জ্যাকেট — চতুর্দিকে ফ্যাসানের কী বিচিত্র সমন্বয়!

প্লাটফর্মের পরিসর স্বল্প — বেশি লোকের স্থান হওয়া অসম্ভব। যারা চালাক তারা কেউ রেলিং ধরে ঝুলে পড়েছে, কেউ জানলার উপর উঠে দাঁড়িয়েছে, অনেকে স্টেশনের চালার উপর উঠে বসে ঝুঁকে পড়ে নিচের ভীড়ের দিকে তাকিয়ে দেখছে কিম্বা জড়াজড়ি করে সুবিধা মত কোন জায়গা আঁকড়ে ধরেছে। অনেকে প্রবেশ পথের কার্ণিশ ধরে পথ একেবারে আটকে রেখেছে, অন্যেরা গাড়ির ছাতে, সিঁড়িতে, মইয়ের উপর ভীড় করে রয়েছে। ভারি ঠাসাঠাসি। সবাই ঠেলেঠুলে চেষ্টা করছে কতখানি এগোনো যায় ওই বাক্সটার কাছে, যার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া হবে। চেঁচামেচি গালাগালির অন্ত নেই।

বাক্সের উপর ক্লিচকভ এসে দাঁড়ায়। গায়ের সামরিক ওভারকোটটি যেমন পুরানো তেমনি জীর্ণ — ১৯১৪-এর স্মৃতিচিহ্ন। শীতে জমে যাওয়া অনাবৃত হাতদুটিকে ক্রমাগত পকেটের ভিতর বা ওভারকোটের বুকের মধ্যে ভরছে। হাত বের করলেই তার অবশ লাল মুঠোটাকে গরম করবার জন্য ফুঁ দিতে থাকে। ফিওদরকে অন্যদিনের চেয়ে আজ একটু বেশি বিবর্ণ দেখাচ্ছে, গত দুই রাত্তির সে ঘুমোয়নি বললেই চলে। নিদারুণ

কর্মব্যস্ততার ভিতর দিয়ে দিনগুলো কেটে গেছে। মানসিক পরিশ্রমে সে ভীষণ ক্লান্ত। তার বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ও কর্কশ হয়ে গেছে— যেন কোন গহ্বর থেকে ফাঁকা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

ক্লিচকভের প্রথম বলার কথা। সৈন্যবাহিনীর তরফ থেকে সেই সুতাকল শ্রমিকদের বিদায়বাণী জানাবে। জনতা শীতে প্রায় জমে আসছে — লম্বা বক্তৃতার সময় নেই — তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে।

চোখ তুলে চারিদিকে চেয়ে দেখে মানুষের যেন অন্ত নেই — কোথায় সেই গ্যাস-জ্বলা স্কোয়ার পার হয়ে যে এর শেষ হয়েছে কে বলবে। মনে হয় তার চোখের সম্মুখে প্রবল চাপে পিষ্ট সহস্র সহস্র মানুষ যেখানে অতল ঘন অন্ধকারে লীন হয়ে গেছে, তার ওপারে আরও কত সহস্র রয়েছে, আবার তাদের পিছনে আরও আছে, আরও — আরও — এর আর শেষ নেই। শেষ বিদায়ের ক্ষণে ব্যথায় তার বুক ভরে ওঠে — এই মানুষের মেলা তার কত আপন — এদের থেকে বিচ্ছেদ কতখানি দুঃসহ।

এদের সঙ্গে কি আর দেখা হবে না? সে কি আবার ফিরে আসছে না? যারা চলেছে তাদের কজন বাড়িতে ফিরবে? সে কি আর ফিরে আসবে না এদের মাঝে — ফিরে পাবে না তার আগের মত এদের সঙ্গে কথা বলার দিনগুলো:

বিয়োগ-ব্যথায় ভরে-ওঠা মন নিয়ে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করে নেওয়ার অবকাশ মেলে না। ক্লিচকভ অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলতে শুরু করে — এর আগে এত জোরে বলতে কোনদিন তাকে কেউ দেখেনি:

'শ্রমিক বন্ধুগণ! মাত্র কিছুক্ষণ এই আমরা একত্র থাকার সুযোগ পাব — শেষ ঘণ্টা বাজবে আর আমরা চলে যাব আপনাদের ছেড়ে। লাল ফৌজের সৈনিকদের হয়ে আমি বিদায় জানাচ্ছি। আমাদের কথা মনে রাখবেন বন্ধুগণ, ভুলে যাবেন না, আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং কেন যাচ্ছি। আহ্বান এলেই আমাদের অনুগমন করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। যোগাযোগ ব্যবস্থা যেন বিচ্ছিন্ন না হয় — সংবাদ আদান প্রদানের জন্য লোকজন পাঠাবেন আর পাঠাবেন আমাদের, সৈনিকদের, সাহায্য করার জন্য যত পারেন কোপেক। কমরেডগণ, আপনারা জানেন রণাঙ্গনের পুরোভাগে খাদ্যদ্রব্য কত দুষ্প্রাপ্য, এখানকার তুলনায় সেখানে কত কঠিন,

কত কষ্টকর — একথা আপনারা যেন ভুলে না যান! আর যেন ভুলে না যান, আমরা অনেকে আমাদের পরিবারবর্গ এখানে রেখে যাচ্ছি — তাদের কোন কিছু ব্যবস্থা না করেই, তাদের পিতৃহীন করে রেখে যাচ্ছি। আমাদের ছেলেমেয়েদের অনাহার অনশনের কবলে ফেলে যাচ্ছি — তাদের কথা যেন মনে থাকে। পরিখার কষ্ট আমরা জানি — পথের কষ্ট আর লড়াই যে কী দুঃসহ আমরা বুঝি, কিন্তু সে ব্যথা, সে বেদনা শতগুণ হয়ে বেড়ে উঠবে যদি এর পরে আমরা শুনি যে আমাদের পরিবারবর্গ, আমাদের সন্তান-সন্ততি মৃত্যুপথযাত্রী, অসহায় অবস্থায় উপেক্ষিত। যাওয়ার আগে আর একটা কথা বলে যাব — কাজ করুন। কঠোর পরিশ্রম করুন। আপনারা তাঁত চালান — আপনাদের জেনে রাখা উচিত এই ইভানভোতে বস্ত্রের উৎপাদন যত বাড়াতে পারবেন ওরেনবুর্গ আর উরাল অঞ্চলের বরফ-ঢাকা স্তেপভূমিতে আর যেখানে যেখানে আপনাদের এই বস্ত্র পৌঁছবে সেখানে আরও বেশি গরম অনুভূত হবে। কাজ করুন — সব সময় মনে রাখবেন যে জয় শুধু বেয়নেটের উপরই নির্ভর করে না — আপনাদের শ্রমের উপরও তা নির্ভর করে। আবার কোনদিন কি আমাদের ফিরে দেখা হবে না? অমঙ্গলের কথা চিন্তা না করাই ভাল — তবু যদি আমাদের আর দেখা না হয় দুঃখ করে লাভ নেই! বিপ্লব ব্যক্তিবিশেষের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব রাখে না। বিদায় প্রিয় বন্ধুগণ! লালফৌজের সৈনিকদের বিদায় অভিনন্দন আপনারা গ্রহণ করুন!'

হিমঝটিকাতাড়িত বরফাবৃত স্তেপভূমি জুড়ে যেমন ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে ওঠে তেমনই গভীর আর্তনাদে বিপুল জনতার বক্ষ মথিত হয়ে ওঠে:

'বিদায়, বিদায় বন্ধুগণ! তোমাদের আমরা কোনদিন ভুলব না! তোমাদের মঙ্গল হোক!'

ধ্বনি মিলিয়ে যায়। দিগন্ত ভরে ওঠে বিষাদমাখা এক করুণ নীরবতায়। অল্পক্ষণ পরেই চারিদিক কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে ওঠে — 'য়েলেনা — য়েলেনা বলছে — আমাদের কুনিৎসিনা ...'

য়েলেনা এসে দাঁড়ায় বাক্‌সের উপর। সুন্দর কটা দুটো চোখে কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে। গালে কপালে হাত বুলিয়ে অবাধ্য

কয়েকগোছা চুল রুমালের ভিতর পুরে দুহাত দিয়ে সেটা মসৃণ করে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে এমনিভাবে বলতে শুরু করে:

'বন্ধুগণ!'

মৌন শ্রোতৃমণ্ডলী তার দিকে এগিয়ে যায়।

'বন্ধুগণ, যাওয়ার আগে আপনাদের বলে যেতে চাই — আমরা চলেছি রণাঙ্গনের পুরোভাগে — আর আপনারা থাকবেন যাকে বলা হয় পশ্চাদভাগে — একে অন্যকে ছাড়া কিছুতেই টিঁকতে পারবে না। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করব — এটাই হল বর্তমানের প্রধান কাজ। আমরা যদি জানতে পারি যে আমাদের পিছনে সবকিছুই সুন্দর ও সুশৃংখল — সত্যি বলছি বন্ধুগণ, তবে কিছুই আমাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হবে না। কিন্তু এখানে সবকিছুই যদি গণ্ডগোল হয়ে যায় তবে যুদ্ধ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলুন? গত দুবছর ধরে আমরা, শ্রমিকরা, এত সব কি শুধু শুধু সহ্য করেছি — সবকিছুই কি মিথ্যা হয়ে যাবে? না কমরেডগণ, তা কখনও হবে না — সাফল্য আমাদের হবেই। এই যেমন আমরা ছাব্বিশ জন মেয়ে চলেছি, আমরা জানি সমগ্র দেশ আজ কী অবস্থার ভেতর দিয়ে চলছে — আমাদের প্রয়োজন হয়েছে তাই আমরা চলেছি। আমাদের যেতে হবে এই জানাই যথেষ্ট। এই মেয়েদের — মাবোন, স্ত্রী, কন্যা, প্রিয়বান্ধবী — সকলের হয়ে আপনাদের বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। বন্ধুগণ বিদায়। আপনাদের মনোবল যেন অটুট থাকে — আমরাও ঠিক থাকবো।'

সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছার বাণী, আর তার তেজোদৃপ্ত ভাষণের প্রত্যুত্তরে ঘোষিত হয় উদ্দীপ্ত শপথ।

'য়েলেনা, তোমার মন্ত্রী হওয়া উচিত! মেয়ের মত মেয়ে বটে একজন — খাঁটি ইস্পাতের টুকরো!'

একজন বৃদ্ধ শ্রমিক, গায়ে একটা হলদে কোট, তেলচিটে টুপি মাথায়, পায়ে ফেল্টের বুট — ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে বাক্‌সটার উপর উঠে দাঁড়ায়। বৃদ্ধের চুপসে-যাওয়া মুখ গভীর কৃষ্ণবর্ণ রেখায় শতকুঞ্চিত। তার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠছে — মৃদুস্বরে অস্পষ্ট কি যেন বিড় বিড়

করে বলছে। তার উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলে, তার আর্দ্র কিন্তু স্বচ্ছ দুই চোখ বেয়ে অনির্বচনীয় আনন্দলহরী যেন উপচে পড়তে চায়।

'এদের ভাষণের জবাব দিতে আমি দাঁড়িয়েছি — আমরাও দুটো মনের কথা বলবো ...' পরক্ষণেই তার শুভ্র কেশশোভিত শির অনাবৃত করে শুরু করে, 'তোমাদের যখন আমরা বেছে নিই — কিসের জন্য তা আমরা জানতাম। তোমরা কত কিছু দেখবে, কত কিছুর ভিতর দিয়েই না তোমাদের যেতে হবে — হয়ত তোমাদের আর ফিরে আসা হবে না এখানে আমাদের সবার মাঝে। তবু আমরা — যারা তোমাদের পিতৃতুল্য — তাদের বুকে যত ব্যথাই বাজুক না কেন — বারবার বলবো সেই একই কথা — যাও, তোমরা যাও! যেতে যখন হবেই — যাও! এখানে থেকে আর কোন লাভ নেই। কিন্তু একটি কথা — যে গুরুভার তোমরা নিয়েছ তাতে অবিচলিত থেকো। সবচেয়ে বড় কথা তোমাদের কাজ। আর দুঃসময়ের চরমতম মুহূর্তে আমাদের কথা মনে এনো — সব উৎকণ্ঠার অবসান হবে। আর শুনে যাও আমাদের প্রতিশ্রুতি — আমরা কথা দিচ্ছি — তোমাদের শিশুদের আমরা বুকে করে রাখবো, তোমাদের মা-বউদের আমরা কোনদিন ভুলব না। বেশি কিছু হয়তো করতে পারব না — তবু যা পারি আমরা করবই। আমাদের যে করতে হবে — নিশ্চয়ই আমরা সাহায্য করব — যুদ্ধ মানে তো তাই। তা না হলে কেমন করে...'

গম্ভীরভাবে বৃদ্ধ হাত নাড়ায়। তারপর বিষণ্ন সুরে যোগ করে দেয়:

'কিন্তু আর তো কোনো উপায় নেই।' এলোমেলো চিন্তাগুলো গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে পারে না। তারপর টুপিটা বিরল পাকা চুলে বসিয়ে নেমে আসার মুহূর্তে তীব্র উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলে:

'বিদায় — বিদায় বন্ধুগণ — হয়তো চিরদিনের জন্য ...'

উদ্গত অশ্রুতে বৃদ্ধের কণ্ঠ কম্পিত হয়ে ওঠে। তড়িৎ প্রবাহের মত সমগ্র জনতার মর্ম বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ে অশ্রুপূর্ণ কম্পনের সেই শিহরণ।

'সবই হতে পারে। যুদ্ধের সময় কে কী বলতে পারে — যুদ্ধ মানেই তো তাই...'

বৃদ্ধের দুই গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মলিন কোটের হাতা দিয়ে

মুছতে গিয়ে তার সারা মুখ অশ্রুমলিন হয়ে যায়। অনেকেরই চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ যখন নেমে আসে অন্যেরা চিৎকার করে বলতে থাকে:

'ঠিকই বলেছ! দাদু, তোমার কথাই সত্যি — খাঁটি সত্যি!'

বৃদ্ধ নেমে এসেছে। বাক্সটি শূন্য। দ্বিতীয় ঘণ্টার সুতীব্র আওয়াজ জনতার কানে বেজে ওঠে। শেষবারের মত ক্লিচকভ বাক্সটির উপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়:

'বিদায় বন্ধুগণ, আর একবার বিদায় নিচ্ছি! আমাদের পুনর্মিলন হবে। আমাদের সুখী মিলন হবে।'

জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

জনতা কিছুটা শান্ত হতেই আদেশবাণী ধ্বনিত হয়:

'বাহিনী নিজ নিজ স্থানে যাও!'

চঞ্চল ব্যস্ত হয়ে ওঠে টুপি, হ্যাট আর লালফৌজের হেলমেট — সেরে নেয় সবাই বিদায়-চুম্বনের পালা। বিদায় বেলায় কথার টুকরো, উপদেশের বাণী, সকাতর অনুনয়, সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা — সবকিছু মিলিয়ে সে এক অপূর্ব মূর্চ্ছনা।

বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে একজন লালফৌজের সৈনিক — তার বুকের উপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন বৃদ্ধা মা — তাঁর ধূসর সারা মুখ চোখের জলে ভিজে গেছে। মা'র সত্তা যেন দুভাগে বিভক্ত। বাইরে থেকে মনে হয় তিনি অশ্রুসজল, শোকবিহ্বল। কিন্তু তাঁর অন্তর স্থির, অচঞ্চল, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

সৈন্যেরা এতক্ষণে গাড়ির উপর সবাই উঠে গেছে। জনতা আরও এগিয়ে যায় — গাড়ির জানলা থেকে দেখা যাচ্ছে সব একাকার হয়ে একেবারে জমাট বেঁধে গেছে — যেন সহস্র-হস্ত, সহস্র-চক্ষু অতিকায় একটি জীব অস্থির হয়ে ছট্‌ফট করছে।

তৃতীয় ঘণ্টা...

নাইটিংগেল পাখিদের কাকলির সুরে কেঁপে কেঁপে বেজে ওঠে রেলের বাঁশী। পেঁচার মত ধ্বনির পরেই ইঞ্জিন ভাঙা গলায় গাঁ গাঁ আওয়াজ করে একগাদা কালো ধোঁয়া ছাড়ে। তার পরই শুরু হয় ইঞ্জিনের

ফোঁস-ফোঁসানি আর বরফজমা লাইনের উপর চাকা ঘোরার ঘড় ঘড় শব্দ। গভীর আর্তনাদ করতে করতে গাড়ি চলতে শুরু করে।

জানলায় মুখ বের করে লালফৌজের দল যে যার মত চিৎকার করে বলে চলেছে আর তাদের সঙ্গে সমানে চিৎকার করতে করতে ছুটে চলেছে জনতা। দৃষ্টির বাইরে চলে যায় গাড়ি। গভীর অন্ধকার সবকিছু গ্রাস করে ফেলে — কেবল দূরে, সরে-যাওয়া একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ যেন নিশীথ রাত্রির তমিস্রার বুক চিরে এগিয়ে চলেছে।

ব্যথাতুর ভাঙা মন নিয়ে স্টেশন থেকে ফিরে আসে শ্রমিকের দল; বিষণ্ণ মুখে অশ্রুসজল নয়নে তারা হিমশীতল জানুয়ারীর মধ্যরাত্রে গৃহমুখী হয়।

ইভানভো-ভজনেসেনস্ক থেকে সামারা যেতে সৈন্যবাহিনীর যথেষ্ট সময় লেগে যায় — পুরো দুটি সপ্তাহ; কিন্তু তখনকার দিনে এ গতিবেগ অতুলনীয়। পথের কষ্টে তাদের দেহমন অবসন্ন হওয়ার অবকাশ পায়নি; নতুন নতুন জায়গা দেখার আনন্দ — অপরিচিত পরিবেশের উদ্দীপনা — একের পর এক নতুন নতুন অনুভূতি ও আবেগের আতিশয্যে তাদের দেহমন সর্বক্ষণ অধীর ও চঞ্চল হয়ে থাকে। তাদের চোখের সমুখে সবকিছুর অভিনবত্ব এমনই মাদকতায় ভরা যে একটানা গাড়িতে বসে থাকার নিরানন্দ আর লোকালয় থেকে দূরের সব ছোট ছোট স্টেশনের সাইডিং — এ বহুক্ষণ ধরে পড়ে থাকার বিরক্তি তাদের মনে কোন রেখাপাত করতে পারে না।

গাড়ি যেখানে থামে সেখানেই কর্মব্যস্ততার অন্ত থাকে না। সুদীর্ঘ যাত্রাপথের মাঝে মাঝে কোথাও সভা, কোথাও সম্মেলন, কোথাও বা কোন প্রকার প্রস্তুতি না করেই ভাষণ দেওয়া, আর শোনার লোক পেলেই অনর্গল কথা বলা। সুতাকল শ্রমিকদের বলশেভিক বাহিনীর প্রত্যেকেই বুদ্ধিমান, সুশৃংখল; পথের চারপাশের সাধারণ লোকের মনে রেখাপাত করতে করতে তারা চলেছে। তখনকার দিনে অসংখ্য অস্থায়ী গেরিলা সৈন্যের দল ছোটবড় রেলস্টেশন, ছোট শহর, গ্রামের বুকের উপর দিয়ে চড়াও করে বেড়াচ্ছে। তাদের কেউ সংগঠিত করেনি, তাদের খোঁজ খবরও কেউ বড়

একটা রাখে না। তাদের ধরনও নানা রকমের, বিচ্ছিন্ন বা আধা-বিচ্ছিন্ন বাহিনী — কোথাও বা শুধু 'স্থানীয় সংগঠন'। বিরাট রুশ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এইরকম নামহীন, গোত্রহীন ভবঘুরের দল সমানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা হৈ হুল্লোড় নিয়ে মত্ত, এদের আইনকানুন মানার কোন বালাই নেই, দেশের লোকের ঘাড় ভেঙে খাওয়া-দাওয়া চালান এদের কাজ, কাউকে পয়সাকড়ি দেওয়ার প্রয়োজনবোধ এদের নেই। সংযত করার কেউ না থাকায় উচ্ছৃংখলতার পথ একেবারে প্রশস্ত। দেশের দূরাঞ্চলগুলি সোভিয়েত রাষ্ট্রে তখনও সুসংহত, শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি।

এমন দিনে দুটি তীক্ষ্ণদৃষ্টি চোখ কিংবা সজাগ সংবেদনশীল দুটি কান, কর্মক্ষম দুটি হাত, কাঁধের উপর একটি মাত্র মাথা আর বুকের মধ্যে লুকানো শুধু একটি নিভৃত হৃদয় নিয়ে বেঁচে থাকা যে কী বিড়ম্বনা, প্রতিটি মানুষই তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিল। এ ঘোর দুর্দিনে মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা কত দুরূহ, কত দুঃসহ!

সোভিয়েত দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা রণাঙ্গনের পুরোভাগে আর অন্যেরা পশ্চাৎভাগে অন্তহীন উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় জর্জরিত। কেমন করে তারা সবকিছুর খোঁজ খবর রাখবে — সবকিছুর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবে, করণীয় সবকিছু করতে সক্ষম হবে? এই দুর্যোগের দিনে দূর দূরান্তের গ্রামদেশের অভ্যন্তরে — কৃষক অঞ্চলের দুর্গম বনভূমি জুড়ে কী যে ঘটছে তার সংবাদ রাখা কারুরই পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের দুঃখের পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠেছে — অশ্রুপ্লাবনে তাদের দুই নয়ন উপচিয়ে পড়ছে। বিচার-বিবর্জিত উচ্ছৃংখল উন্মত্তের দল সোভিয়েত জীবনীশক্তির নবোদ্গত কিশলয়গুলিকে পদদলিত করে উন্মাদ উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠেছে।

পুরাতন যা ছিল সব নিশ্চিহ্ন — নূতনেরও সাক্ষাৎ নেই; দুর্বলের আশ্রয় মিলবে কোথায়? এই দুর্বিপাকের আগুন কারা জ্বালিয়েছে?

এই বলশেভিকেরা? এই উন্মত্ত দস্যুর দল যারা সকলের জীবন বিড়ম্বিত করে তুলেছে — তারা কি ওদেরই লোক? তবে কি মানুষের এই দুর্বিষহ লাঞ্ছনার মূলে ওরাই রয়েছে?

এই সব দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্তদের সায়েস্তা করার জন্য শিশুরাষ্ট্র যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সবে শুরু করছে — অনেকেই তখন সে কথা বুঝতে পারে না। কৃষকদের এতদিনের অবরুদ্ধ অন্তর্দাহ ও ক্রোধবহ্নি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে একেবারে ফেটে পড়তে চায়:

'যত সব ডাকাত! অত্যাচারী বর্বরের দল!'

তাই ছোট ছোট শহরের বাসিন্দারা আর গ্রামের কৃষকেরা অবাক হয়ে দেখে — এই এক সহস্র সূতাকলের বলশেভিক শ্রমিকের দল — এরা তো বেশ সৎ লোক। এরা শান্ত হয়ে মন দিয়ে তাদের সব কথা শোনে, ভদ্রভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দেয়, সহজ ভাষায় পরিষ্কার করে সব জিনিস বুঝিয়ে দেয়, খেয়াল খুশিমত তাদের শস্যের গোলা তছনছ করে তল্লাসী করে না। দোর ভেঙে ভাঁড়ার-ঘরে ঢোকে না। কিছুই তো নেয় না। যদিও বা কিছু নেয় তার আবার দাম চুকিয়ে দেয়। কৃষকেরা তো বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। ওদের কাছে এ এক নতুন জিনিস, অদ্ভুত ব্যাপার, কিন্তু এই তো এরা চায়। মাঝে মাঝে এমনও হতে থাকে যে এই সৈন্যবাহিনীর ট্রেন দিনের পর দিন কোন একটি ছোট্ট স্টেশনে থেমে থাকতে বাধ্য হয় আর দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে সব লোকেরা ধীরে ধীরে এসে জড় হতে থাকে এই সব 'জ্ঞানী লোকদের' কথা শোনবার জন্য।

পুরাদমে ও নিখুঁতভাবে প্রচার আন্দোলনের কাজ চলতে থাকে এবং এর থেকেই সূচনা হয় ইভানভো-ভজনেসেনস্ক দলের পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধের দুরূহ কর্মভার সম্পাদনের ভূমিকা। চীন-সীমান্তে, সাইবেরিয়ার ঘন অরণ্যে, ওরেনবুর্গ স্তেপভূমি অঞ্চলে, পোল্যান্ডের সীমান্তে, পেরেকপের সিভাসে — কোথায় না এরা অংশগ্রহণে বিরত হয়েছে। প্রতিটি অভিযানের পুরোভাগে স্থান নেয় এই সূতাকল শ্রমিকের লাল-সেনানী! প্রতিটি রণাঙ্গন এদের রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে। তাই তো এরা এত স্নেহের, এত ভাবনার, এত আদরের, আর এত ঘৃণার পাত্র। তাই সে স্মৃতি যেন এক গান, সারা সোভিয়েতের অন্তহীন দেশ তা যেন প্লাবিত করেছে।

তুষারাবৃত এই কনকনে জানুয়ারী মাসে মালগাড়ির হিমশীতল কামরায় ভর্তি হয়ে তারা এগিয়ে চলেছে রণাঙ্গনের পুরোভাগে — তারা

জানে তাদের সবকিছুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে — তাই তাদের সর্বক্ষণ কাজকর্ম, লেখাপড়া আর চিন্তাভাবনার যেন অন্ত নেই। শুধু বেয়নেটের সাহায্যে যুদ্ধবিদ্যা শিখলে চলবে না — তাদের শিখতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত সরস বাচনভঙ্গী, তার জন্য চাই সুস্থির মস্তিষ্ক ও সব জিনিস দ্রুত বোঝা ও সঠিকভাবে বোঝানর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা। ওয়াগনের অভ্যন্তরে সর্বক্ষণ উচ্চস্বরে বই পড়ার গুঞ্জনধ্বনি; মনোযোগ সহকারে পড়াও চলছে। তর্কবিতর্ক কোলাহলের অন্ত নেই — যেন ভেড়ার গোয়ালে আগুন লেগেছে। তারই মাঝে হঠাৎ গেয়ে-ওঠা সঙ্গীতের তীব্র সুললিত ধ্বনি হিমশীতল নিস্তরঙ্গ বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করে ভেসে আসে:

অমর-হৃদয় তরুণ কামার
আনন্দ গড়ি জান তো,
অনেক উপরে উঠিয়ে হাতুড়ি
নেহাইয়ে আঘাত হান তো।

মন্থর গতি মালগাড়ি ওয়াগন থেকে সংগ্রামী সঙ্গীত পথ প্রান্তর প্রকম্পিত করে ধ্বনিত হতে থাকে। বিজয়বার্তার জয়নির্ঘোষ দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে — মরচে-পড়া চাকার একঘেয়ে ক্যাঁচক্যাঁচানি কোথায় তলিয়ে যায়। এই শ্রমিকদের গান গাওয়ার ধরন কত সুন্দর — কী অপূর্ব! নেপথ্য-সংগ্রামের বছরগুলি এদের বিফলে যায়নি। তাই অন্য সব বাহিনীর চেয়ে সংগ্রামের গানগুলো এদের কাছে হয়ে উঠেছিল প্রাণের চেয়ে প্রিয়, রণাঙ্গনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে এরা অন্তরের আবেগ, প্রেমপ্রীতি উজাড় করে এইসব গান গেয়েছে। এই গান শুনে অন্য সব বাহিনীর সৈনিকদের বুক উৎসাহে ও গর্বে ভরে উঠেছে। সত্যিই গান মানুষের মনে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে!

সামারা যত নিকটবর্তী হতে থাকে ততই ওরা স্টেশনে প্রচুর সস্তায় রুটি ও অন্যান্য সব খাবার জিনিস কিনতে পায়। উপবাসী ইভানভো-ভজনেসেনস্কে মাসের পর মাস চলে গেছে যখন একসঙ্গে এক পাউন্ড রুটিও তাদের ভাগ্যে জোটেনি — তাই এক টুকরো শুকনো রুটি তাদের

কাছে হয়ে উঠেছিল কত মূল্যবান। কিন্তু এখানে অবাক হয়ে এরা দেখে রুটির প্রাচুর্য; অভাব তবে তো রুটির নয় — গণ্ডগোলটা অন্য জায়গায়। যে অঞ্চলে শস্য উৎপন্ন হচ্ছে সেখান আর শিল্পকলের শ্রমিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা কত দুর্বল — এই বিশৃংখলতা তাদের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে দেখা দেয়। রুটির এই প্রাচুর্য দেখে তারা এই কয় বছরের অর্ধানশনের যেন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়ে ওঠে — এতদিনের না-খেয়ে-থাকার সবটুকু যেন একই সঙ্গে পূরণ করে নিতে চায়। হয়তো ওদের ভাবা উচিত ছিল ওরা যতই সামারার শস্যাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে ততই সরবরাহের পরিমাণ বাড়বে, দামও দিন দিন সস্তা হবে। কিন্তু একথা কে তাদের বিশ্বাস করাবে — অনাহার আর দুর্ভিক্ষ তাদের এই সরল বিশ্বাসের মূল উপড়ে দিয়ে গেছে। একটা ছোট স্টেশনে রুটি বেশ ধবধবে সাদা আর তেমনি সস্তা দেখে তারা যত পায় সব কিনে নেয়। এ সুবর্ণ সুযোগ তারা কেমন করে হেলায় হারায়? কিন্তু তার পরের দিনই যেখানে গিয়ে পেঁছায়, দেখে সেখানকার রুটি আরও বেশী সাদা, দামও আরো সস্তা। সঙ্কোচে, লজ্জায় তারা এ ওর মুখের দিকে চায় — ওদিকে আবার তাদের খাদ্য সামগ্রী শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবার যোগাড়।

সামারায় পেঁছে তাদের গাড়ি একটা জায়গায় এসে থেমে যায় — তাকে বলা যেতে পারে 'পনের নম্বর' সাইডিং — তার মাথামুণ্ড কিছুরই ঠিক ঠিকানা নেই — চারিদিকে মরচে-ধরা রেল লাইন আর যত সব ভাঙাচোরা ওয়াগন স্তূপীকৃত করে রাখা। রেললাইনে বেরিয়ে এসে তারা জটলা পাকিয়ে ভীষণ হৈ চৈ শুরু করে দেয়। তাদের কম্যাণ্ডারদের কাছে শুরু করে কড়া তাগাদা: তাদের সম্বন্ধে কী করা হবে — এক্ষুনি গিয়ে জেনে এস, কী কাজের জন্য, কখন আর কোথায় তাদের পাঠান হবে, আজই রওনা হতে হবে না এই শহরে দু'এক দিন অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে?

একমাত্র ফ্রুঞ্জে এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। ইতিমধ্যে তিনি চতুর্থ বাহিনীর কম্যাণ্ডার নিযুক্ত হয়েছেন। এদের রওনা হবার কয়েকদিন আগেই ইভানভো-ভজনেসেনস্ক থেকে তিনি চলে আসেন। এখন উরালস্কে, স্থানীয় বিপ্লবী সামরিক পরিষদে তিনি ফিওদর

ক্লিচকভের নামে এক চিঠি রেখে গেছেন — ক্লিচকভ, লপার, তেরেন্তি বচকিন, আন্দ্রেয়েভ, এই চারজন যেন অবিলম্বে উরালস্ক রওনা হয়ে যায় আর অন্যেরা সব যেন ওদের পরে আসে। ফ্রুঞ্জে চিঠিতে তাঁর শহরের লোকদের জন্য প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে সমগ্র অবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়েছেন। তাদের যে দুরূহ কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হবে তাও ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ক্লিচকভ সবার সমুখে চিঠিটা পড়ে। সকলে পরম আগ্রহ সহকারে তাদের প্রিয় কম্যাণ্ডারের কথাগুলো শোনে। একজন প্রস্তাব করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়া হোক।

'ঠিক বলেছ -- একটা টেলিগ্রাম পাঠান হোক!'

'তাঁকে যেন ধন্যবাদ জানান হয়,' একজন চিৎকার করে জানায়।

'না, ধন্যবাদ কথাটা ঠিক হবে না,' সমস্বরে অনেকে প্রতিবাদ করে ওঠে — 'আমাদের বক্তব্য এইভাবে জানান হোক যে আমরা এখানে পৌঁছেছি — আর যেখানে আমাদের প্রয়োজন, সেইখানে যাওয়ার জন্য সকলে প্রস্তুত।'

'ঠিক কথা। তাঁকে জানিয়ে দাও যে আমরা প্রতিটি মানুষ যুদ্ধের জন্য একেবারে তৈরী!'

'বন্ধুগণ — আমরা সবাই মিলে নিজেরাই একটা টেলিগ্রাম পাঠানর ব্যবস্থা করি — জয়, ফ্রুঞ্জের জয়!'

এক পাল ভীত দাঁড়কাকের মত হ্যাট, টুপি, লালফৌজের হেলমেট শূন্যে উড়ে।

ফ্রুঞ্জের চিঠির আন্তরিকতা ফিওদরের হৃদয়ে উদ্দীপনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। অকারণে সে শূন্যে চিঠিখানা ঘুরাতে থাকে — তারপর আনন্দে দিশেহারা হয়ে চিৎকার করে বলতে শুরু করে:

'কমরেডগণ, এই দেখুন — এই ছোট্ট চিঠিখানা আপনারা দেখুন! সেনাবাহিনীর অধিনায়কের লেখা এই চিঠি — আপনারা কি ঠিক এই কথাই মনে করেন না যে, যিনি লিখেছেন তাঁর সঙ্গে আমাদের সর্বদিক দিয়েই মিল রয়েছে। তাঁর এই সহজ সাবলীল ভঙ্গি, তাঁর এই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখে এই কথাই কি মনে আসে না যে আমাদের মত সৈন্যদের

আর সর্বাধিনায়কের মধ্যে সামান্য একটি ধাপের মাত্র ব্যবধান? না বন্ধুগণ, দুই-এর মধ্যে একটা ধাপের ব্যবধান বলা ঠিক হবে না — পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক — দুই মিলিয়েই তো একটি পূর্ণতা গড়ে ওঠে। অধিনায়ক আর লালফৌজের সৈনিক — এই দুইকে একই বলতে হবে। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের সৈন্যবাহিনীর অমিত শক্তি। আমাদের একতা, আমাদের সৌভ্রাত্র — এরই মধ্যে রয়েছে আমাদের শক্তির উৎস। তাই বলছি — আমাদের সৈন্যবাহিনীর জয় হোক! আমাদের জয় সুনিশ্চিত হোক!

উল্লাসে উত্তেজনায় লালফৌজ বাহিনী উদ্দাম হয়ে ওঠে — আবার শূন্যে উড়তে থাকে যত সব হ্যাট আর টুপি — জয়ধ্বনিতে বারবার চতুর্দিক মুখরিত হয়ে ওঠে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের তীরপ্রান্তে উৎক্ষিপ্ত পাথরের টুকরোর মত তাদের শপথের বাণী, তাদের গর্ব, তাদের আনন্দ, যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাদের অধীর আগ্রহ বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে।

এরপর থেকে ক্ষিপ্রগতি শশকের মত ঘটনা প্রবাহ এগিয়ে যেতে থাকে। সৈন্যবাহিনীর সমবেত হওয়ার আদেশনামা আসে। কম্যান্ডারকে সদর দপ্তরে ডেকে এনে সেনাবাহিনীকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে দেওয়া হয়। চিঠিতে উল্লিখিত চারজনের নামে বিপ্লবী পরিষদ থেকে আবার তাগাদা আসে — 'অবিলম্বে উরালস্ক রওনা হও।'

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তারা রওনা হওয়ার ব্যবস্থায় লেগে যায়, অন্য সৈন্যদের কাছে বিদায় নেওয়ার অবকাশ প্রায় পায় না। অবিশ্যি তাদের বিশ্বাস শীঘ্রই সবার সঙ্গে আবার তাদের উরালস্কে দেখা হবে।

তিনঘোড়াটানা দুটো স্লেজগাড়ি বিপ্লবী পরিষদের হেড্‌কোয়ার্টার থেকে দ্রুত রওনা হয়ে যায়। প্রথমটিতে ফিওদর আর আন্দ্রেয়েভ, দ্বিতীয়টিতে লপার আর তেরেন্তি বচকিন। গগন বিদীর্ণ করে বেজে ওঠে চালকের হুইসল, চাবুকের শপাং শপাং শব্দের সঙ্গে তীরবেগে ছুটে চলে ঘোড়াগুলো। লঘুভার স্লেজদুটি পাখির মত পাখা মেলে চূর্ণ-তুষার রাশির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

২

স্তেপ অঞ্চল

স্তেপ অঞ্চলে ভোরবেলায় ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। স্লেজ চালকদের সারা দেহে চামড়ার লোমশ কোট — বেশ আঁটোসাঁটো করে মোড়া কোটের কলারে তাদের মাথা এমনিভাবে ঢাকা পড়েছে যে ঘুমে ঢুলুঢুলু যাত্রীদের চোখে কিছুই বোধগম্য হয় না।

'জমে গেলে নাকি, লপার?' বর্চাকিন ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে — সে নিজেই শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে

'একেবারে হাড় পর্যন্ত জমে গেল,' বিষণ্ন সুরে জবাব আসে লপারের। 'শীগ্গির কোথাও থামবে কিনা বলতে পার?'

'কে জানে? আমাদের এই সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার — ও ভাই শুনছো,' বলে সে হলদে চামড়ার গায়ে খোঁচা মারে, 'শীগ্গির আমরা কোথাও গিয়ে পেঁছাতে পারব কি?'

'খুব ঠাণ্ডা লাগছে — না?'

'ঠাণ্ডা তো বটেই ভাই। বলছিলাম কি কাছাকাছি কোন গ্রাম-ট্রাম পড়বে?'

'মাইল পাঁচেকের মধ্যে পড়তে পারে। আষ্টেকও হতে পারে।' মুখ না ফিরিয়ে ঠাট্টার সুরে জবাব দেয় চালক।

'বাজে কথা ছাড় — ঠিক কতদূর হবে?'

'ঠিক ততদূর হবে!' রসিয়ে জবাব দেয় চালক।

'গ্রামের নামটা কী যেন বলছিলে?'

'ইভান্তেয়েভকা।'

'ইভান্তেয়েভকা থেকে পুগাচভ খুবই দূর নাকি?'

'ভয় কি? কিচ্ছু বাদ পড়বে না,' খুব হিসেবী লোকের মত কৃষকটি চোখদুটো কুঁচকে নাকের মধ্যে তার জমে-যাওয়া আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়। এমনিভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে ওঠে:

'দেখতেই পাবে — কোন কিছুই বাদ পড়বে না — তাভলজ্কা

পর্যন্ত বার মাইল, তারপর সেখান থেকে ধর পনর — অর্থাৎ খাওয়ার সময় পোঁছান যাবে।'

'তুমি তো নিকলায়েভকার লোক, না?' বর্চাকিন লোকটাকে বোঝার চেষ্টা করে।

'সেখানকারই তো — তাছাড়া আবার কোথাকার হতে যাবো?' সে যে অপমানিত বোধ করছে, তার কণ্ঠস্বর থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে যেন ভাবে: এই ধরনের আজেবাজে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মানে কী? নিকলায়েভকা থেকে যখন যাত্রী তুলেছে তখন সে সেখানকার লোক ছাড়া আর কোথাকার হবে!

'না-ই বা হবে কেন? খুড়ো, তুমি ইভান্তেয়েভকার লোকও তো হতে পার?'

'মোটেই না। ইভান্তেয়েভকার? আরে ছোঃ ছোঃ,' বলে সাত তাড়াতাড়ি লাগামটা ধরে সে অহেতুক হ্যাঁচকা টান লাগায়।

কৃষকদের মধ্যে সম্প্রতি একটা প্রথা চালু হয়েছে — যেমন ইভান্তেয়েভকার ইভান বলে একজন কাউকে নিকলায়েভকায় নিয়ে গেল। সেখানে নিকলায়েভকার ইভানিচ বলে আর একজন আগে থেকেই অর্ডার পেয়েছে যে তাকে কাউকে ইভান্তেয়েভকায় নিয়ে যেতে হবে। ইভানিচ তখন সেই যাত্রীকে নিজে না পোঁছে ইভানের ফিরতি গাড়িতে গছিয়ে দেবে। তারপর ইভান আর তার ক্লান্ত ঘোড়া খুট্ খুট্ করে রওনা হয়ে কখন যে পোঁছাবে — তা ভগবানই জানেন। পরে দরকার হলে ইভানিচ আবার ইভানের হয়েও এই ধরনের কাজ করে দেবে। কৃষকদের এতে মহাসুবিধা, কিন্তু যাত্রীদের হয়রানির অন্ত থাকে না — বার-তের মাইল পথ যেতে চার পাঁচ ঘণ্টা লেগে যায়। "ভীষণ জরুরী", "প্রথমতম অগ্রাধিকার", "বিশেষ ব্যবস্থা" যত কিছু অসাধারণ বিশেষণ অর্ডারের সঙ্গে যোগ করা থাকুক না কেন কিছুই আসে যায় না। এই সব বড় বড় কথা চালকদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে না। জমাট গোঁফের ফাঁকে একটু হাসির রেখা টেনে মহা আরামে দাড়ির ভেতর থেকে বরফকণা খুঁটতে খুঁটতে তারা উৎকণ্ঠিত যাত্রীদের সান্ত্বনা দেয় —

'তোমাদের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি — অত অধৈর্য হয়ো না। কবরখানায় খুব শীগ্‌গিরই পেঁছে যাবে।'

গাড়োয়ানদের এই প্রথার কথা তেরেন্তির আগে থেকেই শোনা ছিল। এখন সে-কথা মনে পড়তেই সে বুঝতে পারে লোকটি কেন ধূর্তের মত মহাতৃপ্তিভরে ছোঃ ছোঃ করে উঠেছিল।

'বুঝলে, তোমার ব্যাপারটা কিন্তু জানি। অন্যের বদলী হিসাবে আমাদের নিয়ে যাচ্ছো — তাই না?'

'তা যে নয়, সে কথা কে বললে,' লোকটি চনমনে হয়ে ওঠে। 'এই বদলাবদলিতে যে কত সুবিধে তা তো সবারই জানা।'

'সুবিধে তো বটে, তবে কার পক্ষে?'

'সবারই পক্ষে!'

'তোমাদের পক্ষে সুবিধে তা বুঝি। কেউ তা অস্বীকার করবে না। কিন্তু আমাদের যে সর্বনাশ। এই হয়রান-হওয়া ঘোড়া নিয়ে সময়মত কি আর যেতে পারবে — খুট্‌ খুট্‌ করে চললে সারাদিন লেগে যাবে।'

'আমার ঘোড়া হয়রান হয়ে গেছে — তাই বলতে চাও নাকি,' লোকটা হঠাৎ চটে ওঠে। তার প্রশস্ত কাঁধদুটোয় একবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিয়ে, সাড়ম্বরে লাগামটা ঝাঁকায় তারপর মুখ দিয়ে একরকম অদ্‌ভুত শব্দ করে সে ঘোড়াগুলোকে এইসা জোরে ছোটাতে শুরু করে দেয় যে বরফের টুকরো উড়ে যাত্রীদের মুখ একেবারে ঢেকে ফেলে। 'জলদি চল্‌ ব্যাটারা — আর দেরী নেই — ঠিকসে চলো ওরে আমার যাদু।'

চালককে আর চেনার যো নেই। তুষারাবৃত বিজন স্তেপভূমি যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ। তারপর তার রাগ পড়ে এলে উত্তেজিত ঘোড়াগুলোর রাশ টেনে পেছনে মুখ ফিরিয়ে বেশ রুক্ষভাবেই মন্তব্য করে:

'কেমন "হয়রান" হয়েছে দেখলে তো?'

'হ্যাঁ, এই তো চাই,' যাত্রীরা তাকে উৎসাহিত করে।

'তা তো ঠিকই,' কৃষকটি সায় দেয়। তারপর গম্ভীরভাবে বলে, 'আর যদি-বা কোন কোন সময় ঘোড়াগুলো হয়রান হয়ে পড়ে, তারও ন্যায্য কারণ থাকে। গাড়ি চালানর কি আর শেষ আছে — নিজের

কাজও করতে হবে, হুকুমও তামিল করতে হবে। শয়তান যে সেও ঘায়েল হয়ে যায়, ঘোড়া তো কোন ছার।'

'এই ধরনের অর্ডার কি তোমাদের প্রায় মেলে?' লপার জানতে চায়।

'অর্ডার! অর্ডারের কি আর শেষ আছে। এত লোকের যাওয়া-আসা সমানে তো লেগেই আছে, আর সবাই চায় গাড়ি — এখন বোঝ। আর কিসের জন্যই যে শালারা এত দৌড়ঝাঁপ লাগিয়েছে কে জানে, কিছুই বুঝি না। যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে। আর ঘোড়া না হলে কারুরই চলবার উপায় নেই। একবার কাউকে ঘোড়া না দিয়ে দেখ, স্রেফ ঘুষি খাবে!'

'তাই নাকি?' লপারের বিশ্বাস হয় না।

'তাছাড়া কি? কার কাছে তুমি নালিশ করবে?'

'তোমাদের কৃষকেরা আজেবাজে মিথ্যে বলতে ওস্তাদ।' লপার গুরু-গম্ভীরভাবে বলে।

'নিজে একটা ভাল মিথ্যে বানাও না দেখি!' একটু অসন্তুষ্ট হয়ে সে বহু কষ্টে পিছন ফিরে মুখের উপর জবাব দেয়।

'কী ভেবেছ!' হাউমাউ করে ওঠে লপার। 'একধরনের লোক আছে যারা যত সব গাঁজাখুরী গল্প বানায় আর নিজেরা সেগুলোকে সত্যি বলে চালায়, সত্যি বলে মনে করে — ব্যস ল্যাঠা চুকে গেল — তুমি ওদের কী করতে পার?'

'গাঁজাখুরী! তাই না?' চটে গিয়ে কৃষকটি গজ গজ করতে থাকে। হঠাৎ তাদের কথাবার্তা এমনি তিক্ত ও কড়া হয়ে ওঠায় সে একটু দুঃখিতও হয়।

'কেউ কোনদিন তোমাকে মারধোর করেছে?' জিজ্ঞেস করে লপার।

'মারেনি, তবে? ঠিক তোমার মতই একজন, হারামীর বাচ্চা, শালা তার তরোয়াল দিয়ে এমনি জোরে এক খোঁচা মারে — ভাগ্যিস আমার ঐ কোটের চামড়াটা পুরু ছিল, না হলে শালা আমার নাড়িভুঁড়ি বের করে ছাড়ত।'

'ব্যাটা নিশ্চয় মাতাল ছিল?'

'তা হতে পারে — যেমন ভাবভঙ্গি করছিল।'

'মাতালের কাছে তুমি আর কী আশা করতে পার।' লপার চেপে যেতে চায়।

'না, আমি কিছুই আশা করিনি।'

তেরেন্তির ইচ্ছা সে জেনে নেয় সোভিয়েতগুলো এখানে কেমনভাবে চলছে — কতখানি শক্তিশালী হয়েছে — কাজকর্ম ভালভাবে চালাচ্ছে কিনা। সে চালকটির ফাঁকা ফাঁকা এড়িয়ে-যাওয়া কথায় বাধা দিয়ে অন্য ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে। কিন্তু এতেও সে কোন ধরা-ছোঁয়া দেয় না, আগের মতই দ্ব্যর্থবোধক উত্তর দেয়। লোকটির কোথায় যেন কিসের ভীতি রয়েছে। "যা হয় হোক ..." "সবকিছুই সহ্য করতে হবে ..." "আমরা আর কী করতে পারি ! . ." সোজাসুজি স্পষ্ট উত্তরের বদলে তেরেন্তি এই ধরনের টুকরো টুকরো কথা আদায় করতে পারে।

'সোজা কথা বুঝি তোমার মুখ দিয়ে বেরোয় না — পরিষ্কার করে বল,' রেগে চিৎকার করে লপার — ওর অসহ্য লাগে।

'তোমার বুঝতে একটু দেরী হয়, বুঝলে বাপু! একটু ভেবেচিন্তে দেখ না কেন, তুমিও বুঝে ফেলবে।'

আলোচনাটা মাঠে মারা যাবে এই আশংকায় তেরেন্তি লপারকে চুপ করতে বলে ওকে আবার জিজ্ঞেস করে:

'তোমাদের এখানকার সোভিয়েতের কথা বলছিলাম — সোভিয়েত ভাল না মন্দ? কাজকর্ম কিছু শুরু করেছে?'

'কাজকর্ম শুরু করবে না কেন — কেবল ওই গর্শকভ অর্ডারগুলো দেওয়ার সময় ন্যায্যভাবে কাজ করে না...'

'ন্যায্যভাবে কাজ করে না?' শোনামাত্র বেড়াল যেমন ইঁদুরের উপর লাফ দিয়ে পড়ে তেমনি লপার কথাটা একেবারে লুফে নেয়।

'মোটেই না। তার শ্বশুরের পালা পড়লে সে আমাদের মত লোকের ঘাড়ে তা চাপিয়ে দেবেই।'

'তোমরা নালিশ কর। সোভিয়েতের কাছে যাও — তাদের কাছে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল। তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও। তারা সঙ্গে সঙ্গে ওই বদমায়েসটাকে আচ্ছা করে ধোলাই দেবে।'

'হাঁ, তা বটে — একজনকে তারা ধোলাই দেবেই।' একটু দুঃখের

সঙ্গেই উত্তরটা সে দেয়। তারপর ঘোড়াগুলোর পিঠের ওপর ব্যাজার হয়ে লাগাম দিয়ে আঘাত করতে থাকে। 'একটু খেয়াল রেখো, নইলে তোমার উপরও ধোলাই পড়তে পারে; কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কিছুই বলা যায় না।'

'কী সব বাজে কথা শুরু করেছ,' লপার আবার রেগে ওঠে।

'বাজে কথা নয়। এমনি ধারা তো আখ্‌ছার ঘটছে।' দুঃখের সঙ্গে জবাব দেয় চালক — মরা পাখির মত তার মাথা ঝুলে পড়ে।

'এই ধরনের ঘটনা কোনদিন ঘটেছে?' জেরা করার ভঙ্গিতে বেশ কড়াভাবে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে তেরেন্তি।

'ঘটেছেই তো।'

'তার পর?'

'তার পর আবার কী — কিছু না,' কৃষকটির বরফ মাখানো ঠোঁটদুটো অল্প একটু নড়ে ওঠে। 'তারপর তার সব শেষ হয়ে যায় — "অসময়ে সে ঝরে পড়ে..."'

'তোমরা মুখ বুজে থাকলে কেন?' লপার ভীষণ চটে ওঠে।

'মুখ বুজে থাকলাম পাছে শব্দ হয়।' কৃষকটি যথেষ্ট চালাক, বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সে বোঝানর চেষ্টা করে, 'চুপচাপ থাকাই ভাল; সব আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'তামাসা রাখ, ঢের হয়েছে! নইলে...' পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে নরম হয়ে বলে, 'আচ্ছা খুড়ো, এইসব যাত্রীদের ভাড়া-খাটায় তোমাদের খুব লোকসান হয় নাকি? সব জায়গায় সোভিয়েতগুলোতে প্রচার-পত্র টাঙানো দেখলাম — লেখা রয়েছে: "যাতায়াত করতে হলে ভাড়া দিয়ে দেবে; কোন জিনিস নিলে দাম চুকিয়ে দেবে।" — পড়নি এগুলো? দেখনি?'

'খুব দেখেছি — কত কি টাঙানো আছে!'

বিরক্তি আর হতাশায় লপারের মন ভরে ওঠে। থুথু ফেলে মাথা নিচু করে সে চুপচাপ বসে থাকে। শহরে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলা তার অভ্যাস— কেমন স্পষ্টাস্পষ্টি ভাব, ধরনধারনই সব আলাদা। আর এই অস্পষ্ট, এড়িয়ে-যাওয়া, বাঁকা বাঁকা জবাবগুলো তার ভীষণ বিশ্রী লাগে। বাকি

রাস্তাটা সে আর একটিও কথা বলে না। কিন্তু তেরেন্তি বর্চাকন বহুক্ষণ ধরে সেই ধূর্ত কৃষকের অজস্র মিথ্যা ও অস্পষ্ট সব উক্তি থেকে টুকরো টুকরো ঘটনা, তার বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও ধারণাগুলো দামী মুক্তোর মত খুঁটে খুঁটে বের করে নিতে থাকে।

ওদিকে ফিওদর আর আন্দ্রেয়েভের স্লেজে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কথাবার্তা চলছে।

স্লেজ-চালককে ফিওদর জিজ্ঞেস করে, 'তুমি নিজেই তো ওর সৈন্যদলে ছিলে — তাই না গ্রিশা?'

'ওর সঙ্গে থাকার সময়ই তো আমার এই পাটা জখম হয়।' বলে সীটের যেখানে পাটা থাকা উচিত ছিল সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। 'সারাটা গ্রীষ্মকাল ধরে স্তেপ অঞ্চল জুড়ে তারা আমাদের পেছনে ধাওয়া করেছে — তারা আমাদের খুঁজে বেড়ায় আর আমরা সকলে তাদের ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে চলি। চেক্‌রা তো শিশু — কিন্তু কসাক্‌রা — ওরা মানুষ হয়েছে এই মাটিতে — তাদের ধাপ্‌পা দেওয়া বড় কঠিন।'

গ্রিশা তার কলারটা খুলে ফেলে পাশ ফিরে বসতেই ফিওদর তার মুখ স্পষ্ট দেখতে পায় — রোদে পুড়ে ইঁটের মত লাল হয়ে গেছে — কিন্তু কী অপূর্ব লাবণ্য মাখানো, তেজোদৃপ্ত, অকপট মুখচ্ছবি। উত্তেজনা ও আবেগপূর্ণ কোন মন্তব্য করার সময় সে এক অদ্‌ভুত ভঙ্গি করে উপরের ঠোঁটটা শক্ত করে নিচের ঠোঁটের উপর নামিয়ে বেশ জোরে একটা চাপ দেয়। চওড়া ভোঁতা ধরনের নাক, চোখদুটো ধূসরবর্ণ, অপ্রশস্ত ললাটে কুঞ্চিত রেখা — একটি অতি সাধারণ মুখ; কোন বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য হয় না। কিন্তু যে কোন লোকেরই চোখে পড়বে — তার অন্তর্নিহিত অপূর্ব দৃঢ়তার অকপট পরিচয়। গ্রিশার বয়স মাত্র বাইশ বছর, কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয় পঁয়ত্রিশ। খেত মজুরের কঠোর জীবনের বিস্বাদ আর যুদ্ধে তার বাঁ পা যখন উড়ে যায় সেই সময়ের দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা আর সবকিছুর উপর একটি অনপনেয় চিহ্ন রেখে গেছে।

আগের কথার জের টেনে ফিওদর জিজ্ঞাসা করে, 'তার বয়েস কত হবে — বয়স খুব বেশি নয় — না?'

'হাঁ, খুবই কম — ত্রিশই বোধহয় হয়নি।'

'এই অঞ্চলেরই লোক, না? কসাক নাকি?'

'মোটেই না। পুগাচভের কাছেই ভিয়াজভকা বলে একটা গ্রাম আছে— সেখানেই তো সে থাকত। অন্যেরা বলে এখানে আসার আগে সে থাকত বালাকভে। কে জানে?'

'দেখতে কেমন?' প্রশ্ন করে সব জেনে নেওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে ফিওদর। তার উত্তেজিত চোখমুখের ভাব দেখে বেশ বোঝা যায় এই আলোচনা তাকে কী ভাবে পেয়ে বসেছে — প্রতিটি কথা সে যেন গিলছে।

'কেমন — তা বোঝাব ঠিক কেমন করে? যাকে বীরপুরুষ বলে — সে হচ্ছে তাই।' উত্তর দেওয়ার ধরন দেখে মনে হয় গ্রিশা কী যেন মনে মনে ভাবছে। 'ধর, আমরা গাড়ির ওপর বসে আছি—অনেক দূর থেকে সবাই তাকে চিনতে পারে। অমনি "চাপায়েভ আসছে! চাপায়েভ আসছে!" দিনের মধ্যে তার সঙ্গে হয়তো দশবার দেখা হয়েছে — তবু যেন মন বলে তাকে আরও বেশি করে দেখি। কী বলব ভাই, সে একটা অন্য ধরনের মানুষ। আমরা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে থাকি — সে যেন সপ্তম আশ্চর্যের একটি আশ্চর্য। সে হাঁটছে আর তার গোঁফে হাত বুলাচ্ছে, একবার এদিকে একবার ওদিকে। গোঁফ জোড়াটি তার মহাপ্রিয় — সব সময় হাত বুলাচ্ছে তার উপর। "ওখানে তুমি বসে নাকি?" সে হয়ত জিজ্ঞেস করল। "হাঁ, বসে আছি, কমরেড চাপায়েভ।" "আচ্ছা বসে থাক।" ব্যস তারপর সে চলে গেল। আর কিছু বলার দরকার নেই, কিন্তু কী জানি কেন পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তোমার সর্বশরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। হাঁ, মানুষের মত মানুষ যদি কেউ থাকে তবে সে।'

'সে একজন বীর, কী বল? সত্যিকারের বীর যাকে বলে — না?' ফিওদর যেন বাজিয়ে নিতে চায়।

'সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। একটা উদাহরণ দিই — যেমন ধর কী দ্রুত সে ইভাশেঙ্কভ্স্কি কারখানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

সেখানকার শ্রমিকদের বাঁচানর জন্য তার কী ব্যাকুলতা। কিন্তু পারল না, কী করবে, ঠিক সময়ে সে পৌঁছাতে পারেনি।'

'খুব দেরী হয়ে গিয়েছিল?' আন্দ্রেয়েভ শিউরে উঠল।

'হাঁ, দেরী হয়ে গিয়েছিল।' গভীর দুঃখের সঙ্গে উত্তর দেয় গ্রিশা। 'তার একটু দেরীর জন্য কত শ্রমিককে না নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল -- উঃ!' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে অধোবদনে সে বসে থাকে।

দুজনেই শোকে অভিভূত হয়ে পড়ে। দুজনেই নীরবে চেয়ে থাকে। তারপর অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে গ্রিশা বলতে থাকে, 'এক এক জনে এক এক কথা বলে — কিন্তু অন্তত দুহাজার জন তো ছিলই। ফ্যাক্‌টরীর মধ্যে সার করে তাদের রেখে দেওয়া হয় — গোটা ইয়ার্ডটা একদম ভর্তি হয়ে যায়। নারী, শিশু — হাঁ, শিশুও ছিল তাদের মধ্যে, কয়েকজন বুড়ি নারীও ছিল — সবাইকে ওরা মারে। শালারা কোনরকম বাছ-বিচার করেনি।' দাঁতে দাঁত ঘসে শিথিল হয়ে-পড়া লাগামটা ধরে সে হ্যাঁচকা টান লাগায়।

ফিওদর জিজ্ঞাসা করে:

'তুমি নিজের চোখে দেখেছিলে?'

'না দেখে থাকব কেমন করে? সে যা বীভৎস কাণ্ড — কথায় বলে বোঝান সম্ভব নয়। সমস্তটা জুড়ে শুধু রক্ত আর মাংসের ছড়াছড়ি। শয়তানরা সবাইকে একেবারে কচুকাটা করে ফেলে -- কাউকে বাদ দেয়নি — কোন বাছ-বিচার করেনি...'

'আর চাপায়েভ — সে কী করল?'

'সে কী করল? সে একেবারে ক্ষেপে উঠল। চোখদুটো জ্বলছে, সর্বশরীর থরথর করে শুধু কাঁপছে। ভীষণ জোরে তরোয়ালটা একটা পাথরের উপর ঠুকে সে চিৎকার করে উঠল, "এই রক্তের বদলে প্রচুর রক্তপাত হবে। আমরা ভুলবো না — কক্ষনো না — প্রতিহিংসা নেব, রক্তের দাম আমরা রক্তে শুধবো।"

'প্রতিহিংসা সে নিয়েছিল?' আন্দ্রেয়েভ জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'নেয়নি? তবে কি! একেবারে উন্মাদের মত সমগ্র স্তেপ অঞ্চল সে চষে বেড়ায়। আমাদের বলে দেয় বন্দী হিসেবে কোন কসাককে নেওয়া

চলবে না। সে বলত, “শয়তানদের একেবারে শেষ করে ফেলবে, ইভাশ্চেঙ্কভস্কি ফ্যাক্টরীর কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।”

কিছুক্ষণের জন্য সবাই আবার নীরব হয়ে পড়ে। তারপর ক্লিচকভ আবার গ্রিশাকে প্রশ্ন করা শুরু করে দেয় — আর এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে তার তো মহা আনন্দ।

‘আচ্ছা গ্রিশা, তার সঙ্গে কী ধরনের লোক ছিল — তার সৈন্যেরা সব কোথাকার লোক?’

‘কেন, তারা এখানকারই লোক — অন্য জায়গার লোক হতে যাবে কেন? আমারই মত খেতমজুর আর গরীব চাষী — তাছাড়া নৌকার গুণ টানার লোকরা ছিল — তারা তো আমাদের আগেই যোগ দিয়েছিল।’

‘তোমাদের ওটা কি একটা পুরো রেজিমেণ্ট — না অন্য কিছু?’

‘আমরা যখন পুগাচভে ছিলাম তখন পুরো রেজিমেণ্টই ছিল। কিন্তু পরে ওটাকে পার্টিজান বাহিনীই বলা হত। রেজিমেণ্ট বলা চাপায়েভ নিজে পছন্দ করত না। সে বলতো, “একে একটা বাহিনী বলাই সঙ্গত।”

‘হাঁ, তা বাহিনীই হল। কিন্তু তোমাদের বাহিনীতে যারা আহত আর নিহত হত — তাদের কী ব্যবস্থা হত —তোমরা তা কেমনভাবে করতে?’

‘ব্যবস্থা করতাম বৈকি,’ একটু টেনে টেনেই গ্রিশা উত্তর দেয়। তারপর মনে মনে চিন্তা করে গুছিয়ে কথা বলে, ‘নানান উপায়ে আমরা সব ব্যবস্থা করতাম। যদি আহতদের কুড়িয়ে না আনতাম কসাকরা তাদের যে একদম শেষ করে ফেলত — সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তারা একটিকেও রেহাই দিত না। আমরা যাদের আনতাম তাকে গাঁয়ের মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে লুকিয়ে রাখতাম — চারিদিকেই তো আমাদের লোক। এই তো এই তাভলজ্কাতেই তো কতজন আহত আশ্রয় নিয়েছিল। শুধু কি এখানে — সব জায়গায়।’

‘তাদের সেবা-শুশ্রূষার কী ব্যবস্থা হত?’

‘তাদের ক্ষতস্থানের চিকিৎসা এখানে হত বটে — কিন্তু ওষুধ-বিষুধ তো আর এসব জায়গায় মেলে না — বুড়িরা ভেবেচিন্তে যেটা করে সেইটাই ওষুধ। যাকে শহরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত — তার একটা যা হোক কিছু ভাল ব্যবস্থা হত; কিন্তু এখানে গ্রামে — উঃ, সে যা নার্সিং-এর

বছর! একটা অশিক্ষিত গাঁয়ের মেয়েমানুষ কী আর জানে — একটা পা ভেঙে ঝুল-ঝুল করছে, হাড়গুলো গুঁড়ো হয়ে ঝুম্‌ঝুমির মত খুট্‌ খুট্‌ করছে — এইটা ব্যান্ডেজ করতে হয় কেমন করে তার সে কী জানবে? এই ধরনের আহতদের একজন অশিক্ষিত মেয়েমানুষ কী রকম নার্স হবে বুঝতেই পার?'

'এই ধরনের অবস্থা হয়েছিল?' ফিওদর জিজ্ঞাসা করে। কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে আসে।

'কেন হবে না? যুদ্ধের সময় কী না হতে পারে?'

'সত্যিই তো,' ফট্‌ করে বলে ওঠে আন্দ্রেয়েভ। সে এতক্ষণ তার মেষচর্মের কোটের কলারের মধ্যে মাথা গুঁজে চুপ করে বসেছিল — কারও ওপর তার রাগ হয়েছে কিম্বা কোন কিছুতে সে ভীষণ বিরক্ত হয়েছে এমনিভাবে।

'তুমি যা বলছ ভাই, একেবারে খাঁটি সত্যি,' জোর দিয়ে সে আর একবার বলে আর বন্ধুর মত গ্রিশার পিঠে থাপড় লাগায়।

'নিশ্চয়ই।' পরম উৎসাহে হাত নেড়ে গ্রিশা বলে ওঠে, 'সব রকম জিনিস আমাদের সহ্য করতে হয়েছিল।'

ফিওদর গ্রিশাকে বাধা দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা শুরু করে, 'তোমাদের খাওয়া দাওয়াও কি গ্রাম থেকেই পেতে?'

'গ্রাম থেকে বৈকি।' বিজ্ঞের মত জবাব দেয় গ্রিশা, তার সম্বন্ধে এদের আগ্রহ দেখে সে মনে মনে মহা খুশি। 'সঙ্গে আমরা বিশেষ কিছুই নিতাম না — আর নেবই বা কেমন করে — নিয়েই বা কী হবে? গ্রামের উপর দিয়ে চালিয়ে নেওয়ারই তো রেওয়াজ — তারা এলে তারা নেয়, আমরা গেলে আমরা নিতাম। যারাই আসুক না কেন গ্রামের লোকের দেওয়ার ব্যাপার — নেওয়ার কিছু নেই।'

'তাই তো, এটা খুব খারাপ হয়েছিল।' ক্লিচকভ দুঃখ প্রকাশ করে।

'সকলের পক্ষে খারাপ হয়েছিল — আর আমাদের পক্ষে বুঝি খুব সহজ হয়েছিল?' গ্রিশা কথার প্রতিবাদ করে ওঠে — তার কথা ওরা বুঝি ঠিকভাবে ধরতে পারছে না।

'না না, সহজ ছিল না।' ফিওদর তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বাস দেয়।

'এইবার ঠিক বলেছ। দিনকাল কখনো ভাল হয়, কখনও বা মন্দ হয় — সবকিছুই ঘটতে পারে। এমনও হয় আমাদের জন্য রুটি, ঘোড়ার জন্য দানা — ভাল মনে কিছুই কেউ দিতে চায় না। কিম্বা আমাদের ঘোড়া ভীষণ হয়রান হয়ে পড়েছে, তবু তারা তার বদলে তাদের ঘোড়া দিতে কী নারাজ! কিন্তু আমাদের তো সময় নষ্ট করা চলে না — আমাদের যখন প্রয়োজন ওরা দিতে বাধ্য — কথা কাটাকাটি করে কী লাভ! আমাদেরও যা অবস্থা কসাকদেরও তাই। সব সময়ে যে সবকিছুই ভালভাবে হয়েছে — এ বড়াই করে লাভ কী? অপ্রিয়ও কখন কখন ঘটেছে। দিনের পর দিন না খেয়ে পথ চলতে চলতে প্রাণ বেরিয়ে গেলেও এক টুকরো রুটি কোথাও জুটতো না — এর চেয়ে আর কত ভাল চাও শুনি? কারুর বাড়িতে গিয়ে কিছু খেতে চাইলে সে সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিত। আমরা তখন কী করবো — একগাল হেসে চলে যাব? — না! কাউকে আমরা গ্রেপ্তার করতাম — আর যাদের ভুঁড়িগুলো মোটাসোটা তাদের মুখের উপর লাগাতাম ঘুসি — খোসগল্প করার মেজাজ তখন কোথায়?'

'তাদের ধরে মারধোর করতে?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে ক্লিচকভ।

'মারতাম বৈকি!' দৃঢ়কণ্ঠে সোজা উত্তর দেয় গ্রিশা। 'সবাই মারত — যুদ্ধ বলেছে তবে কাকে।'

'খাসা ছেলে গ্রিশা,' আন্দ্রেয়েভ মহা খুশী হয়ে বলে ফেলে। এই ধরনের সহজ সরল সত্যিকথা সে খুব ভালবাসে। গ্রিশা ঘুরে বসে:

'আমার ভাগ্যেও যে জোটেনি তা নয়। একদিন চাপায়েভ নিজেই তো লাগাল। ওরকম হলে তুমি আমি আর কী করতে পারি?'

'কী বললে, চাপায়েভ? কী হয়েছিল — কিসের জন্য?' ওই নাম শোনামাত্রই ফিওদর কান খাড়া করে বসে।

'পুগাচভ খানিকটা দূরে। একটা স্টেশন কি ওইরকম একটা কিছু হবে — নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, আমার তখন সান্ত্রীর কাজ। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সব কাজের চেয়ে এই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দেওয়ার মত বিশ্রী কাজ আর নেই। একেবারে বিরক্ত ধরে গেছে। ঠিক স্টেশনের পাশেই কতকগুলো বার্চগাছ, আর সেগুলোর ওপর একগাদা দাঁড়কাক বসে, গাছগুলো একেবারে যেন কালো হয়ে

গেছে — এত কাক। আর সবগুলো মিলে একটানা বীভৎস চিৎকার শুরু করেছে: কা-কা-কা। ভাবলাম একবার যদি গুলি ছুঁড়ি তবে বাছাধনরা ঠিক চুপ করবে। প্রথমটায় এমনি এমনি ভাবছিলাম, তারপর কিন্তু সত্যি সত্যিই গুলি ছোঁড়ার কথা মনে এল। কেই বা আমাকে দেখছে এখানে, তাছাড়া, আজকাল কত লোকে গোলাগুলি ছুঁড়ছে — কী আর হবে! যেখানে খুব ঘন হয়ে ওরা বসে আছে ঠিক সেইখানটিতে তাক করে ছুঁড়লাম গুলি — খট্-খট্-খট্। কোন চিন্তা না করেই পুরো পাঁচটাকে শেষ করে দিলাম। দুটো কী তিনটে তো পাক খেয়ে মাটিতে পড়ল — আর মরার আগে তারা কী রকম যে ডানা ঝট্পট্ করতে লাগল। বাকিগুলো তো সব উড়ে পালাল — আর সে কী বিকট চিৎকার জুড়ে দিল। আর কে জানে বাবা কম্যান্ডান্টের ওখানে চাপায়েভ স্বয়ং বসে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল — রেগে একেবারে কাঁই।

'তুমি গুলি করেছ?'

'না। আমি তো না — আমি গুলি করিনি।'

'হারামজাদা, কাকগুলো কে ওড়াল?'

'এমনিতেই বোধহয় উড়ে গেল।'

'দেখি বন্দুকটা তোমার,' বলেই আমার বন্দুকটা চেপে ধরল। ব্যস্ তার হাতে আমার বন্দুক — দেখে সব খালি। আর যায় কোথায়। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, "বদমায়েস, শুয়ার কা বাচ্চা, কার্টিজ কোথায় মিলবে শুনি? কসাকদের কী দিয়ে গুলি করবে, বেকুব কাঁহাকার! কসাকদের চেয়ে তোমার কাক বেশি হল? পাজী হতভাগা!" তারপরে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে পাঁজরায় পাঁজরায় কষে গুঁতো।

'চুপ করে থাকলাম। বলার তো কিছু নেই — কী করবো? তখন মনে পড়ল — কিন্তু দেরী হয়ে গেছে — আমার করা উচিত ছিল কী জানো? যখন সে রাইফেল কাড়তে আসে তখন যদি হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলতাম — খবরদার কাছে এসেছ কি গুলি করবো, পাহারায় যখন কেউ রয়েছে তার বন্দুকে তুমি কক্ষনো হাত দিতে পার না — সে এটা ওটা যাই করুক না কেন, আখেরে কিছু হত না। তার পেটের উপর তাক করে যদি বেয়নেটটা ধরতাম সে আমাকে কিছু বলত না—এই তো সে চায়...'

'ওই রকমই সে চায়?' ফিওদর মহা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে।

'চায়ই তো। তুমি যেমন-যেমন তেজ দেখাবে — সেও ততখানি নরম হবে। সাহসী ছোকরাদের সে খুব ভালবাসে, তাতে তার যাই হোক না কেন। "সাবাস," সে বলবে, "তোমার মন যে খুব শক্ত।" তার সব কথা বলে ফুরোয় না। এই যে আমরা ইভান্তেয়েভকায় এসে পড়েছি।'

গ্রিশা উল্লসিত হয়ে ওঠে। জেঁকে পাকা ড্রাইভারের মত সে সিটের উপর চেপে বসে। লাগাম দিয়ে বেশ জোর জোর মার লাগায়, জিভ দিয়ে টক্ টক্ একটা শব্দ করে, শিস দেয়। গ্রামে পৌঁছানর বাকি রাস্তাটুকু সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। একবার মাত্র ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের সোভিয়েতের ওখানে নিয়ে যেতে হবে তো?'

'হাঁ হাঁ, সোভিয়েতে নিয়ে চল।'

'না হলে, তোমাদের পার্ফিওনিচের কাছে নিয়ে যেতাম — চাপায়েভের সব কথা তার কাছে শুনতে পেতে।'

'পার্ফিওনিচ আবার কে?'

'আমাদের দলেরই একজন — আমার আগে সৈন্যদলে যোগ দেয়। তার হাতটা একেবারে উড়ে যায় — তারপর সে ফিরে আসে।'

'এখানেই থাকে?'

'হাঁ। কিন্তু তার খেতখামার সব নষ্ট হয়ে গেছে — তার যা ছিল সবকিছু কসাকরা শেষ করে দিয়ে গেছে। ঘরটা ভেঙে তছনছ করে ফেলেছে— চালাটা পুড়িয়ে দিয়েছে — যাকে বলে একেবারে ন্যাংটা করে ছেড়েছে। সব ঠিকঠাক করার চেষ্টা করছে বটে কিন্তু তেমন কিছু করতে পারেনি এখনও।'

'পথে পড়লে জায়গাটা আমাদের দেখিও।' ফিওদর ওকে বলে দেয়।

'বেশ।'

ইভান্তেয়েভকার ভেতর দিয়ে তারা চলেছে। বেশ বড় গ্রাম। চওড়া রাস্তা — রুপালী বরফের উপর পথ চলার চিহ্ন। শীতকালে ছোট গ্রামগুলো ভালুকের গুহার মত হয়ে পড়ে, সবদিক থেকে বিচ্ছিন্ন, বরফ দিয়ে মোড়া — একেবারে যেন লুকিয়ে যায়। কিন্তু বড় গ্রামকে শীতে যেন আরও সুন্দর দেখায়।

গ্রিশা ঘোড়াদের পিঠে চাবুক কসে নবাবী চালে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। পথে একটা কুঁড়েঘরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় — ওটা পার্ফিওনিচের। আর একটা ঘরের দিকে অমনি করে দেখিয়ে চট্ করে পিছন ফিরে ওদের দিকে চায় — একমুখ হাসি — মুখে কথা নেই। একগ্লাস ভদকা গিলছে এমনি ভঙ্গি করে গলা উঁচু করে ঢোক গেলে। এর থেকে তার সহযাত্রীদের বুঝে নিতে হবে যে এখানে তাদের মদ চোলাই করা হয়। সোভিয়েতে তারা গিয়ে পৌঁছায়। যেমনটি হয়ে থাকে, এখানকার সোভিয়েতও চৌমাথায়, পূর্বতন গ্রাম্য শাসকদের গৃহে অবস্থিত। অতি সন্তর্পণে তারা স্লেজ থেকে নেমে আসে। পা অবশ হয়ে গেছে, ঠিকমত পাততে পারে না। বরফ মাখা চামড়ার কোট খুলে ফেলে বগলে বাণ্ডিল আর হাতে বাস্কেট ঝুলিয়ে নেয় (মালপত্র অবিশ্যি খুব সামান্যই, এক এক জনের ৭।৮ সেরের বেশি হবে না)। তারপর সিঁড়ি বেয়ে সোভিয়েতের অফিসঘরে ঢুকে পড়ে।

অন্য সব অফিসের মত এই অফিসঘরটিও বেশ প্রশস্ত, কিন্তু কোন গোছগাছের বালাই নেই। সবকিছু নোংরা, কেমনধারা যেন, ভেতরে প্রবেশ করতে কোন আগ্রহ হয় না। এখনও বেশ সকাল। শহরে এত সকালে অফিসে একটি লোকেরও টিকি দেখা যায় না — কিন্তু এখানে একেবারে লোকে লোকারণ্য। রাত থাকতে উঠে এসে এখানে সব জমা হয়েছে কিসের জন্য? তেলচিটে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দা-কাটা তামাকের সিগারেট পাকাচ্ছে — অসহ্য উগ্র গন্ধে ঘর একেবারে ভরপুর। অনেকে আবার জানলার ধারে ভীড় করে শার্সির গায়ে নখ দিয়ে যা খুশি লিখছে, হাত ঘসে তালি বাজিয়ে সেগুলো গরম রাখার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে আজেবাজে দু একটা কথাবার্তাও নিজেদের মধ্যে বলছে। সবাই না হলেও, অধিকাংশ তো বটেই, ঠিক কোন কাজের উদ্দেশ্যে যে এখানে এসেছে তা নয় — এদের যাওয়ারও কোন জায়গা নেই — করারও কিছু নেই, তাই এখানে এসে এমনি এমনি জটলা পাকাচ্ছে।

ঘরে নতুন লোক ঢুকতেই তাদের দিকে সবার দৃষ্টি পড়ে। তাদের দিকে বেশ ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মন্তব্য শুরু হয় — কেমন ঠাণ্ডা পড়েছে, আগন্তুকদের পথে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে, তাছাড়া তারা

কোথায় যেতে পারে, কেনই বা যাচ্ছে। তারপর শুরু হয় যাতায়াতের অসুবিধা সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা। জই পাওয়া যায় না, যব পাওয়া যায় না — এই নিয়ে কিছুক্ষণ কথা চলে। আজ তুষারের ঝড় হবেই সুতরাং হাজার দরকার থাকলেও কেউ যেন কোথাও না যায় — এ কথাও হয়।

লপার কী জন্য যেন বাইরে আটকে পড়েছিল। সব শেষে ঘরে ঢুকেই সকলকে সম্বোধন করে, 'হ্যালো বন্ধুগণ!'

কয়েকজন অনুচ্চকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়, 'হ্যালো।'

'আমরা সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ওই যে তিনি ওই ঘরে,' বলে তারা পার্টিশানের পিছনে একটি ঘরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

সারা রাস্তা লপার চারজন যাত্রীর মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেছে। কথাবার্তা চালান, ঘোড়া সংগ্রহ করা, কোথায় খাবার পাওয়া যাবে খোঁজ করা, রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা ইত্যাদি, সবই তাকে করতে হয়েছে।

আন্দ্রেয়েভ তার চামড়ার কোট খুলে ফেলেনি। একজন কৃষক জানলার উপর বসেছিল, লোক-দেখান ভদ্রতার কোন রকম বালাই না করেই সে তাকে সরিয়ে সেখানে বসে পড়ে, নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে কৃষকটিকেও একটা এগিয়ে দেয়। কিন্তু কোন কথা বলে না। ইতিমধ্যে তেরেন্তি ভীড়ের মধ্যে ঠিক একটি জায়গা করে নিয়ে সবার সঙ্গে কথা শুরু করে দিয়েছে — গ্রামে কত লোকের বাস, হালচাল কেমন, সোভিয়েত কেমন কাজ চালাচ্ছে। এক কথায় কাজে লেগে পড়তে তার এক মুহূর্তও বিলম্ব হয়নি।

গ্রিশার কাহিনী শুনে ফিওদরের তাক ধরে গেছে। সব সময়ে তার চোখে ভাসছে চাপায়েভের কাল্পনিক মূর্তি, স্তেপের যে ataman। মনে মনে ফিওদর ভাবল, 'সে আসল বীর — জনগণ থেকে এসেছে। স্বাধীন লোক য়েমেলিয়ান পুগাচভ, স্তেপান রাজিন আর য়ের্মাকের মত বীর। তাঁদের সময়ে সাহসিক কাজ তাঁরা করেছেন। কিন্তু চাপায়েভ অন্য সময়ে বেঁচে। তার কাজও আলাদা। গ্রিশার কাহিনী শুনে চাপায়েভ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি করে যে কথা মনে হয় তা হচ্ছে তার নির্ভীক বেপরোয়াভাব।

যোদ্ধার চেয়ে বীর বলেই সে বেশি প্রতিভাত, দুঃসাহসিক কর্মের প্রতি তার দুর্দমনীয় প্রীতি সচেতন বিপ্লবী কর্মসাধনা অপেক্ষা অনেক বেশি। চঞ্চল প্রকৃতি ও নিত্যনতুন আস্বাদ গ্রহণের দুর্বার আকাংক্ষার চূড়ান্ত পরিণতি সম্ভবত তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও, এইসব কৃষক অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব — উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, কী অপূর্ব মূর্তি!'

ইতিমধ্যে ফিওদর কৃষকদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে কী করে পার্ফিওনিচের ওখানে যাওয়া যায়, তাই লপার যখন সোভিয়েতের সভাপতির সঙ্গে কথাবার্তা সেরে চা খাওয়ার জন্য সবাইকে নিয়ে চলল, সে গেল না। সে পার্ফিওনিচের ওখানে যাওয়ার কথা ওদের বলে জেনে-নেওয়া ঠিকানার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে তারা ইভান্তেয়েভকা থেকে রওনা দেয়। ফিওদর বিষণ্নমুখে চুপচাপ বসে থাকে। পার্ফিওনিচ আগের দিন পুগাচভে চলে গেছে — তাকে সে বাড়িতে পায়নি। আন্দ্রেয়েভ এটা-ওটা প্রশ্ন করে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে চুপ করে যায়। ওদিকে তেরেন্তি আর লপার, ওদেরও কিছু ভাল লাগে না, হঠাৎ তাদের খেয়াল হয় গান গাওয়ার। সে এক অপূর্ব দ্বৈত-সঙ্গীত, মনে রাখার মত। লপার একবর্ণ গানও গাচ্ছে না, সুরটুরের কোন বালাই নেই, আপনমনে গাঁ গাঁ করে চেঁচাচ্ছে আর তেরেন্তির গলা থেকে বেরুচ্ছে এক অদ্‌ভুত চিঁ-চিঁ আওয়াজ। দুই মিলিয়ে যে অপূর্ব সঙ্গীত রস সৃষ্টি হচ্ছে তাতে কানের পোকা বেরোনর উপক্রম। আগের স্লেজ থেকে আন্দ্রেয়েভ চিৎকার করতে থাকে ওদের চেঁচানি বন্ধ করার জন্য। বোধহয় ওর কথা শুনেই ওরা গান থামিয়ে দেয়। এরপর তাভলজকা পর্যন্ত সারা পথ তারা ঝিমোয়। সেখানে পৌঁছে না থেমে ঘোড়া পাল্টে নতুন ঘোড়া নিয়েই পুগাচভ অভিমুখে রওনা হয়ে যায়।

তাভলজকা ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই স্লেজ চালকরা আকাশের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে — আঁধার আকাশ জুড়ে ঘন মেঘ ধোঁয়ার মত ভেসে চলেছে। বাতাস ওঠে — তীব্র দমকা বাতাস, একটি দিক থেকে নয়, চতুর্দিক থেকে একই সঙ্গে ছুটে আসে, অজানা কোন শত্রুর উপর

যেন আছড়িয়ে পড়তে চায়। শেকলে বাঁধা রক্ষীকুকুরের মত দাঁত দিয়ে কামড়ে নিতে চায়, ক্ষিপ্ত হয়ে তার দেহের মাংস ছিঁড়ে নিতে আসে, কিন্তু প্রতিবারই সজোরে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। আবার তেড়ে আসে, আবার পিছু হটে যায় — আক্রোশে উত্তেজনায় চিৎকার ও গর্জনে যেন ফেটে পড়ে। ঘূর্ণিবাতাস আর চক্রাকারে ঘূর্ণিত তুষারপাত মাটির বুকে আছাড় খেয়ে পড়ছে — তুষার-চূর্ণে পথঘাট একাকার। তুষার-ঝটিকার প্রদোষ অন্ধকার ঘনিয়ে এসে তাদের গ্রাস করে ফেলতে চায়। তাড়াতাড়ি অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে। উন্মত্ত ঝটিকা চতুর্দিক থেকে সমানে আক্রমণ চালাতে থাকে — তার ভয়ংকরী মূর্তি, তার তীব্রতা বেড়েই চলে। ঘন অন্ধকারে আকাশ অবলুপ্ত হয়ে যায়। তুষারকণা অতি দ্রুত ঘনীভূত হয়ে বরফের সূক্ষ্মশলাকা আর টুকরো-টুকরো বরফের উন্মত্ত আবর্তে পরিণত হয় আর দলা দলা বরফ সোজা তাদের মুখের উপর ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে।

ছুঁচো যেমনভাবে তার গর্তের ভিতর লুকিয়ে পড়ে যাত্রীরাও তেমনি তাদের মেষচর্ম কোটের ভিতর সর্বাঙ্গ লুকিয়ে নেয়। স্লেজ চালকেরা অতি সাবধানে চোখ বের করে পথ চলে। প্রতিকূল বায়ুর আঘাতে তাদের শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম। কনকনে তুষারের প্রলেপ তাদের মুখ অসাড় করে দিচ্ছে। তবু তারা এগিয়ে চলে আর যতই এগুতে থাকে ততই উন্মাদিনী তুষার-ঝটিকা আরও বাধাবন্ধহীন ভয়ংকরী রূপে স্তেপ অঞ্চল মথিত করে তোলে। পথ যখন কোন খাতের তলদেশ দিয়ে, আর উঁচু পাড়ের দুপাশে যখন কিছু কিছু ঝোপঝাড় তখন কিছুটা শান্ত মনে হয়, কিন্তু সমতলভূমিতে ওঠামাত্র আবার শুরু হয় ঝড়ের মাতামাতি — পানোৎসবে উন্মত্ত কোন গৃহস্বামীর মত — "সবকিছুই তো আমারই, ভাঙি-চুরি — সে আমার ব্যাপার।" উদ্দাম ভয়ংকর স্তেপভূমি যেন ঝড়ের নেশায় মেতে উঠেছে।

পুগাচভ পৌঁছাতে বেশ কয়েক মাইল বাকি। পথে তাদের দেখা হয় সারিবদ্ধ সব উট দুলতে দুলতে চলেছে আর মাঝে মাঝে এক একজন সঙ্গী-বিহীন অশ্বারোহী — এদের মধ্যে কয়জনই বা ঘরে পৌঁছাবে! শীতে জমে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ওরা রেহাই পাবে

না। কিম্বা হয়তো সারা রাত্তির থাকবে বরফের মধ্যে পড়ে। সকালে এসে কেউ যদি এদের খুঁজে পায় — কোনরকমে হয়তো বাঁচিয়ে তুলবে।

স্তেপের বাসিন্দারা বলে, 'এমন ঝড় আমরা বহুকাল হতে দেখিনি। ভগবানের কাজ, তিনিই আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন — আমরা তেমন করে তাঁর প্রার্থনা করি না — তাঁর পবিত্র মন্দিরকে আমরা ভুলে বসে আছি — তাই এই ঝড়।'

এমন ধারা কথাই তারা বলছে বটে — কিন্তু বেশ বোঝা যায় এগুলো কত ফাঁকা — বলতে হয় তাই সবাই বলছে। কৃষকেরা খৃষ্টানসুলভ বিনয় থেকেই এই ধরনের কথা বলছে — নিজেরা এর বিন্দুবিসর্গও বিশ্বাস করে না।

ঝড়ের দাপটে বহুলোক স্টেশনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের যাত্রীরা পৌঁছানর পর বরফের তালের মত গড়াতে-গড়াতে স্লেজ থেকে নেমে আসে। তারা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য লপারকে একা পাঠিয়ে স্থির হতে পারে না — একজন যায় স্টেশন কর্তৃপক্ষের কাছে, আর একজন কম্যাণ্ডাণ্টের কাছে আর তেরেন্তিকে পাঠান হয় বরফ-ঢাকা রেললাইনে খোঁজ করতে উরালস্ক যাওয়ার কোন গাড়ি দিয়েছে কিনা। এই শ্রম-বিভাগের কারণ আছে, কেননা তারা সামারা আসার সময় দেখেছে রেলের বড় কর্তারা যারা গাড়ি ছাড়ার মালিক তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কিম্বা যে কোন কারণেই হোক কত রকম কৌশল করে সাধারণ লোকদের ধোঁকা দেয়। তারা যদি বলে "এক ঘণ্টার মধ্যে কোন গাড়ি ছাড়বে", তাহলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা চলে যে পরের দিনের আগে তা কোনমতেই ছাড়ছে না। কিম্বা যদি বলে, "সকালে ছাড়া আর গাড়ি নেই", তবে দেখা যাবে তক্ষুণি নাকের ডগার উপর দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তাদের ভাগ্যে একটা ছোট্ট ওয়াগন জুটে যায় — যেখানে উরালস্কগামী একদল রাজনৈতিক কর্মীরা বসে রয়েছে। কিছুটা আলাপ আলোচনা ও বোঝানর পর তারা তাদের সামান্য মালপত্র নিয়ে গাদাগাদি করে বসে পড়ে। কিন্তু উরালস্ক পৌঁছানর আগেই তাদের দুঃখের পাত্র পূর্ণ হয়ে ওঠে। য়ের্‌শভের এই দিকটায় রেললাইন বরফে একেবারে ডুবে গেছে — সবাইকে গাড়ি থেকে নেমে বরফ পরিষ্কার করতে

হয়। কম্যাণ্ডাণ্টদের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি গালিগালাজের পর তারা বহু কষ্টে কাঠ যোগাড় করে এনে বরফজমা অবস্থা থেকে তাদের গাড়িকে উদ্ধার করে। তারপর এত ধীরে ধীরে গাড়ি চলতে থাকে যে একেবারে বিরক্তি ধরে যায়। য়ের্শভ ছেড়ে সামান্য কিছু যাওয়ার পর এঞ্জিন গেল বিগড়ে — তারপর শুরু হল গণ্ডগোল, আবার গাড়ি থেকে নামা আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা। তারপর গোলযোগ দেখা দিল এ্যাক্সল-বক্সে। তার মানে মেরামত চলা পর্যন্ত আরও দাঁড়ানো, আরও গোলমাল, আরও বিরক্তি। সব সময় কিছু না কিছু বিপদ লেগেই আছে। পুগাচভ থেকে উরালস্ক এই সামান্য পথটুকু যেতে তাদের পুরো দুটো দিন লেগে গেল।

৩

উরালস্ক

উরালস্কে পেৌছান মাত্র তারা স্টেশন থেকে কম্যাণ্ডাণ্টকে টেলিফোন করে দেয়। তিনি দুটো স্লেজগাড়ি পাঠিয়ে দেন। তারা তাদের যৎসামান্য মালপত্র নিয়ে সোজা সেণ্ট্রাল হোটেলে গিয়ে ওঠে। হোটেলে যা ঠাণ্ডা, তার উপর ঘরগুলোও তেমনি স্যাঁৎসেঁতে আর নোংরা, আসবাবপত্রের কোন বালাই নেই। না বসার জায়গা, না শোয়ার জায়গা — জিনিসপত্র যে কোথায় রাখবে তারও কোন ব্যবস্থা নেই। তবু তারা এটা-ওটা করে একটা ব্যবস্থা করে নেয়। খুঁজে পেতে একটা ঘর বেছে নেয়। ছাড়াছাড়ি হওয়ার ভয়ে চারজনেই একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে।

এত ঠাণ্ডা লেগেছিল যে তারা একদমে দুই সামভার চা নিঃশেষ করে ফেলে। তারপর সময় কাটানোর জন্য শহরে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। আগেই তারা স্টেশনে শোনে যে ফ্রুঞ্জে সেইদিন সকালে এখান থেকে চলে গেছেন রণাঙ্গনের নিকটে, সম্প্রতি যে আক্রমণ শুরু করা হয়েছে তা পরিচালনা করার জন্য। সেই সময় উরালস্ক থেকে মাত্র চোদ্দ মাইল দূরে শত্রুরা রয়েছে — তাই তখনকার সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন — তাদের যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু প্রথম সংঘর্ষগুলি

লালফৌজের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি — তারা কসাকদের হটিয়ে দিতে পারেনি। অবিশ্যি পরে পেরেছিল — যখন একই সঙ্গে বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে সর্বাঙ্গীণ আক্রমণের জন্য যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় — একমাত্র উরালস্ক থেকেই নয় আলেক্সান্দ্রভ-গাই থেকে স্লামিখিনস্কায়া গ্রাম — তারপর সেখানে থেকে লুবিশ্চেনস্ক দিয়ে উরালস্ক থেকে গুরিয়েভ পর্যন্ত যোগাযোগকারী রাস্তাটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা — এই রাস্তা বেয়েই উত্তর থেকে লালফৌজ এগিয়ে এসে কসাকদের দূর করে দেয়।

কিন্তু এসব পরের কথা পরেই হবে। উরালস্ক থেকে গুরিয়েভ পর্যন্ত দুর্গম পথটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় একাধিকবার ঘটবে।

আমাদের বন্ধুদের প্রত্যেকের আবার এক এক জিনিসের শখ — সেটা তাদের বৈশিষ্ট্যও বলা চলে। যেমন তেরেন্তি বর্চাকিনের — তার চিঠি লেখার নেশা — আর চিঠির প্রায় সবখানিই ঘরসংসারের কথা নিয়ে লেখা। কোথায় কী পাওয়া যায়, তার দাম কত — সব সে ঠিকভাবে জেনে নেবে, কিছু ভুলবে না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব লিখে রাখবে, পরে মিলিয়ে দেখবে।

ক্লিচকভের আবার নিখুঁতভাবে ডায়েরি লেখার অভ্যাস। যে কোন পরিবেশে, যে কোন অবস্থায় যদি তার কাছে কোন জিনিস গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তা লিখে রাখার ফন্দি সে বের করবেই। নোটবুক নেই — সাদা কাগজ তাই সই। চলার সময়ও কোন বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে সে সবকিছু না লিখে ছাড়ে না। তার বন্ধুবান্ধবেরা এর কোন অর্থ খুঁজে পেত না আর কী কাজেই বা এসব লাগবে তা বুঝত না। ওকে তাই এ নিয়ে ঠাট্টা করত।

আন্দ্রেয়েভ বলত, ‘ফিওদর, এই সব ভাল ভাল কাগজগুলো নষ্ট করছ কী জন্য? টুকিটাকি সবকিছু লিখে রাখার তোমার কী দরকার? তুমি কি মনে কর সবাই যা করছে বা বলছে তা তুমি লিখে রাখতে পারবে? যদি লিখতে চাও তবে তোমাকে সবকিছু লিখতে হবে, বুঝলে? খানিকটা করে লেখার কোনই অর্থ হয় না — এতে ক্ষতিও হতে পারে — লোকের মনে তুমি ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে পার।’

'না না আন্দ্রেয়েভ, তোমার কথা ঠিক হচ্ছে না,' ফিওদর বুঝিয়ে বলে। 'এখানে আমি খানিকটা দেখছি — আর একজন অন্যত্র কিছুটা দেখছে — এমনি ধর আরও ডজনখানেক লোক আরও অনেক জিনিস দেখবে — তারপর যদি সবাই সব মিলিয়ে একত্রে গেঁথে নেয় তবে তুমি যে নকসাটা পাবে তার থেকে ইতিহাসের একটা সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠবে।'

'কী ধরনের ইতিহাস সেটা হবে শুনি? — কী সব আজেবাজে জিনিস যে তোমার মাথায় ঢুকেছে!'

'কী করছি না করছি আমি জানি,' দৃঢ়ভাবে জবাব দেয় ফিওদর — এই ধরনের অভদ্রভাবে বার বার বিরক্ত করায় সে ভীষণ বিব্রত বোধ করে।

'ভারি জান তুমি! কিছুই জান না। কেবল বাজে বাজে সময় নষ্ট করা হচ্ছে।'

ক্লিচকভ এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা পছন্দ করে না — তাছাড়া আন্দ্রেয়েভকে বোঝান যে কী জিনিস তা সে জানে — তাই চুপ করে যায়। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর না দিতে কথাবার্তা আপনাতেই থেমে যায়।

ক্লিচকভ সব সময় ডায়েরিতে যে সব জিনিস লিখত তা কোনদিনই কাগজে ছাপা হত না, আর যদিও বা হত তা বিশ্রীভাবে পরিবর্তিত করা হত। সত্যি কথা বলতে কি, সে নিজেই জানে না কেন লেখে। লেখার জন্য অন্তর থেকে সে এমন একটা তাগিদ বোধ করত যা অপরকে বোঝান সম্ভব নয়।

আন্দ্রেয়েভের ঝোঁক আবার অন্য দিকে। তার আগ্রহ শ্রমিকদের সম্বন্ধে সবকিছু জানা। তেরেন্তি যেমন চিঠি লেখা, ক্লিচকভের যেমন ডায়েরি লেখা, ওর তেমনি বিশেষ ঝোঁক এইদিকে। অজ্ঞাতসারে সহজাত প্রবৃত্তির বশে নতুন কোন জায়গায় অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা আরম্ভ করলেই সে এক বিশেষ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে দেয়: সেখানে কোন কারখানা আছে কিনা, কতদিনের পুরানো কারখানা, সেখানে ভাল কাজ হচ্ছে কিনা, অনেক দিন কাজকর্ম বন্ধ কিনা, বন্ধ থাকে তো কেন, শ্রমিকের সংখ্যা কত, তাদের ধরণধারণ কেমন, তারা শ্রেণীসচেতন কিনা। কবে, কখন, কী ভাবে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় তারা দিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব থেকে চোখের সমুখে ভেসে ওঠে একটি শ্রমিকের চিত্র,

পরিচিত পরিবেশের প্রতি তার আকর্ষণ আর বিশেষ এক ধরনের প্রশ্ন, দাবি-দাওয়া ও চিন্তা-ভাবনার প্রতি তার আগ্রহ। সাধারণ অবস্থা জানার জন্যও সে যথেষ্ট কৌতূহলী — বিশেষ করে জেলার সম্পদ সম্ভাবনা, সেখানকার জনসংখ্যা, তাদের বিন্যাস, তারা কী পরিমাণ নির্ভরযোগ্য। আবার এই সব প্রশ্নে ওদের চারজনেরই প্রায় একই ধরনের আগ্রহ।

সামরিক ব্যাপারে লপার বিশেষজ্ঞ। সে সঙ্গে সঙ্গে জেনে নেয় আশেপাশে কোন সৈন্যদল মোতায়েন, রেজিমেণ্টগুলির মধ্যে কোনটি ভাল, কোনটি খারাপ, লালফৌজের সৈন্যদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজের জন্য কী করা হচ্ছে, কমিউনিস্টদের সংখ্যা বেশি না কম, তাদের ব্যবহার কী রকম, রণাঙ্গনে সাধারণ অবস্থা কেমন ইত্যাদি ...

পথে এই বিশেষত্বগুলো কিছুটা পরিমাণে দেখা দেয়, কিন্তু পরে আরো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে যখন ওরা চারজনেই সত্যিকারের কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে কারুর — যেমন আন্দ্রেয়েভের বেলায় পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ে (শ্রমিক কেন্দ্র মেলাই ভার হয়ে ওঠে), আবার অন্যের যেমন লপারের ক্ষেত্রে — তার বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু একটি কথা যা প্রথম দিন থেকেই চারজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা যুদ্ধ সংক্রান্ত সবকিছু বিষয়ে কৌতূহল তাদের দিন দিন বেশি করে পেয়ে বসতে থাকে, অন্য যা কিছু প্রিয় কিম্বা আগ্রহের বস্তু পিছনে সরে যেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়ে যায়।

শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তারা ঘুরে বেড়ায়। আশেপাশের সবকিছুই তাদের কাছে নতুন, তাদের অবাক করে দেয়, কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকে। সর্বত্রই সৈন্যদের ধূসর রঙের ওভারকোট, রাইফেল, বেয়নেট, কামান, সামরিক যানবাহন — খাঁটি যুদ্ধের শিবির তৈরী হয়েছে যেন। কোথাও রাস্তা বেয়ে লালফৌজের সৈন্যেরা মার্চ করে চলেছে — কেউ বা একা একাই খুব দৌড়ে চলেছে, কোথাও চলেছে অশ্বারোহী সৈন্যের দল, রাস্তায় চাকায়-বসান কামান গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অথবা মালবোঝাই সব উটের সারি — নবাবীচালে দুলতে দুলতে তারা রণাঙ্গনের দিকে এগিয়ে চলেছে। সর্বত্র সমস্তক্ষণ ধরে গোলাগুলি

ছোঁড়া চলছে — বিনা প্রয়োজনে, বিনা বাধায়; একমাত্র রাত্রিবেলা কিছুটা কম। কেউ "বন্দুকের নল সাফ করছে", কেউ গুলি ছুঁড়ে "শিকার" করছে আবার অন্যদের কৈফিয়ৎ যে "দৈবক্রমে হঠাৎ তাদের বন্দুক ছুটে গেছে"। একজন সমর-বিশারদ প্রতি সেকেণ্ডে, প্রতি মিনিটে এই ধরনের গোলাগুলি বর্ষণের হিসাব কষে ঠিক করেন যে প্রতিদিন এইভাবে অযৌক্তিক গুলিছোঁড়ার ফলে কুড়ি থেকে ত্রিশ লক্ষ টোটা অপচয় করা হচ্ছে। এই হিসাব কতখানি নির্ভুল তা বলা কঠিন — কিন্তু এই ধরনের গুলি ছোঁড়া সত্যিই লজ্জাকর। তখন পর্যন্ত স্তেপ বাহিনীর মধ্যে সচেতন, দৃঢ়শৃংখলাবোধের অভাব ছিল। তাদের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন এনে দিতে পারে এমন কোন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বলশেভিক কর্মী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তখনও ছিল না। পরে এ অবস্থার অবসান হয়। কিন্তু, তখন ১৯১৯-এর গোড়ার দিকে, উরালস্ক অঞ্চলে যে সব রেজিমেণ্ট সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তারা একেবারে কৃষকদের নিয়ে গঠিত। এই কৃষকবাহিনী ভালভাবে সাহসের সঙ্গে বীরের মত যুদ্ধ চালিয়েছিল। তাদের মধ্যে কোন কমিউনিস্টই ছিল না কিম্বা সামান্য কিছু থাকলেও তার অধিকাংশ ছিল "মেকি"।

এইসব বাহিনীর লোকেরা ভণ্ড প্রচারকদের কথা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে নেয় যে কমিউনিস্টরা নাকি "কেবলমাত্র গায়ের জোরে" এখানে "কমিউন" খাড়া করবে বলে শহর থেকে এসেছে।

এইসব রেজিমেণ্টে এই ধরনের কথা প্রায়ই শোনা যেত যে বলশেভিকরা আমাদের বন্ধু, আমাদের ভাই, কিন্তু কমিউনিস্টরা হচ্ছে ঘোর শত্রু।

"কমিউনিস্ট ও বলশেভিকদের মধ্যে পার্থক্য কী" — এই উদ্‌ভট প্রশ্নের উপর ক্লিচকভকে জনসভায় বক্তৃতা দিতে হয় পৌঁছানর দুদিন পরেই।

অবশ্য এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা বলশেভিক আর কমিউনিস্ট নিয়ে প্রশ্নটি দেশজুড়েই উঠেছিল, আর বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছিল দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে — যেমন ককেসাসে, উক্রেনে, উরালে, তুর্কিস্তানে, এমনকি জর্জিয়াতেও।

এইসব রেজিমেণ্টের মধ্যে সেই সময় অবস্থা কীর্‌প জটিল আকার ধারণ করেছিল একটিমাত্র ঘটনা বিচার করলেই বোঝা যায়। লিন্দভের মত মহান বিপ্লবী যোগ্যতাসম্পন্ন সুদক্ষ যোদ্ধা ও তাঁর সঙ্গের সমগ্র বলশেভিক দলটিকে তাঁর নিজেরই "লালফৌজের সৈন্যরা" হত্যা করে।

অল্প কিছুদিন পরে ইভানভো-ভজনেসেনস্ক বাহিনী তাদের বিরাট রক্ততারকা চিহ্নিত বিশিষ্ট লালফৌজের হেলমেট পরে যখন শহর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন সব নিভৃত কোণ থেকে তাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু হয়। গুলিবর্ষণ করে "স্বাধীন" কৃষক রেজিমেণ্টভুক্ত লালফৌজের লোকেরা — এদের এই অসংযত স্বাধীনতাকে সুতাকলের শ্রমিকেরা খর্ব করে, কেড়ে নেয়।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই, কৃষক রেজিমেণ্টগুলো দেখতে পায় যুদ্ধে এই শ্রমিকেরা কী পরিমাণ সাফল্য অর্জন করল, কী রকম নির্ভীক ও দুর্দান্তভাবে এরা লড়াই করতে পারে, তখন এদের বিরুদ্ধে তাদের যে বিরূপ মনোভাব ছিল তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এদের সঙ্গে এক নতুন সদ্‌ভাবপূর্ণ সম্বন্ধ তাদের গড়ে ওঠে।

খাস উরালস্কে কমিউনিস্টদের সংখ্যা অল্পই ছিল; তাদের মধ্যে কিছু যুদ্ধে মারা যায়, বাদবাকিদের কসাকরা ধরে নিয়ে চলে যায়। এক অংশকে তো আগেই ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া হয়, সামান্য মাত্র অংশ সক্রিয় থাকে। অন্য স্থান থেকে আসা কমিউনিস্টদের দ্বারাই মোটামুটি কাজকর্ম চলত। ওদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁর ডাক নাম "ফুগাস"*। তিনি একজন খনি শ্রমিক, চমৎকার লোক। কমরেড হিসেবে যেমন প্রিয়, যোদ্ধা হিসেবেও তেমনি অভিজ্ঞ। এ'র ঠিক উল্টো এবং সব সময় এ'র সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করে আর এ'র সঙ্গে যার নাম সব সময় শোনা যায় সে হচ্ছে কোন এক "পুলেমিওতকিন"**। নিকৃষ্ট ধরনের বুদ্ধিজীবী,

---

* "ফুগাস" — রুশী কথা, অর্থ স্থলবিস্ফোরক।

** "পুলেমিওর্তাকিন" — রুশী কথা "পুলেমিওত" (মেশিনগান) থেকে এসেছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে মহা দমবাজ, সব সময়ই এক ভঙ্গি দেওয়ার ভাব। নিজেকে কমিউনিস্ট বলে জাহির করে, কিন্তু তার ব্যক্তিগত চালচলন সমগ্রভাবে ভীষণ অশ্রদ্ধার উদ্রেকই করে। ফাঁকা কথা, মিথ্যা বড়াই করা তার স্বভাব, সব সময়ই নিজেকে জাহির করা, সস্তায় বাহাদুরী নেওয়ার চেষ্টা। আগন্তুক চারজন ফুগাস আর পুলেমিওতাকিনের চারিপাশে সৃষ্ট উপদলগুলিকে যাচাই করে নিয়ে ফুগাসের পক্ষ সমর্থন করে, অল্পদিনের ভিতর তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে পড়ার পর তারা ফিরে আসে তাদের সেই ঠাণ্ডা গর্তের ভিতর। "বাঁধাকপি ভাজা ও রুটির দাম পাঁচ রুবল আর এক পাউণ্ড কেভিয়ার-এর দাম তেইশ রুবল" — এই সব লিখে তেরেন্তি তার নিয়মিত চিঠি লেখার অর্ধেকটা সবে শেষ করে এনেছে, এমন সময় সদর দপ্তর থেকে একজন আর্দালী এসে তাদের জানায় যে ফ্রুঞ্জে ফিরে এসেছেন। আর দেরী নয়, এক লাফে তারা বেরিয়ে পড়ে ছুট লাগায়। হেডকোয়ার্টারে গিয়ে দেখে সবকিছুই কেমন ধারা অদ্ভুত আর খাপছাড়া। যাওয়া মাত্র তারা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না — তবে তাদের আগমনবার্তা একজন গিয়ে জানিয়ে আসে। কার কাছে? কেন মিখাইল ভাসিলিয়েভিচের কাছে; তিনি তাদের কত সুপরিচিত, তাঁর সঙ্গে তারা একসঙ্গে কাজ করেছে, যাঁকে তারা তাদের কমরেড, নিজেদেরই একজন বলে মনে করে এসেছে, তাঁর কাছে! তবে কি তারা স্বপ্ন দেখছে? না, স্বপ্ন তো নয় — তাদের সমুখে বেয়নেট উঁচিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে শান্ত্রী। তারা কায়দা-কানুনের ধার না ধেরে মেজাজের সঙ্গে কম্যাণ্ডারের ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। তাতে ওই লোকটি তাদের দিকে যেভাবে চেয়ে দেখছে তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি বলা মোটেই চলে না।

মিনিটখানেক ধরে তারা বারান্দায় ছট্‌ফট্‌ করে ঘুরতে থাকে। এত বিশ্রী লাগে যে এ ওর মুখের দিকে ফিরেও চায় না।

'ভেতরে এস,' কে একজন ডাক দেয়।

তারা ভিতরে প্রবেশ করে। অনাড়ম্বর অভ্যর্থনা — যতদূর সম্ভব অমায়িক আর অকৃত্রিম সহৃদয়তাপূর্ণ। তাদের সমুখে সেই পূর্ব পরিচিত সহজলভ্য সাদাসিধে কমরেডটি — যাঁকে তাদের বরাবরই বেশ ভাল

লাগে। ক্রমশ তারা আশ্বস্ত বোধ করতে থাকে — কিন্তু এখানেও দেখে আবার এক নতুন জিনিস। ফ্রুঞ্জেকে ঘিরে বসে রয়েছে জনকয়েক সমর-বিশারদ — তারা আবার কেউ হেঁজিপেঁজি লোক নয় — আগেকার দিনের এক একজন সব কর্ণেল, জেনারেল। ফ্রুঞ্জে যা বলছেন সবকিছুতেই তারা হাঁ বলার জন্য ব্যস্ত। বিনয়ের অবতার এক একজন। ফ্রুঞ্জের প্রতিটি কথা যেন তাদের কাছে শিরোধার্য। নিয়মানুবর্তিতা বলতে কী বুঝায় এদের কাছে তা এতক্ষণে বোধগম্য হয়। এরা ভাবে এমনি ধারা বোধহয় হওয়া উচিত। কিন্তু নিজেরা এটা ঠিক ধাতস্থ করতে পারে না। কম্যাণ্ডারকে তারা প্রায় "মিশা" বলেই চালিয়ে দেয় — আর আগের মত একত্রে পার্টি কমিটিতে বসলে যেভাবে কথা বলত সেই ভাবেই আলাপ করা শুরু করে। কর্ণেলরা শোনে আর বিস্ফারিত নেত্রে তাদের দিকে চেয়ে থাকে; বিব্রত হয়ে তারা হাসি চেপে রাখে আর আরও বেশি কষ্টে হুঁসিয়ার হয়ে ওঠে পাছে এই সব আগন্তুকদের সম্মুখে তাদের আচরণে কোন ত্রুটি হয়, অবাধ্যতার অপরাধ ঘটে। তাই তাদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরস্পরবিরোধী দুটি শিবিরের পার্থক্য বজায় থাকে — একটি সমর-বিশেষজ্ঞদের — অপরটি তরুণ শ্রমিকদের।

রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে ফ্রুঞ্জে তাদের কাছে খুলে বলেন। কতদূর কী আশা করা যায়, অবিলম্বে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সবচেয়ে সমীচীন হবে — তাও বুঝিয়ে দেন। বিজ্ঞের মত তারা সবকিছু মনে রাখার, সব বুঝে একটা পরিষ্কার ধারণা করে নেবার চেষ্টা করে — কিন্তু বৃথা চেষ্টা — কিছুই হয় না। প্রথম কথা, তাদের মানচিত্রের কোন জ্ঞান নেই। সুতরাং কসাক গ্রামগুলির কিম্বা সব ঘাঁটির নাম তাদের কাছে অর্থহীন শব্দমাত্র; দ্বিতীয়ত, "রণনীতি", "রণকৌশল", "পরিচালন-কুশলতা" প্রভৃতি শব্দের অর্থ তাদের ভাসা-ভাসা ভাবে জানা ছিল — এইগুলির সত্যিকারের তাৎপর্য কী তা তারা স্পষ্ট বুঝত না।

অল্পক্ষণ পরেই বিশেষজ্ঞের দল বন্ধুদের ফেলে বেরিয়ে যায়। কথাবার্তার ধরন সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় — সমস্ত পরিকল্পনাগুলির একেবারে খোলাখুলি খুঁটিনাটি আলোচনা শুরু হয়ে যায়। অবাক

বিস্ময়ে ফিওদর ফ্রুঞ্জের দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকে — এত স্বচ্ছভাবে সব সামরিক ব্যাপার বোঝার শক্তি তিনি কোথা থেকে পেলেন — কী ব্যাপার! সবকিছুর উপর কী পাকা দখল — যখন যে কোন ধরনেরই প্রশ্ন হোক না কেন কোন কিছুতেই তিনি ঘাবড়াচ্ছেন না — কী ব্যাপার! এখানকার সবকিছুর সঙ্গে তিনি সুপরিচিত, সবই তাঁর জানা, কী হবে না হবে তাও বলতে পারেন, কোন কিছু বাদ পড়ার উপায় নেই — অবাক কাণ্ড! এই তো কিছুদিন মাত্র আগেও তিনি একেবারে আনাড়ি — যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না।

যখন সবেমাত্র কম্যান্ডারের পদ পেয়েছেন তখন থেকেই ফ্রুঞ্জের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে তাঁর বুদ্ধির গভীরতা ও স্বচ্ছতা ও তাঁর সাবলীল প্রকাশ, কোন কিছু বাদ না দিয়ে সবকিছু সময়োপযোগী ও পুংখানুপুংখরূপে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা; সুনিশ্চিত হয়ে কোন সমস্যা সমাধানের পন্থা অনুসরণ; সাফল্য সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতীতি — সেটা ফাঁকা নয়, সেটা সুপ্রতিষ্ঠিত।

একত্রে বসে তারা গল্পগুজব শুরু করে দেয় — তাদের ইভানভো-ভজ্‌নেসেনস্কের সব বন্ধুবান্ধব আর সম্প্রতি তারা সবাই মিলে যে সব কাজকর্ম করেছে তা নিয়ে। এইভাবে রাত্তির দুপুরের পর পর্যন্ত চলে। সকালে ফ্রুঞ্জেকে খুব তাড়াতাড়ি সামারায় রওনা হয়ে যেতে হয়। ওদের জানিয়ে যান যে ওখান থেকেই ওদের নিয়োগপত্র তিনি পাঠিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে তাদের উরালস্কে স্থানীয় পার্টি কমিটির সঙ্গে কাজ করতে হবে। এই হঠাৎ পাওয়া পার্টি কাজে তারা আট দিন বেশ ব্যস্ত থাকে। তারপর চারজনকেই নানা সৈন্য দলে পাঠানো হয়।

নিজেদের মধ্যে তারা ফ্রুঞ্জে সম্বন্ধে এইভাবে আলাপ করত:

'মিখাইল ভাসিলিয়েভিচের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে।'

'হওয়াই তো স্বাভাবিক — কাজের বহরটা কেমন।'

'বেচারী কেমন হলদে হয়ে গেছে — মুখটা কেমন রোগা রোগা দেখাচ্ছিল।'

'হলদে কেন, তারও বেহদ্দ করে ছাড়বে — এখানকার সৈন্যেরা তো সব উচ্ছৃংখল হৈ-হুল্লোড়কারীর দল — এদের নিয়ে ঝামেলার কি অন্ত

আছে? গুলি ছোঁড়া বন্ধ করার অর্ডার তো দেওয়া হয়েছে — একবার কেন বহুবার — ফলটা কী হয়েছে একবার কান পেতে শোন তো!'

জানলার কাছে গিয়ে তারা কান চেপে ধরে। রাস্তা থেকে শোনা যায় অর্থহীন গোলাগুলি ছোঁড়ার গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ।

আন্দ্রেয়েভ রাগের মাথায় চিৎকার করে ওঠে, 'তোর বিশৃংখলার নিকুচি করেছে।' তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সুনিশ্চিত কণ্ঠে জোরের সঙ্গে বলে ওঠে, 'এর চেয়ে কতো খারাপ জিনিস আমরা শুধরে দিলাম। এ সমস্তও আমরা ঠিক করে ফেলবো।'

লালফৌজের বার্ষিক উৎসব তেইশে ফেব্রুয়ারী এগিয়ে আসছে। এসব ক্ষেত্রে যা বরাবর হয়ে থাকে বহু আগে থেকেই এই নিয়ে আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু শেষের তিন চার দিনের মধ্যেই সত্যিকারের সাংগঠনিক পরিকল্পনা এবং তা কার্যকরী করার ব্যবস্থা হয়। হিসেবী লোক লপার এখানে পৌঁছানর পরের দিনই আবিষ্কার করে যে স্থানীয় পার্টি সংগঠন ভীষণ দুর্বল — বলতে গেলে, এমন একটি লোকও নেই যে উৎসবের সাংগঠনিক দায়িত্ব নিতে পারে। আর যদি সমস্ত ব্যাপার কোন বিশ্বস্ত লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না করা হয়, কেউ যদি সক্রিয়ভাবে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে তবে সবকিছুই বানচাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বিপ্লবী কমিটি লপারকে জানিয়ে দেয় যে এ সম্বন্ধে সমস্ত ভার রয়েছে পার্টি কমিটির উপর। আর যখন সে পার্টি কমিটির কাছে যায় তাকে তারা আবার বিপ্লবী কমিটিতে পাঠায়। এমন একটি কমিশনের কাছে যেতে বলে যার কোন অস্তিত্বই নেই। লপারের জেদের ফলে দ্রুত একটি সভা ডাকার ব্যবস্থা হয় এবং সেখানে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। কিন্তু এত সত্ত্বেও বিপ্লবী কমিটির কেউ সেখানে হাজির হয় না। লপার নিজ দায়িত্বে কাজ চালানর সিদ্ধান্ত নেয়। সে ওই সভাকে বৈধ ও কার্য পরিচালনার যোগ্য বলে ঘোষণা করে দেয়। অল্প কথায় সে সমাগত উৎসবের কথা উল্লেখ করে জানিয়ে দেয় যে সাংগঠনিক কাজের আর দেরী করা মোটেই সম্ভব নয়, এবং একটি শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপন করে।

লপার কমিটির সভাপতি আর আন্দ্রেয়েভ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। অচল অবস্থা দূর হয়ে যায়। শহরটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে কোথায় ঘরোয়া সভা আর কোথায় প্রকাশ্য জনসভা হবে তার স্থান নির্বাচন করা হয়; এই উপলক্ষ্যে কোথায় বক্তৃতা হবে, কে কোথায় বলবে তাও স্থির হয়, শহরের থিয়েটার, সিনেমা ও ব্যান্ডগুলি কাজে লাগানোর সুব্যবস্থা করা হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখান থেকে নারী ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক পাঠানর অনুরোধ জানান হয়; বক্তৃতামঞ্চ তৈরীর কাজে কয়েকজন নিযুক্ত হয় আর ইস্তাহার, প্লাকার্ড ও "য়াইৎস্কায়া প্রাভদার" পরবর্তী সংখ্যা বের করার দায়িত্ব অন্যেরা নেয়। নারী শ্রমিকরা ভার নেয় শিশুদের — সেদিন তাদের জন্য ভাল খাবার আর থিয়েটার সিনেমায় ম্যাটিনি শো-এর ব্যবস্থা করা হয়।

তিন দিনের মধ্যে প্রতিটি কাজ সুসম্পন্ন হয়ে যায়। তেইশে ফেব্রুয়ারী অতি প্রত্যূষে চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকেরা দলে দলে কেন্দ্রীয় স্কোয়ারে এসে সমবেত হতে থাকে। বক্তৃতামঞ্চের সমুখে সার বেঁধে তারা দাঁড়ায়। মাঝখানে জায়গা রেখে দেয় সামরিক বাহিনীর লোকদের জন্য—উৎসব উপলক্ষ্যে তারা সেদিন একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও কিছুটা ভালভাবে সজ্জিত হয়ে আসে। স্কোয়ার লোকে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলতে থাকে। ফুগাসের তাৎপর্যপূর্ণ অথচ সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ শ্রমিক ও সৈনিকদের নিকট সর্বাধিক সমাদৃত হয় — অন্তরের আবেগ ও উৎসাহে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। ফুগাসের পরই — কোন ব্যতিক্রম ঘটে না — এক লাফে পুলেমিওতকিন মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়িয়ে আগড়ম্ বাগড়ম্ বকতে শুরু করে দেয় সেই "প্রতিবিপ্লবের বিষধর সর্প" নিয়ে একঘেয়ে মামুলী কথার পুনরাবৃত্তি, যা সবাই জানে, সবাই শুনে শুনে হয়রান হয়ে গেছে। তাকে বাধা না দিলে কতক্ষণ ধরে যে সে বক্‌বক্ করে যাবে তার হিসেব নেই। দশ মিনিট যায়, বিশ মিনিট — ত্রিশ মিনিট — পুলেমিওতকিনের থামাথামির লক্ষণ নেই। ইতিমধ্যে দু'দুবার তার কোটের পিছন ধরে টানা হয়েছে — কোন লাভ হয়নি। সমস্ত লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দিনটাও আবার তেমনি ঠান্ডা, তুষারাচ্ছন্ন। লালফৌজের লোকদের পা ধরে গেছে —

এপায়ে ওপায়ে ভর দিয়ে তারা দাঁড়াচ্ছে। শীতে সবাই কাঁপছে — জমে যাওয়ার উপক্রম। আর সহ্য করা চলে না। পুলেমিওতকিনের পিছনে এসে দাঁড়ায় লপার। বেশ জোরের সঙ্গে পরিষ্কার দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'এই মুহূর্তে আপনি যদি না থামেন আমি "হুররে" বলে চিৎকার করব কিন্তু— বুঝলেন তো?'

পুলেমিওতকিন তারাতাড়ি পিছন ফিরে তাকায়, রাগে তার ফাঁকা দু'চোখ জ্বলছে। কিন্তু লপারের মুখের দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাব দেখা মাত্রই বুঝতে পারে এ ব্যক্তি চালাকি করছে না। অতি দ্রুত বক্তৃতা শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে সে জনারণ্যে মিশে যায়। অন্যান্য বক্তৃতা যা হল তা সচরাচর যে রকম বক্তৃতা হয় তারই মত। সেদিন সোভিয়েত দেশজুড়ে একই ধরনের সব বক্তৃতা। সান্ধ্য অনুষ্ঠানও অনুরূপ দেশজোড়া সব অনুষ্ঠানের মতই। সর্বত্র সেই একই জিনিস — বক্তৃতা, থিয়েটার, সিনেমা।

স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে লাল পতাকা নিয়ে বিপ্লবের গান গাইতে গাইতে তারা সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। শহীদদের সমাধিস্থানে এসে দাঁড়ায়। এখানেও বক্তৃতামঞ্চ। ফুগাস ও লপার বক্তৃতা দেয়। পুলেমিওতকিন — সেও আর একটা বক্তৃতার জন্য একেবারে তৈরী। কিন্তু ঠিক সময়ে বাধা দেওয়ায় সে আর সুযোগ পায় না। সমাধিক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় শায়িত মহাপ্রাণ কমরেডরা যে আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন তা ব্যাখ্যা করে লপার যখন বলে এঁদের পুণ্যস্মৃতি চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে — সভাস্থল ঘিরে নেমে আসে নিবিড় নীরবতা। দীর্ঘক্ষণ ঘনীভূত হয়ে থাকে এই নিস্তরঙ্গতা। তারপর হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজ। এই একটি মাত্র, হয়তো দৈবাৎ ছুটে-যাওয়া বন্দুকের আওয়াজটি সঙ্কেতধ্বনির কাজ করে বসে। আশেপাশের সৈন্যদল মিলে এক সঙ্গে মহানন্দে 'আকাশের বুকে' গুলি নিক্ষেপ করতে শুরু করে দেয়। অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের সে কী তান্ডবতা — সে কী গগন-বিদারী গর্জন, অনুষ্ঠানোপযোগী তোপধ্বনির অভিবাদনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন। এই বিশৃংখলার মধ্যে যে কোন প্রতিবিপ্লবী শ্বেতরক্ষী অতি সহজেই মঞ্চস্থিত বলশেভিকদের প্রত্যেককে গুলি করে মারতে পারত, আর এই হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কেউ তা দেখতে পেত না, বুঝতেও পারত

না। লজ্জায় তারা মঞ্চ ছেড়ে আসতে পারে না। সৈন্যদের সমস্ত কার্টিজ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। প্রাণহীন বিবর্ণ মূর্তি লপার — এই কয় মুহূর্ত মৃত্যুর বিভীষিকা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এর পর কোনদিন, এমনকি যুদ্ধের সংকটতম মুহূর্তেও সে এই ধরনের মর্মান্তিক অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেনি — তার সমস্ত দেহ অসহায়ের মত থরথর করে কাঁপতে থাকে। এই ধরনের অসহায় বোধ ও অনিশ্চিত দৈবের অধীন হয়ে পড়ার মত খারাপ অবস্থা আর কী হতে পারে!

তবু উরালস্কে লালফৌজ-দিবস যেভাবে উদ্‌যাপিত হল তাকে ভালই বলা চলতে পারে। কিন্তু এই অঞ্চলের অন্যত্র সব কী ভাবে কী হল তা ভগবানই জানেন। পুরোপুরি সঠিক নির্দেশ সবস্থানে পাঠান হয়নি, কেবলমাত্র কী করা হবে সাধারণভাবে তাই জানান হয়। আগের দিন বর্চাকিন ও ফিওদর ক্লিচকভ রণাঙ্গনের পুরোভাগে রওনা হয়ে যায়। সঙ্গে "য়াইৎস্কায়া প্রাভদার" জুবিলী সংখ্যা, ইস্তাহার, আবেদন প্রভৃতি রাজনীতি সংক্রান্ত কাগজপত্র যা সংগ্রহ করতে পেরেছিল, নিয়ে গেছে। অধিক রাত্রে তারা ফিরে আসে। বন্ধুদের ঘুম ভাঙায়। অর্ধনিমিলিত নেত্র ও হতভম্ব লপার ও আন্দ্রেয়েভ শোনে তাদের কথা। তারা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলে যায় —রণক্ষেত্রে (অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে এই কথাটা তারা উচ্চারণ করে) কী চমৎকার অভ্যর্থনা তারা পেয়েছে, সৈন্যরা উপহারগুলো পেয়ে তাদের কথা যে এরা ভোলেনি তার জন্য কী ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, কী মনোযোগ দিয়ে তারা তাদের বক্তৃতা শুনেছে — তাদের তারা আবার আসতে বলেছে। এই উৎসাহব্যঞ্জক বিবরণ শুনে তাদের ঘুমন্ত বন্ধুদুটি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে না। আন্দ্রেয়েভ অর্ধজাগ্রত — মুখ খারাপ করে ওঠে — এই ধরনের আষাঢ়ে-গল্প সে অনেক শুনেছে। বেশ বোঝা যায় যে কথাবার্তা আর জমবে না। "সত্যিকারের যুদ্ধক্ষেত্রে" তাদের এই যে বিস্ময়কর যাত্রা সবকিছু "মায় খুঁটিনাটি পর্যন্ত" বলার জন্য তাদের ভীষণ ইচ্ছা, কিন্তু কী করবে, শ্রোতার অভাবে গল্প বলা বন্ধ করতেই হয়। এই ভাবে আমাদের বন্ধুদের লালফৌজ-দিবসের হয় সমাপ্তি।

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় খাওয়াদাওয়ার পর চারবন্ধু ঘরে বসে — একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির — পরদিন সকালে লপার আর বর্চাকিনকে ব্রিগেডের সদর দপ্তরে যেতে হবে।

তাদের বিচ্ছেদের সময় এসে গেছে!

বিদায় নেওয়ার সময় মনের যে একটা অদ্‌ভুত অবস্থা হয় এদের হল তাই, আজগুবি সব চিন্তাভাবনা তাদের পেয়ে বসে। দুজনকে যে সকালে চলে যেতে হবে এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অন্য দুজনকেও হয়তো তাদের পর পরই যেতে হবে। তবু চারজনেরই কেমন ধারা অস্বাভাবিক আচরণ; কোথাও কিছু নেই লপার আর তেরেন্তি এমন যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব দেখাতে লাগল, যেন যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া তারা অন্য কিছু দেখেওনি, জানেও না। আন্দ্রেয়েভ আগের চেয়ে আরও গম্ভীর, আর ফিওদর আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন কোন কিছু ভীষণভাবে চিন্তা করছে, নীরবে বিদায়ী বন্ধুদের উল্লাস আর উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা হাসি মুখে বসে বসে শোনে।

ভোরবেলায় তেরেন্তি আর লপারকে স্লেজে উঠিয়ে দেওয়া হল। আন্দ্রেয়েভ, ক্লিচকভ অভিনন্দন জানিয়ে বিদায়-চুম্বন শেষ করার পর বন্ধুদের দুজন রওনা হয়ে যায়। আবার একটি টেলিগ্রাম আসে। আন্দ্রেয়েভকে এখানেই থেকে যেতে হবে — কমিশার হিসাবে এই ডিভিশনেই তাকে কাজ করতে হবে, ফিওদর ক্লিচকভকে যেতে হবে আলেক্সান্দ্রভ-গাই। সেখানে যে সৈন্যদলটি সংগঠিত হচ্ছে এবং চাপায়েভ যার অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছে তার রাজনৈতিক কাজের মধ্যে শৃংখলা আনার জন্য। পড়ামাত্র ফিওদরের বুকের মধ্যেটা লাফিয়ে ওঠে। প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারে না। দুবার তিনবার সে টেলিগ্রামটি পড়ে — না, কোন ভুল নেই, চাপায়েভই তো। মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে — শিরায় শিরায় উত্তেজনা প্রবাহিত হতে থাকে।

"এইরকম বীরের সঙ্গে — চাপায়েভের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে — কী অদ্‌ভুতভাবে ঘটে গেল — সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না। এখানে বসে চাপায়েভ সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখছিলাম সে যেন কোন এক অলৌকিক

বীরপুরুষ — আর হঠাৎ কোন কিছু নেই, দুজনে একসঙ্গে থাকব, পাশাপাশি, এই যেমন আমি আর আন্দ্রেয়েভ — আর কোন কিছু প্রয়োজন নেই। হয়তো আমাদের বনাবনি হবে, হয়তো ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও গড়ে উঠতে পারে। কী আশ্চর্য! কী ভাবে যে কী হয়ে গেল!”

সেই মুহূর্ত থেকে একটিমাত্র চিন্তা তাকে পেয়ে বসে — একমাত্র কামনা, যত দ্রুত সম্ভব চাপায়েভের সাক্ষাৎ পাওয়া। অন্য কোন কথা বলবে কী, ঘুরে ফিরে সেই চাপায়েভ প্রসঙ্গ। টেলিগ্রাম থেকে বোঝা যায় যে চাপায়েভ আলেক্সান্দ্রভ-গাই-এ নেই, সে সেখানে আসার জন্য সবেমাত্র প্রস্তুত হচ্ছে। তাতে কী যায় আসে, সে একই কথা। ফিওদরের আলেক্সান্দ্রভ-গাই-এ রওনা হতে মুহূর্ত বিলম্ব সহ্য হয় না। পরের দিনের জন্য সে অপেক্ষা করে না — তিন ঘণ্টার মধ্যে যাত্রার জন্য সে একেবারে প্রস্তুত। দুই বন্ধুর বিচ্ছেদের পর্ব অনাড়ম্বর এবং মর্মস্পর্শী। উরালস্কে আন্দ্রেয়েভকে একা রেখে ফিওদর রওনা হয়ে যায়।

৪

আলেক্সান্দ্রভ-গাই

ফিওদরকে সুনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে ট্রেন ঠিক পরের দিনই আলগাই (আলেক্সান্দ্রভ-গাই-এর সংক্ষিপ্ত নাম) পৌঁছাবে। তারপর দেখা গেল তাকে তিন জায়গায় গাড়ি বদল করতে হবে — য়েরশভ, উর্বাখ আর ক্রাস্নি কুতে। তিন তিনবার বদলী সোজা কথা! ১৯১৯-এ যাদের যাওয়া-আসা করতে হয়েছে তারা বুঝবে তিনবার ট্রেন বদল করার ঝামেলা কত, আর সে কী প্রাণান্তকর ব্যাপার। ফিওদর হিসেব করে দেখে এইভাবে তার দেড় সপ্তাহ লেগে যাবে। তাই চিন্তাভাবনা করে সে দের্গাচি-তে নেমে পড়ে। তারপর তার যাত্রা শুরু হয় ডাকঘোড়ায় চড়ে। একেবারে সোজাপথ দিয়ে গেলে আলেক্সান্দ্রভ-গাই এখান থেকে একশ মাইলের মত।

আবার স্তেপভূমি আর উন্মুক্ত প্রান্তর, দিগন্ত-প্রসারিত নীলিমা আর অন্তহীন শুভ্র তুষাররাশি। মাঝে-মাঝে তুষার গলে যাওয়ায় নগ্ন

মৃত্তিকা ছোট ছোট কালো পাহাড়ের মত যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে। স্থির বায়ুমণ্ডলে প্রদীপ্ত সূর্যকিরণে নৃত্যগীতি মুখরিত বসন্ত সমাগমের পূর্বাভাস। স্তেপ অঞ্চলে গ্রামের সংখ্যা নগণ্য — দূর-বিচ্ছিন্ন পনর বিশ মাইল পর পর এক একটি। বহির্জগৎ থেকে সম্পর্কহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাচুর্য দিয়ে ঘেরা। এক গ্রামের মেয়ের অন্য গ্রামে বিয়ে দেওয়ার কোন রেওয়াজ নেই, প্রয়োজনও নেই — নিজগ্রামে বিবাহযোগ্য যুবকের সংখ্যা যথেষ্ট। এক একটি গ্রাম যেন ছোটখাট একটি করে প্রজাতন্ত্রের মত। তারা নিজেদের স্বাধীন বলেই ভাবে, অন্য কোন ব্যক্তির, অন্য কোন জিনিসের প্রয়োজনবোধ তাদের নেই — স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে থাকার প্রতি তাদের ঝোঁকই বেশি। আলগাই যাওয়ার পথে যে সব বড়-বড় গ্রামগুলো পড়ে উরাল স্তেপ অঞ্চলের গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে তাদের ভূমিকা বিরাট। এদের মধ্যে ওসিনভ-গাই, ওর্লভ-গাই, কুরিলভো প্রভৃতি থেকে কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসৈনিক নয় একটি করে সমগ্র লালবাহিনী গড়ে ওঠে। একথাও সত্যি যে, এইসব গ্রামের ধনী কৃষকেরা অনেকে গ্রাম থেকে পালিয়ে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে বিপ্লবীদের দলে যোগদানকারীদের সংখ্যা সেই তুলনায় সব সময়ই যথেষ্ট বেশি। ১৯১৮ সালে কসাকরা কুরিলভোতে জোর করে ঢুকে পড়ে। তখন গ্রামস্থ কুলাকদের কাছে সংবাদ নিয়ে স্থানীয় সোভিয়েতের কর্মীদের উপর হানা দিতে আরম্ভ করে। গ্রামের সমস্ত মেহনতী মানুষ একজোট হয়ে হাতের কাছে যে যা হাতিয়ার পায় তাই নিয়ে কসাকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলে। বাদবাকিদের তাড়িয়ে দেয়। তখুনি তারা তাদের নিজস্ব রেজিমেণ্ট সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় — নাম ঠিক হয়ে যায় কুরিলভো রেজিমেণ্ট।

মোটামুটি একই ধরনের অবস্থার ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে অন্যান্য স্থানীয় রেজিমেণ্টগুলো, যেমন দমাশকিন, পুগাচভ, স্তেপান রাজিন, নভউজেনস্ক, মালোউজেনস্ক, আর ক্রাস্নিকুত্ রেজিমেণ্ট। একেবারে প্রথম অবস্থায় নিজ নিজ গ্রাম রক্ষা ও পাহারা দেওয়ার উদ্দেশে তারা নিজেদের সংগঠিত করে। সৈন্য, অধিনায়ক সবই একই গ্রামের (প্রথম-প্রথম কোন কমিশার নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না)। আর এদের নিজেদের

মধ্যে বন্ধন কত দৃঢ় তা বলাই বাহুল্য, কেননা বছরের পর বছর এরা পরস্পরকে জেনে এসেছে — কেউ পুরানো বন্ধু, কেউ বা আত্মীয়স্বজন। যেমন কুরিলভো রেজিমেণ্টে পিতার সঙ্গে তাঁর পাঁচ পুত্রও যোগ দেয়। আবার এমনও দেখা গিয়েছে দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর একজন পালিয়েছে শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে, অন্যজন লালসৈন্য হিসাবে যোগ দিয়েছে গ্রামের রেজিমেণ্টে। এর চেয়ে আরও চমকপ্রদ উদাহরণও আছে, যেমন একটি পরিবার দুভাগ হয়ে এক ভাগ গেল শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে আব এক ভাগ রয়ে গেল গ্রামে লালসৈন্যদের সঙ্গে।

এই সমস্ত স্থানীয় রেজিমেণ্টগুলো নিজ নিজ গ্রাম রক্ষার জন্য সংগঠিত হলেও, অল্প দিনের মধ্যে ঘটনার চাপে বাধ্য হয়ে তাদের গ্রাম ছেড়ে যেতে হয় উরাল স্তেপভূমির অভ্যন্তরে, সেখান থেকে কলচাক বিরোধী অভিযানে, তারপর আবার স্তেপ অঞ্চলে, স্তেপ অঞ্চল থেকে একেবারে পোলাণ্ডের রণাঙ্গনে সেখানকার ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য।

সবচেয়ে প্রশংসনীয় ও নির্ভীক রেজিমেণ্টগুলোর মধ্যে মোসলেম রেজিমেণ্টটি অন্যতম। এর অন্তর্ভুক্ত চোদ্দটি জাতের লোকদের মধ্যে কিরগিজদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। অবস্থাপন্ন অর্থপিশাচ কসাকদের দ্বারা এতদিন পর্যন্ত এরা নির্মম ও নির্লজ্জভাবে শোষিত হয়ে এসেছে — কসাকদের বিরুদ্ধে তাই এদের পুঞ্জীভূত ঘৃণার প্রাবল্য এত তীব্র।

সত্যিকারের বীরত্বপূর্ণ বহু কাজে এই স্বেচ্ছাবাহিনীগুলির অবদান প্রশংসনীয়। সাজপোষাকের দৈন্য, খালি পা, গোলাগুলির অভাব, নিকৃষ্টতর অস্ত্রপাতি, তাও অপ্রচুর; তবুও তারা দৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে, দুর্দান্ত নির্ভীকভাবে সংগ্রাম চালিয়েছে, সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী কসাকদের বহুবার পরাজিত করেছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের যোদ্ধসুলভ বিশিষ্ট গুণাবলীর মান ছিল অতি উচ্চে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে তাদের পরিপক্কতা লাভ করতে সময় লাগে, তখনকার দিনের ক্রমবর্দ্ধমান সামাজিক সংগ্রাম ও তার ব্যাপকতা তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। সে সম্বন্ধে তাদের ধারণাও ছিল খুবই অস্পষ্ট। নিম্নস্তরের নিয়মানুবর্তিতাবোধ, "স্বাধীনতা"

সম্বন্ধে নিজেদের এক অদ্ভুত ধারণা, অধিনায়ক নির্বাচন পদ্ধতির জন্য সুদীর্ঘ সংগ্রাম, কেন্দ্র নির্ধারিত কাজের ভার ও নির্দেশগুলি সম্বন্ধে ভুল ও অস্পষ্ট ধারণা — নির্ভীক স্বেচ্ছাবাহিনী কৃষক রেজিমেণ্টগুলির উপরোক্ত সব বিশেষত্বের জন্য মধ্যরুশের অন্যান্য বাহিনী থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচর হত।

অন্যান্য সব "গাই" — যেমন ওর্লভ-গাই, ওসিনভ-গাই প্রভৃতির সঙ্গে আলেক্সান্দ্রভ-গাই-এর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই; তাই বা কেন, স্তেপ অঞ্চলের অন্য কোন গ্রামের সঙ্গেও যে আছে তাও বলা চলে না। সবগুলোর ধরণধারণ একই রকমের — লম্বা, খাপছাড়া, মধ্যভাগ কাদায় ভর্তি, প্রান্ত একেবারে দুর্গম। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার, রাজনৈতিক বিভাগ, বিভিন্ন কম্যান্ড ও সামরিক ইউনিট — সবকিছু তখন এখানে। সব দিকে যাতায়াত লেগেই আছে — শিলনায়া বাল্‌কা, বাই-তুর্গান, পোর্ট আর্থার ও উরালস্কের দিকে। সামরিক ইউনিটগুলির সঙ্গে, সৈন্য পরিচালনা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংযোগ এখান থেকেই রাখা হচ্ছে। যানবাহন চলাচলের অন্ত নেই, লোক যাতায়াত লেগেই আছে। ঘোড়সওয়ারের দল চঞ্চল ব্যস্ত হয়ে এদিকে-সেদিকে সমানে ছুটছে, গাড়ি-গাড়ি যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, মালমশলা কৃষকদের সব মন্থরগতি গাড়ি ভর্তি হয়ে কিম্বা সগর্ব উটের পিঠে বোঝাই হয়ে চলতেই আছে; মালবোঝাই, মাল খালাস, টানা-হ্যাঁচড়া যাওয়া-আসার বিরাম নেই। গ্রামে এই ধরনের সর্বক্ষণ ব্যস্ত-সমস্তভাব আর কর্মতৎপরতা কোনদিন এর আগে কিম্বা পরে কক্ষনো দেখা যায়নি। প্রত্যেকদিন হয় স্কোয়ারে কিম্বা বড় রাস্তার উপর গ্রামের "শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত" লোক সেজেগুজে সন্ধ্যাবেলা হাওয়া খেতে বের হন। আর লালফৌজের লোকেদের কাছেও নিরাশ হবার কিছু নেই — হেলায় কোন সুযোগ তারাও হারাতে অভ্যস্ত নয় — রূপেগুণে আলগাই-এর নারী সম্প্রদায়ের অর্ধেকের তারা মনোহরণ করে বসে আছে।

মাঝে মাঝে ব্রিগেডের রাজনৈতিক বিভাগের তরফ থেকে সভা অনুষ্ঠিত হত — কোনটা কেবলমাত্র লালফৌজ বাহিনীর লোকদের জন্য, কোনটা আবার সকলের জন্য। সভাগুলির অধিকাংশেরই কাজ ছিল মামুলী ধরনের চলতি ঘটনার রিপোর্ট শোনানো। লালফৌজের লোকদের

চেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের রাজনৈতিক কাজের ভিতর টেনে আনা নিঃসন্দেহে দুষ্কর ছিল। কিন্তু লালফৌজের লোকেরা সভা পেলেই খুশি — মন দিয়ে তারা বক্তৃতা শুনত। এবং ঘন-ঘন যেন সভা ডাকা হয়, রিপোর্টগুলোও যেন বেশ ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় — এই তারা চাইত। এই ইচ্ছা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু এ পূরণ করা সব সময় সম্ভব হত না। শুধু যে রাজনৈতিক কর্মীর অভাবের জন্য তা নয় — স্থান কাল বিচার করলে বরং এই ধরনের কর্মীর সংখ্যা যথেষ্টই বলতে হয়। সামরিক অবস্থা বিচার করে প্রায়ই সভা ও সমাবেশ ডাকা সম্ভব হত না। কেননা চারিদিকে ঘিরে রয়েছে কসাকরা — তারা সভাক্ষেত্রে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে বহু নিরস্ত্র সৈনিকদের ধরে নিয়ে যেতে পারে, আরও কত রকম অনিষ্ট যে করতে পারে তার কি আর শেষ আছে।

সেই সময় রাজনৈতিক বিভাগের কর্তা নিকলাই নিকলায়েভিচ য়োজিকভ। পেত্রগ্রাদের একজন তরুণ শ্রমিক, বয়স মাত্র বাইশ কিন্তু যথেষ্ট পরিণত, বুদ্ধিমান ও গম্ভীর ধরনের। সে ব্রিগেড কমিশারও বটে। লালফৌজের সৈন্যেরা ও অধিনায়করা কেন, সেই গ্রামের অধিবাসীরা সবাই তাকে যথেষ্ট সমীহ করে চলত। কারণ, তার কথা বলার ধরন ছিল সহজ সুযুক্তিপূর্ণ; মিথ্যে বড়াই, ফাঁকা কথা সে কখনো বলত না — একবার একটা কথা দিলে সে কথা সে রাখবেই। তাছাড়া সবাই বলত তার নৈতিক প্রভাব লালফৌজের উপর পড়ার ফলে গ্রামে কোন রকমের উপদ্রব কিংবা বিশৃংখলা দেখা দেয়নি। সৈন্যরাও সবাই তাকে ভালবাসত বিশেষ করে এই জন্য যে অভিযানের সময় লড়াইয়ের সারিতে, শত্রুর গুলিবর্ষণের মুখে, আক্রমণের পুরোভাগে সর্ব অবস্থায় সে তাদের পাশে। আপদে-বিপদে তাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে সে সময়ে অর্থাৎ ১৯১৯-এর গোড়ার দিকে লালফৌজের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মের ধারা মোটামুটি ভাবে বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না। কাজের ধরন কিম্বা পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞানের অভাব ছিল। অনেক রাজনৈতিক কর্মী বিশেষ করে জুনিয়র কমিশাররা ছিল শুধুমাত্র সচেতন সৈনিক, তারা নিজেদের লালফৌজের সৈনিকদের সমুখে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরত — কী ভাবে

ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করে দারুণ শীতে জুতাজামার অভাব উপেক্ষা করে, দুঃসহ অভিযানের শ্রান্তি ক্লান্তি সহ্য করে নির্ভীকভাবে লড়াই করতে হয়, আর প্রয়োজন হলে অবিচলিত মুখে বীরের মত জীবন উৎসর্গ করতে হয়। মাঝে মাঝে বিরামহীন যুদ্ধ চলার ফলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এমন কি পুরো একটি মাসও কোনপ্রকার সুসংহত কিম্বা ধারাবাহিক কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠত। হঠাৎ ঘটে যাওয়া স্বল্প স্থায়ী রাজনৈতিক সভা করেই সবকিছুর দায় সেরে দেওয়া হত — আর সত্যিকারের রাজনৈতিক কাজ স্থগিত রাখা হত ভবিষ্যতের সুযোগ সুবিধের আশায়।

আলেক্সান্দ্রভ-গাই-এর অবস্থা অন্য সব স্থানেরই মতই; রিজার্ভ কেউ নেই বললেই চলে। ছুটিছাটা পেলেও তা খুব কম সময়ের জন্য; বেশির ভাগ লোককেই সর্বক্ষণ যুদ্ধরত থাকতে হত। রাজনৈতিক বিভাগের কর্মীদের যাদের কেবলমাত্র "বসে থাকা" কাজ তারা ছাড়া সবারই অনবরত ছাপানো কাগজপত্র, নতুন-নতুন আদেশ-নির্দেশ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া-আসা লেগেই আছে। সেখানে গিয়ে তাদের যোগাযোগ রাখতে হয় কমিশারদের সঙ্গে, পার্টি ইউনিটগুলোর সঙ্গে। তাদের উপদেশ দিতে হয়। যখনই সম্ভব হয় তারা লালফৌজের সৈন্যদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্ম করে, আবার প্রয়োজন হলে তারা নিজেদের কাজ স্থগিত রেখে বন্দুক হাতে লড়াই করতে যায়। ঠিক সেই সময়ে, মার্চের গোড়ার দিকে ব্রিগেডের রাজনৈতিক বিভাগের তিনজন কর্মী অসমান লড়াইয়ে নিহত হয়। লালফৌজের কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে তারা যখন একটা নালা দিয়ে পশ্চাদপসরণ করছিল অসংখ্য অশ্বারোহী কসাকদের আক্রমণের মুখে তারা পড়ে।

কৃষক রেজিমেণ্টগুলোর সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের সম্মান ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারত কেবল এই জন্যই যে লালফৌজের মধ্যে তারা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট, যেমন নির্ভীক তেমনি দুর্ধর্ষ। আর এই দিক দিয়ে নিকলাই নিকলায়েভিচ বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার অধিকারী। লালফৌজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে সে পরিগণিত।

মার্চের গোড়ার দিকে অগ্রগামী বাহিনীর অবস্থান তখন পোর্ট আর্থারের একটা ছোট্ট গ্রামে। গ্রামটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। কসাক অধ্যুষিত

গ্রাম স্লামিখিনস্কায়া যাওয়ার পথের ধারে আলগাই থেকে ডজনকয়েক মাইল দূরে গ্রামটি অবস্থিত। স্লামিখিনস্কায়ার ভিতর দিয়ে সোজা উরাল্‌স্ক — ল্‌বিশ্চেন্‌স্ক — সাখারনায়া — গুরিয়েভ বড় রাস্তায় পড়া যায়। সে সময় সৈন্য বাহিনীর কেন্দ্র উরালস্কে অবস্থিত ছিল, সৈন্য বাহিনী তখন অল্পদিনের মধ্যে একটা সর্বাত্মক আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি করছে:-একই সঙ্গে কসাকদের উরালস্ক থেকে যতদূর সম্ভব দূরে হটিয়ে দেওয়া ও সমগ্র শ্বেতরক্ষী কসাক বাহিনীটিকে সমূলে বিনষ্ট করে ফেলা। আলেক্সান্দ্রভ-গাই থেকে আক্রমণ চালান হবে প্রথম স্লামিখিনস্কায়া গ্রামের উপর তারপর চিজিন্‌স্কিয়ে জলাভূমির ভিতর দিয়ে সোজা উরালস্ক — গুরিয়েভ বড় রাস্তা পর্যন্ত ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালান। এর ফলে উরালস্ক থেকে লালফৌজ তাড়িত পশ্চাদপসরণরত কসাক সৈন্যদের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। এই আক্রমণের দিন এগিয়ে আসছে। তাই আলগাই ব্রিগেড প্রস্তুতির জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে।

গ্রামে পেঁাছেই ফিওদর সোজা যায় রাজনীতি বিভাগের দপ্তরে। নিকলাই নিকলায়েভিচের ঘর তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। কালো রঙের ফার ওভারকোট এঁটে, মাথায় খুব ঘন কোমল ফারের টুপি, পায়ে ফেল্ট বুট পরে বসে আছে নিকলাই। খুব উঁচু ছাদওয়ালা অফিসঘরটি, আসবাবপত্র কিম্বা সামান্যতম তাপ-ব্যবস্থারও বন্দোবস্ত নেই। ঘরে অন্য কেউ নেই, একা-একা টেবিলের সামনে বসে একগাদা ফাইল তন্ন-তন্ন করে ঘাঁটছে আর অত্যাধিক ঠান্ডায় লাল হয়ে যাওয়া তার আঙুল নাড়ছে।

ঘরে আসবাব মানে ওই টেবিল আর একটি মাত্র চেয়ার — ব্যস। আর কিছু নেই। টেবিলের উপর এক টুকরো সস্তা পেন্সিল, একটা বিগ্রহের বাতি। অদ্ভুত কালচে রঙ। নিঃসন্দেহে তার ভিতর কালি ভর্তি, একটা নোংরা কলম, দেখে মনে হয় মোমবাতি, নিজের তৈরী একটা ব্লটার, দুখন্ড রাজনৈতিক পুস্তিকা, লেজার জাতীয় একখানা খাতা আর ছোট বড় টুকরো সব কাগজ খোলামেলা ভাবে গাদা করা।

অভিবাদনের পালা সেরে তারা পরস্পরের পরিচয় জেনে নেয়। ফিওদর তাকে ফ্রুঞ্জে প্রেরিত টেলিগ্রামটি দেখায়। তাতে লেখা ছিল, "আলেক্সান্দ্রভ-

গাই-এর সৈন্যদলটির রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব কমরেড ক্লিচকভকে গ্রহণ করতে হবে।" (ব্রিগেডটিকে বড় দলে পরিণত করা আর অন্যান্য ইউনিটগুলোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছিল)।

য়োজিকভ কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে কাগজের টুক্রোয় চোখ বুলিয়ে নিঃশব্দে ফিওদরের হাতে ফেরৎ দেয়। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'চলুন যাওয়া যাক। আপনার সব ব্যবস্থা করে দিই। এতটা পথ আসার পর নিশ্চয়ই আপনার চা খাওয়ার দরকার তারপর বিশ্রামের ব্যবস্থা।'

ফিওদরের যেন তর সয় না, এই মুহূর্তে তার ইচ্ছা য়োজিকভের সঙ্গে জরুরী সব আলোচনা শুরু করা—সবকিছুর একটা পুরোপুরি পরিষ্কার ধারণা সে করে নিতে চায়: যুদ্ধের কী অবস্থা, রাজনৈতিক কাজকর্ম কী পর্যায়ে, তার ভবিষ্যৎ, তার সম্ভাবনা কতখানি, এ পর্যন্ত কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। একেবারে যেন ঘোড়ার উপরে চেপে এসেছে সে — এক মুহূর্ত বিলম্বের ফুরসৎ নেই। কিন্তু য়োজিকভ যে-রকম উৎকণ্ঠা আর ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখিয়ে তাকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে রুটি আর গরম জল যোগাড় করতে লেগে পড়ল তাতে তখনকার মত কাজের সব কথাবার্তা বন্ধ না করে উপায় নেই। নিকলাই নিকলায়েভিচ একটা বিরাট ফাঁকা ফ্ল্যাটের একটা ঘরে থাকত। মাঝখানে একটা হলঘর, তার সঙ্গে লাগানো কয়েকটা ছোট ঘর — তার একটাতে ফিওদরের থাকার ব্যবস্থা হল। হলঘরের মধ্যে একটা বিরাট পিয়ানো। ফিওদরকে টেবিলে বসিয়ে য়োজিকভ পিয়ানোর কাছে গিয়ে অনিপুণ হাতে বিপ্লবী সব গান বাজানো শুরু করে দেয়। ঘরের ঠাণ্ডা পরিবেশে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা অবাস্তব শব্দ।

ধীরে ধীরে দুজনের কথা শুরু হয়ে যায়। ফিওদর অবাক বিস্ময়ে নিকলাই-এর বিবর্ণ কঠোর তরুণ মুখশ্রীর দিকে চেয়ে থাকে। খুশি হয় দেখে — এমন চমৎকার একজন মানুষ এখানকার রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব নিয়ে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুজনের কাছে দুজনের সব কথা বলাই গেল শেষ হয়ে — পার্টি-জীবনের আগে তারা কে কী করত, কী ভাবে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে, অদূর ভবিষ্যতে তারা কী কাজ করতে চায়। কথাবার্তা বেশ স্বাভাবিক

ভাবেই এগোচ্ছিল, কিন্তু ফিওদরের মনে যেন একটা খট্‌কা জেগে ওঠে য়োজিকভের বুঝি কোথাও যাওয়ার তাড়া আছে — কিম্বা সে বোধহয় অসোয়াস্তি বোধ করছে, না হয় কোথাও কিছুতে সে অসন্তুষ্ট। তার মুখ দেখলেই মনে হবে সে একজন স্পষ্টবাদী সোজা কথার মানুষ — কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই কিন্তু এখন সে একটিবারও ফিওদরের মুখের দিকে চাইছে না — নিচের দিকে মেঝের উপর দৃষ্টি, হাতদুটো কেবলই রগড়াচ্ছে, স্থির হয়ে বসতেই পারছে না। বার বার দাঁড়িয়ে উঠছে আর অকারণ আন্তরিকতাবিহীন লোক-দেখানো হাসছে — অতিমাত্রায় বিনয়ের ভাব, অন্যে যা বলছে তার সঙ্গে একমত হওয়ার জন্য অহেতুক ব্যগ্রতা।

"এ কী ব্যাপার," ফিওদর মনে মনে ভাবে, কিন্তু কোন সদুত্তর খুঁজে পায় না, কেমন করে য়োজিকভকে সে বুঝে উঠতে পারবে।

দুজনে আবার ফিরে যায় রাজনৈতিক দপ্তরে, য়োজিকভের ঠান্ডা অফিসে। এবার যে কথাবার্তা শুরু হয় তা স্বাভাবিক ভাবেই সরকারী কেতাদুরস্ত। য়োজিকভ বিশেষ কিছু বলে না — নিজের ইচ্ছেতে তো কিছুই বলতে চায় না। ফিওদরের প্রশ্নগুলো শোনে আর তার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে সেরে দেয় — বেশ অনিচ্ছার সঙ্গে, আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব, এমনকি মনে হয় যেন অবজ্ঞার ভাবও মেশানো। যখনই অফিসের অন্য কেউ ঘরে ঢুকছে য়োজিকভের তাকে অভ্যর্থনা করার কী উচ্ছ্বাস, আর তার সঙ্গে সে কী লম্বা আলোচনার অবতারণা যার কোন মাথামুন্ড নেই, যাকে সম্পূর্ণ নিরর্থক বলা চলে। যদি ওকে বাচাল বলে ধরে নেওয়া যেত তবে এতে আশ্চর্যের কিছুই থাকত না। কিন্তু ফিওদরের বুঝতে ভুল হয়নি যে য়োজিকভের চরিত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে যথেষ্ট স্বল্পভাষী — বিশেষ করে কাজের ক্ষেত্রে। নির্দেশ দেওয়া কি বোঝানর সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন একটি কথাও সে ব্যবহার করত না। নিকলাই-এর এই কৃত্রিম বাচালপনা ক্লিচকভের কেমন অবাস্তব আর বিশ্রী ঠেকে। মনে আবার সংশয় জাগে — তার অন্য সহকর্মীরা এসে পড়ায় তাদের দুজনের কথাবার্তায় যখনই বাধা পড়ছে য়োজিকভ এত খুশি হচ্ছে কেন?

য়োজিকভের সংক্ষিপ্ত উত্তরগুলো থেকে এই ধরনের ধারণা হবে যে সর্বত্রই

পার্টির সংগঠন রয়েছে, কমরেডদের কোর্টের কাজকর্ম ভালভাবেই চলছে, প্রচারপত্র ও অন্যান্য রাজনৈতিক সাহিত্য যথেষ্ট রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতা, ঘরের ভিতর আর খোলামাঠে নিয়মিত সভাসমিতির অনুষ্ঠান করা হচ্ছে, তাতে বেশ ফল পাওয়া যাচ্ছে — ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে, সবকিছুই বেশ খাসা অবস্থায় রয়েছে আর তাই কাজকর্ম 'সংগঠন করা ও বাড়ানোর' ফিওদরের বোধহয় বিশেষ কোন প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ সে এমন একটি স্থানে এসেছে যেখানে সবছিুই তৈরী।

সত্যি বলতে গেলে স্বীকার করতে হবে এই নতুন ধরনের কাজ আরম্ভ করতে ফিওদরের নিজেরই কেমন বাধ বাধ ঠেকছে। এ পর্যন্ত রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকার কোন অভিজ্ঞতা তার নেই, এখানকার অবস্থা সম্বন্ধেও সে ওয়াকিবহাল নয়। তার পক্ষে য়োজিকভকে কোন কিছু শেখানোর প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া সে এখানে এসেছে কাজ করার আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে—হুকুম করার জন্য আসেনি। তার উদ্দেশ্য কাজ করা। উচ্চ বা নিম্ন পদ-মর্যাদার প্রশ্ন তার মনে আমলই পায়নি। নিকলাই-এর সঙ্গে প্রথম আলাপের সূত্রপাতে এসব কথা সে তুলেছিল, কিন্তু তার বিড়বিড়ে কথা থেকে সে বুঝতে পারেনি যে তার এই আন্তরিক স্বীকারোক্তি সে কী ভাবে গ্রহণ করেছে। এখন এই অফিসে তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার অনিচ্ছার সঙ্গে বাধ্য হয়ে উত্তর দেওয়ার ধরন দেখে ক্লিচকভ মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে তাকে যথেষ্ট বিবেচনা করে সাবধানতার সঙ্গে এগোতে হবে। সে ঠিকই সন্দেহ করেছে যে তার এই পদে নিযুক্ত হওয়ায় য়োজিকভ ক্ষুব্ধ হয়েছে — তাকে হতে হয়েছে অধীনস্থ, ব্রিগেডে এমনকি আলগাই-এ সে যেভাবে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল সেই গদি থেকে চ্যুত হতে হয়েছে তাকে। এতদিন পর্যন্ত সে ছিল একক ও একমাত্র কর্তৃত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা। তার হাতের মুঠোর মধ্যেই ছিল সব, যার যা প্রশ্ন তা নিয়ে তার কাছে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর হঠাৎ কোত্থেকে এক ক্লিচকভ উড়ে এসে জুড়ে বসল—গোটা সৈন্যদলটির রাজনৈতিক বড়কর্তা — তার ব্রিগেডটি যার একটি অংশ মাত্র। গদি এবার টলটলায়মান। ক্লিচকভ হয়তো তাকে ধীরে ধীরে পিছনে সরিয়ে দেবে, তাকে তার গৌরবের আসন থেকে ঠেলে ফেলে দেবে। ফিওদরের মনে হয়

উপরোক্ত এই সব সংশয় নিকলাই নিকলায়েভিচকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে আর এই সব কারণেই তাদের পরিচয় হওয়ার দেড় ঘণ্টা পর থেকেই সে ফিওদরের সঙ্গে এমনিধারা বিরুদ্ধ মনোভাব দেখান শুরু করেছে।

ক্লিচকভ সাবধান হয়ে যায়। সংগঠকের সহজ জ্ঞান থেকে সে বুঝতে পারে এর পরে কী ভাবে চলতে হবে। তাই সে তাকে আর কোন রকম প্রশ্ন করে না।

প্রথম কাজ হিসাবে সে ঠিক করে ফেলে যে রিপোর্ট আর সভার কার্য-বিবরণীগুলো পড়ে নিয়ে ব্রিগেডের কাজকর্মের সঠিক অবস্থা পরিষ্কারভাবে জেনে নেবে, য়োজিকভের সাহায্যে এ কাজ যদি সম্ভব না হয় তবে তার সহকারী ও সহকর্মীদের কাছে যাবে আর তাদের মারফৎ সরকারী রিপোর্ট ও অন্যান্য খবরাখবর জেনে নেবে।

এরপর তার কাজ হবে পার্টি-ইউনিট, সাংস্কৃতিক কমিশন, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনগুলির ছোট-ছোট সভা বা সম্মেলন, সামরিক কমিটির সভা ইত্যাদি ডাকার জন্য তাগিদ দেওয়া। এর থেকেও সে অনেক কিছু বুঝবে ও শিখবে।

তারপর সে সমস্ত ইউনিটগুলি পরিদর্শন করবে। সরেজমিনে গিয়ে কাজকর্ম সব ঠিক কী অবস্থায় আছে তা দেখবে। সবার শেষে আগামী যুদ্ধেই সাধারণ সৈনিক হিসাবে অংশ গ্রহণ করবে এবং এই ভাবে সে একজন সৎ ও নির্ভীক কমরেড হিসাবে সুনাম অর্জন করতে পারবে। এরই ফলে হয়তো তার ভবিষ্যতের রাজনৈতিক কার্যাবলী সফল কি বিফল হবে তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে।

পরের কয়দিন, ঠিক একেবারে আক্রমণ শুরু হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত, ফিওদর কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে তার স্ব-নির্ধারিত কার্যসূচী আঁকড়ে থাকে। সাংগঠনিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও সংবাদ বিভাগের লোকজনের সঙ্গে তার বহুবার আলাপ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই সেই একই ধরনের কেমন একটা বিপক্ষীয় বিরূপ অভ্যর্থনা। য়োজিকভের প্রভাব সমভাবে সর্বত্র। তা সত্ত্বেও শতেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সে সামগ্রিকভাবে কাজের অবস্থার একটা মোটামুটি বিস্তারিত রিপোর্ট সংগ্রহ

করতে সমর্থ হয়েছে। অতি সাধারণ মামুলী ধরনের রিপোর্ট। এর পরে আরও বৃহত্তর রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব পালনের সময় ফিওদরের চোখে এর দশগুণ কেন একশগুণ দোষত্রুটি ধরা পড়েছে। একেবারে "সৃষ্টি" থেকে শুরু হয়েছে এই ধরনের বিবরণ, তারপর গোড়াতেই কাজকর্মের একটা বিশ্রী অগোছালো "অবস্থা"র বিবরণ, তারপর দেখান হয়েছে কাজকর্মে "শৃংখলা আনয়ন" করা হয়েছে কিন্তু কতকগুলি বিভাগ এখন পর্যন্ত "আশানুযায়ী স্তরে" পৌঁছাতে পারেনি। তারপর রিপোর্ট শেষ করা হয়েছে এই উল্লেখ করে যে অনেকগুলি "সন্তোষজনক বিধান অবলম্বন করা হয়েছে" যার ফলে নিঃসন্দেহে "বর্তমানের সর্বপ্রকার অসম্পূর্ণতা দূরীভূত হবে"।

এই সব লম্বা-লম্বা কথার ফাঁক থেকে মোটামুটি এই কথাগুলো বেরিয়ে আসে যে রেজিমেণ্টগুলোর মধ্যে সঠিকভাবে ও খুব উৎসাহের সঙ্গে পুস্তিকা বিলি করা হয়ে থাকে; ছোট ছোট গ্রন্থাগার গড়া হয়ে থাকে; যুদ্ধের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিদ্যালয়গুলির কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ — আর যখন খোলা ছিল উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা তখনও ছিল অতি সামান্য। সর্বত্র সব রকমের কমিশন সংগঠিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। কাগজে-কলমে তাদের অস্তিত্ব বজায়ও আছে। তবে তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদের উল্লেখ নেই। সভাসমিতি হয় বটে, তবে মাঝে মাঝে কিন্তু অপেশাদার সম্প্রদায়ের অভিনয়ের আয়োজন ঘন-ঘন হয়ে থাকে আর সেখানে জনসমাগম হয় বেশ প্রচুর। গোটা রিপোর্টটাই এই ধাঁচে লেখা। একথা ঠিকই যে এই নীরস বিবরণী থেকে যেসব কাজ হচ্ছে তার কিছুটা ধারণা জন্মে, তবে নিজে গিয়ে ইউনিটগুলির কাজ পরিদর্শন করা ও সরেজমিনে গিয়ে সরাসরি জেনে নেওয়ার উপরই ফিওদরের সবচেয়ে এখন বেশি ভরসা।

সে কয়েকজন কমিশারকে একত্রে আলোচনার জন্য ডাকে — এখানেও সেই বিরূপ মনোভাব। পার্টি ইউনিটগুলোর প্রতিনিধিদের একটা সভা ডাকে — সভা সম্ভব হয় না। একটা সাধারণ সভা আহ্বান করে — রাজনৈতিক বিভাগ থেকে এর সংবাদ ভাল করে প্রচার করাই হয় না — মাত্র পঞ্চাশ-ষাটজন জোটে — তাও তারা হঠাৎ এসে পড়া।

কাজ এগোয় না। আর এভাবে বেশি দিন চলতেও পারে না। চাপায়েভের আগমনের জন্য সে অধীরভাবে অপেক্ষা করে — তার বিশ্বাস সে এলে এই জটিল সমস্যার একটা সমাধান হবে, বর্তমানের বিশৃংখলতা দূরীভূত হয়ে যাবে।

পরশুদিন শুরু হচ্ছে আক্রমণ। এখনও চাপায়েভ এসে পৌঁছাচ্ছে না কেন? ফিওদর হেডকোয়ার্টারে সংবাদ পাঠায়, কিন্তু কোন জবাব মেলে না। সর্বশেষ বাহিনীগুলি আগামীকাল কাজাচায়া তালভ্কা ও পোর্ট আর্থার অভিমুখে রওনা হবে, সেখান থেকে আক্রমণ শুরু করার জন্য।

স্টাফ হেডকোয়ার্টারের শেষ অধিবেশনে আক্রমণের বিস্তারিত পরিকল্পনা খুঁটিয়ে আলোচিত হচ্ছে। তিনটি ঘাঁটি থেকে একই সঙ্গে আক্রমণ চালান হবে। আর সাফল্যের জন্য আক্রমণের আকস্মিকতার উপর যতখানি নির্ভর করা হবে তার চেয়ে বেশি নির্ভর করা হবে সাংগঠনিক উৎকর্ষের উপর, লালফৌজের অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম, বিশেষ করে মেশিনগানের প্রাধান্যের উপর। ফিওদরের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান তখনও বেশ কাঁচা। তাই সে সামরিক পরিষদ সভায় আলোচনা কিম্বা বিতর্কে কোন অংশ গ্রহণ না করে যে যা বলে তাই খুব মন দিয়ে শোনে। আর কেবল বিশেষজ্ঞদের মুখের দিকে চেয়ে দেখে আর ভাবে:

"ওই যে ওইখানে ওই লোকটি — ও বিশ্বাসঘাতক হতে পারে কি? এও হতে পারে সুন্দর-সুন্দর তার কথাগুলো সবই মিথ্যে — ধোঁকা দেওয়ার জন্য — আমাদের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্য — আগামীকাল যখন সবাই হবে প্রস্তুত, ওরা কি আর বন্ধু থাকবে, না শত্রুর দলে ভিড়ে যাবে?"

শ্বাস রুদ্ধ করে সে ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্ণেলের মুখের দিকে বিশেষ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে — "এ কি সম্ভব?"

কিন্তু ব্রিগেড-অধিনায়কের মুখ এমনি যে কোন সন্দেহেরই উদ্রেক করে না। দেখামাত্র সবাই তাকে পছন্দ করে বসে, সবাই তাকে বিশ্বাস করে।

"তা যাই হোক, কমিশার, খুব সাবধান হওয়া উচিত!"

কাউন্সিলের সভার কাজ শেষ হয়। স্টাফ হেডকোয়ার্টার থেকে সবাই বেরিয়ে পড়ে।

সমস্ত দিন আর সন্ধেটা ধরে মালগাড়ির পর মালগাড়ি ক্যারাভানের পর ক্যারাভান চলল কাজাচায়া তালভ্কা অভিমুখে। আলেক্সান্দ্রভ-গাই ক্রমে ক্রমে জনহীন হয়ে পড়ছে। আগামীকাল সর্বশেষ বাহিনীগুলো রওনা হয়ে যাবে — সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যক্ত গ্রামটি ফেলে রেখে।

৫

চাপায়েভ

খুব ভোরে পাঁচটা কি ছ'টা হবে — জোরে জোরে কে যেন ফিওদরের দোরে আঘাত করল। দোর খুলতেই সে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে একজন অপরিচিত লোক।

'হ্যালো! আমার নাম চাপায়েভ।'

মুহূর্তের মধ্যে ফিওদরের তন্দ্রা ছুটে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে চোখ তুলে চাপায়েভের মুখের দিকে চেয়ে দেখে।

মহাব্যস্ত হয়ে কোন রকমে হাত এগিয়ে দেয় — অতিকষ্টে সে তার মানসিক চাঞ্চল্য চেপে রাখে।

'আমার নাম ক্লিচকভ। এক্ষুনি পেৌঁছালেন?'

'সোজা স্টেশন থেকে চলে আসছি—আর সবাই ওখানেই রয়ে গেছে—তাদের জন্য ঘোড়া পাঠালাম।'

ফিওদরের আর বিলম্ব সয় না। তার তৃষিত আঁখি চাপায়েভের উপর নিবদ্ধ। তার সবটুকু দেখে নেওয়ার জন্য, তার সবকিছু বুঝে নেওয়ার জন্য সে অস্থির হয়ে পড়ে। ঠিক এমনি করেই রণাঙ্গনে রজনীর গভীর অন্ধকারে সন্ধানী আলোর কম্পিত আলোকরশ্মি প্রতিটি ফাটলের উপর হঠাৎ গিয়ে পড়ে, নিভৃত কোণে জমে থাকা অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে সঙ্কুচিত মৃত্তিকার অনাবৃত আকৃতি উন্মোচন করে দেয়।

"সাধারণ চেহারা, রোগা, মানানসই লম্বা, খুব যে শক্তিশালী তাও

নয়, হাত দুখানির গড়ন সরু, মেয়েলি ধরনের; মাথার চুল পাতলা, কটা রঙের, কপালের উপর কয়েক গোছা পড়ে আছে। ছোট্ট সরু নাক চিকন সোজা ভুরু, পাতলা ঠোঁট, ধবধবে সাদা দাঁত, সার্জেণ্ট মেজর সুলভ একজোড়া বিরাট গোঁফ, পরিষ্কার কামান মুখখানা, প্রায় সবজে ফিকে নীল চোখদুটো, তীক্ষ্ন পলকহীন, বুদ্ধিদীপ্ত। মুখের রঙ মাজা পরিষ্কার, কোন কুঞ্চিত রেখা বা ব্রণের চিহ্ন নেই। গায়ে খাকী টিউনিক, পরনে নীল রঙের ট্রাউজার, পায়ে হরিণচর্মের উঁচু বুট, হাতে লাল পট্টিলাগানো একটা টুপি, কাঁধ-বেল্ট আঁটা, একপাশে রিভলবার ঝোলানো। তার রুপোর তরবারি আর সবুজ রঙের কোট ট্রাঙ্কের উপর পড়ে"— চাপায়েভ বর্ণনা প্রসঙ্গে ফিওদর সেদিন বিকেলে এই সব কথাগুলো তার ডায়েরিতে লেখে।

চাপায়েভ এতটা পথ এসেছে, তবু সে চা খেতে রাজী হয় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে থাকে। ব্রিগেড-অধিনায়কের কাছে একজন আর্দালী দিয়ে বলে পাঠায় তাকে স্টাফ হেডকোয়ার্টারে যেতে, সে নিজেও সেখানে পরে যাচ্ছে। একটু পরেই তার সব সাঙ্গ-পাঙ্গরা হৈ-চৈ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। যে যেখানে পারে জানলার পাশে, চেয়ারে টেবিলের উপর টুপি দস্তানা বেল্ট ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। রিভলবার খুলে ফেলে, কেউ কেউ সব হাত বোমাগুলো খুলে নিয়ে টুপির মধ্যে দস্তানার মধ্যে গুঁজে গুঁজে রাখে — সাবধান হওয়ার কোন বালাই নেই। রোদে পোড়া, কঠোর পুরুষালি সব মুখ, কণ্ঠস্বর মোটা, কর্কশ, কথাবার্তা চলাফেরার ধরন কেমন আনাড়ীর মতন অমার্জিত কিন্তু জোরালো ও প্রত্যয়জনক। কেউ কেউ আবার এমনভাবে কথা বলছে, মনে হবে ঝগড়া করছে। হঠাৎ-হঠাৎ কেমন সব বেয়াড়া প্রশ্ন — তেমনি সব চোখা-চোখা জবাব। জিনিসপত্র তারা চারদিকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলছে।

তাদের তর্কে বিতর্কে কথাবার্তায় সারাটা বাড়ি একেবারে সরগরম! য়োজিকভের ঘরটা বন্ধ, তাছাড়া সব ঘরগুলোই এরা দখল করে বসে পড়েছে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে ফিওদর দেখে অভ্যাগতদের একজন তার এলোমেলো বিছানার উপর লম্বা হয়ে, দেওয়ালে পা দুটো রেখে শুয়ে পড়ে।

তারপর ধরায় সিগারেট — ছাই ঝাড়তে থাকে খাটের একপাশে, সেখানে ক্লিচকভের স্যুটকেশটা রাখা আর ছাইটা যাতে তার উপরই পড়ে তার জন্য তার সর্বপ্রকার চেষ্টা। আর একজন তার গায়ের সব জোরটুকু দিয়ে ঠেসান দিয়েছে ড্রেসিং টেবিলটার উপর — টেবিলটা সমানে ক্যাঁচকোঁচ করছে — প্রায় পড়ো-পড়ো ভাব। একজন তার রিভলবারের কুঁদো দিয়ে জানলার একটা শার্সি দিল উড়িয়ে, আর একজন টেবিলের উপরকার রুটির উপর গিয়ে রাখল তার দুর্গন্ধ ময়লা মেষচর্ম কোট — সেই জঘন্য গন্ধের স্বাদ তারা পায় সেই রুটি খাওয়ার সময়।

এদের সঙ্গে-সঙ্গে, যেন তার অনেক আগে থেকে, এই ধরনের চড়া চড়া কথা আর কোলাহলে গোটা ঘর গমগম করতে থাকে। মুহূর্তের জন্যও এর বিরাম নেই, কোন সময়েই তা মাত্রা ছাপিয়ে ওঠেনি — একটানা গমগম একটা আওয়াজ। স্তেপ থেকে সদ্য আগত লোকজনের এই হচ্ছে সহজ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলার ধরন। এখানে কে অধিনায়ক আর কে তার অধীন তা খোঁজা বৃথাই — কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। তাদের এক নিজস্ব অদ্ভুত ভঙ্গিতে তারা কথাবার্তা চালাচ্ছে। তাদের আদবকায়দার ভিতরও মার্জিত ভাবের কোন প্রকার পরিচয় মিলবে না। তাদের ভাষা বেশ সহজ আর প্রাণবন্ত, স্তেপ অঞ্চলের গ্রাম্য সরলতা মাখানো, কোন কৃত্রিমতা তাতে নেই। মনে হবে যেন সবাই এক পরিবারের, কিন্তু তাদের বন্ধুত্বের, সহানুভূতির কিম্বা পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধের কোন বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ে না — এমনকি ছোটখাটো ব্যাপারেও না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা চোখে পড়ে এবং বেশ বোঝা যায় যে এরা একদল স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ, দৃঢ় বন্ধনে গ্রথিত। আর সেই বন্ধনের সূত্রটি যেমন অপূর্ব, তার প্রকাশের ধরনও তেমনি অভিনব। সৈনিক-জীবনের অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা তাদের এইভাবে একই সূত্রে গ্রথিত করে দিয়েছে। এই অভূতপূর্ব সংহতির মূলে রয়েছে তাদের নির্ভীক বেপরোয়াভাব, দুঃখ-দৈন্য, বিপদ-আপদের প্রতি তাদের উদ্ধত ঘৃণা, তাদের একনিষ্ঠ অনমনীয় ভ্রাতৃত্ববোধ ও দারুণ বিপদের মুখে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যগ্রতা। তাদের এই দুঃখ কষ্ট বিজড়িত বৈচিত্র্যময় জীবন তারা একই সঙ্গে কাটিয়েছে — কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মার্চ করে গেছে, গেছে রণক্ষেত্রে।

অন্যদের সঙ্গে চাপায়েভের পার্থক্য সুস্পষ্ট। তার রুচি কিছুটা মার্জিত হয়েছে — বন্যভাব অনেকটা কেটেছে। তার চালচলনও অন্যদের মত নয়। নিজেই যেন নিজেকে খুব শক্ত করে রাশ টেনে রেখেছে। তার প্রতি অন্যদের আচরণও যেন কিছুটা আলাদা ধরনের। একটা উপমার কথা মনে পড়ে — যেমন একটা মাছি জানলার শার্সি বেয়ে উপরে উঠছে — কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বেশ গুটিগুটি উঠে চলেছে। অন্য মাছিদের সঙ্গে তার দেখা। তাদের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে কিম্বা তাদের ঘাড়ের উপর দিয়েই চলে গেল, কিম্বা তাদের সঙ্গে লাগল ঠোকাঠুকি। ওদের এক একজন এক একদিকে গেল উড়ে। তারপর হঠাৎ সম্মুখে পড়ল একটা বোলতা। ব্যস – মুহূর্তের মধ্যে সে উড়ে পালায়। চাপায়েভের সাঙ্গপাঙ্গদেরও সেই অবস্থা — নিজেরা নিজেরা যখন রয়েছে বেশ খেয়ালখুশিমত যা ইচ্ছে করছে, যা মুখে আসছে বলছে। টুপি, কাঠের চামচ কি বুট জুতো যে যা পাচ্ছে তাই দিয়ে অন্যকে আচ্ছা করে পিটোচ্ছে। কিম্বা কারও গায়ে একগ্লাস গরম জলই দিল ঢেলে। কিন্তু চাপায়েভ এসে পড়লেই তার সামনে কি তার সঙ্গে এসব করা একেবারে চলবে না। এটা ঠিক যে ভয় থেকে কিম্বা বড় ছোট এই চিন্তা থেকে তা নয়। তাকে সমীহ করার ধরনের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে — তারা যেন ভাবে, "সে আমাদের নিজেদেরই একজন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে অন্যের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না, আর কারুর পক্ষে ঠিক তার সমপর্যায়ে নিজেকে চিন্তা করাও উচিত না।"

এ জিনিসটি সব সময়ই বেশ বোঝা যায়। চাপায়েভের সম্মুখে তারা যা ইচ্ছে বা যত খুশি চেঁচামেচি কিম্বা মুখ খারাপ করুক না কেন, কোন প্রসঙ্গে চাপায়েভের কথা এসে পড়লেই, ব্যস — অমনি তাদের সব চেহারা যাবে পাল্টে। তার প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানানোর এই হচ্ছে তাদের রীতি।

'পেত্‌কা! কম্যান্ডাণ্টের ওখানে যাও!' চাপায়েভ নির্দেশ দেয়।

রোগা কালো রঙের ছোট ছেলেটি — বিশেষ বিশেষ সংবাদ বহন করা তার কাজ! অবিলম্বে অন্যদের ছেড়ে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে হাজির হল পেত্‌কা — মুখে একটি কথা নেই।

'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমি রওনা হব — ঘোড়া প্রস্তুত রাখা হয় যেন। অশ্বারোহীরা আগেই চলে যাক — আমি আর পতাপভ স্লেজে যাব, একদৌড়ে চলে যাও। আর পতাপভ, তুমি এস আমার সঙ্গে!'

ঘাড় কুঁজো, কটাশে রঙের একটি লোকের দিকে চাপায়েভ কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে ইঙ্গিত করল। লোকটির বয়স বছর পঁয়ত্রিশেক, বেশ ভদ্র হাসি-হাসি চোখদুটো, কিন্তু গলার স্বর একেবারে কাকের মত কর্কশ। বেশ শক্তিশালী আঁটোসাঁটো গড়ন সত্ত্বেও তার চালচলন কেমন নরম অদ্ভুত মেয়েলি ধরনের।

পতাপভ মজার কি একটা বলছিল। তার বোধহয় মাঝখানটায় সে এসেছে। যেই চাপায়েভের কথা শোনা সঙ্গে-সঙ্গে চুপচাপ। একেবারে গম্ভীর। ফুৎকারে বাতি নিবিয়ে দেওয়ার মত চোখমুখের হাসি যায় মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে। চাপায়েভের মুখের দিকে পরম আগ্রহের সঙ্গে চোখ তুলে সে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টির অর্থ, "আমি মন দিয়ে শুনছি।"

চাপায়েভ তার নির্দেশগুলো শুনিয়ে যায়।

'পতাপভ ছাড়া অন্য আর কেউ যাবে না। আর এখানকার এই কমিশারও যাবে। ঘোড়ায় তিনজন লোক পাঠিয়ে দাও। পরে সবাইকে যেতে হবে তালভকায়। মিথ্যে-মিথ্যে ঘোড়াগুলোকে দৌড়িয়ে হয়রান করো না। সন্ধ্যার মধ্যে পেঁছান চাই।'

'শোন ...' বলে যাকে প্রয়োজন তাকে না পেয়ে চাপায়েভ ঘরের চারিদিকে খুঁজে দেখে। 'ও, তাকে তো আগেই পাঠিয়েছি। আচ্ছা কচ্‌নেভ, তুমি যাও তো একবার হেডকোয়ার্টারে। দেখে এসে আমাকে জানাবে সবাই সেখানে আছে কিনা।'

কচ্‌নেভ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ফিওদরের মনে হয় — লোকটি যেন একজন ব্যায়ামবিদ — কী ক্ষিপ্র অথচ লঘু তার গতি, কর্মতৎপরতার কী অনায়াস ভঙ্গিমা। পরনে একটা খাটোহাতা পুরু লেপের ছোট জ্যাকেট, ক্ষুদ্রাকৃতি একটা টুপি মাথার পিছন দিকে বসান — পায়ে বুট, হাঁটু পর্যন্ত জড়ানো পট্টি। বয়স তিরিশের কম, কিন্তু শত রেখায় কুঞ্চিত তার ললাট। হাল্‌কা ধূসর রঙের চোখদুটোয় চতুরতার পরিচয়। নাকটা বসা, চওড়া। আর সেটাকে

একপাশে কুঁচকিয়ে শোঁকার তার একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে। দাঁতগুলো নেকড়ে বাঘের মত সাদা আর খুব বড় বড়, হাসার সময় ঠোঁটদুটো বেঁকিয়ে মুখের ভেতর এমনভাবে টেনে নেয় যেন কোন জিনিসকে সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

আরও একজন ছিল, তার নাম চেকভ। চেহারাটা এমন যে তার সমগ্রটাই একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে চোখের উপর এসে পড়ে। লাল লাল ঘন ভুরু, বিরাট গোঁফজোড়ার রঙ আরও কড়া লাল — চোয়াল কুমীরের মত, গালের হাড় মঙ্গোলীয়দের মত, নিচের ঠোঁট ঝুলে রয়েছে রক্ত শুষে ফুলে-ওঠা জোঁকের মত। তার চৌকো ছাঁচের ঢালা মজবুত চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে আছে, আর তার উপর লোহার কেট্‌লীতে ব্যাঙের ছাতার মত খাড়া রয়েছে ঘর্মাক্ত মোটা নাক। তার লাল ভুরু অর্থাৎ লাল মাদুরের ঘন বুনানীর মত বস্তুটির নিচে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো চোখদুটি জ্বল-জ্বল করছে। পিপের মত চওড়া বুক আর তার সঙ্গে মোটা-মোটা শাবলের মত দুটো হাত। বয়স চল্লিশের কিছু বেশি।

ইলিয়া তিওতকিনের কাজ চায়ের কেটলী নিয়ে নাড়াচাড়া করা, রুটি কাটা, আর সর্বক্ষণ রসিকতা করা — অন্যের পেছনে লাগা। প্রত্যেককে খোঁচা দেওয়া, সব বিষয়ে কথা বলা তার অভ্যাস। পেশা ছিল রাজমিস্ত্রীর, রঙ করা। রেড গার্ড হিসাবে তার যথেষ্ট খ্যাতি রটে। মিষ্টি স্বভাব, সব সময় হাসিখুশি, সবাই তাকে ভালবাসে। গানে, খেলাধুলোয়, ইয়ার্কি-ফাজলামিতে সে ওস্তাদ। বয়সে পেতকার চেয়ে কিছু বড় — ছাব্বিশ থেকে আঠাশের মাঝামাঝি একটা হবে।

ভিখর একজন দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী সৈনিক, অশ্বারোহী স্কাউটদের নির্ভীক কম্যাণ্ডার — তিওতকিনের পাশে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু রুটির প্রত্যাশায়। এর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা কাটা গেছে — আর তা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কির অন্ত নেই।

'ভিখর, মার তো তোর কড়ে আঙুল দিয়ে ওকে একটা খোঁচা — ব্যাটা চার আঙুলে ভূত!'

'তোর কড়ে আঙুলটা দেখা, মাইরি তোকে একটা সিগারেট দেব...'

'ব্যাটা ন আঙুলে বেকুব — ব্যাটা ন পেয়ে কুত্তা!'

ভিখরের চমভেদ করা বড় কঠিন। একেবারে অন্য ধাতে গড়া মানুষ — সব সময়ই ঠিক এমনিধারা — এমনকি যুদ্ধের মধ্যেও। মুখে এদের কথা নেই, কিন্তু এরা অনেক কিছুই করতে পারে!

যে সবার চেয়ে বড় — বয়স যার পঞ্চাশের কাছাকাছি, সেই শ্মারিন করছে সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি, ধাক্কা-ধাক্কি আর মুখ-খারাপ। সে সব সময় অসুস্থ আর তার ঠান্ডা লেগেই আছে বলে তার গায়ে ভেতরে-ফার-লাগানো বাড়িতে ট্যান-করা মেষচর্মের একটা জ্যাকেট আর পায়ে ফেল্টের বুট। পতাপভের মত তার ভাঙা কর্কশ গলা, আর তার চোখদুটির রঙ কালো, চুলের রঙ কালো, গায়ের রঙও তাই।

আভের্কা স্লেজ চালায় — একেবারে বাচ্চা। সেও রয়েছে এদের সঙ্গে। চাবুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ্য করে দেখছে চা ও জল খাবার তৈরী হতে। তার লালচে মুখে, নাকের জায়গায় যেন একটা পেঁয়াজ বসানো, বরফে আর শীতে তার চোখের দৃষ্টি হয়েছে ঝাপ্সা আর তার ঠোঁট ফেটে একেবারে চৌচির। গলায় একটা স্কার্ফ জড়ানো — কোন সময় তা খোলাখুলি নেই — ঘুমানোর সময় পর্যন্ত গলায় থাকে।

আর্দালীদের মধ্যে আলেক্সেই সবচেয়ে বেশিদিন টিকে আছে, আর সেই হচ্ছে সবার প্রিয়পাত্র। চাপায়েভের সঙ্গে তার খাতির বহুদিনের। সে করিৎকর্মা লোক, ফন্দিফিকির তার যথেষ্ট জানা, যখনই কিছুর দরকার— ডাক আলেক্সেইকে — খুঁজে-পেতে সে সবকিছুরই ব্যবস্থা করে দেবে। খাবারের দরকার, গাড়ির চাকায় খিল লাগাবার, ঘোড়ার জিনের জন্য চামড়ার স্ট্র্যাপ কি টোট্কা কোন ওষুধের দরকার, অন্য কাউকে ডেকে লাভ নেই, ডাক আলেক্সেইকে — ওর মত চালাক ছেলে খুব কমই মিলবে।

নানান ধরনের লোকের এক অপূর্ব সমাবেশ। প্রতিটি মুখই যেন এক একটি টাইপ। এদের যে কোন একটি মুখ প্রেরণা জোগাতে পারে স্তেপ অঞ্চলের মহাকাব্য রচনার। একই ধরনের দুটো পাথর যেমন মেলে না তেমনি ওদের একটির সঙ্গে অপরটির কোন সাদৃশ্যও চোখে পড়বে না। কিন্তু সকলে মিলে একত্রে একটি অবিভাজ্য গোষ্ঠি — দুরন্ত বেপরোয়া। একটি পরিবার! আর পরিবারের মত পরিবার বটে!

কচনেভ ফিরে আসে।

'ব্রিগেড-কম্যান্ডার হেডকোয়ার্টারে — তুমি এখন সেখানে যেতে পারো।'

ঘরের মধ্যে সকলে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে — কয়েকজোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি চাপায়েভের মুখের উপর নিবদ্ধ হয়।

'চল আমরা যাই!'

চাপায়েভ পতাপভকে ইশারা করে ডাকে -- শ্মারিন আর ভিখরকে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারে। জুতোর লোহা বাঁধানো গোড়ালীতে ঠোকা কাঁটাগুলোয় খুব জোরে ঠুকে খট্‌খট্ আওয়াজ করতে-করতে ওরা বেরিয়ে যায়। ফিওদরও যায় ওদের সঙ্গে। ওর মনে হয় চাপায়েভ ওর দিকে মোটেই নজর দিচ্ছে না, ওকে তার সাঙ্গপাঙ্গদের সামিল মনে করছে। এই ধরনের সংশয়জাত অস্বস্তিকর একটি ক্ষীণ আশঙ্কা তার নিভৃত মনের কোণে উঁকি দিতে থাকে। আর সেই সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় চাপায়েভ সম্বন্ধে লোকমুখে শোনা একটি কাহিনীর কথা — ১৯১৮-র কোন এক যুদ্ধে সে একবার তার লোকজন সমেত শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়ে। সেই সময় কমিশার যে ছিল সে ভয় পেয়ে বিহ্বল হয়ে যায়; তখন চাপায়েভ তাকে তার চাবুক দিয়ে ভীষণ মার লাগায়। ফিওদরের এই কথা মনে পড়ে যেতেই একটি অশুভ আশঙ্কায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে জানে এটা হয়তো সম্পূর্ণ বানানো কিম্বা অতিরঞ্জিত করে এক তুচ্ছ ঘটনাকে বাড়িয়ে বলা। তবুও হয়তো এর মধ্যে কিছুটা সত্যি থাকতে পারে — তখনকার দিনকাল ছিল অন্য রকমের, চাপায়েভও ছিল অন্য ধরনের। আর তাছাড়া কমিশারও যে কোন ধরনের লোক হতে পারত। ফিওদর পেছনে-পেছনে হেঁটে চলেছে আর এই যে সে পেছনে চলেছে এই চিন্তাটাই তার কাছে হয়ে ওঠে অত্যন্ত অপ্রীতিকর।

ব্রিগেড-কম্যান্ডারকে চাপায়েভ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত দায়সারা গোছের একটা অভিনন্দন জানায়, তার মুখ ফেরানো অন্য দিকে। সে কিন্তু অত্যন্ত ভদ্রভাবে নত হয়ে অভিনন্দন জানায় তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মহা উত্তেজিতভাবে গড়গড় করে বলে যেন রিপোর্ট করে যায়। চাপায়েভ সম্বন্ধে অনেক কিছুই তার শোনা আছে, কিন্তু সেগুলো সব খারাপের দিকের। যেমন সে একটা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক আর তাও যদি না হয় তবে তার মাথায়

কিছু ছিট নিশ্চয়ই আছে। সে এমন কিছুই শোনেনি যার থেকে প্রমাণিত হয় যে চাপায়েভ সত্যি কাজের মত কোন কাজ এ পর্যন্ত করেছে। আর চাপায়েভের বীরত্ব সম্বন্ধে স্তেপ অঞ্চলে যে জনশ্রুতি চালু আছে সে তার একটিও বিশ্বাস করে না।

কোন বেনের বাড়ি গণ্যমান্য একজন অতিথি উপস্থিত হলে পরিবারের সবাই যেমন ফুটোফাটা দিয়ে চোখ বের করে তাকে দেখার চেষ্টা করে, তেমনিধারা চতুর্দিক থেকে কৌতূহলভরা দৃষ্টি দিয়ে সবাই মাথা উঁচু করে চাপায়েভকে উঁকি মেরে দেখে। এর থেকেই বোঝা যায় যে তার সম্পর্কে সব ভীতিপ্রদ কাহিনী একমাত্র ব্রিগেড-কম্যাণ্ডারই যে শুনেছে তা নয়। আজ অস্বাভাবিকভাবেই হেডকোয়ার্টার যেন গোছগাছ আর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যে যার নিজ নিজ জায়গায় হয় বসে কিম্বা দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাপায়েভের মাথা গরম। সে কোন জিনিস কী ভাবে গ্রহণ করবে না জানা থাকায় তারা একটু ভয় পেয়েই যেন সবকিছু যতদূর সম্ভব ভালভাবে দেখান যায় তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেছে। আগন্তুকরা ব্রিগেড-কম্যাণ্ডারের অফিসে যাওয়া মাত্রই সে পরের দিন যেভাবে আক্রমণ শুরু করা হবে তার জন্য চমৎকারভাবে তৈরী করা একটা প্ল্যান তাদের সম্মুখে খুলে ধরে। চাপায়েভ সেটা হাতে নিয়ে নক্সাটির সুন্দর অঙ্কন পদ্ধতি নিঃশব্দে পরীক্ষা করে সেটা আবার টেবিলের উপর রেখে দেয়। তারপর একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ে। তার দেখাদেখি তার সঙ্গে যারা এসেছে তাদের কেউ কেউও বসে পড়ে।

'কম্পাস আছে?'

তারা মরচে-ধরা বিশ্রী দেখতে একটা কম্পাস তার হাতে দেয়। সে ওটা খুলে এদিক ওদিক টেনে দেখে যে তাতে কাজ চলবে না।

'ভিখর, আভের্কার কাছে গিয়ে ব্যাগ থেকে আমার কম্পাসটা নিয়ে এস!'

সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে ভিখর কম্পাস নিয়ে ফিরে আসে। চাপায়েভ সেটা দিয়ে প্ল্যানটা মাপতে শুরু করে। প্রথমে শুধু প্ল্যানটার উপরই মাপজোখ করছিল, তারপর পকেট থেকে একটা মানচিত্র বের করে তার এদিক ওদিক কম্পাস দিয়ে চষা শুরু করে দেয়। আর জিজ্ঞাসা

করতে থাকে, এক এক জায়গা থেকে আর এক জায়গার দূরত্ব কতখানি, যাওয়া কষ্টসাধ্য কিনা, সকালের কুয়াশা, তারপর স্তেপ অঞ্চলের তুষার-ঝটিকা, জল, মালগাড়ি এই সবের কথা।

চারিপাশে সবাই নিঃশব্দে বসে থাকে। কেবল ব্রিগেড-কম্যান্ডার মাঝে মাঝে দু একটা কথা বলে কিম্বা প্রশ্নের জবাব দেয়। চাপায়েভ মানচিত্রের দিকে চেয়ে থাকে — মানচিত্রের অঙ্কিত ক্ষীণ রেখাগুলো মিলিয়ে যায় — সেগুলো রূপান্তরিত হয়ে তার মানসচক্ষে ভেসে ওঠে বরফাবৃত সব উপত্যকাভূমি, অগ্নিদগ্ধ গ্রাম, গোধূলিতে সারি সারি সৈন্যবাহিনী আর অসংখ্য মন্থরগামী মালগাড়ি। ভোরের ঠান্ডা বাতাসের গর্জন ভেসে আসে তার কানে, চোখের সমুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ছোট-ছোট টিলা, জমে নীল-হয়ে-যাওয়া ছোট ছোট নদী, ভেঙে-ফেলা সব ধূসর রঙের সেতু আর ছোট-ছোট ঝোপঝাড়।

চাপায়েভ শুরু করে দিয়েছে তার আক্রমণ!

মাপা শেষ করে চাপায়েভ ব্রিগেড-কম্যান্ডারকে দেখিয়ে দেয় কোথায় কোথায় ভুল রয়েছে: এখানে খুব বেশি পথ মার্চ করতে হবে, বিশ্রামের স্থান ওখানে ঠিক করা সমীচীন হয়নি, এখান থেকে খুব সকাল সকাল রওনা না হয়ে উপায় নেই, ওখানে পেঁছাতে বেশ দেরী হয়ে যাবে। এইসব যুক্তি দেখাতে-দেখাতে সে মাপার সময় যে সব নোট করেছিল সেইগুলোর সাহায্য নিয়ে বলতে থাকে। তার সঙ্গে একমত হতে ব্রিগেড-কম্যান্ডার যে উৎসুক ছিল তা নয়, মন্তব্যগুলো সে মনে মনে বেশ উপভোগ করতে থাকে। যাই হোক এক মত তাকে হতে হয়। সে সব লিখে নেয়, প্ল্যানও পরিবর্তন করে। কোন কোন প্রশ্নে, প্রয়োজন হলে, চাপায়েভ ভিখর, পতাপভ কি শমারিনের মুখের দিকে চায়, যেন তাদের সমর্থন ও সহানুভূতি চায় পেতে:

'আচ্ছা, তুমি এ সম্বন্ধে কী বল? তুমি কী মনে কর? আমার ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে?'

তারা এর সামনে এমনিতেই খুব বেশি কথা বলে না — তাছাড়া, এক্ষেত্রে চাপায়েভ এমন পরিষ্কার ও বিস্তারিতভাবে সবকিছু প্রয়োজনীয় বিষয় বলেছে যে এদের বলার আর বিশেষ কিছু থাকেও না। পুরানো

প্রবাদ বাক্যটি পাল্টে তারা চাপায়েভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নতুন একটি তৈরী করে — "চাপায়েভকে কক্ষনো ঘাঁটিও না, তার বেলায় দু'মাথার চেয়ে এক মাথাই ভাল।"

এই নতুন প্রবাদ বাক্যটি বিশেষ করে তার জন্যই আবিষ্কৃত হয়। আর এটা বেশ সুচিন্তিতভাবে করা হয়েছে। তার প্রমাণ, কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্য লোকের উপদেশ শুনে পরে তাকে যথেষ্ট আপশোষ করতে হয়েছিল। তাছাড়া তারা একটি দিনের আলোচনা সভার কথা জীবনে ভুলতে পারবে না — যেদিন ঝোঁকের মাথায় ফট্‌ফট্‌ করে তারা কি যে সব মাথামুণ্ড উপদেশ দিতে শুরু করেছিল! আর চাপায়েভ খুব মন দিয়ে শোনে, অনেকক্ষণ ধরে শুনেই চলেছে আর "বহুৎ আচ্ছা, ঠিক হ্যায়, এটা খুব চমৎকার — হ্যাঁ, ঠিক আছে, আচ্ছা বেশ বেশ" — ইত্যাদি বলে তাদের উৎসাহও দিতে থাকে। শ্রোতাদের মনে বিশ্বাস জন্মায় সে বুঝি তাদের সবকিছুই সমর্থন করছে — সবকিছুতেই একমত হচ্ছে। তারপর তাদের কথা শেষ হলে সে বলে ওঠে, "এখন আমার কথা শোন — তোমাদের কী করতে হবে জান —এতক্ষণ যে মাথামুণ্ডু বকলে সব মন থেকে ভুলে যাও। ওসব কোন কাজে লাগবে না। এখন আমার হুকুম শোন!" তারপর সে শুরু করল, আর এমনভাবে শুরু করল যে সবকিছুই গেল সম্পূর্ণভাবে উল্টে — তারা এতক্ষণ যে সব বলাবলি করছিল তার বিন্দুবিসর্গের অস্তিত্ব থাকল না।

এই তিনজনই সেই সভায় উপস্থিত ছিল আর তার একটি কথাও তারা ভোলেনি। তাই এখন বেফাঁস কোন কিছুই তারা বলে না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চুপচাপ থেকে যায়। কখন আর কোথায় কথা বলা উচিত, কখন চেপে যাওয়া উচিত তা তাদের ভাল করেই জানা। তারা জানে: "কোন কোন সময় উপদেশ দেওয়া যে ভাল তা সত্যি, কিন্তু কখনো কখনো একটা কথায় অনেক কিছু ফ্যাসাদ বেধে যেতে পারে।"

এখন তারা চুপচাপই থাকে। ফিওদরের ভূমিকাও প্রায় তাই — সামরিক ব্যাপারে সে এখন অথই জলে পড়ে আছে। অনেকগুলো বিষয় আছে যা বুঝতে তার এখনও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়, কিম্বা যার বিন্দুবিসর্গ সে বোঝেই না। বেশ কয়েক মাস পরে তার যুদ্ধবিদ্যা ও

সাধারণভাবে যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মায়। কিন্তু এখন তারা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাবে কেন — সে তো একটা আনাড়ি বেসামরিক লোক।

হাতদুটো পেছনে, টেবিলের সম্মুখে সোজা হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে — দৃষ্টি একবার মানচিত্রটির উপর, একবার প্ল্যানটির উপর। ভুরুদুটো কুঁচকানো, ভাবখানা এমন সবকিছুই যেন তার খুব জানা। কাশির প্রয়োজন হলে এক পাশে মুখ ফিরিয়ে কাশছে পাছে দরকারী আলোচনায় কোন ব্যাঘাত ঘটে। তার গুরুগম্ভীর ভাবখানা দেখলে যেকোন বাইরের লোকের মনে হবে সে আলোচনায় কারুর চেয়ে কম অংশ গ্রহণ করছে না। চাপায়েভের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগে থেকেই ফিওদর ঠিক করে রাখে যে তার সঙ্গে খুব সাবধানী, সূক্ষ্ম একটা বিশেষ ধরনের সম্পর্ক সে গড়ে তুলবে, প্রথম-প্রথম সে তার সঙ্গে বিশুদ্ধ সামরিক বিষয়ের আলোচনা এড়িয়ে চলবে, যাতে তার এ বিষয়ে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব ধরা না পড়ে যায়। তার পরিবর্তে সে তার সঙ্গে করবে রাজনৈতিক আলোচনা — আর এ বিষয়ে ফিওদরের জ্ঞান যে তার চেয়ে অনেক বেশি তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সে তাকে দিয়ে কথা বলানোর চেষ্টা করবে যাতে পরিচিত সব প্রশ্ন, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, খুঁটিনাটি সমেত সব বিষয়ে তার মতামত সে ব্যক্ত করে। আর সে নিজে বলবে বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে, তখন চাপায়েভের শোনা ছাড়া বলার কিছুই থাকবে না। তারপর — তারপর ফিওদর প্রমাণ করবে সে কত বড় একজন নির্ভীক যোদ্ধা। আর এটা প্রমাণ করা তার পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। ও যত তাড়াতাড়ি এটা করতে পারবে তার পক্ষে ততই মঙ্গল। তা না হলে চাপায়েভের কাছে, আর শুধু তার কাছেই বা কেন — সমগ্র লালফৌজের কাছে তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠবে। কেননা, এদের কাছে রাজনীতিবিদ্যা কিম্বা অন্যান্য ব্যক্তিগত গুণাবলীর কোন দামই নেই। এইভাবে সবদিক বুঝে-সুজে প্রাথমিক করণীয়গুলো সমাধা করার পর যখন সে দেখবে যে চাপায়েভের আড়ষ্টভাব কেটে গেছে, খোলামেলা হয়ে উঠেছে, তখন সে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবে — কিন্তু বর্তমানে, এই মুহূর্তে সে যথেষ্ট সাবধানতা বজায় রেখে চলার চেষ্টা করবে। এখন তার

এই শিষ্টাচার, সৌজন্য দেখান একজন "বিখ্যাত লোকের" মোসাহেবী করা অর্থে গৃহীত হতে পারে! একথা খুবই সত্যি যে চাপায়েভ জানে যে তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে আর বহুলোকই তার সঙ্গে পরিচিত হলে নিজেদের ধন্য মনে করে। একমাত্র যখন চাপায়েভকে "মানসিক শক্তির দ্বারা পরাভূত" করা সম্ভব হবে, যখন সে নিজে তার কথা মনযোগ দিয়ে শুনতে শুরু করবে, আর যখন এও হতে পারে সে তার কাছ থেকে কিছু শেখার আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করবে কেবলমাত্র তখন ফিওদর তার সঙ্গে সব বিষয়ে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে সমর্থ হবে। কিন্তু কোন রকমের বাহাদুরী দেখান চলবে না — চালাকি চলবে না। এখন থেকে একটুও দেরী না করে তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে তা হবে সহজ ও আন্তরিকতাপূর্ণ আর তার সঙ্গে থাকবে কিছুটা ঔদ্ধত্য মেশানো যাতে করে চাপায়েভের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় না জাগে যে ফিওদর একজন বুদ্ধিজীবী ননীর পুতুল, যুদ্ধক্ষেত্রে যাকে সবাই দেখবে সন্দেহের চোখে আর প্রকাশ্য অবজ্ঞার সঙ্গে।

ক্লিচকভের এই সব প্রস্তুতিগুলো মোটেই তুচ্ছ ব্যাপার নয়। এর ফলে যে পরিবেশে সবেমাত্র কাজ শুরু করেছে সেখানে খুব সহজে ও খুব অল্পসময়ের মধ্যে বাধ-বাধ ভাব কাটিয়ে সে অঙ্গাঙ্গীভাবে তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তে পারবে। এখন পর্যন্ত সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যে এই "একত্রীভুক্ত হওয়া" কতদূর পর্যন্ত চলতে পারবে। তবে এইটুকু সে বেশ বুঝতে পেরেছে যে চাপায়েভ আর চাপায়েভের দলের এই আধা-গেরিলা ধাঁচের লোকজন আর তাদের কাজকর্মের ধরণধারণ অত্যন্ত জটিলতায় ভরা, এখানে চতুর্দিক বিবেচনা না করে অগ্রসর হওয়া অন্যায়। তাদের চরিত্রের ভাল দিকগুলোর সঙ্গে এমনও কতকগুলো দিক আছে যার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা ও সতর্কতার প্রয়োজন।

চাপায়েভ লোকটিই বা কেমন? তার সম্বন্ধে ক্লিচকভের ধারণাই বা কী? আর কেনই বা চাপায়েভের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলার ধারণা তার মনে স্থান পেয়েছে? এর সত্যি-সত্যি কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদভাগে কাজ করার সময় থেকেই গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন রণাঙ্গনে উদীয়মান এই ধরনের খ্যাতিমান বীরদের কথা সে অনেক শুনেছে। তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়েছে। এ সম্বন্ধে গবেষণা করে সে বুঝেছে এদের অধিকাংশই এসেছে কৃষকদের মধ্যে থেকে, শহরের শ্রমিকদের ভিতর থেকে বড় কেউ আসেনি। শ্রমিকদের ভিতর থেকে আসা বীরদের ধরনই আলাদা। বিরাট একটি শিল্পকেন্দ্রে মানুষ হওয়ার ফলে, এবং সুতাকল শ্রমিকদের সুসংগঠিত শৃংখলাবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলন দেখে অভ্যস্ত হওয়ায় ফিওদর চাপায়েভের মত নামকরা সব বীরদের আধা-অরাজক গেরিলা ধরনের ক্রিয়াকলাপ একটু সন্দেহের চোখেই দেখত। তাই বলে তাদের কাজকর্মের ধারা কী ভাবে এগোচ্ছে তার প্রতি তার অসীম আগ্রহ, তাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান, তাদের বীরোচিত দুঃসাহসিক কাজগুলি সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করায় বাধা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সব সময়ই সে মনে মনে একটা আশঙ্কা পোষণ করত। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।

ফিওদর মনে মনে চিন্তা করে, "চাপায়েভ একজন বীর, তার মধ্যে রূপায়িত হয়েছে যা কিছু স্বতঃস্ফূর্ত ও দুর্দমনীয় — কৃষকের এতদিনের সঞ্চিত প্রতিবাদ ও রোষবহ্নি। কিন্তু এই সবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ যে কী ভাবে হবে তা ভগবানই জানেন। এমনও দেখা গেছে (এরূপ ঘটনার সংখ্যা কি খুব কম?) যে চাপায়েভের মতই খুব ভালো একজন কম্যান্ডার হঠাৎ গিয়ে তার কমিশারকে খুন করে ফেলল। আর সেই কমিশার একজন নির্ভীক নিরলস বিপ্লবী — আজেবাজে সব ফাজিল বদমায়েস কি ভীতুদের মত নয়। আর এও হয়েছে তাদের এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত দলবল নিয়ে তারা শ্বেতরক্ষীদের দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে।

"আর শ্রমিকরা — তাদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। কোন অবস্থাতেই তারা শত্রুপক্ষে যোগ দিতে যাবে না — অর্থাৎ যারা সচেতনভাবে এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। একথা অবশ্য সত্যি শ্রমিকদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা কিছুদিন আগে ছিল কৃষক, এমনও অনেক আছে যারা যথেষ্ট শ্রেণীসচেতন নয়, আবার আছে যারা "অতিমাত্রায়" সচেতন, যারা হয়ে

গিয়েছে ননীর পুতুল। কিন্তু যাই হোক, শ্রমিকদের বেলায় তাদের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই বুঝতে বেগ পেতে হয় না কাদের সঙ্গে কাজ করছি।

"কিন্তু এই চাপায়েভসুলভ গেরিলা আচরণে কতখানি বিপদের আশঙ্কা আছে কে বলতে পারে!"

এই স্বতঃস্ফূর্ত গেরিলা সংগ্রামের প্রতি এহেন সন্দিগ্ধ মনোভাব থাকার জন্যই খুব সতর্কতা ও কৌশলের সঙ্গে এই নতুন পরিবেশে তার সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছা মনে জাগে, যাতে সে কিছুতেই এদের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে, তার আদর্শগত প্রভাব যেন সবকিছুর উপর বিস্তার করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। একেবারে উপর থেকে শুরু করাই সবচেয়ে ভাল — একেবারে নেতা থেকে — চাপায়েভ থেকেই হাতে খড়ি। তাই তার সবকিছু এখন চাপায়েভকে কেন্দ্র করে।

ইসায়েভকে সবাই এই পেতকা নামে ডাকে, সে তার পাখির মত ছোট্ট মাথাটি দোরের মধ্যে বাড়িয়ে কড়ে আঙুল দিয়ে পতাপভকে ইসারা করে ডেকে এনে তার হাতে একটুকরো চিরকুট গুঁজে দেয়। তাতে লেখা:

'ভাসিলি ইভানভিচকে বল যে ঘোড়া-টোড়া সবকিছু ঠিকঠাক।'

কোন্-কোন্ সময় আর কোন্-কোন্ জায়গায় ঠিক সোজাসুজি ঢুকে পড়া যায় না — পেতকার জানা আছে। এইসব ক্ষেত্রে এই ধরনের চিরকুট লিখে সে পাঠায়।

চিঠিখানি এসেছেও ঠিক সময় মত। সবকিছু বলা, লিখে ফেলা, সই করা পর্যন্ত হয়ে গেছে, এক্ষুনি নির্দেশনামা ছুটবে সব রেজিমেণ্টে রেজিমেণ্টে। অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণের পর্ব খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

চাপায়েভ বলে ওঠে, 'আমি এখানে অধিনায়কত্ব করতে এসেছি — কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে সময় নষ্ট করতে আসিনি — এসবের জন্য কেরাণীরা আছে।'

পতাপভ তার কানে কানে বলে, 'ভাসিলি ইভানভিচ, যদি কাজ শেষ হয়েছে — সবকিছু প্রস্তুত। আমরা রওনা হতে পারি।'

'সব প্রস্তুত? যাওয়া যাক!' চাপায়েভ তড়াক করে তার টুল থেকে উঠে দাঁড়ায়।

সবাই তার পথ ছেড়ে দেয়। যেমন সবার আগে আগে সে এসেছিল তেমনি সবার আগেই সে বেরিয়ে যায়।

বাইরে বারান্দার সামনে একদল লালফৌজের লোক এসে জড় হয়েছে — তারা শুনেছে চাপায়েভের আসার কথা। এরা অনেকেই ১৯১৮ সালে একসঙ্গে লড়াই করেছে, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত জানাশোনা অনেকেরই আছে — আর সকলেই যে তার সম্বন্ধে শুনেছে সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই। ঘাড় উঁচু করে সবাই দাঁড়িয়ে। চোখেমুখে অপার বিস্ময় আর আনন্দ। আকর্ণবিস্তৃত হাসির রেখায় ফুটে উঠেছে প্রীতির নিদর্শন। চাপায়েভ ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে আসামাত্র সামনে থেকে কে একজন চিৎকার করে ওঠে, 'চাপায়েভ জিন্দাবাদ!'

'জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!'

হুড়মুড় করে চারিদিক থেকে লালফৌজের সবাই দৌড়ে আসে, গ্রামের লোকেরাও এগিয়ে আসে। ভীড় জমে যায়।

'কমরেডগণ!' চাপায়েভ বলতে শুরু করে।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত হৈ-চৈ থেমে যায়।

'আমার কথা বলার একটুও সময় নেই — এখন আমি চলেছি যুদ্ধ করতে। কাল আমাদের ওখানে দেখা হচ্ছে। আর কসাকদের জন্য আমাদের হাত নিস্‌পিস্‌ করছে — আমরা সব তৈরী। কাল ওদের একহাত দেখান যাবে। কথাবার্তা হবে তারপর — কিন্তু এখনকার মত বিদায় — আবার দেখা হচ্ছে।'

আবার তুমুল হর্ষধ্বনি। চাপায়েভ স্লেজে গিয়ে ওঠে — পতাপভ তার পিছনে গিয়ে বসে পড়ে। তিনজন অশ্বারোহী অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। ফিওদরের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে একটা কালো রঙের খুব তেজী ঘোড়া।

'রওনা হও!' চিৎকার করে আদেশ দেয় চাপায়েভ। ঘোড়াগুলো অগ্রসর হয়। জনতা তাদের পথ ছেড়ে দেয় — চিৎকার বেড়ে ওঠে। সার বেঁধে পাশাপাশি তারা আলগাই-এর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

স্তেপ অঞ্চলের জনহীন প্রান্তরভূমি কেমন একটানা বিষণ্ণতায় ভরা। আগেকার গরম দিনে ছোট-ছোট টিলাগুলো অনাবৃত হয়েছিল — মৃত্তিকাও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার সবকিছু বরফের নিচে। বরফ দিয়ে মোড়া সমগ্র স্তেপভূমি শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে গেছে। অনায়াস ভঙ্গিতে খোস-মেজাজে ঘোড়াগুলো ছুটে চলেছে। চাপায়েভ আর পতার্পভ দুজনে পিঠোপিঠি বসে। দেখে মনে হবে দুজনের বুঝি ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু তা নয়, আসন্ন সংগ্রামের চিন্তায় দুজনে বিভোর হয়ে আছে — নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছে আগামী দিনের জন্য। অশ্বারোহী তিনজন স্লেজের পেছন-পেছন তিনচার কদম তফাৎ রেখে চলেছে — ঠিক সমান-সমান তাল রেখে চলেছে, একটু আগেও যাচ্ছে না পিছেও না — যেন চেন দিয়ে বাঁধা। ফিওদর চলেছে একপাশ দিয়ে। মাঝে মাঝে সে ইচ্ছে করে ওদের চেয়ে অনেকটা পিছনে পড়ছে — তারপর আবার দিচ্ছে ঘোড়া ছুটিয়ে। স্তেপের উপর দিয়ে ঘোড়া ছোটানর বেশ আনন্দ, আর লঘু ক্ষিপ্রগতি ঘোড়াটিও ছোটার জন্য মহা ব্যগ্র।

দৃঢ় ভাবে কদমে যেতে যেতে সে ভাবে, "কাল থেকে শুরু হবে আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় — শুরু হয়ে যাবে আমার সৈনিক জীবন। শুরু তো হচ্ছে — কিন্তু কতদিন? কোথায় এর শেষ — কে বলতে পারে? বিজয়-ঘোষণার দিন-তারিখ কে বলে দিতে পারে? কবে আসবে সেই বিজয়ের দিন? দিনের পর দিন কেটে যাবে মার্চে, যুদ্ধে, বিপদে আর আতঙ্কে... এর মাঝে আমরা, যারা পালকের কুঁচির মতো, পারব কি টিকে থাকতে? নিজের জন্মভূমির মুখ ফিরে দেখতে পাবে কজন আর আমাদের কতজনই না পড়ে থাকবে এই বরফ ঢাকা জনহীন প্রান্তরে, এই অন্ধকারে ঢাকা খাদের মধ্যে?"

দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ছোটখাটো কত ঘটনা ফিরে ফিরে তার মনে পড়ে — কত প্রিয় পরিচিত মুখ ভেসে ওঠে চোখের উপর। মনে হয় সে নিহত হয়েছে, রুধিরাক্ত মস্তক, দুইবাহু মেলে বরফের উপর শায়িত তার নিষ্প্রাণ দেহ। নিজের জন্য ব্যথায় বুক ভরে উঠতে থাকে। অন্য সময় এই আত্ম-সন্তাপের প্রবৃত্তি মনকে অনেকক্ষণের জন্য বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করে দিত নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন সে মন থেকে এসব মুহূর্তের

মধ্যে মুছে ফেলে দেয়, সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়ে শান্ত সমাহিত চিত্তে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যায়। মৃত্যুর চিন্তা সে হেসে উড়িয়ে দেয়।

এইভাবে আড়াই ঘণ্টা কেটে যায়। চাপাই (চাপায়েভের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাকে এই নামে ডাকে) চুপচাপ বসে থেকে সত্যিই হয়রান হয়ে উঠেছে। সে স্লেজটা থামাতে বলে, তার সীটে অশ্বারোহীদের একজনকে বসিয়ে নিজে তার ঘোড়ায় চড়ে চলতে শুরু করে। সে এগিয়ে যায় ফিওদরের পাশে।

'তাহলে আমরা এখন একসঙ্গে থাকব। কী বলেন কমরেড কমিশার?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দেয় ফিওদর। সঙ্গে-সঙ্গে সে লক্ষ্য করে যে কেমন আঁটোসাঁটোভাবে শক্ত হয়ে ঘোড়ার জিনের উপর চাপায়েভ বসে রয়েছে — জিনের সঙ্গে যেন একেবারে জোড়া লেগে গেছে। তারপর নিজের দিকে চেয়ে তার মনে হয় সে যেন জিনের সঙ্গে কোন রকমে লেগে রয়েছে।

"খুব জোরে একটা ধাক্কা — ব্যস্, আমি জিন থেকে ছট্কে পড়ে যাব। কিন্তু চাপায়েভের দিকে দেখ — কোন কিছুতে তাকে টলাতে পারবে না।"

'অনেকদিন থেকে যুদ্ধ করছেন?'

ফিওদর ভাবে সে মনে মনে হাসছে — তার কণ্ঠে বিদ্রূপের সুরও সে যেন বুঝতে পারে। "ও তো বেশ জানে আমি সবেমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি — তাই ঠাট্টা করা হচ্ছে।"

'না, আমার এই শুরু।'

'এতদিন তবে পশ্চাদভাগেই ছিলেন?'

আবার সেই বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন।

সবাই জানে যে চাপায়েভের মত যোদ্ধাদের কাছে যারা পশ্চাদভাগে থাকে তারা নিন্দার পাত্র, সবচেয়ে ঘৃণার জীব। ফিওদর ও কথা আগে থেকেই জানত। তাছাড়া গত কয়েক সপ্তাহ বিভিন্ন সৈনিক আর কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে পথচলার সময় কথাবার্তায় এ বিশ্বাস তার আরও দৃঢ় হয়েছে।

'কী বললেন — পশ্চাদভাগে? আমি ইভানভো-ভজনেসেনস্কে কাজ করতাম,' কোন কিছু না বোঝার ভাব দেখিয়ে অতি সাধারণভাবেই সে কথাগুলো বলে।

'মস্কোর চেয়ে আরো দূরে?'

'হ্যাঁ, কমপক্ষে দু'শ মাইল তো বটেই।'

'ওখানকার অবস্থা কেমন? কাজকর্ম সব কী ভাবে চলছে?'

প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হওয়ায় ফিওদর খুশি হয়। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শেষ প্রশ্নটি সে আঁকড়িয়ে ধরে। সে চাপাইকে বুঝিয়ে বলে ইভানভো-ভজনেসেনস্কে সুতাকলের শ্রমিকেরা ক্ষুধার জ্বালা সয়ে কী নিদারুণ কষ্টে দিনপাত করছে। কিন্তু সুতাকলের শ্রমিকেরা কেন? ওখানে কি শুধু শ্রমিকেরাই আছে? ক্লিচকভের ধরনই এই — ইভানভো-ভজনেসেনস্কের কথা বলতে গেলেই তার চোখের সামনে শুধু ভেসে ওঠে সারি সারি শ্রমিক। আর এদের সঙ্গে সে যে নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ তার জন্য তার গর্বও কম নয়। ভাবতে গিয়ে খানিকটা সে রঙও চড়ায়।

চাপায়েভ গম্ভীরভাবে সায় দেয়, 'তাহলে খুব কষ্টে তাদের দিন কাটছে — আর এর একমাত্র কারণ দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ না হলে তো অবস্থা অন্য রকম হয়ে যেত। কিন্তু শালারা রাক্ষসের মত নিজেরা সব গিলছে, ওদের কথা শালাদের মনে পড়বে কেন...'

'কারা নিজেরা গিলছে?' ফিওদর বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে।

'কেন, ওই কসাকরা — ওদের কোন মায়া-দয়ার বালাই নেই।'

'কিন্তু কসাকরা সবাই তো আর ও রকম নয়।'

'সব্বাই।' চিৎকার করে ওঠে চাপায়েভ। 'আপনি কিচ্ছু জানেন না। আমি বলছি ওরা সব্বাই সমান। অন্য কোন কথা আমাকে বলবেন না... কক্ষনো না...' উত্তেজনায় চাপায়েভ হঠাৎ তার আসন থেকে লাফ দিয়ে ওঠে।

'না সবাই ও রকম হতে পারে না।' আপত্তি জানায় ফিওদর। 'হয়তো সে রকম কয়েকজন আছে। কিন্তু কসাকও আছে যারা আমাদের পক্ষে। কেন... আচ্ছা একটু দাঁড়ান,' অত্যন্ত আনন্দ ও আবেগের সঙ্গে তার মনে পড়ে যায়, সে বলে ওঠে, 'কেন, ব্রিগেডভুক্ত ওই অশ্বারোহী স্কাউটরা — ওরা সবাই কসাক না?'

'ব্রিগেডভুক্ত?' চাপায়েভ চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে।

'হ্যাঁ, এখানে আমাদের সঙ্গে এই ব্রিগেডেই।'

'তবে ওরা নিশ্চয়ই শহরের লোক। এ অঞ্চলের কেউ যে হবে আমার বিশ্বাস হয় না।' চাপায়েভ কিছুতেই মানতে চায় না।

'আমি অবিশ্যি জানি না তারা এখানকার কি শহরের, কিন্তু তারা তো এখানেই আছে। যাই বলুন কমরেড চাপায়েভ, এ কক্ষনো হতে পারে না যে কসাকদের সবাই, তাদের প্রত্যেকে আমাদের বিরুদ্ধে। মোটেই তা সম্ভব নয়।'

'না কেন? কিছুদিন থাকবেন আমাদের সঙ্গে তারপর ...'

'যতদিন আমি থাকি না কেন — কিছু আসে যায় না। আমি কোনদিনও তা মানতে রাজী না।'

ফিওদরের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ম ও কঠোর শোনায়।

'দু-একজনের কথা বলে লাভ কী?' চাপায়েভের স্বর একটু নরম হয়। 'তা তো নিশ্চয়ই, ও রকম ধারা এখানে ওখানে দু-একজন হয়তো আছে — তা বলে খুব বেশি না — মোটেই না।'

'না, দু-একজনের কথা কেন। আপনি ভুল করছেন। তুর্কিস্তান থেকে খবর এসেছে — সেখানকার কসাক বাহিনী সমগ্র অঞ্চল জুড়ে সোভিয়েত সরকার কায়েম করেছে — তাছাড়া উক্রেনে, দন নদীর তীরে।'

'আচ্ছা, ওই ভরসাতেই থাকুন — মজা যখন দেখাবে তখন ...'

'ভরসার কথা নয় — আমি কিছুই ভরসা করছি না।' ক্লিচকভ চাপাইকে আরও বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, 'আপনি যা বলছেন তার মধ্যে অনেক কথাই সত্যি, একথা মিথ্যে নয় যে কসাকরা সব লোভী শয়তানের দল। এ নিয়ে কে তর্ক করছে? সেই জন্যেই তো জারের সরকার তাদের যত্ন নিত। কিন্তু যে-সব তরুণ কসাকদের দেখুন — বুড়োদের সঙ্গে ওদের কোন মিল নেই। তরুণরাই আমাদের দিকে বেশি সংখ্যায় আসছে। কিন্তু বুড়ো কসাকদের পক্ষে সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মানিয়ে চলা খুব কঠিন — অন্তত এখন তো বটেই, যতদিন এর কিছু তারা না বুঝতে পারছে। আমাদের সম্পর্কে ওরা কী যে ভাবে তা ভগবানই জানেন — ওরা বিশ্বাস করবে সব, যেমন — ওরা বলে গীর্জাকে আমর

গোয়াল বানিয়েছি, স্ত্রী আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, সবাইকে আমরা একসঙ্গে বাস করতে বাধ্য করেছি, খাওয়া-দাওয়া সব একসঙ্গে আর এক টেবিলেই বসে খেতে হবে। বংশ-বংশ ধরে যাদের গীর্জার সঙ্গে সম্পর্ক, যাদের খামারে প্রাচুর্যের অভাব ছিল না, পরকে দিয়ে কাজ করাতে যারা অভ্যস্ত, স্বাধীন উন্মুক্ত স্তেপ-জীবনে যারা মানুষ, সেই কসাক কেমন করে মানিয়ে চলবে এই সবের সঙ্গে?'

'শ — শোষক,' বহু কষ্টে উচ্চারণ করে চাপায়েভ।

'ঠিকই।' ফিওদর হাসি চেপে নিয়ে বলে, 'এর মূলে রয়েছে শোষণ। ধনী কসাকরা, কিরঘিজ আর রাশিয়ান — যারা কসাক না — তাদেরই যে শুধু শোষণ করে তা নয়, তারা নিজেদের কসাক ভাইদেরও শোষণ করতে ছাড়ে না। এর জন্যই তো ওদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেছে। কেবল ওদের মধ্যে যারা বুড়ো, তারা যতই শোষিত হোক না কেন এটা মেনে নিয়েছে। ওরা বলে, "কী করবো, ভগবানই এ রকম করেছেন।" কিন্তু যুবকেরা সবকিছু পরিষ্কার ও সাদা চোখে দেখে। এই জন্যই তারা বেশি-বেশি করে আমাদের দিকে আসছে। বুড়োদের মত বদলানো কঠিন, একমাত্র বন্দুক পারবে তাদের শায়েস্তা করতে।'

'বন্দুক ... না বন্দুক সব না ...' চাপায়েভ মাথা নাড়তে থাকে, 'যুদ্ধ করা বড় কঠিন ব্যাপার, যদি এ না হত ...'

চাপায়েভ একথা কেন বলল ফিওদর বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু অকারণে যে সে একথা বলেনি তা সে বোঝে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষ অর্থ লুকানো রয়েছে। তার চিন্তাধারা বিশদভাবে খুলে বলার অপেক্ষায় সে চুপ করে থাকে।

'আমাদের কেন্দ্রগুলো ওগুলোই,' চাপায়েভ আবার একটা অস্পষ্ট কিন্তু কৌতূহল জাগানো কথার টুকরো আপন মনে বলে ওঠে।

'কোন কেন্দ্রগুলো?'

'যতসব হারামীর বাচ্চাদের বসিয়ে রেখেছে উপরওয়ালা করে,' চাপায়েভের স্বগতোক্তি হলেও ফিওদর সব পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। 'শালাদের পাল্লায় পড়ে দিনের পর দিন অস্ত্র নিয়ে থাকতে হয়েছে, সে কি নিদারুণ ঠাণ্ডার মধ্যে! আর ওঁরা এলে দুহাত

তুলে কি অভ্যর্থনা — "এই যে আপনার জন্য আরামকেদারা রেখেছি জেনারেল, আসতে আজ্ঞা হোক্, বসতে আজ্ঞা হোক্। আপনার খুশি মত আপনি নির্দেশ দিন। প্রয়োজন না মনে করলে ওদের আপনারা কোন গোলাবারুদ দেবেন না — লাঠি হাতেই ওরা লড়াই করুক।" '

চাপায়েভ নিজের অত্যন্ত বেদনাদায়ক প্রশ্নের অবতারণা করেছে — স্টাফ, জেনারেল, অর্ডার এবং তা পূরণ না করলে কোর্ট-মার্শাল ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন। আর এই সব নিয়ে তখনকার দিনে বিচলিত হয়ে পড়েছিল চাপায়েভ কিম্বা তার মত অন্যান্যরা যে শুধু তা নয়।

ক্লিচকভ একটু মোলায়েম করে বলে, 'কিন্তু জেনারেলদের বাদ দিয়ে তো আর চলতে পারে না। জেনারেলবিহীন যুদ্ধ — অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে?'

'আমরাই পারব — ওদের কোন দরকার নেই।' চাপায়েভ শক্ত করে লাগামটা টেনে ধরে।

'কমরেড চাপায়েভ, ওদের বাদ দিয়ে আমরা চালাতে পারব না। শুধু সাহস থাকলেই সবকিছু করা যায় না... জ্ঞানের প্রয়োজন — আর আমাদের জ্ঞান কতটুকু আছে? জেনারেলরা ছাড়া এ সবের শিক্ষা আমরা কাদের কাছে পাব? তারা সব বিষয়ে পড়াশোনা করেছে — তারা আমাদের শেখাতে বাধ্য। ভবিষ্যতে আমাদের নিজেদের ভেতর থেকেই শিক্ষক মিলবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কেউ কি আছে? নেই। নিশ্চয়ই নেই। সুতরাং পরের কাছেই শিখতে হবে।'

'শেখা! তা বেশ! কিন্তু ওরা কি শেখাবে আমাদের? কী শেখাবে শুনি?' চাপায়েভ ভীষণ প্রতিবাদ করে ওঠে। 'ভেবেছেন ওরা আমাদের শিখিয়ে দেবে কী করতে হবে না করতে হবে? সেই আনন্দেই থাকুন! ওরা বলে দেবে! ওদের আকাদেমিতে আমি ছিলাম। পুরো দুটো মাস সেখানে ছিলাম জলের বাইরে মাছের মতো — তারপর একদিন ধুত্তোরি বলে চলে আসি। আমাদের মত লোকের ওখানে কিছু করার উপায় নেই। ওদের মধ্যে একজন — নাম প্রফেসার পেচকিন — আমায় পরীক্ষা নিতে এসে জিজ্ঞেস করল:

' " রাইন নদী কোথায় জান?"

'জার্মান যুদ্ধে আগাগোড়া আমি ছিলাম — আমি জানব না তো জানবে কে? কিন্তু মনে হল ওকে উত্তর দিতে যাব কিসের জন্য?

'আমি বললাম: "না — জানি না। কিন্তু তুমি জান সলিয়াঙ্কা নদী কোথায়?"

'সে এতটা আশা করেনি — তার তো চক্ষু স্থির। সে বলল: "না আমি জানি না। ও নিয়ে আবার কী?

'তাহলে আর জিজ্ঞেস করে লাভ কি? সলিয়াঙ্কা নদীর তীরে আমি আহত হই — ওই নদী আমাকে পাঁচ-পাঁচবার এপার-ওপার হতে হয়েছে। তোমার রাইন নিয়ে ধুয়ে খাব? ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? কিন্তু সলিয়াঙ্কা তীরের প্রতিটি স্থান আমার জানা দরকার, কেননা ওখানেই তো কসাকদের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে।'

ফিওদর হো-হো করে হেসে ওঠে। অবাক হয়ে চাপায়েভের দিকে তাকায় আর ভাবে, "চাপায়েভ, এই নাম-করা বীর কিন্তু ছেলেমানুষী সব ধারণা এর! যার কাজ যাকে সাজে — জ্ঞান অর্জন করতে কেউ পারে আবার কারুর পক্ষে তা সম্ভবই না। ওই লোকটা দুটো মাস কাটিয়ে এল আকাদেমিতে — সেখানকার একটুও ভাল জিনিস তার মাথায় ঢুকল না। এর বুদ্ধির তো অভাব নেই, — তবে একেবারে কাঁচা মাল — অনেক ঘসে-মেজে নিতে হবে।"

'খুব বেশিদিন তো আকাদেমিতে ছিলেন না, দু-মাসে সব কি শেখা যায়? খুব কঠিন।'

'ওখানে না যাওয়াই ভাল ছিল,' বিরক্ত হয়ে জবাব দেয় চাপায়েভ। 'আমাকে আর কিছু শেখানর দরকার নেই — যা জানা দরকার তা আমি নিজেই জানি।'

'সে কি? শেখানর দরকার নেই মানে? প্রত্যেক মানুষেরই সব সময় নতুন নতুন জিনিস শেখার আছে।'

'তা ঠিক। কিন্তু ওখানে নেই।' চাপায়েভ উত্তেজিতভাবে তাকে বাধা দিয়ে ওঠে। 'শেখার জিনিস যে অনেক আছে তা জানি — আর তা শিখবও। আমি বলছি আপনাকে — আপনার নামটা কী?'

'ক্লিচকভ।'

‘আপনাকে বলছি, কমরেড ক্লিচকভ, বলতে গেলে আমি একজন নিরক্ষর ছাড়া আর কী। বর্ণমালা শিখেছি মাত্র চার বছর আগে আর এখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ! বলতে গেলে আমার সারা জীবনটা কেটে গেল অশিক্ষার অন্ধকারে। কিন্তু সে কথা এখন বলে লাভ কী? পরে হবে। ওই যে তালভকা দেখা যাচ্ছে।’

চাপায়েভ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। ফিওদরও দেখাদেখি তাই করে। ওরা পতাপভের সঙ্গ ধরে ফেলে। মিনিট দশেক পরেই সবাই প্রবেশ করে কাজাচায়া তালভকায়।

স্লামিখিনস্কায়ার যুদ্ধ

কাজাচায়া তালভকা খুব ছোট্ট গ্রাম। গ্রামটি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে। মাত্র তিনটি কালো মেটে ঘর কোনরকমে টিকে আছে। আর থাকার মধ্যে খাড়া আছে সরু সরু সব কুৎসিত কালিমাখা লম্বা লম্বা চিমনী। যে কুঁড়ে ঘরে তারা আশ্রয় পেয়েছে সেটা আগে থেকেই লালফৌজের লোকে ভর্তি — কেউ বসে, কেউ শুয়ে। তারা মার্চ করার অর্ডারের জন্য ওখানে ভীড় করে অপেক্ষা করছে।

আগন্তুকেরা তাদের ওখান থেকে সরতে বলা বা কোনরকমে বিরক্ত করা দূরে থাক, ওদের দিকে তাকায় না পর্যন্ত। বেঞ্চিতে যারা বসেছিল তারা একটু চাপাচাপি করে বসে ওদের বসার জায়গা করে দেয়। আর ওদের কথাবার্তায় অসুবিধা করছিল যাদের উগ্র নাসিকা-গর্জন তাদের তারা ডেকে জাগিয়ে দেয়।

কুয়াশাচ্ছন্ন স্তেপভূমিতে গোধূলি গাঢ়তর হয়ে আসে। অন্ধকারে ঘর ভরে যায়। কোথা থেকে আনা একটা গীর্জের মোমবাতির গোড়াটা সৈন্যরা একটা রেকাবে লাগিয়ে দিয়েছে। টেবিলের উপর একটা মানচিত্র বিছিয়ে চারিদিকে তারা ঘিরে বসেছে। বিস্তারিত আলোচনা চলতে থাকে সকালবেলা যে আক্রমণ শুরু হবে তাই নিয়ে। বেঞ্চির ঠিক মাঝখানে বসে

চাপায়েভ। দুটো হাত টেবিলের উপর — একহাতে কম্পাস, অন্য হাতে একটা পেন্সিল। তাকে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে সব রেজিমেণ্ট, ব্যাটালিয়ান, কোম্পানীগুলোর অধিনায়কেরা, তাছাড়া লালফৌজের সাধারণ সৈনিকেরা। কেউ টেবিলের উপর কনুই-এর ভর দিয়ে, কেউ ঝুঁকে পড়েছে— অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে সকলে লক্ষ্য করছে চাপায়েভের দিকে। সে দূরত্বগুলো মাপছে আর তার নিকেলের কম্পাসটাকে বকের মত বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাপায়েভের পাশে রয়েছে ফিওদর আর পতাপভ। এটাকে ঠিক মন্ত্রণা-সভা বলা চলে না। চাপায়েভ তার কম্যাণ্ডারদের এই ফাঁকে তাদের কী কী করণীয়, কী ধরনের বাধার সম্মুখীন তাদের হতে হবে এইসব শুনিয়ে দিচ্ছে।

নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে সবাই, কেউ কেউ তার আদেশ ও উপদেশের কিছু কিছু লিখে নিচ্ছে। এই গাম্ভীর্যপূর্ণ নিঃস্তব্ধ পরিবেশে একমাত্র চাপায়েভের কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর আর ঘুমন্ত সৈনিকদের নাসিকা-গর্জনের একটানা আওয়াজ। ঘুমন্তদের একজন এক কোণ থেকে তালপাতার বাঁশীর মত এক অপূর্ব আওয়াজ বের করছে, তার পাশের জন ইচ্ছা করে খুব আস্তে-আস্তে ওর পায়ের নোংরা বিরাট বুটজুতোর তলাটা তার নাকের উপর বুলাতেই সে একেবারে লাফ দিয়ে উঠেছে। চোখের ঘুম তখনও ভাঙেনি, বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকায়। ব্যাপার কী, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

'চুপ কর ব্যাটা উজবুক কোথাকার!' কড়া ধমক দিয়ে ওঠে পাশের লোকটি।

'চুপ? কে চুপ করবে?' তার নিদ্রালু চোখের দৃষ্টি ফাঁকা আর হাস্যকর।

পিঠে এক কড়া থাপড় লাগাতে তার খেয়াল হয়। চোখ রগড়িয়ে দেখে— চাপায়েভ। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়। তারপর থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত সে শুনে যায়, কিন্তু কম্যাণ্ডার যে কী বলছেন বোধহয় তার বিন্দুবিসর্গও তার মাথায় ঢোকে না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চাপায়েভের অবশিষ্ট সঙ্গীরা আলেক্সান্দ্রভ-গাই থেকে এসে পৌঁছায়। তারা ঘরের মধ্যে ভীড় জমায়। ঘরের

মধ্যে আর তিল ধারণের স্থান থাকে না — একেবারে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

চাপায়েভ বলে চলেছে, 'সবকিছু একসঙ্গে এক্ষুনি না করতে পারলে কোন ফলই হবে না। করতেই হবে — লাফ দিয়ে পড় তার উপর, সে যেন এক ইঞ্চি নড়ার সুযোগ না পায়। দু'ঘণ্টার মধ্যে সকলকে এখান থেকে রওনা করে দাও। বুঝতে পারলে? সূর্যোদয়ের আগে পোর্ট আর্থারে পৌঁছাতেই হবে। অন্ধকার থাকতে থাকতে সব করে ফেলতে হবে, আলো ওঠার আগেই, বুঝতে পেরেছ?'

সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। বলে, 'হ্যাঁ, আমরা বুঝেছি, অন্ধকার থাকতে থাকতে করতেই হবে। অন্ধকারেই তো আমাদের সুবিধা।'

'তোমাদের অর্ডার সব পেয়ে গেছ,' চাপায়েভ বলে চলল, 'সব জায়গায় আমি সময় উল্লেখ করে দিয়েছি — কখন থামতে হবে, আর কখন মার্চ শুরু করতে হবে। আর সবকিছু যে তোমাদের পক্ষে যাবেই এ বিশ্বাস তোমাদের রাখতে হবে, এর উপর কিন্তু সবকিছু নির্ভর করে। তোমরা যে জয়লাভ করবে এ বিশ্বাস যদি না থাকে — দরকার নেই আক্রমণ করে। আমি শুধু স্থান ও সময়ের নির্দেশ উল্লেখ করে দিয়েছি — কিন্তু জেতার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট নয়। আসল কাজটা তোমাদেরই করতে হবে। প্রথম কথা, তোমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে — আমরা যে আক্রমণ শুরু করছি একথা ঘুণাক্ষরে যেন কেউ না জানতে পারে। ওরা টের পেলে সব ভেস্তে যাবে। যদি কোন কসাক বা কিরঘিজ কি কোন কৃষকের সঙ্গে দেখা হয় তাকে ধরে রাখবে — কক্ষনো ছেড়ে দেবে না — পরে তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া যাবে।'

কোণ থেকে কে একজন বলে ওঠে, 'কয়েকজনকে আমরা ধরেছি।'

'বেশ, তাদের আটকে রাখ।' সঙ্গে-সঙ্গে জবাব আসে চাপায়েভের। 'কসাকদের বেলায় যথেষ্ট হুঁশিয়ার থাকতে হবে — তারা কী চিজ তা তো জান! এটা তাদের দেশ — পথ-ঘাট, গলি-ঘুঁজি সব তাদের জানা — এ কথা যেন খেয়াল থাকে। ওদের সঙ্গে কোন ঘোর-প্যাঁচের দরকার নেই — একেবারে সাফ সাফ কথা নইলে বিপদে ফেলে দেবে ওরা।'

'খাঁটি কথা। কসাকরা সব সময় পিছন থেকে ছুরি মারে। ওদের ধরণই ওই রকম।'

কাজের কথাবার্তা সব শেষ হয়ে যায়। সর্বশক্তিমান পেতকা রুটি এনে হাজির করে, একটা ছোট্ট কেটলীতে জল ফুটিয়ে নেয় — চিনিও জুটে যায় ছ'দলা ঘোলাটে রঙের। মহা হৈ-চৈ-এর সঙ্গে শুরু হয়ে যায় খাওয়া। ঘরের ভেতর একেবারে সরগরম হয়ে ওঠে। পথ চলার শ্রান্তিতে ক্লান্ত হয়ে যারা মড়ার মত ঘুমাচ্ছিল — ঘুম ভেঙে তারা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। চিৎকারের চোটে কারুর ঘুম ভেঙেছে, কারুর ভেঙেছে লাথির গুঁতোয়, বুটের তলা দিয়ে কারুর মুখ মাড়িয়ে দিয়েছে কেউ, কিম্বা রাইফেল বা ওভারকোট যা পেয়েছে তাই দিয়ে দিয়েছে খোঁচা। যে যার পেয়ালা নিয়ে হাজির হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল টেনে নিয়ে গিয়ে তার চারপাশে ঘোড়ার জিন, তক্তা, বড় কাঠের খন্ড — যে যা পায় তার উপর বসে পড়ে। কেউ কেউ মেঝের উপর উবু হয়েই শুরু করে দেয় খাওয়া। মোমবাতিটির পীতাভ ক্ষীণশিখায় কিছুই চেনা যায় না, শুধু অস্পষ্ট কালো কালো ছায়ামূর্তি। আর তাদের মুখের আকৃতি অবলুপ্ত হয়ে মনে হয় আবছা আবছা সব গোলাকৃতি ছোপ।

এই অদ্ভুত বিচিত্র পরিবেশ ফিওদরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তার মনে হয় কেউ তার দিকে লক্ষ্য করছে না। আর করবেই বা কেন? হোক্ না সে কমিশার, তাতে কি-ই বা এসে যায়? সামরিক ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোন হদিশই সে দিতে পারেনি। রাজনীতি করার অবকাশ এখন তো আর নেই — তাই তাকে তারা কেন লক্ষ্য করবে? সে মনে-মনে ভাবে, "একদিন না একদিন আমাদের ভাল করে ভাব হবে — এখনকার মত পেছনেই পড়ে থাকা যাক।" এই দৃঢ় মৈত্রী-সূত্রে গ্রথিত সৈনিক গোষ্ঠীর মধ্যে সে কেমন একা একা বোধ করে। মনে মনে এদের সে ঈর্ষা করতেও শুরু করে। সে ক্লিচকভ, কিন্তু তার চেয়েও এই ক্ষুদে দাঁড়কাক পেতকাটাও এদের কাছে কত ঘনিষ্ঠ, কত আপনার জন, তার চেয়ে কত সহজে এরা ওকে বুঝতে পারে। আর তাদের চাপাই — তাকে কী রকম দেবতার মতই না সবাই পূজো করে। সামান্য একটা কথা যদি সে কারুর সঙ্গে বলে তার অবস্থা তখন যা হয় তা দেখার মত। সে নিজেকে তখন

তো পরম ভাগ্যবান বলে মনে করবে। চাপায়েভের সঙ্গে এক টেবিলে বসা, তার সঙ্গে করমর্দন — এ তো যে কোন লোকের পক্ষে পরম গর্বের বিষয়। পরে এই প্রসঙ্গ তুলে তারা কী রকম উৎসাহ আর সম্ভ্রমের সঙ্গে সব কথা বলতে লাগবে। আর যা সত্যিকার ঘটেছিল তার সম্বন্ধে ইনিয়ে-বিনিয়ে মিথ্যে আর আজগুবি কত সব বানিয়ে দেবে তা বলা যায় না।

ফিওদর ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা মাঠের দিকে এগোনোর জন্য যেমন পা বাড়িয়েছে, শোনে ঘরে শুরু হয়েছে গান। আর যাওয়া হয় না, ঠেলেঠুলে টেবিলের কাছে গিয়ে গান শোনার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে।

সুর যোজনা করছে চাপায়েভ নিজে। তার গলার তীক্ষ্ম কম্পনযুক্ত খ্যানখ্যানে আওয়াজ—প্রথম প্রথম মোটেই ভাল শোনায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ অভ্যস্ত হওয়ার পর তার প্রিয় গানগুলো সে যেভাবে আবেগ আর দরদ দিয়ে গাইতে থাকে তাতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। এই ধরনের প্রিয় গান তার সবশুদ্ধ চারটি কি পাঁচটি হবে। তার সঙ্গীদের প্রত্যেকেরই তা আগাগোড়া মুখস্থ। এ গানগুলো তারা যে প্রায়ই গেয়ে থাকে — তা বেশ বোঝা যায়। চাপায়েভ তার গলা অবিশ্বাস্যভাবে এত উঁচু পর্দায় নিয়ে যেতে পারে যে সেই সময় সত্যি সত্যি ভয় হতে থাকে এইবার বুঝি তার গলা গেল চিরে। কিন্তু কক্ষনো কোন গান সে নষ্ট করে দেয়নি — একমাত্র বেশি চিৎকার করলে তার গলাটা যায় ভেঙ্গে — আর তিন-চারদিন তার জের চলে। গান না গাইতে পেলে চাপায়েভের মেজাজ যায় বিগড়ে, সে দিনটাই তার মাঠে মারা যায়, সে বিষণ্ণ হয়ে থাকে। অবস্থা যতই না কেন সঙ্গীন হোক, পথ চলায় যত শ্রান্তই না সে হয়ে পড়ুক, যুদ্ধের পর অবসাদে যতই না ভেঙে পড়ুক তার দেহমন, সারাদিনের কাজের শেষে দু'চোখ ভেঙে যতই না ঘুম নেমে আসুক — তবু যেমন করেই হোক দশ মিনিটের জন্য অন্তত সে গান গাইবেই। এমন ধারা গানের পাগল আর একটিও মিলবে না, আহার্য ও পানীয়ের মত, গানও তার বাঁচার জন্য অপরিহার্য। আর তার সঙ্গীরা, তারাও কিছু কম যায় না — তাদের এ অভ্যাস হয়ে গেছে, তারাও কক্ষনো ক্লান্তি বোধ করে না।

নাবিক ছেলে, নাবিক ছেলে — সোনার বরণ দেহ,
বিশের বেশি বয়স তোমায় বলবে না তো কেহ।
ভাল আমায় বাসবে তুমি, বাঁধবে সোহাগ-ডোরে,
এখন তোমার উত্তরটি শুনিয়ে যাও মোরে!

আগাগোড়া এই ধরনের আজেবাজে, মাথামুণ্ড কিছুই নেই গানের। গানের ধুয়াটার সঙ্গে তাদের নিজেদের বিরামবিহীন ভ্রাম্যমাণ সৈনিক জীবনের অত্যন্ত মিল থাকায় চাপায়েভের এটা খুব ভাল লাগে।

ফেনার পরে ফেনা আর ঢেউয়ের পরে ঢেউ,
আজ এখানে, কাল যে কোথায় জানে না তো কেউ।
আরে ঢেউয়ের পরে ঢেউ, আরে ঢেউয়ের পরে ঢেউ,
আজ এখানে, কাল যে কোথায় জানে না তো কেউ।

তাদের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া এই ধুয়াটি বজ্রের সুরে আকাশ বেয়ে ছুটে চলে আর সমগ্র স্তেপ-বনভূমি উতরোল হয়ে ওঠে এর মূর্চ্ছনার মাদকতায়।

পর-পর স্তেপান রাজিন, আতামান চুর্কিন — এদের নিয়ে রচিত গান। তার পর শুরু হয় —

লোহার খাঁচায় পাতালের কোন রুদ্ধ অন্ধকারে
মুষড়িয়ে পড়ে পাহাড়ী ঈগল বিষণ্ণতার ভারে।

এমনিধারা গান আর গল্পগুজব দুপুর রাত্তির পর্যন্ত চলে। তারপর যে যেখানে পারে কোন রকমে একটু কাৎ হয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে।

অগ্রগতির পরিকল্পনা এমন ভাবে করা হয় যে খুব ভোর থাকতে থাকতেই তারা স্লামিখিনস্কায়ায় পৌঁছে যাবে। তারপর তিনটি রেজিমেণ্ট তিনদিক থেকে একসঙ্গে শুরু ক'রে দেবে আক্রমণ। তালভকায় এই যে রেজিমেণ্টটি এখন আছে এটি থাকবে মধ্যভাগে এবং গ্রামটির উপর আক্রমণ চালাবে এটিই। আর দুটো রেজিমেণ্ট দু'পাশ থেকে অর্ধ বৃত্তাকারে ঘিরে শুরু করবে আক্রমণ।

এটাও ঠিক হয়ে রয়েছে যে তালভকার এই রেজিমেণ্টটি ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে মালগাড়ি করে রওনা দেবে — কিন্তু এখন পর্যন্ত এদের কোন সাড়াশব্দ নেই, সব চুপচাপ রয়েছে। আসন্ন সংগ্রামের কোন গোপন আভাসও কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ফিওদরের চোখে ঘুম নেই। ঠাণ্ডা একটা ঘোড়ার জীনে মাথা রেখে মেঝের উপর শুয়ে সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি — কিন্তু কিছুতেই এল না ঘুম। হয়ত জীনে মাথা রেখে শোয়াতে সে অভ্যস্ত নয়, নইলে বলতে হয়, এই রাত্রিতে — তার জীবনের সর্বপ্রথম যুদ্ধের আগের রাত্রিতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠায় সে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছে।

আর যারা রয়েছে তাদের কাছে এ সব আবার কি? কতবারই না তারা যুদ্ধে গেছে — তাদের হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে গেছে, মাথা ফেটে গেছে, গোলাগুলিতে শতবিদ্ধ হয়ে গেছে তাদের দেহ — তাদের আবার কি? অন্য রাত্রির সঙ্গে এ রাত্রির কোন অসাধারণত্ব তাদের কাছে নেই। যুদ্ধের আগের রাত্রি — কী হয়েছে তাতে? এরকম কত রাত্তির তারা অঘোর ঘুমে কাটিয়ে দিয়েছে — অন্য যে কোন রাত্রির সঙ্গে এ রাত্তিরের কোন পার্থক্য তাদের কাছে নেই। কিন্তু তাদেরও প্রত্যেকের জীবনে একদিন না একদিন ঠিক এমনিধারা "যুদ্ধের আগের একটি রাত্রি" এসেছিল। সেই রাত্রে, ফিওদরের মত তাদের প্রত্যেকেরই মন নিশ্চয়ই এমনিধারা মানসিক দ্বন্দ্ব আর অনিশ্চিত আশঙ্কায় পীড়িত হয়েছিল, এই অন্তর্দাহ তাদেরও নিশ্চয়ই বহন করতে হয়েছিল নিঃশব্দে।

ফিওদরের চোখে ঘুম আসে না — অজানা, অব্যক্ত কোন এক বেদনার ভারে মন তার এতই ভেঙে পড়েছে। নিবু নিবু বাতির অনুজ্জ্বল আলোকে সে তার চারিপাশে দেখতে পায় মেঝের উপর পড়ে রয়েছে সব সৈন্যেরা এলোমেলোভাবে বেঁকেচুরে এ ওর গায়ের উপর, কোন বাদবিচার নেই — পরস্পরকে জড়াজড়ি করে স্তূপীকৃত অবস্থায় রয়েছে সব পড়ে।

"ঠিক এই ভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিশৃংখল অবস্থায় পড়ে থাকে সব মৃতদেহগুলো। মৃত্যুযন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় দেহগুলো। কোথাও স্তূপাকারে, কোথাও বা বিচ্ছিন্নভাবে আলাদা আলাদা। আর যেখানে মেশিনগানের গুলিতে নিহত হয়েছে সেখানে পড়ে থাকে সার বেঁধে।"

অস্পষ্ট আলোকে এদের সব মুখ তার কাছে মড়া-ঘরের মৃত্যুমলিন মুখের মত দেখায়। আর তাদের নাসিকা-গর্জনের গভীর ঘর্ঘর আওয়াজ আর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত শব্দগুলো শুনে মনে হয় যেন আর্তনাদ।

ফিওদর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ঘুম যখন আসছে না তখন হিমশীতল রাত্রির মুক্ত বায়ুতে বেড়ানই ভাল। আঁধারে ঘেরা নিস্তব্ধ রাত্রি, ঊর্ধ্বাকাশে তারার সবুজ মেলা। বাধাবন্ধনহীন মৃদু সঞ্চারিত বায়ু স্তেপ অঞ্চলের অপূর্ব বিশেষত্ব।

অগ্নিদগ্ধ গ্রামের ধ্বংসাবশেষের মাঝে সব সৈন্যেরা খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন করছে। এক এক জায়গায় এক একজন সৈনিক একা একা কুঁজো হয়ে নিবন্ত অগ্নিকুণ্ডের সমুখে বসে। এদের মধ্যে কারুর হয়তো পাহারার ডিউটি, আবার কেউ কেউ হয়তো তারই মত হতভাগ্য, চোখে ঘুম নেই অবসাদে ভেঙে পড়েছে, যুদ্ধের আগের এই উত্তেজনাপূর্ণ কয়েকঘণ্টা কী ভাবে কাটাবে তার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে। অন্যমনস্কভাবে তারা আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে ভিজে ভিজে কাঠির টুকরো আর স্তেপভূমি থেকে তাদের কুড়িয়ে আনা সরু সরু ভিজে ডাল। স্তেপ অঞ্চলে তো আর কাঠ পাবার উপায় নেই। খুব যত্ন করে কয়লাগুলো তারা জড় করে রাখছে। আগুন যেন একেবারে নিবে না যায়। তাহলে সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকার তাদের যে চারিদিক থেকে গ্রাস করে ফেলবে। যেখানে আগুন ঘিরে তিন-চার জন বসে সেখানে কেটলীতে তারা হয় চা কিম্বা স্যুপ গরম করতে ব্যস্ত। দূরাগত মেঘ-গর্জনের মত মিলিয়ে যায় উচ্চহাসির রোল — তারা বোধহয় অভিযানের পূর্ব মুহূর্তটুকু হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়েই কাটিয়ে দিতে চায়।

ঘনঘোর রজনী ভয়ঙ্করী মূর্তিতে চতুর্দিক অবলুপ্ত করে বিস্তার করেছে ত্রাসের ছায়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজস্র ধ্বনির অনুরণনে স্তেপভূমির অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ভীষণতর রূপে প্রকটিত হয়ে উঠেছে।

ধ্বংসাবশেষ-পরিবৃত স্তেপভূমিতে বিকটাকৃতি সব বিরাট বিরাট লোমশ উট ভারিক্কি চালে হেলছে-দুলছে। সূচীভেদ্য অন্ধকারে অদ্ভুত ছায়ামূর্তিরা দ্রুত চলেছে। মসীকৃষ্ণ অন্ধকার থেকে কম্পিত উজ্জ্বল অগ্নিশিখার সমুখে হঠাৎ হঠাৎ মনুষ্যমূর্তি বেরিয়ে আসছে। তারপর

আবার হঠাৎ মিলিয়ে যাচ্ছে অতল রাতের মধ্যে। সবকিছুর মধ্যে পরিব্যক্ত হয়েছে একটা অব্যক্ত একাগ্রতার দুরূহভাব, উন্মুখ হয়ে উঠেছে বিরাট, চূড়ান্ত একটা কিছুর জন্য প্রতীক্ষা — আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষার রূপ।

ফিওদরের জীবনে প্রতীক্ষারত যুদ্ধের আগের রাত্রি এরপর বহুবার এসেছে। প্রতিটি রাত্রির রূপ ঠিক একই ধরনের। সবগুলিই গাম্ভীর্যপূর্ণ কঠোরতায় ভরা, বিরাট ও ভয়ংকর। এমনিধারা সব রাত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে পদচারণা করার সময় ঘুমন্ত লালফৌজের সৈনিকদের মস্তক পাদস্পর্শ করা মাত্র তার মনে পড়ে যেত এদের জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য আর সংগ্রামের কথা আর মানসপটে ভেসে উঠত সেই সব শহীদদের চিত্র, যাদের নামগোত্রহীন মৃতদেহগুলি পড়ে থাকবে গৃহযুদ্ধের সারা রণাঙ্গনজুড়ে।

"পথক্লান্ত এই যে সব সৈন্যেরা এখানে ঘুমিয়ে রয়েছে, আগামীকাল প্রথম আলোকরেখার সঙ্গে সঙ্গেই তারা শুরু করে দেবে সংগ্রাম, সারিবদ্ধভাবে তারা এগিয়ে যাবে — কখনও তাদের মাটির উপর শুয়ে পড়তে হবে — আবার কখনও সবেগে তারা ছুটে এগিয়ে যাবে। আবার তারা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে ছোট ছোট ট্রেঞ্চ-কাটা বা শুধুই শীতে আড়ষ্ট আঙুলে খোঁড়া গর্তে। তাদের অনেকের প্রাণ যাবে, তারা আর উঠবে না — জনহীন প্রান্তর ভূমিতে পড়ে থাকবে তাদের নিস্পন্দ নিষ্প্রাণ দেহ। কত তুচ্ছ, কত নিঃসঙ্গভাবে তারা পড়ে থাকবে — শকুনের দল সব ছিঁড়ে খাবে তাদের দেহমাংস। যেমন অনাড়ম্বরভাবে তারা যোগদান করেছিল তেমনি অলক্ষ্যে কোন চিহ্নমাত্র না রেখে তারা চিরতরে চলে যাবে সৈন্যবাহিনী থেকে। কিন্তু যা কিছু দেবার তাদের সব তারা দিয়ে যাবে — কিছু বাকি না রেখে। লোকচক্ষুর অন্তরালে, অজান্তে নিঃশব্দে অন্তর্হিত হয়ে যাবে তারা, কোন সমারোহ, কোন সম্মান জুটবে না তাদের ভাগ্যে। তারা যে সব বিরাটাকার যন্ত্রদানবের একটি নগণ্যতম অংশমাত্র!.."

ফিওদর দেখে কুঞ্চিত কেশ একজন বলিষ্ঠ যুবক আগুনের উপর ঝুঁকে পড়ে কয়েকটি আলু নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। নিবু-নিবু কয়লার আগুনে সেগুলো পোড়ানর জন্য কতবার উল্টেপাল্টে দিচ্ছে। এক একবার সে তার বেয়নেটটি ছাইয়ের গাদার মধ্যে পুরে একটি আলু বেয়নেটে বিদ্ধ করে নিয়ে আসছে — তারপর হাত দিয়ে একটু দেখে নিয়ে

অতি সন্তর্পণে তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে থু থু করে সে আবার আলুটিকে বেয়নেট থেকে খুলে ছাইয়ের মধ্যে দিচ্ছে ফেলে। কোনদিকে তার আর খেয়াল নেই — এই ছেলেমানুষি কাজে সে এমনভাবে নিমগ্ন। চিন্তার জাল সেও হয়তো বুনে চলেছে। একটার পর একটা চিন্তা তাকে ঘিরে ধরছে। দোলা দিয়ে যাচ্ছে তার মনে কত শত ক্ষুদ্র স্মৃতির টুকরো। নিবন্ত আগুনের উপর অচপল দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একাগ্র মনে এত কী কথা সে ভাবছে? তার গ্রামের কথা নিশ্চয়ই। তার কাজের কথা, যে-জীবন সে পিছনে ফেলে এই রণক্ষেত্রে চলে এসেছে সে-জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রতীক্ষায় তার কত আগ্রহ, কত আনন্দ! এই রাত্তিরে কত কথাই না মনে পড়ছে... আর সকালে হয়তো তারা তাকে আবার এখানে নিয়ে আসবে। তখন কে জানে হয়তো তার একটা পা গেছে উড়ে কিম্বা গুলিবিদ্ধ হয়ে গেছে তার বক্ষস্থল, তার মাথার খুলি ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেছে — যন্ত্রণায় সে কাতরাবে, দাঁতের উপর দাঁত চেপে ধরে ধীরে ধীরে আহত দেহ বৃথাই টান টান করার চেষ্টা করবে। লাল টক্‌টকে রক্ত সর্বাঙ্গে মাখানো — কী বীভৎসই না তাকে দেখাবে! তার প্রিয়ার চোখ জুড়ানো এত সাধের কোঁকড়ানো কালো চুলের গোছা কেটে ফেলে দেবে তারা — কামিয়ে দেবে গোটা মাথা। তার সংকুচিত রক্তাপ্লুত দেহের উপর তারা চালিয়ে দেবে সুতীক্ষ্ন ছুরিকা — বিঁধিয়ে দেবে ধারালো সূঁচ...

আর তার পাশে — ওই যে লাল দাড়িওয়ালা ছোট্টখাট্টো কৃষকটি — মোটেই অল্পবয়সী নয় — চল্লিশ বছর তো বয়স হবেই। সেও চিন্তায় মগ্ন। দুজনের কারুর মুখে কথা নেই, যে-যার নিজের চিন্তায় বিভোর। এই মুহূর্তে দুজনেরই অন্তরে অনুভূত হচ্ছে নিজ নিজ জীবনের সুতীব্র স্পন্দন — যে জীবন সবার সঙ্গে বাঁধা আবার সবার থেকে বিচ্ছিন্ন। কথা বলার অবকাশ তাদের নেই। এ সময় কথা বলা শোভাও পায় না। কৃষকটি স্থির ভঙ্গিমায় বসে যেন জমে পাথর হয়ে গেছে — পেটের উপর দুটো হাত দুমড়ানো, — ঠাণ্ডা পাদুটো টেনে নিয়েছে শরীরের তলায়, স্থির দুটো চোখের অপলক দৃষ্টি অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিবদ্ধ। এই তুষারাবৃত প্রান্তরভূমিতে আগামীকাল হয়তো সেও পড়ে

থাকবে, তারই মত আরও কত শত কালো ও লাল মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকবে তার প্রাণহীন দেহ — শুভ্র তুষারের কোমল আস্তরণের উপর। একটিমাত্র স্থানে রগের নিচে একবিন্দু লাল রক্ত বরফের বুকে কালো গর্ত করে দেবে — আর কোন চিহ্ন থাকবে না।

ওই রোগা মেচেতা-ভরা হাত দু'খানি যেমন দুমড়ে রয়েছে পেটের উপর, আর তা থাকবে না — বিকারগ্রস্তের মত সটান হয়ে ছড়িয়ে পড়বে দুপাশে, মনে হবে যেন তাকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে বরফাবৃত ভূমিশয্যার উপর, অদৃশ্য পেরেক দিয়ে বিঁধে। তার নিশ্চল দৃষ্টি এইভাবেই থেকে যাবে — প্রাণহীন দেহের মৃত্যুশীতল নিস্পন্দ দৃষ্টি।

ফিওদরের চোখের উপর ভেসে উঠছে এমনিধারা কত শত মৃত্যুর করুণ দৃশ্য। তার স্মৃতিপটে সঞ্চিত হয়ে আছে প্রথম মহাযুদ্ধের কথা যখন তাকে সব আহত সৈন্যদের তুলে আনতে হত — তাদের ক্ষতস্থানগুলি বেঁধে দিতে হত।

'কে যায়?' প্রশ্ন করে প্রহরী।

'একজন বন্ধু, কমরেড।'

'সঙ্কেত।'

'বল্টু।'

প্রহরী তার ভারী রাইফেলটি হাত বদল করে অন্য হাতে নেয়। দারুণ শীতে পিঠ কুঁজো করে সে চলে যায়। গভীর অন্ধকারের ভিতর কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় তার মূর্তি।

ফিওদর ফিরে আসে। ঘরের মধ্যে তখন পুরাদমে চলেছে নাসিকা-গর্জন। ভূমিশয্যায় শায়িত দেহগুলির মধ্যে একটু সংকীর্ণতম স্থান লক্ষ্য করা মাত্র সে কোনরকমে তার মধ্যে ঢুকে জড়সড় হয়ে শুয়ে পড়ে। আর কি আশ্চর্য, শোয়ামাত্রই তার চোখে নেমে আসে ঘুম।

অন্ধকারে তখনও চারিদিক ঢাকা — তারা তাদের ঘোড়া সাজিয়ে তালভকা ছেড়ে রওনা হয়ে পড়ে পোর্ট আর্থার অভিমুখে। (ভাল কথা, কেউ কি জানে কেন তারা ওই আগুনে পোড়া ছোট্ট গ্রামটির নাম

রেখেছিল "পোর্ট আর্থার"?) কাঁপুনি ধরে গেছে সবারই দেহে; ঘন ঘন নার্ভাস ভাবে হাই তুলছে সবাই — পুরো ঘুম কারুরই তো হয়নি। সূর্যোদয়ের পূর্বে স্তেপ অঞ্চলে শীতের তীব্রতা কী ভীষণ! হিমশীতল সুতীক্ষ্ম ছুরিকা যেন তাদের ওভারকোট, তাদের শার্ট ভেদ করে দেহে বিঁধতে থাকে।

ঘোড়ায় চড়ে তারা চলেছে — মুখে কারও কোন কথা নেই। পোর্ট আর্থারে পোঁছানর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের বুকে সর্বপ্রথম গোলা বিস্ফোরণের আলোকরেখা দেখে চাপায়েভ ফিওদরের দিকে ফিরে বলে:

'শুরু হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ।'

আবার সব চুপচাপ। গ্রামে না পোঁছান পর্যন্ত আর কোন কথা নেই। আরও বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় তারা। তাদের বুকের স্পন্দন বুঝি থেমে গেছে — এক দারুণ উত্তেজনায় চেপে ধরেছে তাদের বুক। যুদ্ধক্ষেত্রে পোঁছানর পূর্বমুহূর্তে এইভাবে অভিভূত হয়ে সবাই পড়ে — এখানে কে সাহসী, কে ভীরু এ প্রশ্ন ওঠে না। সকলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে, যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলি বর্ষণের মুখে কোন প্রকার চাঞ্চল্য অনুভব না করে পুরোপুরি শান্ত অবস্থায় থাকতে পারে এমন লোকের কথা একমাত্র যারা বাতুল তারাই কল্পনা করতে পারে। মনুষ্য সমাজে এহেন অবিচলিত ব্যক্তির নিদর্শন নেই। উত্তেজনা প্রকাশ না করার অভ্যাস রপ্ত করা সম্ভব। সম্ভ্রম বজায় রাখা, নিজেকে সংযত করে রাখাও সম্ভব। আত্মসংযম বজায় রাখা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে অতি দ্রুত অভিভূত হয়ে না পড়া — এসব প্রশ্ন অবশ্য আলাদা। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে কিম্বা যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকতে পারে এমন লোক নেই, থাকতেও পারে না।

চাপায়েভ, যার যুদ্ধ করতে করতে হাত পেকে গেছে আর ফিওদর, যার সবে হাতে-খড়ি — দুজনেরই মনের অবস্থা সঙ্গীন। এই অনুভূতি যে বিপদের আশংকার কিম্বা মৃত্যুর ভয়জনিত — তা নয়, তাদের মানসিক অনুভূতির তন্ত্রীগুলো একেবারে উচ্চ গ্রামে যেন বাঁধা।

চিন্তাভাবনার তীব্রতা শেষ পর্যায়ে উপনীত আর এক অবিশ্বাস্য অহেতুক ব্যগ্রতার ভারে তারা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। যেখানে যাবার এত তাগিদ রয়েছে সেখানে এই অহেতুক ব্যগ্রতার কী অর্থ থাকতে পারে? তাদের চলন ভঙ্গির আকস্মিক পরিবর্তনগুলো অসংলগ্ন ছোট্ট ছোট্ট কথার টুকরো, চঞ্চল তীক্ষ্ম চাহনি — এইসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই মুহূর্তে তারা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যস্তভাবের এক-একটি প্রতিমূর্তি।

ফিওদরের ইচ্ছে হয় চাপায়েভকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে, তার মনের ভাব, চিন্তাভাবনাগুলো জেনে নিতে। কিন্তু তার গাম্ভীর্যপূর্ণ, প্রায়-রেগে-গেছে এমন মুখের ভাব দেখে সাহস পায় না। চুপ করে থাকে। তারা পোর্ট আর্থারে গিয়ে পৌঁছায়। মালবোঝাই গাড়িগুলো আগেই পৌঁছে গেছে। কৃষক ড্রাইভারেরা সব গ্রামের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জটলা পাকিয়ে একত্র বসে কেটলী থেকে গরম চা ঢালছে। সাগ্রহে তারা প্রাতরাশ খাচ্ছে, খুব ক্ষিদে পেয়েছে, পেট পুরে খাচ্ছে। চাপায়েভ ঘোড়া থেকে এক লাফে নেমে ঘুঁটে সাজিয়ে তৈরী একটা উঁচু পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে গোলা বিস্ফোরণ হয়েছিল সেই দিকে তার দূরবীণ নিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে। রাত্রির অন্ধকার কেটে এখন সুস্পষ্ট দিবালোক। কয়েক মিনিট কাটিয়ে আবার তারা রওনা দেয় ঘোড়ায় চেপে। পথে তাদের দেখা এক কৃষকের সঙ্গে। তার গাড়িতে কী একটা শোয়ানো, পুরানো শতছিন্ন এক হাতে-কাটা পশমের কাপড় দিয়ে ঢাকা।

'কমরেড, তোমার গাড়িতে ওটা কী?'

'একজন আহত সৈনিক।'

ফিওদর গাড়ির উপর চেয়ে দেখে কাপড়ের আবরণের নিচে মনুষ্যদেহের আভাস বোঝা যায়। ঘোড়াটা ঘুরিয়ে সে গাড়ির পাশে পাশে চলতে থাকে। চাপায়েভ এগিয়ে যায়।

'আঘাত কি খুব গুরুতর?'

'হ্যাঁ। মাথায় আর পায়ে।'

'ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছ?'

'করেছি বৈকি — কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দিয়েছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে আহত লোকটি বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে।

ধীরে ধীরে সে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তার রক্তমাখা মাথাটি অতিকষ্টে ধূসর আবরণের ভেতর থেকে একটু ঠেলে বের করে দেয় তারপর চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ফিওদরের দিকে, যেন বলতে চায়:

"ভাই, আধ ঘণ্টা আগে আমি তোমারই মত সুস্থ পূর্ণাঙ্গ ছিলাম আর এখন চেয়ে দেখ আমার দিকে... আমার যা করার ছিল করেছিলাম, এখন বিকলাঙ্গ আমি ফিরে চলেছি... অন্যেরা থাকল... এখন তাদের পালা। আমার লজ্জা পাবার কিছু নেই... শেষ পর্যন্ত আমি ছিলাম। তুমি নিজেই তো দেখতে পাচ্ছ — এরা আমাকে নিয়ে চলেছে..."

এই ধরনের টুকরো টুকরো সব চিন্তা ভীড় করে আসে ফিওদরের মাথায়। এ যে অসহ্য বেদনাবোধ। এতো সবে শুরু, এর পরে কত জন — কিন্তু তাতে কী? তাদের দিকে চাওয়া হয়তো সহজতর হবে, যুদ্ধে এসব তো হবেই। কিন্তু এই সর্বপ্রথমটি — সদ্য সদ্য একে হারানো — এই প্রথমটি হারানো কী মর্মান্তিক!

এই ধরনের একটার পর একটা চিন্তার স্রোত বয়ে যায় তার মাথার ভিতর দিয়ে। না চিন্তা তো নয়, ভেসে ওঠে সব দৃশ্য — গতকালের কথা মনে পড়ে যায় — কাজাচায়া তালভকায় অগ্নিকুণ্ডের পাশের দৃশ্য। এই লোকটি হয়তো তারই মত গতকাল — গতকাল কেন, এই তো শেষরাত্রে কোথাও আধপচা আলু পোড়ানোর জন্য কত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, আপন মনে বেয়নেটবিদ্ধ করে গরম গরম আলু টেনে এনে ঠোঁট দিয়ে চেখে দেখার চেষ্টা করছিল।

ফিওদর ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় — চাপায়েভের সঙ্গ ধরবে সে। কিন্তু চাপায়েভ বোধহয় অন্যদিক দিয়ে চলে গেছে। একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতরে গিয়ে ওদের দেখা হয়।

রণাঙ্গন অভিমুখে লেগে রয়েছে গাড়ির যাওয়া-আসা। যেগুলো যাচ্ছে সেগুলো হয় গোলাবারুদে ভর্তি কিম্বা আহতদের তুলে নেবার জন্য। আর যেগুলো ফিরে আসছে সেগুলোর কোন ব্যতিক্রম নেই, একই বোঝা নিয়ে ওরা আসছে — রক্তাপ্লুত মনুষ্যদেহ।

'আমাদের সৈন্যেরা কি অনেক দূরে?'

'না, খুব দূরে নয়, এখান থেকে মাইল তিনেক হবে।'

উজেন নদীর পারে ডানপাশে কয়েকটি কিরঘিজ গ্রাম। সেখান থেকে কসাকরা বিতাড়িত হয়েছে কামানের গোলাতে। নদীর পার দিয়ে দুজন স্কাউট ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছে — খাদের ভেতর ঘুঁটে আর গাদা করা পাথরের পিছনে তারা তন্ন তন্ন করে দেখছে কোন আহত কমরেড পড়ে রয়েছে কি না। খুবই কাছাকাছি থেকে লালফৌজের কামানের গগনভেদী গর্জন শোনা যাচ্ছে। গোলা বিস্ফোরণও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে — কত কাছে! এখান থেকে অস্পষ্টভাবে ওই তো দেখা যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। তিন মাইল বলে সে কী বোঝাতে চেয়েছিল — এ তো একমাইল হবে না দেখছি! গোলাবর্ষণের মুখে ড্রাইভারের কাছে নিশ্চয়ই পথের দূরত্ব বেশি মনে হয়েছিল।

ফিওদর আরও এগিয়ে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রের দ্বিতীয় সারির অবস্থান পর্যন্ত। এখানে চাপায়েভ, তার পাশে পাশে চলেছে রেজিমেণ্টটির কম্যাণ্ডার — দুজনে শান্ত ও গম্ভীরভাবে কী যেন বলাবলি করছে।

আগের কি প্রশ্নের উত্তরে কম্যাণ্ডার বলছে, 'আমি একজন লোক পাঠিয়েছি — কিন্তু সে তো ফিরে আসেনি।'

'আর একজনকে পাঠাও।'

'পাঠিয়েছি — কিন্তু তাতেও কিছু হয়নি।'

'তৃতীয় জনকে পাঠাও।' চাপায়েভ জিদের সঙ্গে বলে। কম্যাণ্ডার কিছুক্ষণের জন্য নিরুত্তর থাকে। চাপায়েভের মেজাজ গরম হতে থাকে। তার চোখের পাতাগুলো কাঁপতে থাকে। ঘন ঝোপের মধ্যে সতর্ক পশুর মত, ঘন পক্ষ্মবেষ্টিত চক্ষুদুটি জ্বল জ্বল করতে থাকে যেন নেকড়ে বাঘ।

'ওখান থেকে কেউ এসেছে?' চাপায়েভ জিজ্ঞাসা করে।

'না, ওখান থেকে তো কেউ আসেনি।'

'কতক্ষণ হবে?'

'এক ঘণ্টার উপর।'

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে থাকে চাপায়েভ। আর কোন কথা বলে না। কথাবার্তার এইখানে শেষ হয়। ফিওদর বোঝে তাদের কথা হচ্ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে। একটি রেজিমেণ্টের সঙ্গে সংযোগ ব্যবস্থা

ভালভাবেই আছে, কিন্তু অন্যের সঙ্গে কোন ব্যবস্থাই নেই। পরে জানা যায় যে এই রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা তাদের কম্যাণ্ডারকে সন্দেহের চোখে দেখত — ইনি জার আমলের একজন পূর্বতন অফিসার। তারা হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে এসে যায় যে তিনি বুঝি তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। তাই, তারা আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। অনেকক্ষণ ধরে রুখে থাকে, সত্যি ঘটনা জানানোর জন্য হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। এইভাবে গণ্ডগোলের ভিতর দিয়ে বহুমূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়।

ঘোড়ার লাগাম ধরে ফিওদর আর চাপায়েভ দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলে। এখানে নিঃশব্দে এসে উপস্থিত হয় পতাপভ। আর অল্প একটু দূরে ইলিয়া তিওর্তকিন আর চেকভ। তারা যে কী করে এখানে এল ফিওদর কিছুই বুঝতে পারে না। তালভকা থেকে সে যখন চাপায়েভের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে তখন গোলমালের মধ্যে সে লক্ষ্য করেনি তারা ওই ঘরে থেকেই গেল, না আগেই রাত্তিরবেলা গান গাওয়া শেষ হওয়ার পরেই রওনা হয়ে যায়।

যুদ্ধ যেখানে হচ্ছে তার সর্বপ্রথম সারিটি এখান থেকে আধ মাইলেরও কম। ঘোড়ায় চড়েই এরা সেখানে এগোবে ঠিক করে। কিন্তু হঠাৎ এসে পড়ে বিশ্রী রকমের একটা ঝড়ো হাওয়া। স্তেপ অঞ্চলে প্রায়ই এমনিধারা ঘটে। নরম নরম অজস্র তুষারকণিকা উড়ে আসতে থাকে। চোখমুখ সব ঢেকে যায় — সামনের দিকে এগোনো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আক্রমণ বন্ধ করতে হয়। অল্পক্ষণ পরই এই তুষার-ঝটিকা থেমে যায়। আধ ঘণ্টার পর আবার যুদ্ধক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা হয়ে যায় শুরু। ক্লিচকভ আর চাপায়েভ সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বভাগের দিকে যেতে থাকে। ডান দিকে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট গ্রাম ওভ্‌চিন্নিকভ।

চাপায়েভ নদীর ওপারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, 'আমার মনে হয় ওইখানে কসাকরা গেড়ে বসেছে। ওই গ্রামে সম্ভবত কিছুটা লড়াই হবে।'

চাপায়েভের এখানে একটু হিসেবের ভুল হয়। অত্যধিক চাপের গুঁতোয় কসাকদের মনে ওই গ্রামে টিকে থাকার ধারণা একবারও আসেনি।

কিছুক্ষণ ফাঁকা আওয়াজ করে কোন প্রকার বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করেই তারা শুরু করে দেয় পালান।

স্লার্মিখিনস্কায়ার দিকে চাপায়েভের দল এগোচ্ছে — মাত্র মাইলখানেক পথ বাকি। একটা বিরাট সমতলভূমি ধরে তারা চলেছে। গ্রাম থেকে এইখানে গোলাবর্ষণ করা যেমন সহজ, সুবিধাও তেমনি। কিন্তু কসাকদের কোন সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপারখানা কী? এই অস্বাভাবিক অমঙ্গলসূচক নীরবতা গোলাবর্ষণের চেয়েও মারাত্মক। কোন্ ফিকিরই বা তারা করছে — ফাঁদ-টাদ পেতে বসেনি তো? সামান্য যুদ্ধ একটুমাত্র যা হয়েছে সে তো অনেক দূরে সেই উজেন নদীর তীরে — কিন্তু এখানে — এখানে তো সব চুপচাপ।

ফিওদর ঘোড়ায় চড়ে চলেছে সৈন্যবাহিনীর আগে আগে। মুখে সিগারেট — ভাবখানা এমন, যেন সে এক বিরাট যোদ্ধা। যেন সে বলতে চায়: "আমি কেমন সাহসী, দেখ সৈন্যদলের আগে আগে ঘোড়ায় চলে চলেছি — কসাকদের গুলির আমি কোন পরোয়া করি না।"

যদিও এগুলো বালকসুলভ দম্ভের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয় তবু বোধহয় এই মুহূর্তে এই সবের প্রয়োজনীয়তা থাকে। প্রথমত এর ফলে কমিশারের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তাছাড়া প্রাণবন্যার এহেন উচ্ছ্বাস যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীকে নিঃসন্দেহে উদ্দীপিত করে তোলে। যুদ্ধে যারা যোগদান করেছে তারা জানে — যদি অভিযানরত সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে একজন অশ্বারোহী চলতে থাকে তবে সাধারণ সৈন্যেরা কতখানি উৎসাহী হয়ে ওঠে। তবে একথা নিশ্চয় যে এ-ধরনের দুঃসাহস কেবল যুদ্ধের আগের মুহূর্তেই সম্ভব। কিন্তু যখন শত্রুরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে, সৈন্যদের অগ্রগমন বাধাবিপত্তির মধ্যে শ্লথ হয়ে পড়ে তখন আর ঘোড়ায় চড়ে লম্ফ-ঝম্ফ করার অবকাশ মেলে না।

চাপায়েভ ঘোড়া দ্রুত ছুটিয়ে এগিয়ে যায় — রেজিমেণ্টগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তাছাড়া গোলাবারুদ সরবরাহের জন্য আদেশ দেওয়া, মালবোঝাই গাড়িগুলোর খোঁজ নেওয়ারও প্রয়োজন।

ফিওদর সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত একবার ঘুরে এসে দক্ষিণ পাশে ফিরে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। তারপর ঘোড়ার লাগাম ধরে সবার সঙ্গে হাঁটতে থাকে। লালফৌজের কামানশ্রেণী এক জায়গায় গোলা চালাচ্ছে। গ্রাম থেকে তখনও কোন সাড়াশব্দ আসছে না। ফিওদর নির্বিকারচিত্তে চলেছে — হাস্য-পরিহাসের অন্ত নেই। একটা পরম নিশ্চিন্ততার ভাব — এই সবকিছুর অভিজ্ঞতা যে তার আছে এই ধরনের একটা ভঙ্গি দেখানোর চেষ্টা সে করছে। নিজে যেন একজন প্রাচীন অভিজ্ঞ যোদ্ধা, কত ঝড়-ঝাপটা তার মাথার উপর দিয়ে গেছে — তার ভঙ্গিটা প্রায় এই রকম। কিন্তু এই তার যুদ্ধবিদ্যার প্রথম হাতে-খড়ি — আর, এ ছাড়া তার মত একজন আনাড়ি বেসামরিক ব্যক্তির কাছে কিইবা আশা করা যেতে পারে?

দেখা যাক, পাঁচ মিনিট যেতে-না-যেতে এই অভিজ্ঞ যোদ্ধার অবস্থাটা কী রকম দাঁড়ায়।

গ্রামটির সাড়ে ছ'শো গজ পর্যন্ত তাদের এগোতে দিয়ে কসাকরা শুরু করে তাদের গোলাবর্ষণ। গ্রামের দু'পাশের হাওয়া-কলগুলো থেকে ছুটেছে সমানে মেশিনগানের গুলি। মহা ফাঁপরে পড়ে যায় ফিওদর। অন্যের চোখে সে ধরা পড়তে রাজী নয় — কিন্তু এদিকে তার অন্তরের উত্তাপ নিমেষের মধ্যে উবে গিয়ে বুকের মধ্যে সব জমে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাকে যেন পুরো এক বোতল পিপারমেণ্ট দেওয়া বরফজল গিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগের মত আরও কিছুটা সে এগিয়ে যায়, কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে অন্যদের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। এইভাবে কিছুটা পিছনে পড়ে যায়। তারপর ঘোড়ার আড়ালে লুকিয়ে সবার পিছন পিছন যেতে থাকে।

আক্রমণকারী বাহিনী নিচু হয়ে শুয়ে পড়ে, হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দ্রুত খানিকটা অগ্রসর হয়ে যায়। তারপর আবার শুয়ে পড়ে — খুব তাড়াতাড়ি তারা বরফ খুঁড়ে খুঁড়ে খানিকটা গর্ত করে তার ভিতর মাথা নিচু করে দেয়, যেন তারা সব নিহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঘোড়া আড়াল করে ফিওদরও দু'দুবার এগিয়ে যায়। তার পরেই ঘোড়ার পিঠে উঠে লম্বা পিঠটান। কিন্তু যাবে কোথায় — সে নিজেই জানে না। যুদ্ধক্ষেত্র

থেকে চলে যেতে সে ঠিক চায় না কিন্তু এখান থেকে অন্যত্র সরে যেতে পারলে সে বাঁচে — যেখানে গুলিবর্ষণ এত তীব্র নয়, যেখানে বিপদ এত মুখোমুখি, এত ভয়ঙ্কর নয়। আক্রমণকারী বাহিনীর সারি বরাবরই তার ঘোড়া ছুটতে থাকে — কিন্তু সম্মুখভাগ দিয়ে নয় পশ্চাদভাগ দিয়ে। একেবারে বাম পার্শ্বভাগের শেষ প্রান্ত অবধি সে চলে যায়। কিন্তু সে সময় তার মুখের ভাব দেখলে মনে হত না যে সে বিচলিত হয়েছে কিম্বা উদ্দেশ্যহীনভাবে চলেছে। মোটেই মনে হত না যে সে ভয় পেয়ে ছুট দিয়েছে। সকলে একথা নিঃসন্দেহে মনে করত যে সে নিশ্চয়ই কোন না কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে চলেছে কিম্বা কোন এক কঠিন বিপদসঙ্কুল জায়গায় বিশেষ একটা জরুরী কাজের জন্য চলেছে।

পথে তার পতাপভের সঙ্গে দেখা — সে চলেছে দক্ষিণ পার্শ্বভাগে। কী উদ্দেশ্যে? হয়তো উদ্দেশ্য একই — যে উদ্দেশ্যে সে চলেছে বাঁ দিকে? কেউ কিছুই বলতে পারে না। যুদ্ধের সময় বলা খুবই মুস্কিল — একটি লোক সত্যি সত্যি কোন কাজের উদ্দেশ্যে চলেছে কিম্বা ভয়ের চোটে তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে, উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটে চলেছে, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে নিরাপদ স্থান খুঁজছে। মুখোমুখি দেখা হতেই দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘোড়ার রাশ টেনে মহা ব্যস্ত হয়ে এ ওকে জিজ্ঞাসা করে:

'গুলি কম পড়েনি তো? গোলাবারুদ যথেষ্ট পরিমাণে আছে? চাপায়েভ কোথায়? কোথায় তার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব?'

এ প্রশ্নগুলো যে নেহাৎ অজুহাত তা বলা বাহুল্য।

দুটো ঘোড়া একজায়গায় দাঁড়িয়ে টগ্‌বগ্‌ করছে — গ্রাম থেকে শত্রুদের তা দেখতে বিলম্ব হয়নি। তারা ভেবেছে এরা সাধারণ সৈনিক নয়, নিশ্চয় বড়দরের অফিসার। তারা কামানের মুখ ঘুরিয়ে ওদের দিকে নিশানা করে নেয়। শুরু হয়ে যায় গোলাগুলি বিস্ফোরণ। ক্রমশ কাছে পড়তে থাকে গোলাগুলো।

একটা পড়ল পঞ্চাশ গজ মাত্র দূরে — পরেরটা ত্রিশ গজের মধ্যে — তারপর আরও কাছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে তারা পাল্লাটা ঠিক ধরে

ফেলেছে। তাদের চারপাশ ঘিরে বৃত্তাকারে গোলা এসে পড়ছে। বহ্নিবলয় সঙ্কুচিত হয়ে বৃত্তের পরিধি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হতে থাকছে।

পতাপভ তাড়াতাড়ি অস্পষ্টভাবে বলে, 'এখান থেকে সরে পড়তে হয়।'

আর একটি গোলা ওদের অতি নিকটে পড়ে ফেটে গেল।

ফিওদর পতাপভের কথার কোন উত্তর না দিয়েই তার ঘোড়ার পেটে হঠাৎ কড়া গুঁতো লাগিয়ে দে ছুট। সৈন্যবাহিনীদের ফেলে একেবারে পিছন মুখে। পতাপভও ছোটে তার পিছন পিছন — কিন্তু কিছুটা গিয়ে মোড় ফিরে দক্ষিণ পার্শ্বভাগ মুখে সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। ফিওদর একটা ছোট্ট টিলা পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। টিলাটির অপরপার্শে জন বারো গাড়োয়ান মাটিতে শুয়ে। সেও গিয়ে তাদের পাশে শুয়ে পড়ে। ওখানে শুয়ে দেখতে পায় দু'মিনিট আগে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে সে পতাপভের সঙ্গে অনর্থক সময় নষ্ট করছিল ঠিক সেই জায়গাটিতে গোলা এসে সমানে পড়ছে আর বিস্ফোরণ হচ্ছে। তার ঘোড়াটি নিকটবর্তী গাড়ির সঙ্গে বাঁধা। নিজে শুয়ে কান পেতে শুনছে উড়ন্ত গোলাগুলির একটানা তীক্ষ্ণ ক্রন্দনধ্বনি। এই আওয়াজ নিকটতর হচ্ছে মনে হওয়ামাত্র সে সঙ্গে সঙ্গে সেই তুষার কঠিন মৃত্তিকার বুকে চেপে ধরে মুখ নিচু করে অসাড় হয়ে পড়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে মাথা তুলে দেখে কাছাকাছি কোথাও আবার কোন গোলার সাঁই সাঁই শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা। এই অবস্থায় কতক্ষণ যে সে সেখানে শুয়েছিল কে বলবে? কিছুক্ষণ পরে ঠিক এই জায়গাটিতে তারই পাশে এমনিভাবে শোয়া তিনজন কৃষক যেমনভাবে একটি হঠাৎ ছটকে আসা গোলার আঘাতে বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল সেও তার ফলে নিহত হতে পারত — কিন্তু তার আগেই সে উঠে পড়ে এবং ঘোড়ার পিঠে বসে একটু ভাববার চেষ্টা করে কোথায় যাবে। আর তাকে যেন উদ্ধার করার জন্য পার্শ্বভাগ থেকে লালফৌজের একজন তরুণ সৈনিক দ্রুতবেগে অশ্বপৃষ্ঠে এসে হাজির হয়। ঠিক কাউকে উদ্দেশ্য করে বলছে তা নয় তবে রুদ্ধশ্বাসে অস্পষ্টভাবে ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে:

'মেশিনগান সব কোথায়? এখানে মেশিনগানগুলো কোথায় আছে?'

'কোন মেশিনগান?'

'মেশিনগান না হলে যে আমাদের চলবে না — কসাকরা যে বাম পার্শ্বভাগে আক্রমণ শুরু করেছে।'

ফিওদর সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলে এ তারই মত এক বীরপুরুষ — কিন্তু এই অশ্বারোহী যে দিকের কথা বলল সেইদিকে সে চেয়ে দেখে বরফের উপর দিয়ে কালো বিরাট একটা কি এগিয়ে আসছে দ্রুতবেগে আর সেটা যে খুব দূরে তা নয়। ভয়ে সারা গায়ে তার কাঁটা দিয়ে ওঠে।

চিৎকার করে সে বলে ওঠে, 'মালগাড়ি থেকে আমি মেশিনগান পাঠানর ব্যবস্থা করছি!' তারপর ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগিয়ে সে পশ্চাদভাগ অভিমুখে ছুট দেয়।

মালগাড়িগুলো যেখানে আছে সেখান পর্যন্ত গিয়ে কী যে বলবে বুঝে উঠতে পারে না। গাড়োয়ানরা তার দিকে ভুরু কুঁচকে আড়চোখে চায়। এই বীরপুরুষ কেন যে এখানে এসেছে এটা তারা পরিষ্কার বুঝে ফেলেছে। তাদের পরস্পরের হাসি বিনিময় থেকে তা বেশ বোঝা যায়। কিম্বা এও হতে পারে, ফিওদরের ওই রকম মনে হয়েছিল — সে ছাড়াও কৃষকদের অন্য অনেক কিছু চিন্তা করার ছিল। তারা নিজেদের মধ্যেও ঠাট্টা-তামাসা করতে পারে, এইভাবে সময়টা যত তাড়াতাড়ি কেটে যায়। তাদের চারিদিকে গোলাগুলি ছুটছে শিকার অন্বেষণে। যতক্ষণ না নির্দেশ আসছে স্থানান্তরে যাওয়ার ততক্ষণ এইভাবে বসে থাকা আর অপেক্ষা করা — আর চেষ্টা করা তাদের এই অপেক্ষা করার অন্তহীন ভীষণ মুহূর্তগুলোকে তাড়াতাড়ি কাটাতে! ছট্‌কে আসা গোলাগুলো অনেকদূর পর্যন্ত আসতে পারে — সোজাসুজি এই গাড়িগুলোর উপরও এসে পড়তে পারে। তাই শুধু পরিহাসছলে লোকে বলে থাকে যারা ভীতু তাদের পাঠান হয় মালপত্রের সঙ্গে।

একবার নিজে থেকে দেখো তবে না টের পাবে কত আরাম মালপত্রের সঙ্গে থাকা। লড়াইয়ের সারিতে যে সৈনিক তার কথা আলাদা — সেখানে সবার হাতে রাইফেল — হাজার হাজার লোক একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে আর তাদের সামনে রয়েছে মেশিনগান আর মেশিনগানওয়ালাদের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য রয়েছে গর্জনমুখর বড় বড়

কামান। সত্যিই লড়াইয়ের সারিতে থাকা অনেক সহজ! সেখানে গায়ে গায়ে লেপটে থাকার লোক পাবে — সবাই সায় দেবে। কিন্তু মালপত্রের সঙ্গে শ'দুয়েক কৃষক আর এই দু'শজনের জন্যে গোটা এগারো রাইফেল! রাইফেল তো এগারটি, কিন্তু গুলির কোন বালাই নেই। মেশিনগান একটা মোতায়েন আছে, তবে সেটার মেরামত প্রয়োজন। তাছাড়া দু'শজনের মধ্যে দেড়শ জনের পক্ষে গুলি ছোঁড়া দুরূহ ব্যাপার। আর বাকি পঞ্চাশজন যারা কিছুটা জানে তারা হয় পঙ্গু নয় ভীষণ দুর্বল, কেউ কেউ এতই দুর্বল যে বন্দুকই কাঁধে তুলতে পারবে না। তারা যা পারে তা শুধু কোনরকমে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকা। একেই বলে মালগাড়ি! আর এইসব মালগাড়ির প্রতি কসাকদের ভীষণ লোভ। খালি হাতেই যখন পারে তখন এগুলো লুঠ করবেই বা না কেন? হঠাৎ যদি একদল এসে আক্রমণ করে বসে কে তোমাকে রক্ষা করবে? কে তোমাকে সাহায্য দেবে? আর সাহায্য দিতে আসবেই বা কোথা থেকে? কসাকরা ঢুকে পড়বে গাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আর তাদের তরোয়াল দিয়ে গাড়োয়ানদের মাথাগুলো কেটে ফেলবে। এগারটা রাইফেল — সেগুলো নীরবই থেকে যাবে। কসাকদের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হবে না সেগুলো ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে। এরই নাম মালপত্রের সঙ্গে থাকা — ভীতুদের থাকবার উপযুক্ত স্থানই বটে! গাড়োয়ানরা যে আতঙ্কের মধ্যে থাকে, তা লড়াই সারিতে একেবারে অজানা!

তাই, যারা ভীরু তারাই যে কেবল মালপত্রের সঙ্গে থাকে — একথা যেমন মিথ্যা তেমনি অপমানজনক। যেখানেই থাকুক না কেন যারা ভীতু তারা সব সময়ই ভয়ে কম্পমান। লড়াইয়ের সারিতে সৈনিকদের ভীতির চেয়ে মালপত্রের সঙ্গে থাকার ভীতি আরও ভীষণ, আরও প্রচণ্ড।

ক্লিচকভের বিবেক তাকে শান্তি পেতে দেবে না। লজ্জায় ঘৃণায় তার অন্তর জ্বলে মরছে। সে না পারছে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে, না পারছে তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসায় যোগ দিতে। আর সেখান থেকে চলে যে যাবে তাই বা কোথায়? যাবার জায়গা তো আর নেই। দেড় ঘণ্টা সে সেইখানেই ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেয়। সে ওদের কাছে গিয়ে দেশলাই চায় — ঘোড়ার ঘাস, গাড়ির চাকার চর্বি, রুটি, টিনে করা সব খাবার

ইত্যাদি সম্বন্ধে ওদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করে। প্রশ্ন করে ওদের গ্রাম সম্বন্ধে — সেগুলো কাছাকাছি না অনেক দূরে। কিন্তু কোন ফলই হয় না। তার প্রশ্নগুলো ওদের কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক ঠেকে, বোকার মত শোনায় ক্লিচকভের এই সব কথা, শোনার যে কোনরকম আগ্রহ ওদের আছে তা মোটেই মনে হয় না। ওরা তাকে যেন সোজাসুজি এবং অভদ্রভাবেই এড়িয়ে যায়। অলস মুহূর্তগুলো যেন ফুরোতে চায় না। যেন সহস্র বৃশ্চিকের দংশন জ্বালায় তার অন্তর জর্জরিত হয়ে ওঠে, তার কাপুরুষতার, তার লজ্জার জন্য তারা যেন প্রতিশোধ তোলে।

সমগ্র অঞ্চলটি পরিব্যাপ্ত করে কামানের গর্জন ধ্বনিত হচ্ছে। এই গর্জনধ্বনি স্তেপভূমিকে এমন প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত করে তুলেছে মনে হয় যেন বিকটাকার কোন একটা জানোয়ার পলায়নের পথ অবরুদ্ধ দেখে উন্মত্তের মত দাপাদাপি করছে আর মৃত্যু ভয়ে দুঃসহ যাতনায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। গোলাবর্ষণের ফলে নতুন উৎসাহ নিয়ে নির্ভীক সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে গর্জন আর আর্তনাদ ভেদ করে। লাল ফিতে জড়ানো কালো ফারের টুপি মাথায় অশ্বপৃষ্ঠে চাপায়েভ ছুটছে লড়াইয়ের সারির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত — দৈত্যের ডানার মত তার কালো ফেল্টের ক্লোক বাতাসে পত পত করে উড়ছে। সবাই তাকে দেখতে পাচ্ছে, তার ঋজু কৃশ দেহ অশ্বপৃষ্ঠে সুগ্রথিত, এই মুহূর্তে এইখানে পর মুহূর্তে অন্যখানে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চলন্ত অবস্থায় সে তার নির্দেশ ঘোষণা করছে, প্রয়োজন মত সংবাদ জানিয়ে যাচ্ছে, শুনে নিচ্ছে তার প্রশ্নের উত্তর। কম্যান্ডাররা বেশ ভালভাবেই জানে তাদের চাপাইকে, দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে তারা অভ্যস্ত — অতিরিক্ত একটি কথাও তারা বলে না — মুহূর্তের বিলম্বও তাদের সয় না।

অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান অবস্থায় চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে চাপায়েভ:

'মেশিনগানগুলো সব নিরাপদ?'

'নিরাপদ।' সারির থেকে কেউ একজন উত্তর দেয়।

'ক' গাড়ি গোলাবারুদ আছে?'

'ছয়।'

'কম্যান্ডার কোন দিকে?'

'বামপার্শ্বভাগে।'

বামপার্শ্বভাগ অভিমুখে বেগে ছুটে যায় তার ঘোড়া।

হুড়মুড় করে সামনে ছুটে চলেছে সৈন্যবাহিনীর সারি। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে যায় কসাকদের মেশিনগানের ভয়ঙ্কর গুলিবর্ষণ। আত্মরক্ষার জন্য সৈনিকেরা শক্ত বরফের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। মৃতের মত তারা সেই অবস্থায় পড়ে থাকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়।

সৈন্যবাহিনীর পেছনে চাপায়েভ — দ্রুত নির্দেশগুলো দিতে দিতে চলেছে, কণ্ঠে তার কর্তৃত্বের দৃঢ়স্বর। কান পেতে সে জবাব শুনছে।

অবিলম্বে সে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে কামান শ্রেণীর অধিনায়কের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।

'হাওয়া-কলের উপর গোলাবর্ষণ কর!'

'হাওয়া-কলের মেশিনগানগুলো ধ্বংস করে দাও!'

'নির্দেশ না পেলে গ্রামের ওপর গুলি করবে না!'

তারপর আবার ঘোড়া ঘুরিয়ে সৈন্যবাহিনীর দিকে চলে গেল। কামানগুলো যেন আরও দ্রুত আরও ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন শুরু করেছে। কসাকরা মরিয়া হয়ে আক্রমণকারীদের অগ্রগতি রোধ করবার চেষ্টা করছে। হাওয়া-কলগুলো থেকে একটা বিরাট আওয়াজ শোনা যায় — হঠাৎ যেন চড় চড় করে সেগুলো ভেঙে চৌচির হয়। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো মেশিনগান গর্জন করে ওঠে। দুপক্ষের গোলাগুলি বর্ষণের তীব্রতা বাড়তে থাকে। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে লালফৌজের সৈনিকেরা। কসাকদের কামানের গোলাগুলো ক্রমশই আরও কাছে এসে পড়ছে। আশঙ্কায় হৃদয়ের স্পন্দন বুঝি থেমে যায়। মৃত্যুর এত কাছাকাছি — কসাকরা এত কাছে! তাদের যে ধ্বংস করতে হবে, বিপর্যস্ত করতে হবে শত্রুদের, শত্রুদের ঘাড় মুচড়ে দখল করতে হবে গ্রাম।

চাপায়েভের চোখে ঠিকরে পড়ছে আগুন। উদ্দাম গতিতে সে সৈন্য সারির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলেছে। তার দূতেরা সমানে ছুটছে যেখানে মেশিনগান, যেখানে গোলাবারুদ বোঝাই সব গাড়ি। নির্দেশ বহন করে তারা ছুটছে রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারের কাছে। কিম্বা সে

নিজেও যাচ্ছে কোথাও — বিরাম নেই। সৈন্যেরা দেখতে পাচ্ছে চতুর্দিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সে — তার গতি সর্বত্র। একজন অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে তার কাছে এসে খুব দ্রুত তাকে কী বলে যায়।

'কোথায়? বামপার্শ্বভাগে?' চাপায়েভ জিজ্ঞাসা করে।

'বামপার্শ্বভাগে।'

'ওরা কি সংখ্যায় অনেক?'

'হ্যাঁ।'

'মেশিনগানগুলো সব ঠিক ঠিক জায়গায় আছে তো?'

'হ্যাঁ, আমরা সাহায্যের জন্য খবর পাঠিয়েছি।'

অবিলম্বে চাপায়েভ বামপার্শ্বভাগ অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। সেইভাগে বিপদ ঘনিয়ে আসছে — দলবদ্ধভাবে কসাকরা সেইদিকে আক্রমণোদ্যত। দ্রুতবেগে ধাবমান তাদের ঘোড়াগুলোকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অতি নিকটে তারা এসে পড়েছে। চাপায়েভ পদাতিক বাহিনীর অধিনায়কের কাছে মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে পেঁছায়।

'এখান থেকে এক ইঞ্চি সরে আসবে না। যে যার সারিতে থাক — সমানে গুলিবর্ষণ করে যাও!'

তারপর সে ভূমির উপর শায়িত সৈন্যদের সারি বরাবর ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে থাকে।

'ভয়ের কিছু নেই। চুপচাপ শুয়ে থাক, — ওদের কাছে আসতে দাও। যে যার জায়গায় প্রস্তুত থাক — গুলিবর্ষণের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা কর!'

এই চরম মুহূর্তে সৈন্যদের এই ধরনের সাহসের কথার সত্যি সত্যি প্রয়োজন হয়। তার কণ্ঠস্বর তাদের চাঞ্চল্য প্রশমিত করে দেয়। চাপায়েভকে তাদের সঙ্গে দেখে তাদের বিশ্বাস শতগুণ বেড়ে যায় যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

কসাকদের দল বন্দুকের পাল্লায় এসে পড়ামাত্র শুরু হল গুলিবর্ষণ — প্রথমে একবার তারপর আবার। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানের আওয়াজ শুরু হয়ে যায় ...

র‍্যাট্‌-য়্যা-ট্যাট্‌! র‍্যাট্‌-য়্যা-ট্যাট্‌! র‍্যাট্‌-য়্যা-ট্যাট্‌! মেশিনগানের সামরিক বাদ্যের যেন শেষ নেই।

ক্র্যাক্-ক্র্যাক্-ক্র্যাক্-ক্! একটানা গুলিবর্ষণের সুতীক্ষ্ম সুস্পষ্ট আওয়াজ।

অশ্বারোহী দলের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। দ্বিধাগ্রস্তভাব দেখা যায় তাদের।

ক্র্যাক্। ক্র্যাক্। গোলাবর্ষণের তীব্রতা বাড়ছে। পরমুহূর্তেই তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপরে আর এক মুহূর্ত — ঘোড়াদের মুখ বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। কসাকরা পালাতে শুরু করে আর তাদের পিছনে পিছনে র‍্যাট্-য়্যা-ট্যাট্! ক্র্যাক্! ক্র্যাক্! র‍্যাট-য়্যা-ট্যাট্! র‍্যাট্-য়্যা-ট্যাট!

আক্রমণ প্রতিহত হয়ে যায়। সবাই উঠে দাঁড়ায়। তাদের বিবর্ণ মুখে উত্তেজনা ও আতঙ্কের ছাপ তখনও মুছে যায়নি। কয়েকজনের মুখে ফুটে উঠেছে ভীতিবিহ্বল হাসির রেখা। সংগ্রামী বাহিনী গ্রামের সীমারেখা পর্যন্ত পেঁাছে গেছে। অগ্রগতির বেগ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে। কসাকদের মেশিনগান সমানে অগ্নি উদ্গিরণ করে চলেছে, শাঁ শাঁ করে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসতে থাকে বুলেট। কিন্তু সৈন্যেরা এগিয়ে যায় — প্রথম কয়েকটা হাওয়া-কল তারা ছাড়িয়ে যায়। বেড়ার পাশে কিম্বা উঁচু মাটির ঢিবির আড়ালে তারা ছোট ছোট দলে গিয়ে গোপনে আশ্রয় নেয় — গ্রামের অভ্যন্তরে তাদের অব্যাহত প্রবেশ চলতেই থাকে।

হঠাৎ জয়ধ্বনি ওঠে:

'হুররে!!! কমরেডগণ — হুররে!!!'

সৈন্যদল চমকে ওঠে, শিউরে ওঠে। রাইফেল বাগিয়ে প্রচণ্ডবেগে শেষ আক্রমণের জন্য তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

কসাকদের মেশিনগান নিস্তব্ধ হয়ে গেছে — তাদের গোলন্দাজরা যে-যেখানে ছিল টুকরো টুকরো হয়ে কাটা পড়েছে। কোলাহলমুখর লালফৌজের বাহিনী দলে দলে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করতে থাকে। দূর-দূরান্তে অদৃশ্য হয়ে যায় কসাকদের সর্বশেষ অশ্বারোহীর চিহ্নরেখা।

স্লামিখিনস্কায়া গ্রামটি লালফৌজের দখলে আসে।

বিব্রত লজ্জিত ফিওদর ক্লিচকভ তার লজ্জাকর আশ্রয়স্থল ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। সংগ্রামভূমি অভিমুখে আবার সে রওনা হয় অশ্বপৃষ্ঠে।

সেখানে কী যে হচ্ছে তার জানা নেই। কিন্তু সে শুনতে পায় গোলাবর্ষণের আওয়াজ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসতে আসতে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

মনে মনে ভাবে, "নিশ্চয় আমাদের সৈন্যেরা গ্রামে প্রবেশ করেছে। কিম্বা তার উল্টোটাও তো হতে পারে। তারা বেষ্টিত হয়ে পড়ে একটার পর একটা আক্রমণ প্রতিহত করে শেষকালে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। হয়তো এখনও চলেছে কসাকদের বীভৎস হত্যাকান্ড। মিনিট দশেকের মধ্যে তারা এখানে এই মালগাড়িগুলোর কাছে এসে পড়বে। তারা ধরে ফেলবে গাড়িগুলোর সঙ্গে আমাকে, কমিশারকে।" এর চেয়ে অপমানকর আর কী হতে পারে। ফিওদরকে স্বীকার করতেই হল তার প্রথম যুদ্ধে সে সাহসের অভাব দেখিয়েছে — খেঁকী কুত্তার মত ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে — এইভাবে তার সব আশা-আকাংক্ষা সে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। সংগ্রামের সারি থেকে, যুদ্ধক্ষেত্রের গোলাগুলি থেকে সে যখন অনেক দূরে ছিল তখন যে সব শৌর্য-বীর্য, সাহসের কথা কল্পনা করত — সে সব তার কোথায় ভেসে গেল!

যেখান থেকে সে ঘণ্টাদুয়েক আগে বেহায়া ভীতুর মত দ্রুত পালিয়ে এসেছিল সেদিকে এখন নিজের অপরাধের দরুণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সে অতি ধীরে ধীরে চলেছে। যে ঢিবিটার আড়ালে সে গাড়োয়ানদের পাশে আশ্রয় নিয়েছিল তার পাশ দিয়ে তার ঘোড়া চলেছে। সেখানে ঠিক তার কাছাকাছি সে দেখে একটা বিরাট গর্ত — আর তার চারপাশে বরফগুলো রক্তে রাঙা। এখানে রক্ত এল কোথা থেকে? আর কার এই রক্ত? তখনও এ সংবাদ শোনেনি যে সেখানে একটি গোলা এসে পড়ে যে সব গাড়োয়ানদের সঙ্গে সে কিছুক্ষণ আগে আলাপ করছিল তাদেরই তিনজনকে নিহত করেছে।

ঢিবিটা পার হলেই পরিষ্কার সমতলভূমি। এখান দিয়েই তো লালফৌজ অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু এখন তারা কোথায়? গ্রামে প্রবেশ করেছে? না হয়তো সেই উজেন নদীর সুদূর তটে? হয়তো কসাকরা তাদের সেখানে বিতাড়িত করে দিয়েছে। গ্রামের ভিতর দিয়ে সোজা তাড়িয়ে নিয়ে গেছে তাও হতে পারে।

চিন্তাভাবনায় সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ঠিক এই মুহূর্তে আর একজন অশ্বারোহী এসে হাজির হয়। সেও নিশ্চয়ই তারই মত "মেশিনগানের খোঁজে" গিয়েছিল। সে এসেই বোকার মত অসংলগ্ন আজেবাজে বকতে শুরু করে দেয়। ফিওদর তার মুখের চেহারা দেখেই বুঝে ফেলে যে তারা দুজনেই একই ব্যারামে ভুগছে।

ফিওদরের কাছে এসে নবাগত জিজ্ঞাসা করে, 'আমাদের সবাই কোথায়?' ভাবখানা এমন যেন তার কিছুই ঘটেনি।

'আমি নিজেই তো তার খোঁজ করছি।' উত্তর দেয় ফিওদর। বিরক্তি আর লজ্জায় সে অভিভূত হয়ে পড়েছে। পরস্পর পরস্পরের অন্তরে যে কী পরিমাণ গ্লানি বহন করছে তা বেশ বুঝতে পারে।

'তারা হয়তো এর মধ্যে গ্রামে ঢুকে পড়েছে, কী বলেন?' আগন্তুক জিজ্ঞাসা করে। জোর করে একটা হাই তোলে সে — দেখাতে চায় তার মানসিক স্থৈর্য অটুট রয়েছে।

'হতেও পারে।' সায় দেয় ফিওদর।

'তাহলে আমরা যাই, কী বলেন?'

'কোথায়?'

'গ্রামের ভিতর।'

'কিন্তু কসাকরা যদি সেখানে থাকে?'

'তা বোধহয় না — আমাদের সৈন্যেরা গ্রাম নিশ্চয়ই দখল করে নিয়েছে — কিন্তু তবুও যদি ...'

'কথা তো তাই! তারা যদি আমাদের ধরে ফেলে তবে তো দফা শেষ।'

এইভাবে চলতে থাকে তাদের কথাবার্তা। একজন যতবার বলে যে তাদের গ্রামে যাওয়া উচিত, আর একজন ঠিক ততবারই না যাওয়ার যুক্তি খাড়া করে — বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার কথা আর গ্রামটি ঠিক কাদের দখলে আছে কোন কৌশলে তা আগে থেকে জেনে নেওয়ার কথা বলে।

এইভাবে কথা বলতে বলতে তাদের খেয়ালই নেই যে তারা ক্রমে ক্রমে গ্রামের খুব নিকটে পেঁাছে গেছে। তখন গ্রাম থেকে তারা মাত্র আধ মাইল দূরে। হাওয়া-কল থেকে তাদের পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে —

তাদের পালানর আর কোন উপায় নেই। আর তাদের যদি কেউ তাড়াও করে এখন আর পালানর কোন অর্থই হয় না — হাওয়া-কল থেকে ওরা তো মেশিনগান দিয়ে ওদের টুকরো টুকরো করে দিতে পারে।

অজানা আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে তারা এইভাবে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। ভয়ে শিউরে উঠছে তবুও চলছে এগিয়ে।

গ্রামের শেষ প্রান্তের কুটিরগুলো থেকে কিছুটা দূরে তাদের দেখা একটা দশ বছরের ছেলের সঙ্গে।

'এই ছোকরা! এই পথ দিয়ে লালফৌজেরা গেছে?'

'তারা তো গ্রাম দখল করে নিয়েছে।' মহা উল্লাসে চিৎকার করে উত্তর দেয় ছেলেটা। 'তোমরা আসছ কোথা থেকে?' সে জিজ্ঞাসা করে।

'পালা এখান থেকে, খেলা করগে যা — যুদ্ধের সব কথা বলতে নেই।' গুরুজনের মত উত্তর দেয় ফিওদর, ছেলেটির অহেতুক কৌতূহল ও দুষ্টুমিকে সে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই শোনামাত্র ফিওদরের সহযাত্রী ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। ক্লিচকভ গ্রামে প্রবেশ করে। শান্ত হলেও অপমানজনক অস্বস্তিকর চিন্তা থেকে রেহাই সে পায় না। নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে এই ভেবে যে প্রথমবারের যুদ্ধে সব আনাড়িদের এই দশাই ঘটে — এর পরে দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয়বারের পর সেও প্রমাণ করে দেবে তার যোগ্যতা।

ফিওদরের কথা মিথ্যে হয়নি। বছরখানেক পরেই এক যুদ্ধে লালফৌজের গৌরবজনক সাফল্যে তার ভূমিকার স্বীকৃতি হিসাবে তাকে অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার-এ অলঙ্কৃত করা হয়। এই প্রথম যুদ্ধে সে যে শিক্ষা পেল তা যেমন কঠোর তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। স্লামিখিনস্কায়ায় তার যা দশা হয়েছিল এর পরে কোন দিনই গৃহযুদ্ধ চলাকালীন এমন অবস্থায় আর সে কক্ষনো পড়েনি — যদিও এই যুদ্ধের চেয়ে সাতগুণ জটিল কঠিন অবস্থার মধ্যে তাকে বহুবার পড়তে হয়েছে। সাহস, বাহ্যিক প্রশান্তি, আত্মসংযম, অবস্থার গুণাগুণবিচার করে দ্রুত কর্তব্য নিরূপণ করার দক্ষতা — তার আকাংক্ষিত এই সব গুণাবলীর অনুশীলন সে করতে থাকে। সবকিছুই অবিশ্যি একদিনে হয়নি, তাকেও সেই প্রাথমিক

চাঞ্চল্য ও ভীরুতা অতিক্রম করে সর্বজন সমাদৃত উপরোক্ত অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করার জন্য অনিবার্য পথেই যেতে হয়েছিল।

পথে লোকজন যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাদের সামরিক সদর দপ্তর কোথায় স্থাপিত হয়েছে এই প্রশ্ন করার সময় ক্লিচকভ লক্ষ্য করে সবাই তাড়াতাড়ি করে যা হয় একটা উত্তর দিচ্ছে। তাদের যেন উত্তর দিতে বেশ অনিচ্ছা কিম্বা কোথাও যাওয়ার জন্য তারা মহা ব্যস্ত। গ্রামময় যেন কর্মব্যস্ততার একটা ভাব — উন্মাদনা আর উত্তেজনা চতুর্দিকে উপ্‌ছে পড়ছে। কসাকদের হাত থেকে গ্রাম কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের বিতাড়িত করা হয়েছে। আর তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করার ভার যে বাহিনীর উপর ন্যস্ত তারা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। সুতরাং সামরিক কোন বিপদের আশঙ্কা কিম্বা সামরিক প্রস্তুতি এই উত্তেজনার কারণ হতে পারে না। তাহলে ব্যাপারখানা কী?

অলক্ষিতভাবে সে সদর দপ্তরে গিয়ে পৌঁছায়। কারপভ নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি এটা — বাড়িটি খুব বিরাট। সবাই এখানে উপস্থিত — চাপায়েভ, তার লোকজন আর য়োজিকভ। য়োজিকভকে ফিওদরের বেশ ভালভাবেই মনে আছে। ব্যাপারখানা কী তারও বুঝতে দেরী হয় না — পলাতকের দিকে সে চেয়ে থাকে — মুখে চাপা হাসি।

'কী খবর কমরেড ক্লিচকভ? পেছনকার সৈন্যদলকে চালিয়ে এলে নাকি?' য়োজিকভের চোখ শ্লেষ মিশানো হাসিতে ভরা।

'হ্যাঁ — আমি ওখানে একটু আটকে পড়েছিলাম।' আমতা আমতা করে জবাব দেয় ফিওদর, তারপরই চাপায়েভের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করে:

'ফৌজের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে?'

'তার ব্যবস্থা এখন করা হচ্ছে। উরালস্ক থেকে ভাল খবর এসেছে। তারা ওখানে এগিয়েছে। লুবিশ্চেনস্কের পথ তারা এখন মুক্ত করছে।'

'এটা একটা কাজের মত কাজ হচ্ছে। আর সাখার্নায়া গ্রাম নিয়ে কী করব?'

তার উপস্থিতি এখানে কেমন বেমানান আর অপ্রয়োজনীয় দেখাচ্ছিল; তার প্রশ্নগুলিও অনুরূপ বেখাপ্‌পা ও যুক্তিহীন শোনাচ্ছিল। "এরা

সবাই ছিল সংগ্রামের সারিতে।” সে মনে মনে ভাবে, “এরা জীবন বিপন্ন করে লড়েছে — আর আমি এখন দু'ঘণ্টা পরে এসে হাজির হয়েছি।”

অনুতাপের আগুনে তার হৃদয় পুড়ে যেতে থাকে। অপমানে চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে।

দলে দলে কৃষক রমণী এই বাড়ির দিকে আসছে। তাদের হাত পা নাড়া আর মুখভঙ্গি দেখে বোঝা যায় তারা কিছু একটা নিয়ে শান্ত্রী ও আর্দালীদের সঙ্গে তুমুল বচসা বাধিয়েছে আর সদর দপ্তরে পৌঁছানর জন্য বৃথা চেষ্টা করছে। জানলা দিয়ে বেশ দেখা যায় যে তাদের আসতে দেওয়া হচ্ছে না। লালফৌজদের তাচ্ছিল্য আর অবিচলিত ভাব দেখে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায়। ফিওদর ঘর থেকে বের হয়ে এসে খোঁজ নেয় ব্যাপারখানা কী। সে জানতে পারে তারা এসেছে নতুন অতিথিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। তারা জানাতে এসেছে যে লালফৌজের লোকজন সব ওদের মালপত্র কেড়েকুড়ে নিতে লেগেছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে তাদের সঙ্গে তাদের বাড়িতে বাড়িতে যায়। কার কী খোয়া গেছে খোঁজখবর নিয়ে লিখে নেয়। আর এইসব জিনিস উদ্ধার করে তাদের ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এই কথাও দেয়।

লুঠতরাজ যে ঘটেছে এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই। লালফৌজের ও শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদের উভয় পক্ষের তরফ থেকে এই ধরনের ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে দেখার সুযোগ ফিওদর বহুবার পেয়েছে। লুঠতরাজ এমন একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রথা যে যতদিন যুদ্ধ থাকছে এর বিরুদ্ধাচরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আর এ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা তো একেবারে অসম্ভব। একমাত্র যুদ্ধ বন্ধ হলে তবেই তার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের লুঠতরাজ করার প্রথা উঠে যেতে পারে। তা বলে এর অর্থ এই নয় যে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অসম্ভব। তাছাড়া এই সংগ্রামে সুফলও যথেষ্ট হতে পারে।

ফিওদরের চোখে পড়ে এমন কতকগুলো চুরি যার কোন অর্থই হয় না। তার মূলে যে অর্থলাভের উদ্দেশ্য আছে তাও নয়। যেমন লালফৌজের একজন অতিকষ্টে একটা বিরাট বোঝা টেনে নিয়ে চলেছে।

‘তোমার ওতে কী সব আছে — দেখি তো!’

সে ধীরে ধীরে বোঝাটা খুলে সব জিনিস মেলে ধরে বরফের উপর — বাচ্চাদের শার্ট, কাঁথা, নানান ধরনের খেলনা, কাপড়ের সব টুকরো আর পুরান পোষাক।

'এ সব নিয়ে তুমি কী করবে বাপধন বল তো?'

কোন জবাবই সে দেয় না। সে নিজেই বোঝে যে এগুলো তার কোন প্রয়োজনেই আসতে পারে না।

'এগুলো তুমি নিয়েছ কিসের জন্য? তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'কেন, সবাই তো কিছু না কিছু নিয়েছে। আমরা তাই এগুলো নিয়েছি।'

'বেশ, কিন্তু কিসের জন্য?'

'আমি কি জানি?'

'একজন মহিলা আমার কাছে অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। তার জিনিসের জন্য সে কত কাঁদছে আর চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার এই সবগুলো নিশ্চয়ই তার জিনিস।'

'হতে পারে, সে এসে নিয়ে যাক সব।' ছেলেটির কোন আপত্তি নেই। দুঃখও নেই।

'তার নেওয়ার ব্যাপার না — তোমাকে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে,' ফিওদর বেশ জোর দিয়েই বলে, রাগ করে নয়—একটু বন্ধুত্বের সুরেই বলে।

'বেশ আমিই দিয়ে আসছি,' সে তাতেই রাজী। 'নিশ্চয়ই তো, মহিলাটিকে কেন কষ্ট করতে হব—আমিই তো নিয়ে যেতে পারি। বললেই আমি যাব।'

বোঝাটা কোথা থেকে এনেছে জেনে নিয়ে ফিওদর তার সঙ্গে সেখানে যায়। সে ঘরের মধ্যে ঢুকে নিঃশব্দে সেগুলো একটা খালি লোহার খাটের উপর রেখে দেয়। তারপর কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে দরজাটা খুলে কোন কথা না বলেই বেরিয়ে যায়।

আর একজন লালফৌজের সৈনিকের সঙ্গে দেখা হয় ফিওদরের। তার মাথায় একটা কাগজের তৈরী প্যারাম্বুলেটার। এটা হয় সে নিয়েছে উনানে দেবে বলে, নয় এটা তার একটা খেয়াল। সৈন্যদের কত রকমের যে উৎকট

খেয়াল আছে তার অন্ত নেই। তাদের চিত্তবিনোদনের ধরনও সব বিচিত্র।

তাগড়া জোয়ান কেউ গিয়ে চেপে ধরবে এক ঝাঁকড়া চুলওলা কৃষক ছোকরাকে — তার বিরাট জুতোয় চাপ চাপ কাদা; তার উরুর ওজন তিন পুড আর মাথার কোঁকড়া চুলের ওজন আধ পুড। তাকে বগলদাবা করে চেপে নিয়ে যাবে চমৎকার একটা বাচ্চাদের গাড়ির কাছে। আর এই বাচ্চা সমানে চেঁচাতে শুরু করবে আর হাত পা ছুঁড়বে। এমন চিৎকার করবে যে রাস্তার লোকজন ভয় পেয়ে যাবে। রুশদের গ্রাম কি কসাকদের গ্রাম এমনকি সহরেও এই খেলার ধরন সর্বত্র একরকম। বেচারী যত জোরেই চিৎকার করুক না কেন এই খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার রেহাই নেই। চারিদিক থেকে অন্যেরা ছুটে আসবে, সাহায্য করার জন্য সবাই মিলে একে চেপে ধরে হাত পা বেঁধে ঠেসে ধরবে ওই বাচ্চাদের গাড়ির মধ্যে। গাড়ির সঙ্গে আষ্টে-পিষ্টে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে যাবে একটা খুব খাড়া গড়ান জায়গায়, তারপর সেখানে গিয়ে ওই গাড়িশুদ্ধ তাকে দেবে ঠেলে আর ওল্‌ট-পাল্‌ট খেতে খেতে বেচারীর জান বেরিয়ে যাবে। কী উল্লাসই না হবে সবার — 'হাঃ হাঃ! চমৎকার!'

কিন্তু এখানে প্যারাম্বুলেটারের ব্যাপারটা আগেকার সেই বাণ্ডিলটার ব্যাপারের মতই চুকে যায়। বিন্দুমাত্র দুঃখ না করে ছোকরাটা ক্লিচকভকে প্যারাম্বুলেটারটা ফেরৎ দেয়। এর উপর সুন্দর কাজ দেখে ওর লোভ হয়েছিল মাত্র।

খুঁজে-পেতে বহু জিনিসই মালিকের কাছে ফেরৎ দেওয়া হয়। গ্রামে শান্তি ফিরে আসে। অভিযোগ আসাও বন্ধ হয়। চাপায়েভ সমস্ত কম্যাণ্ডারদের একযোগে ডেকে পাঠানর আদেশ দেয়। তারা সকলে সমবেত হলে সে তাদের কঠোর ভাষায় নির্দেশ জানায় সব সৈন্যদের মধ্যে ঢালাও তল্লাসী করার জন্য এবং চোরাই মাল যাদের কাছে পাওয়া যাবে তাদের গ্রেফতার করার জন্য। তারপর সব জিনিস উদ্ধার করে একটা নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে হবে। বণ্টন করার জন্য একটা কমিটিও ঠিক করে দেওয়া হয়। এই কমিটি যাদের যাদের জিনিসপত্র খোয়া গেছে তাদের ডেকে সেইসব জিনিসপত্র ফেরৎ দেবে, কিন্তু যদি তারা গরীব শ্রেণীর হয় তবেই ফেরৎ পারে। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাউকেই এক কানাকড়ির জিনিসও

দেওয়া হবে না। তাদের সব জিনিস রেজিমেণ্টের ফাণ্ডে জমা পড়বে — এবং এইজন্য অবিলম্বে এই ফাণ্ড গঠন করে ফেলতে হবে। যে সব সৈন্যেরা স্বেচ্ছায় জিনিসপত্র ফেরৎ দেবে তাদের গ্রেফতার করা হবে না। তাছাড়া সমস্ত সৈন্যদের দু'ঘণ্টার মধ্যে ময়দানে এসে জমায়েৎ হতে হবে—তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে বক্তা "স্বয়ং চাপায়েভ"। নির্দেশটা এইভাবে ঘোষণা করতে হবে — "চাপায়েভ নিজে কিছু বলতে চায়"।

দু'ঘণ্টা পরে, পেতকা ইসায়েভ চাপায়েভের কাছে সংবাদ নিয়ে যায় লালফৌজ বাহিনীর সকলে ময়দানে সমবেত হয়েছে, তারা তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। ঠিক সেই সময় এক রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার এসে উপস্থিত হতেই চাপায়েভ আর সে একত্রে ময়দানের অভিমুখে রওনা দেয়। পথে কম্যাণ্ডারটি চাপায়েভকে সৈন্যদের মতিগতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে দেয়।

ফিওদর এই প্রথম শোনে চাপায়েভের বক্তৃতা। এই ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ বাগাড়ম্বর ফিওদর বহুকাল শোনেনি। শ্রমিক শ্রেণীর শ্রোতাদের কাছে বক্তা হিসাবে চাপায়েভ খুবই কাঁচা, এমনকি একেবারে অচল বলা চলে। তার বক্তৃতার ধরন দেখে তারা না হেসে পারত না। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। তার বক্তৃতা বিস্ময়কর সফল হল। যে প্রশ্ন আলোচনার জন্য সে সৈন্যদের সমবেত করেছে কোনো ভূমিকা কিংবা ব্যাখ্যা না করে সে লুঠতরাজের সেই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করে দেয় বক্তৃতা। বলতে বলতে আজেবাজে যা খুশি টেনে আনে — যা মনে আসে তাই বলে যায়, তারপর মূল বক্তব্যের সঙ্গে তাকে কোনরকমে জোড়াতালি লাগিয়ে দেয়। তার বক্তৃতায় মাত্রাবোধের কোন বালাই তো নেই, তাছাড়া না আছে সংগতি কিম্বা মূল বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা। তবুও এত দোষত্রুটি সত্ত্বেও তার বক্তৃতা প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করে। একটা ভাসা ভাসা প্রভাব যা সহজেই মন থেকে মুছে যাবে — মোটেই তা নয়। এ একেবারে পাকা ব্যাপার — এর আবেগ যেমন শাণিত, এর প্রভাব তেমন সুদূর-প্রসারী। সমগ্র বক্তৃতাটি অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও উদ্দীপনাপূর্ণ প্রায় ছেলেমানুষের মত সততা ও সারল্য মাখান তার প্রাঞ্জল বক্তৃতাটি শোনার সময় তার এলোমেলো ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা

শুনে মনে হবে না এগুলো সব আবোলতাবোল বুকনি কিম্বা হেঁয়ালি। এ হচ্ছে একটা মহৎ হৃদয়ের আবেগসঞ্জাত উচ্ছ্বাস, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত বিশ্বাসের বাণী, এ যেন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বীরোচিত প্রতিবাদের আহ্বান — এ এক দৃপ্ত মর্মস্পর্শী আহ্বান — বলা যেতে পারে আদেশ। শুধু আবেদন নয়, সত্যের নামে, সত্যের জন্য যে আদেশ করতে হয় কী ভাবে তা ভাল করেই তার জানা ছিল।

'আমি আদেশ করছি তোমরা আর কোনদিন কক্ষনো কোন জিনিস চুরি করে নেবে না। যারা বদমায়েস পাজী তারাই ওসব করে। আমার কথা বুঝতে পারলে?'

গগনবিদারী চিৎকারে সহস্র সহস্র উল্লসিত জনতা তার এই নির্দেশের প্রতি সমর্থন জানায় — অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসে তাদের এই সমর্থনের অঙ্গীকার। উৎসাহে উত্তেজনায় তারা অধীর হয়ে ওঠে। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তারা শপথ গ্রহণ করে। তাদের প্রিয় নেতাকে প্রতিশ্রুতি দেয় তারা আর কোনদিন লুঠতরাজের প্রশ্রয় দেবে না — আর কোনদিন যদি কেউ কোথাও এ কাজে হাত দেয় সেইখানে সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাই তাকে গুলি করে মেরে ফেলবে।

খুব দুঃখের বিষয় যে তারা তখন ঠিক এই কথা উপলব্ধি করতে পারেনি যে যুদ্ধ চলাকালীন লুঠতরাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব নয় — এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাদের তখনকার প্রতিশ্রুতির মূলে কিন্তু বিশ্বাসের দৃঢ়তা ছিল। সত্যি সত্যিই তারা কমিয়েছিল লুঠতরাজের পরিমাণ — একেবারে সেই পরিমাণ পর্যন্ত, যুদ্ধক্ষেত্রে যার চেয়ে কমানো একেবারে অসম্ভব।

চাপায়েভের বক্তৃতার বিশেষ বিশেষ স্থান ফিওদরের মনে গেঁথে থাকে।

'কমরেডগণ!' তার তীব্র কণ্ঠস্বর সমগ্র ময়দানময় পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। 'এখানে যা সব কাণ্ডকারখানা শুরু হয়েছে তা আমি সহ্য করতে রাজী নই। এখন থেকে চুরির ব্যাপারে যে ধরা পড়বে তাকে গুলি করে মারা হবে। সবার আগে আমি গিয়ে সেই বদমায়েসকে গুলি করব — আমার এই হাত দিয়ে গুলি করব।' তার মুষ্টিবদ্ধ ডানহাত শূন্যে সঞ্চালিত হতে থাকে। 'আমি যদি ধরা পড়ি, আমাকে গুলি করবে --

চাপায়েভকে খাতিরের কোন প্রয়োজন নেই। আমি তোমাদের সেনানায়ক— সত্যি, কিন্তু তা শুধু সজ্জিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যতক্ষণ ততক্ষণ। অন্য সময়ে আমি তোমাদের সঙ্গী। দুপুর রাত্রে কি তারও পরে তোমরা আসতে পার আমার কাছে, দরকার হলে আমার ঘুম ভাঙালেও আপত্তি নেই। সব সময় আমি আছি তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে সব সময় রাজী। যা বলা উচিত তা বলব। আমি খেতে বসেছি, বসে পড়ো আমার সঙ্গে, খাও। চা খাচ্ছি, বেশ, আমার সঙ্গে বসে চা খাও। আমি হচ্ছি এই ধরনের সেনানায়ক!'

এই ধরনের প্রগলভতা, ছেলেমানুষের মত বড়াই করা ফিওদরের মোটেই ভাল লাগে না। কিন্তু চাপায়েভের ওসব বালাই নেই। একটু দম নিয়ে সে আবার শুরু করে:

'এই ধরনের জীবনের সঙ্গে আমার খাপ খায়, এতেই আমি অভ্যস্ত। ওই সব আকাদেমির বিদ্যে আমার জানা নেই। আমি সেখানে শেষ পর্যন্ত থাকতেই পারি না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমার হাত দিয়ে গড়ে উঠেছে চৌদ্দটা রেজিমেণ্ট। আর প্রত্যেকটিরই অধিনায়কত্ব করেছি আমি। আর সব জায়গায় শৃংখলাও ছিল কেমন দৃঢ়। কোন চুরি ডাকাতি ছিল না। কেউ গীর্জা থেকে কোন পাদরীর পোষাক চুরি করে আনেনি।

'আর তুই কুত্তীর বাচ্চা — তুই কী? পাদরী? পাদরীর পোষাক পরার সখ হয়েছে তোর? নইলে বল, কিসের জন্য চুরি করে এনেছিস?'

ভয়ঙ্কর মূর্তি চাপায়েভ এক পাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। তার তীক্ষ্ম মর্মভেদী দৃষ্টি যেন এই অগণিত সৈন্য-জনতার মাঝখান থেকে সেই বদমায়েসটিকে খুঁজে নিতে চায়।

'পাদরীরা স্বভাবতই মিথ্যেবাদী। আর তা তো হবেই।' পরম প্রতীতির সঙ্গে ঘোষণা করে চাপায়েভ। 'লোক ঠকিয়েই তো তারা খায়। আর নাই যদি ঠকাবে তবে তারা কিসের পাদরী? তারা বলে লেণ্ট-এর সময় মাংস খাবে না। নিজেরা ওদিকে রোষ্ট করা হাঁস দিয়ে আচ্ছা করে পেট ভর্তি করে, আর তোমরা শোন শুধু হাড় চিবানর শব্দ। ওদের একমাত্র পেশা চুরি, আর ওরাই তোমাদের বলে পরের দ্রব্য অপহরণ করা অন্যায়। এই সবের জন্যই তো সবাই আমরা ওদের ওপর হাড়ে হাড়ে

চটা। এ কথা খাঁটি। কিন্তু তবুও, যার যা ধর্ম সে তাই নিয়ে থাকুক। তোমাদের তো আর কামড়াতে আসছে না। কী? আমি ঠিক বলছি কিনা?'

একেবারে মোক্ষম কথা। চাপায়েভও ঠিক বোঝে। তাই এই সময় কায়দা করে সে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করে।

কৃষক পরিবার থেকে আসা লালফৌজের এই সব সৈনিক। চাপায়েভের বক্তৃতা শুনে একেবারে গরম হয়ে ওঠে। উন্মত্ত চিৎকার ফেটে পড়ে চারিদিক থেকে, বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকায় অবরুদ্ধ আবেগ তারা যেন ব্যক্ত করার সুযোগ পায়।

আর এরই জন্য চাপায়েভ এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সমর্থন পুরোপুরি তার পক্ষে এসে গেছে। এখন যেভাবেই সে তার বক্তৃতার বাকী অংশটুকু বলুক না কেন তার সাফল্য সুনিশ্চিত।

'তোমরা এর ওর বাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে আসছ, কিন্তু ওসব জিনিস তো তোমাদেরই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এগুলো কোথায় যাবে বল — তোমাদের ভোগে ছাড়া কার ভোগে লাগবে? বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ধর যদি একশটা গরু কেড়ে নেওয়া হয় তবে প্রত্যেক কৃষক পিছু একটা করে একশজনের মধ্যে একশটা গরু আমরা ভাগ করে দেব। জামাকাপড় নিলেও ওমনিভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। কী, ঠিক বলছি কি না?'

'ঠিক, ঠিক,' চতুর্দিক থেকে রব ওঠে।

আবেগে উত্তেজনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শ্রোতাদের মুখমণ্ডল। আনন্দ উল্লাস উপছিয়ে পড়ে তাদের দু'চোখ বেয়ে। ছোট ছোট কথার টুকরো, ঠাট্টা-তামাসা, মাথা নাড়া, চোখমুখের উত্তেজিত নানান ধরনের ভঙ্গির মাধ্যমে সাধারণ সৈনিকরা প্রকাশ করে তাদের সন্তোষ, তাদের সমর্থন, আর সম্মতি। চাপায়েভের মুঠোর মধ্যে জনতা এসে গেছে। তার চিন্তার ভাবনার সরিক করে ফেলেছে সে তাদের সবাইকে।

'কোন জিনিস তোমরা নেবে না,' চিৎকার করে সে জানিয়ে দেয়। শূন্যে উত্তোলিত তার বাম হাত কাঁপতে থাকে। মুহূর্তের জন্য মনে হয় ঠিক কোন কথাটি লাগসই তা ভেবে পাচ্ছে না। 'আবার বলছি, কোন

জিনিস তোমরা নিজেরা নেবে না, সব জমা দেবে তোমাদের কম্যান্ডারের কাছে। বুর্জোয়াদের কাছ থেকে নেওয়া প্রত্যেকটি জিনিস দিয়ে দেবে। কম্যান্ডার সেগুলো বিক্রি করে টাকাটা জমা রাখবে রেজিমেণ্ট ফান্ডে। তুমি আহত হলে, সেই ফান্ড থেকে তোমাকে দেওয়া হবে একশ রুবল, আর তুমি যদি নিহত হও, তোমার পরিবারের প্রত্যেককে দেওয়া হবে একশ রুবল করে। কেমন, আমার কথা ঠিক না ভুল?'

এর পরের যে অবস্থা তা বর্ণনা করা যায় না। উৎসাহে উন্মাদনায় সকলে একেবারে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তাদের চিৎকার পরিণত হয় উন্মত্ত উল্লসিত গর্জনে। তাদের উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলে চাপায়েভ তার বক্তৃতা শেষ করে, 'সব জিনিস যাতে জমা হয় সে বিষয়ে যেন খেয়াল থাকে। যা নিয়েছ তার শেষ টুকরাটি পর্যন্ত যেন জমা পড়ে। তারপর আমরা দেখব কোন কোন জিনিস ফেরৎ দেওয়া হবে আর কোন কোন জিনিস রেখে দেওয়া হবে ভবিষ্যতে তোমাদের সাহায্য দেওয়ার জন্য। বুঝলে তো আমার কথা? চাপায়েভের যা কথা তাই কাজ। তোমরা যতক্ষণ আদেশ পালন করবে আমি তোমাদের বন্ধু, কিন্তু যদি শৃংখলা না মান, তবে একথা বললে চলবে না যে আগেভাগে আমি তোমাদের হুঁশিয়ার করে দিইনি।'

তার বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী করতালি আর জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে সমস্ত সভা প্রাঙ্গণ।

চাপায়েভের পরিত্যক্ত মঞ্চে লাফ দিয়ে ওঠে একজন লালফৌজের সৈনিক। নিমেষের মধ্যে সে খুলে ফেলে তার ওভারকোট। তারপর জামা উঠিয়ে কোমর থেকে টেনে বের করে আনে কসাকদের রূপোর তৈরী একটা ভারী বেল্ট।

'এই দেখো কমরেডগণ,' চিৎকার করে সে শোনায় সবাইকে। বেল্টটি উঁচু করে শূন্যে দোলাতে থাকে। 'সাত মাস ধরে এই বেল্টটি পরছি। যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া এ জিনিস, নিজের হাতে লোকটিকে মেরে তার কোমর থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এই বেল্ট। তবু আমি এটা দিচ্ছি। কী কাজে লাগবে আমার? আমার কোন প্রয়োজন নেই। সকলের সাহায্যের জন্য এটা জমা হোক। আমাদের সাহসী সেনানায়ক কমরেড চাপায়েভ জিন্দাবাদ!'

আবার জনতা দারুণ হাততালি দিয়ে ওঠে।

চাপায়েভের বক্তৃতার প্রভাব যে কত গভীর ফিওদর বুঝতে পারে। এর পরিণতি দেখে সে খুশিই হয়। কিন্তু তবু সেই "একশটা গরু" আর "সমানভাবে ভাগ করতে হবে" যে জামাকাপড়গুলো তার কথা মনে করে সে একটু চিন্তিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া রেজিমেণ্ট কমিটি সম্বন্ধেও তার মনে সন্দেহ থেকে যায়।

সে চাপায়েভকে বলে, 'কমরেড চাপায়েভ, আমি লালফৌজের সবার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। তাছাড়া তাদের কাছে দেশের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে দুচার কথা বলতেও চাই। আপনি শুধু উঠে একবার জানিয়ে দিন যে এবার আমাদের কমিশার কমরেড ক্লিচকভ বলবে।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে চাপায়েভ ফিওদরকে পরিচিত করে দেয়। ফিওদর শুরু করে বিভিন্ন রণাঙ্গনের যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা, কলচাক দেনিকিন ও অন্যান্য শ্বেত সেনানায়কদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলেছে তার কথা। সে আন্তর্জাতিক অবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেয়। আর দুচার কথার মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কথাও সেরে নেয়। বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণার ছলে ও সেগুলোর ব্যাখ্যা হিসাবে সে চাপায়েভের উদাহরণগুলো ব্যবহার করে। সরাসরি সেগুলোকে সে বাতিল না করলেও এমনভাবে সে "ব্যাখ্যা করে" যাতে মূল বিষয়ের বিশেষ কিছুই আর থাকে না, সবকিছুই উড়ে যায়।

চাপায়েভের বক্তব্যর বিষয়বস্তুগুলো উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ফিওদরকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। মাঝে মাঝে সে এই ধরনের দু'একটা কথা চালিয়ে দেয়, যেমন, 'সাধারণ সম্পত্তি সম্বন্ধে কমরেড চাপায়েভ যে নির্ভুল কথাগুলো বললেন আমাদের শত্রুরা নিশ্চয়ই তার অর্থ এইভাবে করবে যে আমরা সবকিছুই কেড়েকুড়ে নিতে চাই আর নিজেদের খেয়াল খুশিমত সেগুলো বিলিবাঁটওয়ারা করতে চাই। কিন্তু কমরেড চাপায়েভ, আমি কিম্বা তোমরা কেউ সেভাবে চিন্তা করি না।' এইভাবে ফিওদর সুকৌশলে চাপায়েভ কথিত ভাগাভাগির নীতি উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। অন্তত, কেড়ে নেওয়া একশটা গরু একটা করে একশজন কৃষকের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া — চাপায়েভের এই বিখ্যাত উদাহরণটি ব্যাখ্যা করলে তার অর্থ ওই রকমেরই দাঁড়ায়।

সুতরাং ঐ ধরনের নীতির ভাষ্য না করে এমনি এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া চলে না।

চাপায়েভ আগে অ্যানার্কিস্টদের দলে ছিল বলে — যদিও তা খুব অল্প সময়ের জন্যই — তাছাড়া কৃষক পরিবারে তার জন্মগ্রহণ, তার দুঃসাহসিক প্রকৃতি, সর্বপ্রকার বাধাবন্ধন ও নিয়ম শৃংখলাবোধের অভাব, সবকিছু মিলে তার চিন্তা জগতে সৃষ্টি করেছে চূড়ান্ত খামখেয়ালীপনা, আর তাকে প্রেরণা যুগিয়েছে গেরিলা ধরনের কার্যে।

বক্তৃতার সত্য সত্যই কী প্রচন্ড প্রভাব! এর পর গ্রাম থেকে কোন প্রকার লুঠতরাজ কি কোন অত্যাচার বা বলপ্রয়োগের সংবাদ আসেনি।

সভা শেষ হওয়ার পর পরই ফিওদর য়োজিকভকে খুঁজে বের করে। তার সঙ্গে তার আলোচনার দরকার — গ্রামে বিপ্লবী কমিটি গঠন করার ব্যাপার তখন তখনই সেরে ফেলা হবে না পরের দিনের জন্য স্থগিত রাখা হবে? কিন্তু য়োজিকভ সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়ে আমতা আমতা করে কী যে বলে বোঝা মুস্কিল। ফিওদর ঠিক করে ফেলে যে তাকে একা একাই এ কাজ করতে হবে। অবিলম্বে গ্রামবাসীদের গ্রাম্য শাসন পরিষদের অফিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা সে করে ফেলে। তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য তিনজন রাজনৈতিক কর্মীকেও ডেকে নেয়। যে যে প্রশ্ন আলোচনা করা হবে তার একটা খসড়া খাড়া করে ফেলে। এই নতুন যে কাজে সে হাত দিয়েছে তার ফলাফল কী হয় তা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সে মনস্থির করে ফেলে। এর আগে যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের কমিটি গড়ে তোলার কাজে হাত লাগাতে তাকে কোনদিন হয়নি।

গ্রামের বহুলোকই এসে হাজির হয়। অফিসঘরে সকলের স্থান সঙ্কুলান করা সম্ভব হয় না। য়োজিকভ যখন দেখে যে তাকে বাদ দিয়েই বিপ্লবী কমিটি গঠিত হতে চলেছে তখন সে নিজেই এসে হাজির। এর কৌশল ফিওদর তখন মোটেই বোঝেনি। পরে সে বুঝতে পারে এর পিছনে কী মতলব ছিল। য়োজিকভের মনের ইচ্ছা, সে ফিওদরের দুর্বলতা, অযোগ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতির বহু তথ্য সংগ্রহ করবে যাতে করে তার নিয়োগ প্রত্যাহৃত করা যায়, যাতে সে নিজে

সৈন্যদলের কমিশার হিসাবে বহাল থেকে যেতে পারে। অনেক কিছুই তার মনের ইচ্ছা ছিল, নিজে বিপ্লবী কমিটিটা গঠিত করার কাজ নিষ্পন্ন করে ফিওদরের সামনে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু তার অবকাশ আর সে পেল না।

এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই এটা হয়ে থাকে — গ্রামবাসী যারা সভায় উপস্থিত তারা অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গতকাল কসাকরা ছিল এখানে, কালও এদের সবাইকে ডাকা হয়েছিল। এদের একটা শাসন পরিষদ নির্বাচিত করে দেওয়া হয়েছিল। আজ আবার লালফৌজ এসেছে, একটা বিপ্লবী কমিটি নিযুক্ত করতে যাচ্ছে। আবার কাল হয়তো কসাকরা ফিরে আসবে, তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে? আজ যারা গ্রামের শাসনকার্য চালানর জন্য নিযুক্ত হবে তাদের তারা একেবারে শেষ না করে কি ছেড়ে দেবে?

ভয়ের চোটে কেউ রাজী নয় বিপ্লবী কমিটিতে কাজ করতে। যাদের সাহস ছিল, যারা সব ঘটনার গুরুত্ব ও জটিলতাগুলো বুঝত তারা বহুদিন গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেছে, শহরে গেছে কিংবা লালফৌজে ভর্তি হয়ে গেছে। বিপ্লবী কমিটির কাজে নিযুক্ত করতে হল সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক কর্মীদের

তারপর শুরু হল কাজের কথা। সর্বপ্রথমে কোন কাজ, তারপর কোনটা, কোন কাজ বর্তমানে স্থগিত রাখা চলতে পারে। প্রথমে সিদ্ধান্ত হল উপস্থিত সবার কাছ থেকে তাদের আশু প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। এরপর গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি অর্থ সংগ্রহ করা। তারপর আদেশ-নির্দেশের জন্য উরালস্কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। সেখান থেকে হয়তো অর্থ সাহায্যও মিলতে পারে।

আগ্রহ ও যত্নের সঙ্গে ফিওদর বিপ্লবী কমিটির কাজকর্ম সকলকে বুঝিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কর্তব্যগুলি কী তাও বুঝিয়ে বলে। গ্রামবাসীরা সব শোনে, বক্তব্যগুলির সঙ্গে তারা একমত হয়, সেগুলো তারা অনুমোদন করে। গ্রামে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কসাকদের পুরানো অফিসের বারান্দার উপর একটি ছোট্ট লাল পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিকেলের দিকে স্কাউটরা ফিরে আসে, কোন সুরাহা করতে না পেরে। এদিক ওদিক করে বহু দিকে তারা ঘুরেছে, খোঁজখবর নিয়েছে কিন্তু চিজ নদীর বন্যার ফলে স্লেজে করে উরালস্ক সড়কে যাওয়ার কোন উপায় তারা খুঁজে পায়নি। একথা সত্যি যে এখনও ভোর বেলায় প্রচণ্ড শীত পড়ছে। স্তেপ অঞ্চল নরম আঠাল বরফে সমাচ্ছন্ন। তবু এর মধ্যেই পথঘাটগুলোর অবস্থা কিন্তু অন্যরকম, বেশ গলিত আর নোংরা। মার্চের উষ্ণ দিনগুলো স্থানে স্থানে তাদের সম্পূর্ণ আবরণহীন করে দিয়েছে। আক্রমণ বন্ধ করে, নতুন আদেশের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়। কার্পভ ব্যবসায়ীর গৃহে কম্যাণ্ডাররা সবাই সমবেত। চাপায়েভ সামনে শান্ত্রীদের মোতায়েনের জন্য আদেশ দেয়। আর মালপত্রের গাড়িগুলোকে নিয়ে আসতে বলে। সোভিয়েত গ্রামে শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও নির্দেশ জানায়। ঠিক সেই সময় কয়েকজন বন্দীকে ধরে আনা হয়। স্তেপে ধরা পড়া একজন কিরঘিজকে তারা বহুক্ষণ ধরে বৃথাই জেরা করে। জানা যায় যে কয়েক মাইল দূরে শিলনায়া বালকা বলে একটা গ্রামে কসাকদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামটা প্রায় তাদের দখলে এসে গেছে। সৈন্যবাহিনীর এক অংশ ওখানে পাঠান দরকার। এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আরও বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে, কিন্তু সবকিছু বলার সময় কোথায়?

কুয়াশাচ্ছন্ন গাঢ় অন্ধকার নিয়ে নেমে আসে সন্ধ্যা। দীর্ঘপথচলা আর রণব্যস্ততার ক্লান্তিতে অবসন্ন সেনানায়কেরা নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়। ফিওদরও ঘুমিয়ে পড়ে। চাপায়েভ তার ঘুম ভাঙায় একটা অর্ডারে সই করার জন্য। ফিওদর সই করে আবার ঘুমোয়। চাপায়েভ আবার তাকে জাগায়। এই অদ্ভুত লোকটি কিন্তু সারা রাত জেগে থাকে, একেবারে ভোর হওয়া পর্যন্ত। ফিওদরের যখনই ঘুম ভাঙে দেখে চাপায়েভ একা জেগে বসে আছে, সমুখে ল্যাভেণ্ডার বর্ণের একটা অনুজ্জ্বল বাতি। মানচিত্রের উপর খুব ঝুঁকে সে বসে আছে, হাতে তার সেই প্রিয় কম্পাস যেটি আলেক্সান্দ্রভ-গাইয়ে তার হাতে ছিল। সে মেপেই চলেছে, আর কী কী যেন লিখে লিখে রাখছে। একদিকে তার সেনানায়কেরা

মহা আরামে নাসিকা-গর্জন করে ঘুমোচ্ছে আর সে মানচিত্র নিয়ে মেপে চলেছে দূরত্ব। এমনি করেই কেটে যায় তার সারা রাত ভোরের পাখি না ডাকা পর্যন্ত। দ্বারপ্রান্তে হাতে রাইফেল শান্ত্রী ঝিমোয়, বেয়নেটের কালো খাপে বারবার তার মাথা ঠুকে যায়।

স্লমিখিনস্কায়া গ্রামে তাদের চারদিন কাটাতে হয়। ব্রিগেডটিকে ওরেনবুর্গ রণাঙ্গনে বদলী করা হচ্ছে, এই সংবাদ ফ্রুঞ্জে টেলিগ্রাফ করে তাদের জানান। পরে অবস্থা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্রিগেডটিকে ওরেনবুর্গে না পাঠিয়ে বুজুলুক জেলায় বদলী করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনে ফ্রুঞ্জে চাপায়েভ ও ক্লিচকভকে সামারায় ডেকে পাঠান।

তাদের প্রস্তুত হতে চার মিনিট সময় লাগে। তাদের যে আর ফিরে আসা হবে না, তা তারা বুঝতে পারে। তাদের ছোট ব্যাগদুটো স্লেজের উপর ছুঁড়ে দেয়। সবচেয়ে তেজীয়ান বাছা বাছা তিনটি সেরা ঘোড়া এনে স্লেজে জোড়া হয়েছে। তারা টগ্‌বগ্‌ করছে, এক মুহূর্তও স্থির হয়ে দাঁড়াতে চায় না। স্তেপের পথে যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আভের্কা আগেভাগে গিয়ে বসেছে তার নির্দিষ্ট আসনে, তার দৃঢ় হস্তে লাগাম টানটান করে টানা। পতাপভ, চেকভ, ইলিয়া তিওত্‌কিন — চাপায়েভের সব সাঙ্গপাঙ্গোরা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে বিদায় অভিনন্দন জানাতে।

‘কমরেড চাপায়েভ, আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা যেন জলদি জলদি হয়।’

‘ওখানে পৌঁছেই তোমাদের ডেকে পাঠাব।’

দ্রুতবেগে ধাবিত হয় অশ্বত্রয়। উড়ে আসা তুষারপুঞ্জের মাঝে ডুবে যায় বিদায় বাণীর উচ্চকণ্ঠ। বারান্দায় যারা দাঁড়িয়ে তাদের চোখে ভেসে ওঠে বিদায় বেদনার গভীর ছায়া। কেউ চিৎকার করে ওঠে, কেউ শূন্যে ছুঁড়ে দেয় তার মাথার টুপি, শপাৎ শপাৎ করে চাবুকের শব্দ করে কেউ। মুহূর্ত মধ্যে বায়ু-তাড়িত তুষাররাশির অন্ধকারে মিলিয়ে যায় বারান্দার দৃশ্য।

স্তেপ ও স্তেপ! বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত তোমার রক্তপতাকার মত লোহিতাভ। শুভ্র কোমল পালকশয্যাবৎ তোমার তুষাররাজী! তোমার বাতাস যেন সকরুণ দীর্ঘশ্বাস — হিমস্পর্শ গন্ধঢালা তরঙ্গে তরঙ্গে বয়ে যায় শ্বেতশুভ্র তুষার আস্তরণের উপর দিয়ে, তুষারময় জনহীন প্রান্তরভূমি পার হয়ে মার্চ আকাশের ঘন নীলিমার মাঝে বিলীন হয়ে যায়।

এইত কদিন আগে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যে পথ দিয়ে তারা এসেছিল সেই পথ দিয়ে তারা ফিরে চলেছে স্লামিখিনস্কায়া থেকে আলেক্সান্দ্রভ-গাই অভিমুখে।

নীরবে চলেছে তারা। স্লেজযাত্রীর কাছে স্তেপ যেন ঘুমপাড়ানী দোলনা। দুচোখে এনে দেয় সুখনিদ্রার আবেশ।

এরই মধ্যে এসে পড়ে কাজাচায়া তালভকা। এই না সে দিন এখানে বসে চলেছিল তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির পালা, কম্পাস দিয়ে মানচিত্রের উপর মাপজোখ, অবস্থা পর্যালোচনা, কসাকদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার জন্য উপায় উদ্‌ভাবন করার সে কী আপ্রাণ চেষ্টা। আর সেই রাত্তিরের হাসি গান, ঠাট্টা-তামাসার পর নেমে আসা নিবিড় নীরবতার মাঝে ক্লান্ত সৈনিকদের সে কী নাসিকা-গর্জন।

ফিওদরের মনে পড়ে ছাউনির মাঝে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসা সেই লালদাড়িওয়ালা চাষীটির কথা। আর সেই কুঞ্চিত কেশ বিরাটকায় যুবক — কয়লার আগুনে পোড়ো আলুগুলো বেয়নেট দিয়ে গেঁথে বের করে নিয়ে আসছে। তারা সব এখন কোথায় রয়েছে? জীবিত কি না, তাই বা কে জানে?

আলেক্সান্দ্রভ-গাই পর্যন্ত সারাটা পথ তার এই অতীত চিন্তায় বিভোর হয়ে কেটে যায়। গত কয়েক দিন যে অবস্থার ভিতর দিয়ে তার দিনগুলো কেটে গেছে আর যে সব কাজ সে করেছে নিজের কাছে তার জবাবদিহি সে করে।

আলগাই-এ বেশি সময় তারা থাকে না। আহারাদি সেরে কিছুটা বিশ্রামের পর আবার রওনা দেয়। স্তেপের ওপর দিয়ে তারা দ্রুত এগিয়ে যায়, সামারার পথ ধরে চলতে থাকে।

৭

পথে

চাপায়েভ সেই ধরনের মানুষ যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব অতি সহজেই গড়ে ওঠে। কিন্তু তার এই বন্ধুত্ব তেমনি একটুতেই আবার ভেঙে যায়। একটুতেই ক্ষিপ্ত হয়ে সে চেঁচামেচি শুরু করে দেবে, যা মুখে আসবে বলে যাবে, অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়বে, সব শেষ না করা পর্যন্ত তার ছাড়াছাড়ি নেই। রাগের মাথায় তার হিতাহিত-জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়—অন্য কিছুর প্রতি তার একটুও খেয়াল থাকে না। আবার কিছুক্ষণ পরেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, অনুশোচনায় ভরে উঠবে তার মন। একটা একটা করে সব কথা মনে করার চেষ্টা করবে। মনে মনে সব ভাল করে বিচার করে আজেবাজে অপ্রয়োজনীয় যেগুলো সেগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পৃথক করে নেবে। এইভাবে সবকিছু পুংখানুপুংখভাবে চিন্তা করে তারপরে সে তার মত পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু তাও আবার সব সময় কিম্বা সবক্ষেত্রে নয়, সে নিজে চাইলেই তখন এবং যাদের সে শ্রদ্ধা করে কিংবা গণ্য বলে মনে করে কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রে। এই ধরনের সব সুযোগ যখন আসে তখন উচিত খুব শক্ত হয়ে লেগে থাকা যাতে সে তার সব কথা বলতে শুরু করে। একটুতেই ওর পেটের কথা সব বেরিয়ে আসে। আর মাঝে মাঝে এমন হয় তার অন্তরের নিভৃততম কথাটি প্রকাশ করে দিতেও সে দ্বিধা করে না।

গোলমাল চেঁচামেচি করা লোকটার স্বভাব। আর মেজাজও তেমনি কড়া, তাই যারা একে না জানে তারা এর কাছে আসার সময় একাধিকবার ভেবে নেয়। হয়তো তাকে সে আচ্ছা করে একটা বকুনি দিতে পারে কিম্বা রেগে গেলে হয়তো ঘুষিও লাগিয়ে দিতে পারে।

এটা যে খুব অসম্ভব তা নয় — অন্তত একজন অপরিচিত লোকের ক্ষেত্রে তো বটেই আর সে যদি তার উপর ভীতু হয় তবে তো কথাই নেই। যে যত ভীতু, চাপায়েভ তার উপর তত গরম। ভীতু লোককে সে একদম সহ্যই করতে পারে না। একজন অচেনা লোক তাকে হয়তো মনে

করতে পারে পশুর মত নির্দয় ও অভদ্র, কিন্তু ঘনিষ্ঠ যারা তাদের কাছে সে একজন অকৃত্রিম স্নেহভাজন পরম সুহৃদ। অপরের হৃদয়ের প্রতিটি আলোড়নে তার হৃদয়ে সাড়া জাগে, তার হৃদয়ও আনন্দ ও আন্তরিকতায় স্পন্দিত হয়। এত গালিগালাজ, এত উগ্রতার পর দেখবে সব মুছে গেছে, বিদ্বেষের বিন্দুমাত্র গ্লানিও তার মনের কোণে অবশিষ্ট নেই। একবার তোপ দেগেই তার সব গোলাগুলি নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে কোন জিনিস এক দফা আলোচনা শেষ করার পর, তোমার সঙ্গে তার মতের মিল হোক বা না হোক — এ কথা জেনে রাখতে হবে যে এ আলোচনা এইখানেই চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। চাপায়েভের কাছে কোন প্রশ্ন, কোন বিষয় অমীমাংসিতভাবে রাখার উপায় নেই — তার কাছে সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়। সে তার যা মত তা বলে দেবে — ব্যস, চুকে গেল ল্যাঠা।

চাপায়েভের প্রকৃতি যেমন উদ্ধত তেমনই তার অহঙ্কার। এর কারণও অবিশ্যি আছে। স্তেপ অঞ্চলময় লোকের মুখে মুখে তার বীরত্বের সুখ্যাতি। আর এই স্তুতিবাদ তার বিচারশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নিজেকে সে মনে করে একজন অপরাজেয় মহাবীর, অহমিকার নেশায় সে মাতাল।

চাপায়েভের বীরত্বের কাহিনী সবচেয়ে বেশি বলাবলি করে যারা সব সময় তার আশেপাশে ঘোরে। এসব কথা তারা ওর সাক্ষাতেও বলে, অসাক্ষাতেও বলে। এরাই প্রথম সত্যিকারের ঘটনার সঙ্গে কিছুটা বানিয়ে তার উপর চমৎকার রঙ চড়িয়ে কাহিনীগুলো বাজারে ছেড়ে দেয়। এরাই সর্বপ্রথম তার সমুখে শুরু করে তার জয়গান, তার স্তুতিবাদ — সে যে অজেয় একথাও এরাই তাকে প্রথম শোনায়। চাপায়েভের কাছে যখন কেউ কোন কথা খুব কায়দা করে বানিয়ে বলে কিম্বা তাকে সোজাসুজি তোষামোদ করেও কোন কথা শোনায় — সে তখন কথাগুলো যেন হাঁ করে গিলতে থাকে। আর খুব উল্লসিত হয়ে তা উপভোগ করে — একটা বেড়াল যেমন একবাটি দুধ চেটে খেয়ে মহানন্দে জিব দিয়ে তার মুখের এপাশ ওপাশ চাটে — ঠিক ওই রকমই। তাছাড়া, সে নিজেও ওই ধরনের বক্তাকে উৎসাহ জোগাতে, তার

কাহিনীটিকে একটু আধটু চটকদার করে তুলতেও সাহায্য করে। আবার, কেউ যদি তার কাছে এসে ফালতু বক্‌বক্‌ করে কিম্বা কোন নীচ চাটুকার যে নিখুঁতভাবে মিথ্যে বানাতে পারে না — তাদের সে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দেয় আর হুকুম জারী করে দেয় যেন ঐ সব লোক তার কাছে ভবিষ্যতে কোনদিন আর না আসে।

চাপায়েভের চরিত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: ছোট ছেলেদের মত তার যে কোন ধরনের গুজবে বিশ্বাস। ছোট বড় এমনকি একেবারে বাজে গুজবেও সে বিশ্বাস করে। যেমন, সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে যে সামারায় প্রত্যেককে দশ পাউন্ড করে তামাক রেশন দেওয়া হয় কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সে জায়গায় এক আউন্স করেও দেওয়া হয় না। সে বিশ্বাস করে যে ফৌজদলের হেডকোয়ার্টারে দিনরাত চলেছে পুরোদমে মাতলামি আর হোমরা চোমরা, যারা ওসব জায়গায় অধিষ্ঠিত তারা হচ্ছে শ্বেতরক্ষী দলের লোক — প্রতি মুহূর্তে তারা লালফৌজের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সে বিশ্বাস করে, গোলাগুলি, জুতো, রুটি, বন্দুক রাইফেল, সৈন্য সাহায্য — যা বল সবকিছু রণাঙ্গনে পৌঁছাতে যে দেরী হচ্ছে তার কারণ সাধারণভাবে জিনিসপত্রের অভাব, কি পরিবহনের স্থানচ্যুতি, ব্রীজ ধ্বংস ইত্যাদি... নয় — এসব ঘটছে কতগুলো লোকের শত্রুতামূলক বাধা সৃষ্টির ফলে।

সে বিশ্বাস করে টাইফাস ব্যারাম ছড়ায় পাখিরা — তাই যেখানে পাখি খুব বেশি সেখানে টাইফাস ব্যারামে আক্রান্তও হয় বেশি লোক। চিনিগুলো সব এমনিতেই দলা হয়ে যায়। ঘোড়াকে না মারলে বিগড়ে যায়। এই ধরনের আজগুবি কত কী যে সে তার সরল মনে সত্যি বলে বিশ্বাস করত!

এমনকি ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের সম্বন্ধেও সে অদ্ভুত অবাস্তব কথা শুনলে বিশ্বাস করে — যেমন পতাপভ। পতাপভ একজন ব্রিগেডের অধিনায়ক, চাপায়েভের প্রতিটি সঙ্কটে তার পাশে থাকা একজন বীর যোদ্ধা, বহু আক্রমণে সে অংশ গ্রহণ করেছে — একাধিকবার সে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছে, গোলা ফাটায় মানসিক বিকৃতি ঘটেছে। এক কথায় এমনি এমনিতেই তাকে ব্রিগেড অধিনায়ক করা হয়নি।

কিন্তু কোন যুদ্ধক্ষেত্রে হয়তো কিছু একটা গন্ডগোল হয়ে গেল। পতাপভ হয়তো ঠিক সময়ে মালগাড়ি নিয়ে এল না — কি অন্য একটি ব্রিগেডের সাহায্যে আসতে তার একটু দেরী হয়ে গেল কিম্বা তাকে হয়তো মাইল তিনেক পিছু হটে যেতে হল তাও হয়তো পরে ছ'মাইল এগোবে বলেই। ওদিকে কেউ যদি কান পাতলা ডিভিশন কম্যান্ডারের কানে কানে গিয়ে বলে: "পতাপভ একটা ভীতু — পালিয়ে গেছে — সাহায্য করতে এগোয়নি — তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। পাজীটা গোটা হপ্তা শুধু বসে বসে মদ গিলেছে। চাপায়েভ জান, সে তোমার নামে নিন্দে করেছে। তার কী ঈর্ষা!" সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসপ্রবণ চাপাই তার কথাগুলো কান খাড়া করে গিলতে থাকবে আর রেগে আগুন হয়ে উঠবে।

'দেখাচ্ছি ওকে মজা! বদমায়েস কোথাকার! মাথা উড়িয়ে দেব! মাতলামো বের করব — এর জন্য ওকে গুলি করা হবে। ভেবেছে কি — তিনি মজা লুঠবেন আর আমার লোকজন সব মারা যাবে! তার জবাবদিহি করতে হবে চাপায়েভকে! ডাকো ওকে, এক্ষুনি হাজির কর।'

রেগে আগুন হয়ে তখন সে অপেক্ষা করে পতাপভের জন্য। আর এই অলক্ষুণে আহবান শুনে পতাপভ সব কাজ ফেলে সাত তাড়াতাড়ি এসে হাজির হয়। বারান্দায় প্রবেশ করেই জিজ্ঞাসা করে:

'খুব রেগে গেছে?'

'ওরে বাবা, ভীষণ রেগেছে?'

'আমার উপর?'

'একমাত্র তোমার উপরই তো!'

'কেউ বোধহয় কিছু লাগিয়েছে?'

'তা আর বলতে!'

'যাকগে, সব ঠিক হয়ে যাবে, কী বল?'

তাড়াতাড়ি করে প্যাণ্ট ঠিক করে নিয়ে বেল্ট ভাল করে এঁটে সামরিক ভঙ্গিতে সোজা হয়ে পতাপভ ভিতরে এসে স্যালুট করে।

চাপায়েভ তার দিকে চেয়েও দেখে না। তার অভিনন্দনও গ্রহণ করে না। তার ঘন পল্লবের নীচেকার ক্রোধোদ্দীপ্ত চোখ ভূতলে নিবদ্ধ। গোঁফজোড়া একবার শুধু নাড়া দেয়। পুরো একটা মিনিট কোন

কথাবার্তা নেই। চুপচাপ। তারপর বোতল থেকে যেভাবে ছিটকে ছিপি বেরিয়ে যায় সেইভাবে কথাগুলো বেরিয়ে এল:

'তুমি আবার মদ গিলছিলে?'

'আমি? আমি তো...'

'চোপরাও, শুয়োর-কা-বাচ্চা। আবার শুরু করা হয়েছে!'

'কমরেড চাপায়েভ, আমি কিন্তু...'

'চোপ! গুলিরও যোগ্য তুমি নও, বদমায়েস কোথাকার! সময়ের জ্ঞান নেই তোমার — এই সময় তুমি শুরু করেছ! হারামীর বাচ্চা, বলি তোমার মতলবটা কী, কী ভেবেছ শুনি? তোমায় জিগ্‌গেস করছি, চাপায়েভের কী করতে চাও বল?'

পতাপভ নিরুত্তর। সে জানে যে একবার সবটা গ্যাস বেরিয়ে গেলে তারপর সব আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে। তার সব রাগ কিছুক্ষণ চিৎকারের পর যখন পড়ে আসবে তখন কী কী ঘটেছে না ঘটেছে তাকে বলা যাবে, সবকিছু বোঝান যাবে, মিথ্যা গুজব আর সব অপবাদ খণ্ডন করা সম্ভব হবে। প্রথম প্রথম তো শুনতেই চাইবে না। গোঁয়ার্তুমি করবে। কিন্তু ছেড়ে দিলে চলবে না। সমানে লেগে থাকতে হবে যতক্ষণ না তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। একবার কোন রকমে যদি যে কুৎসায় সে বিশ্বাস করে বসে আছে তার একটি টুকরো খসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে সাদা রুটির মত নরম হয়ে যাবে। আর সদয় দৃষ্টিতে তোমার চোখের দিকে চেয়ে অপরাধীর মত শুরু করবে:

'বুঝতে পারছ তো, আমি...'

'বুঝতে পারছি বৈকি...'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা কী জান — তুমি তো বোঝ — ওরা বলে যে তুমি পালিয়ে গেছ। আর এও বলল যে তুমি মদ খাচ্ছিলে...'

'ঠিক ঠিক।'

'আর আমি তাই বিশ্বাস করে ফেললাম। না করেই বা করি কী বল? আমার জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে? নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে। তুমি কেন, যে কেউই বিশ্বাস করতো!'

তারপর শুরু হবে চাপায়েভের হাসি। শত্রুভাব সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

পতাপভের পিঠ চাপড়ানো শুরু করে দেবে সে। তাকে পাশে নিয়ে চা খেতে বসবে—ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য কী যে করবে ভেবে পাবে না।

এর পর দুদিন কি তিনদিন বাদে আবার ওই পতাপভকেই কেন্দ্র করে যদি ওই ধরনের ঘটনা ঘটে — চাপায়েভ তখন তার বিরুদ্ধে লাগানো যত কথা আর বদনাম গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব বিশ্বাস করবে, রেগে আগুন হবে, চিৎকার করবে, শাসাবে তারপর আবার অপরাধীর মত নিজেই সব মিটমাট করে নেবে।

শিশুর মত অতি সহজেই সব কথা বিশ্বাস করা তার স্বভাব। এর ফলে তাকে অনেক দুঃখ পেতে হয়েছে। কিন্তু স্বভাব সে কিছুতেই শোধরাতে পারেনি। কিন্তু একটি জিনিস সে কোনদিনই বিশ্বাস করেনি, শত্রুপক্ষ যে শক্তিশালী তা সে কোনদিন বিশ্বাস করেনি, আর তাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করা কি ছত্রভঙ্গ করে বিতাড়িত করা অসম্ভব তাও সে বিশ্বাস করত না।

'এমন কোন শত্রু আছে যে আমার বিরুদ্ধে লড়বে?' সদম্ভে দৃঢ়কণ্ঠে সে ঘোষণা করে। 'পিছু হটা কাকে বলে চাপায়েভ জানে না! জীবনে সে কোন দিন পিছু হটে আসেনি। সবাইকে শুনিয়ে দিও — কেমন করে পালিয়ে আসতে হয় আমি জানি না। আমার নির্দেশ — আগামীকাল, সকালে সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ শুরু হবে—আমার আদেশের বিরুদ্ধে যদি কারোর বলার সাহস থাকে — ধরে নিয়ে এস তাকে হেডকোয়ার্টারে আমার সমুখে। তাকে সিধে করতে আমার দেরী লাগবে না।'

নিজের পেশায় চাপায়েভ একজন পাকা লোক, তার পারদর্শিতা যথেষ্ট। সাধারণ সৈন্যেরা কি তাদের অধিনায়কেরা, এক কথায় তার অধীনস্থ পুরো ডিভিশনটি তার নখদর্পণে। এর রাজনৈতিক বিন্যাস সম্বন্ধে অবশ্যি তার জানা কম, আর এ বিষয়ে তেমন আগ্রহও বিশেষ নেই। যে অঞ্চলে যুদ্ধ হচ্ছে সেই অঞ্চল সম্বন্ধে তার ধারণা সব সময় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তার বাল্যজীবনের স্মৃতি থেকে, কিম্বা ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রশ্ন করে সে সব বিষয় জেনে নেয়। তা না হলে যাদের ভাল

জানা শোনা আছে এমন ধরনের লোকের সঙ্গে মানচিত্র নিয়ে বসে আলোচনা করে নেয়। তার স্মৃতিশক্তি যেমন প্রখর তেমনই বহুদিন স্থায়ী। সব ঘটনা তার মনে অদ্ভুতভাবে গেঁথে যায় আর যতদিন প্রয়োজন সেগুলো বেশ দৃঢ়ভাবেই সে আঁকড়ে রাখতে পারে। অধিবাসীরা সব তার জানা, বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়। শহরের লোক সম্বন্ধে তার আগ্রহ কম। এখানে কোন ধরনের কৃষকেরা বাস করে, তাদের কাছ থেকে কতদূর পর্যন্ত আশা করা যেতে পারে, কী কী কাজের জন্য তাদের উপর নির্ভর করা চলে, কোন দিক থেকে বিপদ আসার সম্ভাবনা — এসব তার জানা। তাছাড়া, রুটি, জুতো, জামাকাপড়, চিনি, কার্টিজ, গোলাবারুদ, তামাক প্রভৃতি সম্বন্ধে যা তার জানা প্রয়োজন তা তার সব জানা। এ সব বিষয়ে কোন সময়ে তার কোন গাফিলতি পাওয়া যাবে না।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে যেমন রাজনীতিসংক্রান্ত কোন বিষয় কিম্বা বিশেষ করে তার ডিভিশনের আওতার বাইরে যে সব বিষয় সে সব তার বুদ্ধির অগম্য। সে সব সম্বন্ধে তার কিছু জানাও নেই, জানার ইচ্ছাও নেই। তাছাড়া, বহু জিনিস সে বিশ্বাসই করে না।

যেমন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে তার ধারণা ওটা একটা ভাঁওতা। সে বিশ্বাসই করে না যে অত সুসংগঠিত আন্দোলন সম্ভব। কোন তথ্য কিম্বা সংবাদপত্রের রিপোর্ট তাকে দেখান হলে বিজ্ঞের মত সে একটু হাসে।

'ওঃ, খবরের কাগজ — ওসব তো আমাদের লোকেরই লেখা — তারা ওসব বানিয়ে লেখে যাতে যুদ্ধটা একেবারে নীরস না লাগে।'

'মোটেই তা না। এই তো সব শহরের নাম, লোকের নাম রয়েছে — হিসেব রয়েছে, সংখ্যা রয়েছে। এসব তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'তাতে কী হয়েছে! ওসব হিসেব আমি নিজেও বানিয়ে দিতে পারি।'

প্রথম দিকে তার বিশ্বাস এতই দৃঢ় ছিল যে সে এছাড়া অন্য কিছু শুনতে রাজীই হত না। শুধু মুচকি মুচকি হাসত। পরে, এই নিয়ে ক্লিচকভের সঙ্গে বহু আলোচনা হওয়ার পর এই সম্বন্ধে সে তার মত

পরিবর্তন করে। অবিশ্যি আরও অনেক বিষয়ে পরে তার মতের পরিবর্তন হয়।

আগে, অ্যানার্কিস্টদের নিয়ে এত চিন্তাভাবনা করাকে সে মনে করত নিরর্থক, নিছক বোকামি। সে বলত, 'অ্যানার্কিস্টদের যা ইচ্ছে তা ওরা কর্ক — আমাদের কোন ক্ষতি ওরা করতে আসবে না।'

কমিউনিস্টদের কর্মসূচী সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জ্ঞান তার নেই। পার্টি সভ্য তালিকাভুক্ত সে হয়েছে প্রায় এক বছর — কিন্তু সেই কর্মসূচী সে না একবার পড়েছে, না আলোচনা করেছে। তাতে যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে তার কোনটির সম্বন্ধে তার সামান্যতম ধারণাও নেই।

আর সব শেষে "স্টাফের" প্রতি চাপায়েভের যা মনোভাব তা উল্লেখ করার প্রয়োজন। "স্টাফ" নামে অভিহিত করে সেই সব সংস্থাগুলোকে যাদের কাছ থেকে তার উপর আদেশ-নির্দেশ আসত। তাছাড়া আসত সৈন্যসামন্ত, গোলাবারুদ, পোষাক-আষাক ইত্যাদি যা কিছু তার কাছে আসা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে তার মতের নিশেষ পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে "স্টাফরা" সব প্রাক্তন জারের আমলের জেনারেল, তারা ওখানে গেড়ে বসে আছে আর তারা "লালফৌজদের ডুবানোর তালে আছে"। চাপায়েভের মত লোকের নেতৃত্বে যে-সব "লোক" আছে তাদের ঠকানো সম্ভব নয়। তারা যদি ওই ধরনের "স্টাফদের" অর্ডারের বিরুদ্ধাচরণ করে তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রতি অবিশ্বাস তার মজ্জাগত, আর জারের আমলের অফিসারদের প্রতি তার ঘৃণাও তেমনি প্রচণ্ড। কদাচিৎ নিম্নপদের কোন ক্ষুদে অফিসারকে সে তার ডিভিশনে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। যুদ্ধে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে এমন জন কয়েক অফিসার যদিও ছিল তবু তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এদের সে চিনত, খাতিরও করত। কিন্তু সব সময় ওদের সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকত।

বুদ্ধিজীবিদের প্রতিও তার কোন শ্রদ্ধা ছিল না। এ ক্ষেত্রে তার অশ্রদ্ধার প্রধান কারণ — সব বিষয়ে তাদের বড় বড় বুলি আর সত্যিকারের বাস্তব কাজ যা সে নিজে পছন্দ করত ও যা করতে সে সিদ্ধহস্ত — সে সবের কোন বালাই তাদের নেই বলে। আর বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যারা

সত্যিকারের কাজ করেছে তাদের সে চূড়ান্ত ব্যতিক্রম বলে মনে করত। বুদ্ধিজীবি ও অফিসারদের প্রতি তার এহেন মনোভাব থাকার ফলে স্বভাবতই তার ইচ্ছা যে সব জায়গায় সে তার নিজের লোকদের বসায়। প্রথমত, তারা শুধু কথার নয়, কাজের লোক। আর সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। দ্বিতীয়ত, এদের সঙ্গে কাজ করা সহজ। তাছাড়া সে বলত যে কৃষক আর শ্রমিকদের অবিলম্বে শিক্ষিত করে তোলা দরকার, আর তারা পরের সাহায্য ছাড়া নিজেরা নিজেরা কাজ করেই শিক্ষিত হতে পারবে। 'আমি কাউকে যদি বলি, এস তুমি সদর দপ্তরের পরিচালকের কাজ কর — সে বোকা রাজী হয় না, বুঝতেও পারে না যে আমি তার ভালোর জন্য বলছি। তখন আমি তাকে হুকুম করি। ওখানে বসিয়ে দিই। দিন সাতেক সে টানা হ্যাঁচড়া করে, তারপর শুরু করে দেয় কাজ — আর কাজও করে ভাল — তোমার যে কোন অফিসারের চেয়ে তো ভালই!'

সর্বত্র লোকজনদের উন্নীত করার জন্য সে প্রধানত এই পদ্ধতি অনুসরণ করত। তাই সমগ্র সামরিক যন্ত্রটি হয়ে উঠত বেশ নমনীয় ও তার আজ্ঞাবহ। তার অনুগত যারা তারাই থাকত সর্বদা অধিনায়কের পদে আর থাকত তারা যারা সেনাধ্যক্ষ হিসাবে তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত।

চাপায়েভের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে ফিওদরের খুব বেশি সময় লাগেনি। এবং এই বোঝার পর সে মনে মনে এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে তার প্রথম কাজ চাপায়েভের শ্রদ্ধা অর্জন করা। একমাত্র তারপরই সম্ভব চাপায়েভের ধ্যানধারণাগুলো পালটানোর ও তাকে সংযত করার কাজ শুরু করা এবং সে অন্ধভাবে যে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের পথে চলেছে, তা যতই বীরত্বপূর্ণ ও চটকদারী হোক না কেন আর তাতে যতই কেন না সুখ্যাতি রটুক — সে পথ থেকে সরিয়ে এনে তাকে সচেতন সংগ্রামের পথে পরিচালিত করার জন্য চেষ্টা করা।

কিন্তু চাপায়েভের শ্রদ্ধা অর্জন সে কী ভাবে করবে? শিক্ষার জাল বিস্তার করে তাকে বন্দী করে ফেলতেই হবে। তার অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে জ্ঞানের পিপাসা, বিদ্যাভ্যাসের আকাংক্ষা। শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে তার মনে, আর তার পরিধি ব্যাপকতর করে দিতে হবে — শুধু সামরিক বিষয়গুলির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

এ ক্ষেত্রে ফিওদর তার প্রাধান্য সম্বন্ধে সচেতন। সে আগেভাগেই বুঝে ফেলেছে যে চাপায়েভের মনে এই সব আকাংক্ষাগুলো জাগরিত করতে সক্ষম হলে তার গেরিলা ও অ্যানার্কিস্ট প্রবণতার মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে, এবং খুব ধীরে ধীরে সাবধানতা ও ধৈর্যের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। নিজের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার উপর ফিওদরের আস্থা যথেষ্ট গভীর। চাপায়েভ সাধারণ মানুষের বাইরে — অন্যের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। একথা সত্যি যে স্তেপ অঞ্চলের বন্য অশ্বের মত তাকে বাগ মানানো খুব কঠিন — তবু বন্য অশ্বেরাও তো পোষ মানে। তবু যেন একটি প্রশ্ন থেকে যায়— এই বৈচিত্র্যময় প্রাণবন্ত অকৃত্রিম লোকটিকে নির্বিবাদে তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিলে কী হয়? বহুমুখী মূল্যবান প্রস্তরখণ্ডের মত এর উজ্জ্বল্য, এর দীপ্তি, এর বর্ণ সমারোহ প্রতিভাত হতে থাক না কেন?

এ কথা ফিওদরের মনেও এসেছিল। কিন্তু বর্তমানের জীবন-মরণ সংগ্রামের পটভূমিতে একথা হাস্যকর ও অবিবেচনা প্রসূত বলেই তার মনে হয়।

চাপায়েভ যেন চোখ-বাঁধা এক ঈগল, তার হৃদয় অশান্ত, রক্তকণিকা উত্তপ্ত, আবেগচঞ্চল তার হৃদয়, তার সংকল্প দুর্দমনীয় — কিন্তু জীবনের গতিপথ তার দৃষ্টিতে এখনও আলোকিত হয়ে ওঠেনি।

এই আলোক সম্পাতের ভার ফিওদর নিয়েছে নিজে। সঠিক পথে তার গতি পরিচালিত করার জন্য তার সাহায্য সামান্য হলেও সে করবে। সফল সে না হতে পারে—তাতে কিছু যায় আসে না। চেষ্টা করা তো আর অন্যায় নয় — তাতে তো আর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যদি সুফল হয় — তখন! সত্যিই এই ধরনের জীবন বিপ্লবের জন্য কত মূল্যবান!

আলেক্সান্দ্রভ-গাই থেকে বিদায় নেওয়ার পর মুহূর্তেই স্লামিখিনস্কায়া, সাম্প্রতিক যুদ্ধ, গত কয়েকদিনের সব ঘটনার স্মৃতি তাদের মন থেকে একেবারে মুছে যায়। তার পরিবর্তে ভেসে ওঠে যার

জন্য তারা সামারায় ছুটেছে সেই বিরাট অজানা ব্যাপারের এক নতুন ছবি। তারা তখনও সম্যক উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি কলচাক রণাঙ্গনে কী মর্মান্তিক বিপদ এসে দেখা দিয়েছে, উফার নিকটে সম্প্রতি লালফৌজের যে গুরুতর পরাজয় ঘটেছে তার সংবাদ তখনও তারা পায়নি। তা সত্ত্বেও একথা খুবই স্পষ্ট যে জরুরী আলোচনার নাম করে তাদের যে ডেকে পাঠান হয়েছে তা মোটেই অকারণ নয়, নিশ্চয়ই বৃহৎ কিছু একটা পরিকল্পনা করা হচ্ছে আর সেখানে তাদের ভূমিকাটিও নগণ্য হবে না।

'আপনার কি মনে হয় — আমরা এই যে চলেছি কিসের জন্য?'

'সামারার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের বদলী করবে ওরা। অন্যত্র নিশ্চয়ই আমাদের দরকার পড়েছে।' চাপায়েভ পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গেই উত্তর দেয়।

সঠিকভাবে কারুর কিছুই জানা নেই আর আন্দাজ করে বাজে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেও তাদের রুচি হয় না। তাই কথাবার্তা আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়। যে যার নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকে — আর সে চিন্তার ভাষা নেই — তার অন্তও নেই।

তাদের পথে প্রথমে যে গ্রামটি পড়ে সেই গ্রামের সোভিয়েতের কাছে গিয়ে তারা দাঁড়ায়। যেই শোনা যে চাপায়েভ এসেছে অমনি ছোট্ট ঘরটিতে কৃষকদের প্রচণ্ড ভীড় জমে ওঠে। সুবিখ্যাত বীরপুরুষকে দেখার আগ্রহে সে কী ঠেলাঠেলি আর ধ্বস্তাধ্বস্তি। মুহূর্তের মধ্যে গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ে এই আগমন সংবাদ। গ্রামপথে শুরু হয়ে যায় দৌড়াদৌড়ি। চলে যাওয়ার আগে তার একটুখানি দর্শন পাওয়ার লোভে সে কী ব্যগ্রতা! বারান্দাটি ঘিরে বিরাট জনতা — নারী বৃদ্ধ শিশুর দল। এমনকি পাকাচুল পাকাদাড়ি থুরথুরে বুড়োরাও এসেছে কষ্ট করে। তাদের একজন পরম প্রিয় পুরানো সুহৃদ হিসাবে সবাই তাকে সম্বর্ধনা করছে। অনেকে তাকে তার নিজের নাম ও পৈত্রিক নাম ভাসিলি ইভানভিচ বলে সম্বোধন করছে, সামারার নিকটবর্তী অঞ্চলের মত এখানেও সব প্রাক্তন যোদ্ধারা এসেছে যারা ১৯১৮ সালে ওর সঙ্গে

লড়াই করেছে। চারিদিকে আনন্দোজ্জ্বল প্রাণস্পর্শী হাসি। অপরিচিতদের ধূসর মুখমণ্ডল উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। অন্যেরা অপলক নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে — তারা যেন প্রাণ ভরে দেখে নিতে চায়, এই বীর সেনানায়কের প্রতিমূর্তি তারা তাদের মানসপটে চিরমুদ্রিত করে রেখে দিতে চায়। মেয়েদের মধ্যে অনেকে ফ্যালফ্যাল করে বোকার মত চেয়ে থাকে। ব্যাপারখানা কী তা তারা জানেও না, বুঝতেও পারে না— ও কে, আর কেনই বা সবাই ওর দিকে এমন হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। বাড়ির পুরুষরা সব সোভিয়েতের দিকে ছুটেল দেখে ওরাও তাদের পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে। ছোট ছেলের দল সব সময় গোলমাল করতে অভ্যস্ত — তারাও চুপটি করে দাঁড়িয়ে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে। সবাই যেন কিছু একটার প্রত্যাশায় প্রতীক্ষারত। চাপায়েভ তাদের কী বলবে সবাই স্পষ্টই তা শোনার জন্য ব্যাকুল। জনতার মুখে মুখে টুকরো টুকরো কতকগুলো কথা ঘুরছে। কথাগুলো কেমন কাটাকাটা — ছাড়াছাড়া — তবু এ মুখ ও মুখ করতে করতে বহুদূর পর্যন্ত কথাগুলো ভেসে যাচ্ছে। সোভিয়েতের সভাপতি বলে ওঠে, 'কমরেড কম্যান্ডার, তুমি আমাদের কিছু বলো। তুমি দেখছো কৃষকদের দুটো ভাল কথা শোনার কী আগ্রহ!'

'আমি আবার কী বলব?' হেসে উত্তর দেয় চাপায়েভ।

'কেন, চারিদিকে সব কী ভাবছে, কী হচ্ছে আমরা জানতে চাই। তুমি নিজে যা হয় কিছু ঠিক করে নাও।'

চাপায়েভকে কখনও কোন জিনিস দুবার বলার প্রয়োজন হয় না। সে জানে এবং ভাল করে দেখতেও পাচ্ছে কৃষকেরা তার কথা শুনতে চায়। দুটো কথা শোনালে ক্ষতি কী?

ওদিকে ঘোড়াগুলো সাজান হচ্ছে — চাপায়েভ এই সময়ের মধ্যে তার বক্তৃতা সেরে নেয়। তার মূল বক্তব্য যে কী তা বলা মুস্কিল; সে বিপ্লব সম্পর্কে, তার সমুখে যে সব বিপদ দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে, দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সব মামুলী কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল। তবু এতেই শ্রোতারা সন্তুষ্ট—খোদ চাপায়েভ বলছে—সোজা কথা! তার ওই জটপাকানো অগোছালো বক্তৃতার সর্বশেষ কথাটি পর্যন্ত তারা

বিমুগ্ধ হয়ে একাগ্রচিত্তে শোনে। তারপর তার বক্তব্য শেষ হলে তারা মাথা নেড়ে ফিসফিস করে সম্মতি জানায়:

'কথার মত কথা বটে।'

'এ ছাড়া চাপায়েভের কাছে কি অন্য কিছু শুনতে চাও!

'চমৎকার লোক কিন্তু!'

'অনেক ভাল ভাল কথা শোনালে ভাই — আমাদের অশেষ ধন্যবাদ!'

বহু গ্রাম বহু জনপদ অতিক্রম করে তারা চলেছে। সর্বত্রই চাপায়েভ সুপরিচিত। শ্রদ্ধাবনত হয়ে আনন্দের সঙ্গে সর্বত্র সবাই আসে তার দর্শন লাভের জন্য, কোন কোন জায়গায় এ একটা উৎসবের আকার ধারণ করে। গ্রামের সব লোক বেরিয়ে আসে তাকে দেখার জন্য। কৃষকেরা সব শুরু করে দেয় কথাবার্তা, মেয়েরা হাঁপায় — মৃদুস্বরে তারা কানাকানি করে। আর ছেলের দল আনন্দ ধ্বনি করতে করতে বহুদূর পথ ছুটে আসে স্লেজের পিছন পিছন। কোন কোন স্থানে চাপায়েভ বক্তৃতাও দেয়। এর ফলাফল ও সাফল্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। বক্তৃতাগুলো এমনিতে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, আসল কথা বক্তৃতা যে দিচ্ছে চাপায়েভ। তার নামের কী যে যাদু আছে যার ফলে সকলে মনে করে তার "বক্তৃতা" এমনিতে ফাঁকা কিম্বা তাৎপর্যহীন হলে কি হয়, এর পেছনে নিহিত রয়েছে অনেক বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মনুষ্য প্রকৃতির এ একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। এবং এরকম সব সময় দেখতে পাওয়া যায় যে, নামগোত্রহীন কোন সাধারণ মানুষের কোন জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য অনস্বীকার্য হলেও, তার চেয়ে বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে কোন নামজাদা বিখ্যাত ব্যক্তির উদ্দেশ্যহীন কোন উক্তি কিম্বা তাঁর তুচ্ছ কোন মন্তব্য।

পথ চলতে চলতে কোন এক সময় ফিওদর আর চাপায়েভ তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কথাবার্তা শুরু করে দেয়। কোথা থেকে তারা এসেছে, আগে তারা কী করত, কোন পরিবেশে তারা বড় হয়ে উঠেছে — আরও কত কি টুকিটাকি অজস্র কথা। ফিওদর চাপায়েভকে বলে সেই কালি ধোঁয়ামাখা কলকারখানা বহুল শহরটির কথা — যেখানে তার জন্ম হয়, যার প্রভাব তার বাল্যজীবনের উপর প্রথমে পড়েছিল — একটা কঠিন

সংগ্রাম, তারপর বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত তার যাযাবর জীবনের কাহিনী। তার ক্ষুদ্র জীবনী শেষ হওয়ার পর চাপায়েভ শুরু করে তার কথা। পাছে ভুল হয়ে যায় তাই ফিওদর পরবর্তী গ্রামে পৌঁছেই তার স্মৃতি থেকে চাপায়েভের কাহিনীর সবটুকু লিখে রাখে।

চাপায়েভের জীবনী

ফিওদর লিখেছে, 'চাপায়েভ তার কথা আমাকে বলে। তার সব কথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না। কতক কতক বিষয়ে আমারই সন্দেহ আছে। যেমন তার বাপ-মা সম্বন্ধে — এখানে নিশ্চয়ই কিছুটা রঙ চড়ান হয়েছে। আমার মনে হয় এখানে তার কল্পনাশক্তি প্রখর হয়ে ওঠে — তবু আমি যেমনটি শুনেছি তেমনটিই লিখে যাব। আর নাইবা কেন! আমি তো এতে কোন দোষ দেখি না। যদি কেউ সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধ করতে চায়, সে ঘুরে ঘুরে বের করে নিয়ে আসুক যে জায়গাগুলোর কথা আমি লিখছি সে সব জায়গা থেকে — সেখানে চাপায়েভের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা এখনও রয়েছে। তারা স্তেপের এই সেনানায়কের জীবনীর ও তার কীর্তির বহু কথা নিশ্চয়ই বলতে পারবে।

'একদিন আমরা দুজনে স্লেজে চলেছি, চাপায়েভ তার রহস্যঘন অপূর্ব দুটো সরল চোখ আমার দিকে মেলে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি জানেন আমি কে। আমার মা ছিলেন কাজানের গভর্নরের কন্যা আর বাবা, বাবা ছিলেন একজন জিপ্‌সী অভিনেতা।" ভাবলাম, চাপায়েভ বুঝি রসিকতা করছে। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমার কোন প্রকার বিস্ময় প্রকাশ না দেখে সে বলে চলল, "আমি বুঝি একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু আমি যা বলেছি তাই সত্যি। সেই জিপসী আমার মাকে প্রলুব্ধ করে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায় — তারপর সন্তানসম্ভবা তাকে পরিত্যাগ করে সে চলে যায়। এ অবস্থা থেকে তার উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা না করেই সে চলে যায়। এখন বেচারী কী করে? এটা সেটা অনেক কিছুই সে করে দেখে, কিন্তু তার মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। তার মা ততদিনে বিধবা

হয়েছে — আমার "দাদ্ব" সেই গভর্নর গেছে মারা। সে বাড়িতে তার মার কাছে ফিরে এল বটে কিন্তু অল্পদিন পরে আমাকে জন্ম দিয়েই সেও গেল মারা। আর আমি রইলাম পড়ে—অনাদ্ৃত কুকুরছানার মত। সবাই তো ভেবেই অস্থির কী ভাবে এই হীরের টুকরোকে তারা পাচার করবে। তারপর তারা একটা ঠিক করে ফেলল। ডেকে পাঠাল তাদের মালীকে। সেই মালীর এক ভাই ছিল দেশে। আমাকে দেওয়া হল সেই ভাইয়ের কাছে। খেলনা-টেলনা যেমন, আমিও যেন তেমনি একটা কিছ্ব। গ্রামের ছেলেরা সব যেমন করে মান্বষ হয় আমিও হতে লাগলাম সেই ভাবে। সেই লোকটির একটি বিরাট পরিবার — এক গাদা কাচ্চাবাচ্চা। আমরা এমন মারামারি আর চেঁচামেচি করতাম যে লোকজন বাড়ি ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচত। আমি যখন বাচ্চা ছিলাম তখনকার কথা বিশেষ কিছ্ব মনে পড়ে না আর মনে থাকারই বা কী আছে। গ্রামে সবারই একই রকম অবস্থা।"

'"ন'বছর যখন বয়েস তখন আমাকে কাজে ভর্তি করে দেওয়া হল। আর সেই থেকে সারাটা জীবন পরের কাজ করেই চলেছি। সবার প্রথম আমাকে দিল শ্বয়োর চরাতে — ওদের ওপর দিয়েই হাত পাকাতে হবে। একেবারে গোড়াতেই কোন বাচ্চাকে গর্বমোষ চরাতে তারা দেয় না। শ্বয়োর চরিয়ে হাত পাকানর পর হলাম গর্বর রাখাল। তারপর একদিন ছ্বতোর মিস্ত্রি আমাকে নিল তাদের সাগরেদ হিসাবে। তাদের সঙ্গে ঘ্বরে ঘ্বরে কিছ্বদিন তাদের নানান ধরনের কাজ করলাম। তারপর ছ্বতোরদের ছেড়ে একটা দোকানে নিলাম কাজ। কী করে মালপত্র বিক্রী করতে হয় শিখলাম, লোক ঠকানর চেষ্টা করলাম — হল না। লোক ঠকানো আমার ধাতে সইল না। যারা ব্যবসা করে লোক ঠকানো তাদের পেশা—লোক না ঠকালে তারা না খেয়ে মরবে। যখন সব ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকল আর এর ভেতরে যা কিছ্ব আছে সব ধরে ফেললাম তখন ব্বঝলাম হাজার করলেও আর আমার দ্বারা লোক ঠকানো চলবে না — তাই ছাড়তে হল দোকানদারী। তাই তো এখন ব্যবসায়ীদের আমি সায়েস্তা করি — ও ব্যাটাদের হাড়ে হাড়ে চিনি। এই বিষয়ে আমি লেনিনের চেয়ে বড় সোশ্যালিস্ট, কেননা ব্যবসায়ীরা কী করে না করে আমার নিজের চোখে

দেখা — জন্মের মত ওদের যা কিছু আছে সব কেড়ে নিতে হবে। ব্যাটাদের একেবারে ল্যাংটা করে ছেড়ে দিতে হবে — শালারা সব চামার।”

'“ব্যবসাকে তো লাথি মেরে বিদায় করলাম — কিন্তু এখন করি কী মনে মনে তাই চিন্তা করতে লাগলাম। বাপ-মা-মরা অনাথ আমি, বয়সই বা তখন কত—সতেরো হবে। ভেবে ভেবে শেষকালে ঠিক করলাম ভলগার ধার ধরে তো ঘুরি — কত শহর দেখতে পাব — নানান ধরনের লোকজন — নিজেরও একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব। নিজের জন্য কিনে ফেললাম একটা ব্যারেল-অর্গান। একটা মেয়ে তখন থাকত আমার সঙ্গে — তার নাম নাস্তিয়া। আমি বললাম, “চল আমরা ভলগার এ-মাথা ও-মাথা ঘুরি। আমি অর্গান বাজাব আর গাইব, আর তুমি নাচবে। এমনি করে গোটা ভলগাটা আমাদের দেখা হয়ে যাবে। তাছাড়া কত শহরে একসঙ্গে আমরা দুজনে যাব—তুমি আর আমি।” ব্যস, আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরতে ঘুরতে নানা জায়গায় শীতকাল যখন আসত কিছুদিন থেকে যেতে হত। খিদে সহ্য করতে না পারলে কাজকর্মও করতে হত। কাজকর্ম মানে ওই পরের বাড়ির ঝিগিরি কিম্বা চাকরের কাজ — শীতের সময় যা জোটে তাই; কিন্তু এপ্রিল যেই আসত রৌদ্রে ঝলমল করে উঠত সবুজ ঘাসের ধরণী, মা ভলগা জমাট বাঁধা সব বরফ ঠেলে নিয়ে চলত ক্যাস্পিয়ান সাগর অভিমুখে। আমরাও আর দেরী করতাম না — ভুলে যেতাম আমরা ক্ষুধার্ত। আবার বেরিয়ে পড়তাম। ভলগার তীরে তীরে শুরু হতো আমাদের পথ চলা। অর্গান বাজছে, উপরে আকাশের বুকে লার্ক পাখিদের গান—নীচে আমি ও আমার পাশে নাস্তিয়া। আমার কণ্ঠেও গান। সব মিলে কী সুন্দর, কী অপূর্ব মনে হত — আমি কোনদিন তার কথা ভুলতে পারব না!”

'“বসন্তের সেই সোনালি দিনগুলোর কথা আমি কোনদিন ভুলব না!”

'হঠাৎ চাপায়েভ মাথা নীচু করে — তার সরসকণ্ঠ ব্যথায় ভরে ওঠে:

'“এপ্রিলের রৌদ্র কী প্রচণ্ড—রৌদ্রের তাপে মাটি থেকে ভাপ উঠতে থাকে। সেই স্যাঁতসেঁতে আর্দ্রতার হাত থেকে আমি আমার প্রেয়সীকে রক্ষা করতে পারিনি — সবুজ পাতার মত শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেল সে, পড়ে রইল শুধু আমার সেই অর্গান। ভলগার তীরে ভলস্কে সেই ছোট্ট

আমার নর্তকীকে মাটির নীচে রেখে দিলাম। অর্গানটাকে দিলাম বিক্রী করে এক জিপসীর কাছে। তারপর আবার যেই একা, সেই একা। কিন্তু এই পৃথিবী আমাদের মত লোকেদেরই সর্বদাই কুড়িয়ে নেয় — আমাকেও নিল। জারের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হবার সময় আমার এল। সৈন্যবাহিনীতে গিয়ে যোগ দিলাম। আর তখনই লাগল যুদ্ধ। সেই থেকে আজকের দিন পর্যন্ত সেই যে অস্ত্র হাতে নিয়েছি তো নিয়েইছি। এই আমার জীবন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বিয়ে করেননি? আপনাকে ছেলেপুলের কথা বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ছে।'

'"হ্যাঁ, ঠিক বটে। সে যুদ্ধের আগে। বিয়ে করেছিলাম সত্যি, কিন্তু বেশি দিন টেকেনি। জার্মান যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তারা চালান করল। ছুটিতে একবার বাড়ি ফিরে শুনি সবাই আমার স্ত্রী সম্বন্ধে কানাঘুসা করছে। সত্যি মিথ্যে ধরতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, "এসব কী শুনছি?" সে বলল, "আমি কিছু অন্যায় করিনি, ভাসিলি। হিংসা করে খারাপ লোকে সব রটাচ্ছে।" আজেবাজে অনেক কিছু রটেছিল, কিন্তু তবু তার থেকে এইটুকু বুঝলাম যে সত্যি সত্যি সে একটা কলঙ্কিত জীবন শুরু করেছে। বললাম, "শয়তান মাগী, কুত্তী, একদিন তোকে ভালবেসেছিলাম — আর না — বেরিয়ে যা এখান থেকে। এ জন্মে তোর আর মুখ দেখতে চাইনে। বাচ্চারা সব আমার কাছেই থাকবে।" বড় আঘাত পেয়েছিলাম আমি — দুটো বছর তাকে দেখিনি! আর অন্য মেয়েদের কথা যদি বলেন — আমি কোনদিন কারুর দিকে চেয়েও দেখিনি। কোনদিন কিছু করিনি... এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম তার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য — তারই জন্য অর্ঘ সাজিয়ে বসেছিলাম। মাথার ঠিক কি কেউ রাখতে পারে — তার স্বামী বাড়ি ফিরে আসছে আর সে কিনা ..."

'"যুদ্ধে ফিরে গেলাম। মন এমনই ভেঙ্গে গিয়েছিল যে যেখানে বিপদ সবচেয়ে বেশি সেখানেই ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম। ভাবতাম, আমি যদি মারা যাই কী ক্ষতি হবে—বেঁচে থাকার লাভ তো এই! সেণ্ট জর্জ ক্রসের চারটেই আমার ভাগ্যে জুটল, আমাকে করল সার্জেণ্ট,

তারপর সার্জেণ্ট-মেজর — তবু মৃত্যু আমার হল না। কতবার আহত হলাম — কিন্তু তাতেও কিছু হল না। রইলাম বেঁচে। আমার কিন্তু একটা অসুবিধা ছিল — তা হচ্ছে লড়াই করতে হয় কী করে তা জানা থাকলেও অক্ষর পরিচয় আমার ছিল না। এতে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হত। লজ্জাও করত। হিংসেও হত। চারিদিকে সবাই কেমন লিখছে, পড়ছে আর আমার কিছু জানা নেই। আমাদের বাহিনীর এক পেটি অফিসার একদিন আমাকে কিনা বলে, "মুখ্যু শয়তান"। কথাটা আমার গায়ে এত লাগে যে আমি আমাদের রুশ ভাষায় যত অকৃত্রিম গালাগালি আছে সবগুলো তার উপর বর্ষণ করি। তখন তারা আমার সামরিক পদমর্যাদার চিহ্নগুলো সব খুলে নিল—আমি আবার যে কে সেই, অতি সাধারণ সৈনিকের স্তরে নেমে এলাম। যাই হোক, শুরু করলাম অক্ষর পরিচয় — লিখতে শিখলাম, পড়তে শিখলাম। ওদিকে যুদ্ধ চলছে তো চলছেই, আর শেষ হয় না। তারপর এল বিপ্লব। তাড়াতাড়ি তারা আমাকে পাঠাল সারাতভে রক্ষী বাহিনীতে কাজ করার জন্য।"

'"সব লোকের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেছে আর তাই নিয়ে আমার আশেপাশের সবাই কত তর্ক বিতর্ক শুরু করেছে। কিন্তু কী মুস্কিল, আমি ছাই ওসব কিছুই বুঝছি না। তাই ঠিক করলাম কোন পার্টিতে যোগ দেব। বেশ চালাক দেখে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমাকে ক্যাডেটদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে চায়। দুদিন বাদেই ওদের ছেড়ে যোগ দিলাম সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারীদের দলে। দেখলাম এদের ছেলেরা সত্যি সত্যিই কিছু একটা করতে চায়। ওদের সঙ্গে কিছুদিন থাকলাম, ওদের সভা সমিতিতেও যেতাম। এমন সময় সাক্ষাৎ হল অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে। ভাবলাম, সত্যিকার কাজ করনেওয়ালা যদি কেউ থাকে তো এরাই, জনসাধারণ সবকিছু এক্ষুনি পেয়ে যাচ্ছে — কেউ কাউকে দিয়ে কোন কাজ করাতে পারবে না—যার যা ইচ্ছে করতে পারবে। সেই সময় কেরেনস্কি সার্বদের একটা বাহিনী সংগঠিত করছিল — তারা আমাকে তার অধিনায়ক করে দিল। আর আমি ওই গোটা বাহিনীটিকে দিই বিগড়ে — কেরেনস্কির বিরুদ্ধে আমিই ওদের চালিত করি। তারপর

ওরা আমাকে অধিনায়ক-এর পদ থেকে বরখাস্ত করে প্লুগাচভে বদলী করল সেখানে একটা কোম্পানীর কম্যাণ্ডার করে। প্লুগাচভে আমাদের নিজস্ব একটা পিপলস্ কমিশারদের কাউন্সিল ছিল, আর তার সভাপতি সে ছিল... যাকে বলে চমৎকার লোক। আমাকে সে তো খুবই পছন্দ করত — আর আমিও — সে ছিল ঠিক আমার মনের মত লোক। তার কথা শুনতে শুনতে আমার নিজেরই ভদ্রভাবে জীবন যাপন করার ইচ্ছে হত। সে আমাকে পড়াতে লাগল, কত বিদ্যা দান করল। তারপর থেকে সব জিনিস আমি অন্য ভাবে দেখতে লাগলাম। অ্যানার্কিস্টদের মতবাদ পরিত্যাগ করে বলশেভিকদের দলে যোগদান করলাম। অন্যান্য সব বই পড়তে লাগলাম। পড়ার ব্যাপারে আমার আলিস্যি নেই। ওই যুদ্ধে অক্ষর পরিচয়ের পর ট্রেঞ্চে শুয়ে একটার পর একটা পড়েই যেতাম। সবাই ঠাট্টা করে বলত, "তুই যা পড়ছিস পাদরী হয়ে যাবি।" কিন্তু এতে ঠাট্টার যে কী আছে বুঝতাম না। আতামান চুর্কিন, রাজিন, য়েমেলিয়ান প্লুগাচভ, য়েরমাক তিমফেইচ — এদের সম্বন্ধে আমি পড়ে ফেলি। তারপর হানিবালের উপর একটা বই পড়ি, ইতালীর গ্যারিবল্ডির জীবনীও পড়ি আর পড়ি খোদ নেপোলিয়ানের জীবনী। আমার সবচেয়ে ভাল লাগে কাদের জানেন? যারা যুদ্ধ করতে পারে আর প্রয়োজন হলে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না তাদের। এদের সম্বন্ধে আমি সব জানি। তারপর অন্যান্য আরও বই পড়ি। তুর্গেনেভ নাকি খুব ভাল কতকগুলো গল্প লিখেছে, কিন্তু তার বই একখানাও যোগাড় করতে পারিনি। গোগলের আমার সব মনে আছে আর চিচকিনের* কথাও মনে আছে। সত্যি যদি একটু বেশি লেখাপড়া শিখতে পারতাম তাহলে অন্য ব্যাপার হয়ে যেত। কিন্তু এখন যা তাতে আমাকে সাধারণ মুখ্যু বলাই চলে। বরাবর তাই ছিলাম, এখনও তাই।"

'"প্লুগাচভে এসে লেখাপড়া আর হল না, সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হত কসাকরা কখন এসে হঠাৎ আক্রমণ করে। তাছাড়া যখনই কোথাও

---

* ঠিকমত বলতে গেলে "চিচিকভ" — এন. গোগলের লেখা "মৃত আত্মা"র একটি চরিত্র।

খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন পড়বে কিম্বা কোন স্থানীয় বিদ্রোহ দমন করতে হবে, ওরা আমাকে পাঠাত।”

‘“চাপায়েভ আছে? তারা খোঁজ নেয়।”

‘“আছি।”

‘“বেরিয়ে পড়।”

‘“ব্যস, ওইটুকু বলেই তারা খালাস... আমাকে কিছু শেখাতে হত না — কী করতে হবে না হবে আমার জানা।”

‘ঠিক অক্টোবর বিপ্লবের সময় পর্যন্ত চাপায়েভ তার জীবনী আমার কাছে ব্যক্ত করে। সে যা যা বলেছিল সব ঠিক কিনা তা আমার জানা নেই। নিজের কথা বাড়িয়ে বলতে তার ভাল লাগে। এটা তার একটা দুর্বলতা। হতে পারে শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য সে কিছুটা বাড়িয়ে বলছে। আর যদি বাড়িয়েও থাকে তা অতি সামান্য।*

‘তার জীবনী এমন কিছু একটা অসাধারণ নয়। তাতে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তা সত্ত্বেও কেউ যদি খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখে তবে দেখতে পাবে তার অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যক্তিগত জীবনের কষ্ট ও ঘটনার চাপে সে এগিয়ে গেছে অসন্তোষ ও প্রতিবাদের পথে।’

ফিওদর আরও অনেক কিছু লিখেছে। কিন্তু আমরা এখানেই শেষ করতে চাই — চাপায়েভ সম্বন্ধে তার মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করতে চাই না। অক্টোবর বিপ্লবের পর চাপায়েভ সম্বন্ধে বহু পরস্পর-বিরোধী সংবাদ শোনা যায় — তার জীবনের এই অংশটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। ঘূর্ণিবাত্যার মত স্তেপের বুকের উপর দিয়ে তার দুর্বার গতি — গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, আজ এখানে কাল সে তার শত মাইল দূরে।

চাপায়েভের দুর্বার আক্রমণের গতিবেগ ও তার অব্যাহত বিজয় সাফল্য দেখে কসাকরা একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল, শুধু তার নাম শুনলেই তারা কেঁপে উঠত, আর তার সঙ্গে যাতে লড়াই এড়ানো যায় তার জন্য সব সময় চেষ্টা করত।

---

* চাপায়েভ যে বলেছে তার মা হচ্ছে গভর্নরের মেয়ে — এ কথাটি পুরোপুরি কাল্পনিক, পরে সকলেই এ কথাটায় সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

সামারায় পেৌঁছাতে তাদের চারদিন লেগে যায়। পথে বহু গ্রাম বহু জনপদ তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু সর্বত্র চাপায়েভের নাম প্রচারিত হওয়া মাত্র একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। চাপায়েভের আত্মপ্রত্যয় অসাধারণ। একদিন একটু বেশি রাত্রে তারা একটা গ্রামে গিয়ে পেৌঁছেছে। জনমানবহীন পথ — সোভিয়েতটা কোথায় তা জেনে নেওয়ার পর্যন্ত উপায় নেই। একবার তারা ভাবল যে কোন একটা ঘর-টর দেখে ঢুকে পড়ে, কিন্তু ঠান্ডায় নামতে ইচ্ছে হল না। তারা সোজা চলল গীর্জের দিকে। নিশ্চয়ই ময়দানের আশেপাশে সোভিয়েত খুঁজে পাওয়া যাবে। শেষকালে তাদের একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'কমরেড, সোভিয়েতটা কোথায়?'

'ওই যে ওদিকে, নালাটা পার হয়ে।' উলটো দিকে সে আঙুল তুলে দেখাল। তারা মোড় ঘুরে ওই নির্দেশ বরাবর গিয়ে উপস্থিত হয়। দেখে একটা বিরাট বাড়ি — চালার মত দেখতে। বাড়িটা অতি পুরানো আর পোড়ো, গ্রামের শেষ প্রান্তে নালা পার হয়ে একটা ফাঁকা জায়গার উপর। দেখামাত্র বোঝা যায় এখানে জনমানব বাস করে না। তারা ক্রমাগত দরজায় ধাক্কা দিয়ে চলল — যদি কেউ দরজা খোলে! শেষ পর্যন্ত দরজাটা খোলা হল, কানে-শোনে-না অত্যন্ত দুর্বল একটা বুড়ো বেরিয়ে আসে।

'বলি বাপু, তোমরা চাও কী?

'যার ডিউটি সে কোথায়?' রেগে জিজ্ঞাসা করে চাপায়েভ।

'কেউ এখানে নেই, যে যার বাড়ি গেছে। লোকজন যা আসে সব দিনের বেলায় — এখন কেউ এখানে নেই।'

'জলদি সভাপতিকে ডাক।'

এসব ক্ষেত্রে লোকজনের সঙ্গে জোর দিয়ে কথা বলা এমনকি রূঢ় হলেও ফিওদরের আপত্তি নেই, এখন যা সময় পড়েছে তাতে ভদ্র হলে বিশেষ সুবিধা হয় না। এমনও হয় একজন নরম ধরনের কাউকে পেলে সবাই তাকে কায়দা করে এড়িয়ে যায়, তার কোন কাজ করা দূরে থাক উল্টে তার ঘাড় ভাঙারই চেষ্টা করে। যা দিনকাল পড়েছে তাতে রূঢ় না হয়ে উপায় নেই। ভাল মুখে কাউকে দিয়ে কোন কাজ আদায় হবে না।

সভাপতিকে ডেকে পাঠানো হয়। সে আদালীর কাছে শুনতে পায় যে "চাপায়েভ স্বয়ং" তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। সে কাঁচুমাচু হয়ে মাথার টুপি খুলে সম্মুখে এসে অভিবাদন জানায়।

'কী ব্যাপার — সোভিয়েত তোমার কাছে শুয়োরের খোঁয়াড় নাকি? চাপায়েভ একেবারে খেঁকিয়ে ওঠে। 'এত জায়গা থাকতে ত্রিসীমানার বাইরে এখানে কিসের জন্য — গ্রামের মাঝামাঝি একটি জায়গা জোটেনি তোমার?'

'অন্য কোন জায়গা তো লোকেরা দিতে চায় না।' সভাপতি ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়।

'কোন লোকেরা? লোকেরা না, বল কুলাকেরা কোন কিছু দিতে চায় না। লোকের কথা এখানে ওঠে না। ভারি অল্পতেই তোমরা পিছু হট।'

'কিন্তু আমি তো চেয়েছিলাম ...'

'চেয়েছিলাম! চেয়েছিলাম মানে কী?' ধমক দিয়ে ওঠে চাপায়েভ। 'শুধু হাত পাতলে হবে না — এখানে তোমাকে জোর করে নিতে হবে। নিজেকে আবার শাসনকর্তা বলে জাহির করা হয়! কালকের মধ্যে সোভিয়েতকে নিয়ে যাবে ময়দানে, এর জন্য একটা ভাল বাড়ি দখল করবে — বলবে এটা চাপায়েভের হুকুম। বুঝতে পারলে?'

'বুঝতে পারলাম।' ক্ষীণকণ্ঠে জবাব আসে।

'সামারা থেকে ফেরার পথে আবার যদি তোমাকে এই আঁস্তাকুড়ে দেখি — তবে টের পাবে মজা।'

মুখ দিয়ে স্পষ্ট করে কথা বেরোয় না সভাপতির, মনে হয় লোকটা একটা অকর্মা "সাক্ষীগোপাল গোছের"। ঘোড়ার ব্যাপার নিয়ে লোকটা হৈচৈ শুরু করে দেয়। ওরাও এহেন স্থানে রাত্রি যাপন করতে মোটেই ইচ্ছুক নয় — রাত্রি গভীর হলেও বেরিয়ে পড়ে।

সামারায় পেঁছে তারা ফ্রুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তিনি তাদের দুজনকে সেইদিনই সন্ধ্যার সময় তাঁর ফ্ল্যাটে আসতে বলেন — ওখানে তারা ভালভাবে আসন্ন সংগ্রামের বিষয় আলোচনা করতে পারবে। ওরা যায়। ফ্রুঞ্জে ওদের কাছে রণাঙ্গনের অবস্থা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন। এখন কত

চূড়ান্ত ভাবে কাজ করা দরকার আর এর জন্য কী ধরনের সব কম্যান্ডারের প্রয়োজন, তাও বলেন। কী একটা কাজে চাপায়েভ কয়েক মিনিটের জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে গেলে ফ্রুঞ্জে ফিওদরকে বলেন:

'কমরেড ক্লিচকভ, ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি ভাবছি চাপায়েভকে একটা পুরো ডিভিশনের কম্যান্ডার নিয়োগ করার কথা। তুমি কী বল? আমার ওকে খুব ভাল করে জানা নেই, কিন্তু ওর যা নাম-ডাক তা তো তুমিও জান। লোকটা সত্যি সত্যি কেমন? তুমি তো তবু ওর সঙ্গে অল্প হলেও কাজ করেছ।'

ফিওদরের ঠিক যা ধারণা তা সে বলে। চাপায়েভ সম্বন্ধে তার ধারণা খুব উঁচু, তবে ওর রাজনৈতিক জ্ঞান যথেষ্ট অপরিণত, সে কথা সে বলে।

'আমার ধারণাও তাই।' ফ্রুঞ্জে বলেন। 'সাধারণের মধ্যে সে যে পড়ে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার দ্বারা কাজও হবে অনেক, কিন্তু গেরিলা ভাব তার মধ্যে এখনও রয়ে গেছে এই যা। দেখ একবার চেষ্টা করে...। আর ওর মাথা একটু গরম, তাতে কিছু যায় আসে না। মাথা গরম লোকদেরও পোষ মানানো যায়।'

ফিওদর খুব সংক্ষেপে ফ্রুঞ্জেকে বুঝিয়ে বলে সে এই পদ্ধতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে। তার বিশ্বাস এর মধ্যে সে চাপায়েভের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। আর ভবিষ্যতে যে তাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে সে আশাও সে রাখে।

চাপায়েভ ফিরে আসে। কিছুক্ষণ কথা বলার পর ফ্রুঞ্জে তাকে তার নতুন পদের সংবাদ জানিয়ে দেন। আর তাকে বলেন এক্ষুনি উরালস্কে যেতে। পরবর্তী নির্দেশ সেখানে যাবে কেননা এখন পর্যন্ত আক্রমণের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা খসড়া অবস্থায়। ফ্রুঞ্জের কাছে তারা বিদায় নেয়। দুঘণ্টার মধ্যে তারা সামারা ত্যাগ করে। চাপায়েভ উরালস্কের পথে তার নিজের গ্রাম ভিয়াজভকা হয়ে যাওয়ার অনুমতি চায়। ফ্রুঞ্জে রাজী হন। সুতরাং তারা ভিয়াজভকা অভিমুখে রওনা দেয়।

'ওখানে আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ আছে?' ফিওদর জিজ্ঞাসা করে।

'সব্বাই তো ওখানে — বুড়ো বাপ-মা — অর্থাৎ আমি যাদের কাছে পালিত। আর আমার দুই ছেলে, এক মেয়ে — তারা ওখানে মানুষ হচ্ছে

এক বিধবার কাছে। তারও আবার নিজের দুটো বাচ্চা। ওরা সব একসঙ্গেই থাকে।'

'আপনার খুব বড় বন্ধু বুঝি?'

'বড় বোলে — খুব বড় বন্ধু,' চাপায়েভ মুখ টিপে হাসে। 'আমার এক বন্ধু গেল মারা আর এ রইল পড়ে। বন্ধুটি ওকে উইল করে দিয়ে গেল আমার নামে।'

ভিয়াজভকায় তারা বিপুল সম্বর্ধনা পায়। জনবরেণ্য এই অতিথির আগমন উপলক্ষে সোভিয়েতের সভাপতি সঙ্গে সঙ্গে এক সভা ডাকল। চাপায়েভ তার "ভাষণ" কিছুটা দিল। সেইদিন সন্ধ্যায় তার নামানুযায়ী যে হলটির নামকরণ করা হয়েছে সেখানে স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ এক অভিনয় অনুষ্ঠান করল। অভিনয় যতই উৎকট হোক না কেন তাতে উৎসাহ উদ্দীপনার কিন্তু অন্ত নেই। অভিনেতাদের উদ্দেশ্য চাপায়েভের কাছে প্রশংসা পাওয়া।

রাত্রিটা ওখানে কাটিয়ে সকালেই তারা উরালস্ক অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ে। ফিওদরের মনে হয় চাপায়েভ তার ছেলেমেয়েদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহপ্রবণ নয়। একথা সে তাকে জিজ্ঞাসা করে।

চাপায়েভ বলে, 'একথা সত্যি। পারিবারিক জীবনে সেই যে গন্ডগোল হয়ে গেল তারপর থেকে আর কিছুই ভাল লাগে না। নিজের ছেলেমেয়েদেরও পরের মত দেখি।'

'তাহলে ওদের মানুষ করবেন কী করে?'

'আমি কি করে মানুষ করব। আমার তো সময়ই নেই। আর এখানে কী ভাবে যে মানুষ হচ্ছে তার খবরও নিই না। মাইনে পেলে এখানে টাকা পাঠিয়ে আমি খালাস।'

'টাকা তো আর সব নয়।'

'জানি সব নয়। তাছাড়া নভেম্বর ডিসেম্বরের মাইনে এখনও পাইনি আর এখন মার্চের মাঝামাঝি। ওরা দিচ্ছেই না।'

'অবস্থা তো সুবিধের নয়...'

চাপায়েভ গম্ভীরভাবে বলে, 'কমরেড ক্লিচকভ, প্রত্যেককেই কিছু

না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় -- তাছাড়া বিপ্লব হয় না। কেউ তার সম্পত্তি, কেউ পরিবার পরিজন — আবার কারুর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা — আমাদের অমূল্য জীবনই তো হারাতে পারি।'

ফিওদর চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। 'ঠিকই, এমনকি আমাদের জীবনও হারাতে পারি আমরা। কী আশ্চর্য — যুদ্ধের যেন আর শেষ নেই। দিকে দিকে শত্রুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। চতুর্দিকে বিপদ। খুব বেশি দিন আপনি আর আমি একত্রে এমনভাবে আর ঘুরে বেড়াতে পারব না। জানেন তো, শীগ্‌গীরই নতুন করে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।'

চাপায়েভ হাত নেড়ে জবাব দেয়, 'ওসব ব্যাপারে আমি একটুও মাথা ঘামাই না। কখন শেষ হবে কে বলতে পারে? মাঝে মাঝে এমন এক একটা বিপদ এসে ঘিরে ধরে, মনে হয় উদ্ধারের আর কোন পথই নেই। তবুও তো মৃত্যু হয় না। তার চেয়ে কী হবে না হবে না ভাবাই ভাল। একদিন আমি তো এক গ্রামে ঢুকে দেখি যে ভুল করে সোজা এসে পড়েছি চেকদের হাতে। এটা অবিশ্যি ১৯১৮র কথা। ভেবেছিলাম গ্রামটাও বুঝি আমাদের দখলে — আর ড্রাইভারের কী -- তাকে যেখানে বলা হবে সেখানেই সে যাবে। গ্রামে ঢুকতেই দেখি — ওরে বাবা — সব যে চেক! ড্রাইভারটার নাম ছিল বাবায়েভ। বললাম, "বাবায়েভ, যেমন করে পার এখান থেকে পালাও।" নিজে চেপে ধরলাম মেশিনগানটা। বললাম, "গাড়িটা ঘোরাও, আমি শুরু করি গুলি ছুঁড়তে। তুমি ঠিক সময়ের মধ্যে পারলে তো গেলাম বেঁচে, নইলে দফা শেষ।" সে গাড়িটা ঘোরান শুরু করল আর আমি ছুঁড়তে শুরু করলাম গুলি। সে গাড়ি চালায়, আমি গুলি চালাই। গাড়িটা ঘোরান মাত্র সে দিল পূর্ণ গতিতে ছুটিয়ে। আর ওদিকে জন পনেরো অশ্বারোহী শুরু করেছে আমাদের পিছন পিছন ধাওয়া। আমিও ওদের লক্ষ্য করে চালাচ্ছি গুলি। আর সে কী ধুলোর মেঘ, কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু বেশ কানে আসছে তারা সমানে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। তারা আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে আর আমিও চালাচ্ছি ওদের দিকে লক্ষ্য করে। দুটো বেল্টই আমার নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু তখন যদি একটা টায়ার ফেটে যেত, বোঝ, আমার অবস্থাটা কী দাঁড়াত? সেই সময় চেকরা

আমার মাথার মূল্য হিসাবে বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। “চাপায়েভের মাথা আনতে পারলে সোনায় তার দাম দেব।” আমার সৈন্যেরা এইসব বিজ্ঞাপন পড়ে চেকদের ঠাট্টা করত। একবার তারা ওদের একটা চিঠি লেখে, “আমাদের স্তেপান রাজিন রেজিমেণ্টের কাছে এলে বিনা পয়সায় তার মাথা পাবে।” লিখে শীল করে গ্রামের একটা ছোট্ট বাচ্চাকে দিয়ে ওদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সত্যি কত অদ্ভুত ঘটনাই না আমার জীবনে ঘটেছে।’

‘আর দেখুন তবু আপনি আজও বেঁচে।’ ফিওদর বলে, ‘আর এই যে বেঁচে আছেন সে কী শুধু বরাতের জোরে না আপনি কোন অবস্থায় আপনার বুদ্ধি হারাননি, সেইজন্য? কে বলবে? আমার মনে হয় এইরকম মরতে মরতে অল্পের জন্য অনেকবার আপনি বেঁচে গেছেন।’

চাপায়েভ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, ‘ঠিক ধরেছেন — বহু বহুবার। আমিও মনে মনে বার বার এই প্রশ্নই করি—আমাকে মেরে ফেলা কি এতই কঠিন কাজ? কেউ যেন ইচ্ছে করে আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে। আর এমনও কেউ কেউ আছে — গুলি শুরু হওয়ামাত্র তাদের শেষ।’

ফিওদর জিজ্ঞাসা করে, ‘আচ্ছা আপনি নিজে কী মনে করেন — বরাত না অন্য কিছু?’

‘না না — শুধু যে বরাত তা নয়। নিজের বুদ্ধি বিবেচনা থাকা দরকার। মূল জিনিস এইটা। কেন, এমনও হয় যদি মুহূর্তের জন্য তুমি ইতস্তত করেছ তবে তোমার দফা শেষ, শুধু তোমার কেন, আরও কতশত জনের। একবার একটা গ্রামে আমরা সব ঘুমিয়ে, চেকরা এসে হাজির। আমি ছিলাম গ্রামের অন্য প্রান্তে। লাফ দিয়ে উঠলাম, পরনে শুধু প্যাণ্ট। “হুররে, হুররে” বলে শুরু করে দিলাম চিৎকার। আমাদের কিচ্ছু ছিল না — অস্ত্রশস্ত্র বলতে বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু আমাদের সৈন্যদের সাহস গেল পাঁচগুণ বেড়ে। তারা চেকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বন্দুকগুলো নিল কেড়ে। আমাদের যারা ধরা পড়েছিল তাদের তো ছাড়িয়ে নেওয়া হলই তার উপর চেকদের কয়েকজনকে করা হল বন্দী। বুঝলেন কমরেড ক্লিচকভ, মাথা থাকা দরকার। তা না থাকলে যুদ্ধে তুমি মুহূর্তের মধ্যে উড়ে যাবে।’

'কিন্তু সাধ করে কি কেউ মরতে চায়?' ফিওদর রসিকতা করে।

চাপায়েভ গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, 'না সবার ক্ষেত্রে সমান নয়। আপনি কি মনে করেন সবাই জীবনকে খুব মূল্যবান ভাবে? তাছাড়া একজন সব সময় একইভাবে চিন্তা না-ও করতে পারে। আমার কথাই ধরুন, আমি যখন একজন সাধারণ সৈনিক ছিলাম, তখন তারা আমাকে মেরে ফেলল কি ফেলল না তাতে কী আমার আসত যেত? আমার কাছে একই কথা। আমার মত লোকের জন্মের তো কামাই নেই — যত চাও তত। আমার জীবনের মূল্য এক কানাকড়িও মনে করতাম না। তিনশ পা মাত্র দূরে শত্রুদের ট্রেঞ্চ আর আমি লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে চিৎকার করতাম: "চলে এস। দেখি কে আমাকে মারতে পার!" তারপর ট্রেঞ্চের সমুখের ঢিবির উপর শুরু করে দিতাম উদ্দাম নৃত্য। আমাকে মেরে ফেলবে একথা মনেও আসত না। তখন উপরিওয়ালাদের লক্ষ্য পড়ত আমার উপর অর্থাৎ আমিও একটা কেউকেটা হতে চলেছি এই ভাব। কিন্তু কমরেড ক্লিচকভ, যতই উপরের দিকে উঠতে লাগলাম জীবনের মূল্য আমার কাছে ততই বাড়তে লাগল। আপনার কাছে গোপন করার চেষ্টা করব না, সত্যি বলছি এইভাবে ভাবতে শুরু করছি: ওরে হতভাগা, তুই তো একটা পোকামাকড় নয়, তুই একজন সত্যিকারের মানুষ। আর যেভাবে মানুষের বাঁচা উচিত সেইভাবে সত্যি সত্যি আমার মনে বাঁচার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তার মানে এই নয় যে আমি ভীতু হয়ে পড়েছি— আমার বুদ্ধি আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এখন সেই ট্রেঞ্চের উপর উঠে আর নাচব না — না ভাই, তামাসা আর নয়, এখন আমি বৃথা জীবন নষ্ট করতে চাই না।'

'কিন্তু যুদ্ধে?' ফিওদর জিজ্ঞাসা করে।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে ওঠে চাপায়েভ, 'যুদ্ধে? আমি আপনার কাছে শপথ করছি কিম্বা আপনি যা বলবেন তার নামে দিব্যি করে বলতে পারি যুদ্ধক্ষেত্রে কোনদিন কাপুরুষতা আমার কাছে পাবেন না। যুদ্ধের সময় আমার মাথা থেকে চিন্তা দূর হয়ে যায়। আপনি কী ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন শুনি?'

'কিছু না, এমনি জানতে ইচ্ছে হল।'

'তাই কি? হয়তো হেডকোয়ার্টারের কেউ কিছু আমার নামে বলে থাকবে?'

চাপায়েভ কী বলতে চায় ফিওদর ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

চাপায়েভ তার বিক্ষোভ চেপে রাখতে পারে না, 'ওই পাজী কর্নেলগুলো? ওখানে অবশ্যি ...'

'আমি সত্যি বলছি — ওই "পাজী কর্নেলদের" সঙ্গে আমার কোন কথাই হয়নি। তাছাড়া ওরা আমার কে?' ক্লিচকভ তাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করে।

'ওরা আপনাকে অনেক কথাই বলবে।'

'আপনাকে বুঝি পছন্দ করে না?' ফিওদর জিজ্ঞাসা করে।

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে চাপায়েভ জবাব দেয়, 'তাঁরা আমাকে ঘৃণা করেন। তাঁদের কাছে আমি যা সব টেলিগ্রাম আর সুন্দর সুন্দর চিঠি পাঠিয়েছিলাম তার জন্য তাঁরা তো আমাকে ট্রাইবুনালের সামনে দাঁড় করানর ফন্দী করেছিলেন। এই যুদ্ধ যদি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করত তবে আমার বিচার করিয়ে ছাড়তেন। বেশ আরামে যে যার ডেস্ক নিয়ে বসে আছেন। আর চান যে আমি দিই গলা বাড়িয়ে। কিন্তু এইসব লোকের জন্য আমি কোনদিন গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি না। তাঁরা ভাবেন যে নিজেরা এক একজন মহারথী। কিন্তু কার্তুজ চাও — মিলবে না; কিন্তু অর্ডার — তাতে তাঁরা সিদ্ধহস্ত — যত চাও। আমি ওঁদের আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছিলাম। ওঁরা বলে দিলেন, আমি একটা গুন্ডা, একটা গেরিলা—আমার কাছ থেকে আর কী বেশি আশা করা যায়?'

ফিওদর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কমরেড চাপায়েভ, আপনি কি বলতে চান—যে ওই সব কর্নেলরা আমাদের লালফৌজ পরিচালিত করছে?'

'তাছাড়া কারা?'

'"কারা" মানে কী বলতে চান? বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিল — তার সম্বন্ধে কী বলতে চান? আমাদের কমিশার বা আমাদের রেড সেনাধ্যক্ষের — এদের সম্বন্ধে?'

'ওই সব কাউন্সিল — মনে হয় অর্ধেক ব্যাপার বুঝতেই পারে না। কেউ গিয়ে এক গাদা মিথ্যে কথা বলে এল — ওরা তা সব বিশ্বাস করে বসে থাকল।'

ফিওদর প্রতিবাদ করে ওঠে, 'মোটেই তা নয়। বিপ্লবী কাউন্সিল সম্বন্ধে আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ওখানে যারা তারা আমাদের লোক। তারা কিছু বোঝে না তা নয়। আপনার ভীষণ ভুল আপনি যদি ভাবেন ...'

'আচ্ছা আচ্ছা, লড়াই শুরু হতে দিন তখন টের পাবেন ...' নরম গলায় জবাব দেয় চাপায়েভ। আগের মত তার বিশ্বাসের জোর আর গোঁয়ার্তুমিভাব যেন কিছুটা শিথিল হয়ে আসে। ফিওদর তাকে বুঝিয়ে বলতে শুরু করে কী উদ্দেশ্য নিয়ে বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিলগুলো সংগঠিত করা হয় — তার কী কী কাজ, তার গঠনতন্ত্র কেমন। সে বুঝতে পারে যে চাপায়েভের কাছে এইসব সংবাদ সম্পূর্ণ নতুন, সে এই প্রথম শুনছে। এর আগে সে এ বিষয়ে কিছুই জানত না। একটি একটি করে সব কথা সে খুব মন দিয়ে শোনে। আর মনেও রেখে দেবে সব — এমনই অদ্ভুত তার স্মৃতিশক্তি! ফিওদর অবাক হয়ে যেত তার স্মৃতিশক্তি দেখে। খুঁটিনাটি জিনিস পর্যন্ত সে অবিকল মনে রাখতে পারত। পরে কথাবার্তার মধ্যে সেগুলো ঠিক সে পারত ঢুকিয়ে দিতে।

এই ধরনের সুদীর্ঘ আলোচনা ফিওদরের ভালই লাগত। কথা বলার সময় সে বুঝত যে উর্বর জমিতেই বীজগুলো পড়ছে। সম্প্রতি সে লক্ষ্য করেছে যে চাপায়েভ অন্য লোকের সঙ্গে আলোচনার সময় তার যুক্তিগুলো নিজের বলে চালিয়ে দিচ্ছে। অনিচ্ছাকৃতভাবেও এটা হতে পারে। চাপায়েভ যে তাকে একজন সব বিষয়ে জানা লোক বলে স্বীকার করছে একথা সে বুঝতে পারে। মনে মনে সে সিদ্ধান্ত করে নেয় যে তার সঙ্গে এই সংযোগের সে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে। সৈন্যবাহিনীর সাংগঠনিক প্রশ্ন থেকে শুরু করে শিল্পবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহুবিধ প্রশ্ন আলোচনার পর—যে প্রশ্নটি চাপায়েভের কাছে সবচেয়ে বেদনাদায়ক, তার শিক্ষার অপ্রতুলতা, তা নিয়েও আলোচনা হয়। সময় ও সুযোগ বুঝে ফিওদর তাকে পড়াবে এ ব্যবস্থা দুজনে মিলে ঠিক করে ফেলে। ভারি সরল লোক, লড়াইয়ের ধোঁয়ার মধ্যে তারা বীজগণিত শিখতে

চায়! অবিশ্যি একটা দিনের জন্যও তাদের পড়াশোনা করবার সুযোগ জোটেনি। কিন্তু পরে এই নিয়ে কথা তাদের বহুবার হয়েছে। রণক্ষেত্র অভিমুখে ঘোড়ায় চড়ে দুজনে এগিয়ে চলেছে, নানান ধরনের আলোচনার পর একথাও তাদের এসে পড়েছে:

'মনে পড়ছে, আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়ব ঠিক করেছিলাম,' ফিওদর বলে ওঠে।

'কত জিনিসই তো আমরা চেয়েছিলাম — কিন্তু যা চাওয়া যায় তা কি আর করা সম্ভব।' দুঃখ ও অনুশোচনায় ভরা কণ্ঠে জবাব দেয় চাপায়েভ।

ফিওদর লক্ষ্য করে নতুন নতুন প্রত্যেকটি কথা গ্রহণ করার জন্য চাপায়েভের কত আগ্রহ — আর তার কাছে কোন কথাটাই বা নতুন নয়! পুরো একটা বছর সে পার্টিতে রয়েছে — ধর্মসম্বন্ধীয় সবকিছু এতদিন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু একদিন ক্লিচকভ হঠাৎ দেখে সে নিজের দেহে ক্রুশচিহ্ন আঁকছে।

'কী করছ ভাসিলি ইভানিচ?' (পরিচয় হওয়ার দু'সপ্তাহ পর থেকেই এই ধরনের সম্বোধন করার মত ঘনিষ্ঠতা তাদের হয়ে যায়।) 'একেবারে ধর্মনিষ্ঠ কমিউনিস্ট! মাথা ঠিক আছে তো?'

লজ্জা পেয়ে যায় চাপায়েভ, কিন্তু জবাব দিতে কসুর করে না। 'আমার তো মনে হয় একজন কমিউনিস্ট যেমন খুশি বিশ্বাস করতেও পারে। তুমি বিশ্বাস কর না, বেশ ভাল কথা, কর না। কিন্তু আমি যদি বিশ্বাস করি তাতে তোমার তো কোন ক্ষতি নেই?'

'আমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না তা ঠিক, কিন্তু আমি তো আর আমার কথা বলছি না।' ফিওদর ছাড়ার পাত্র নয়। 'আমি অবাক হয়েছি তোমাকে দেখে। তুমি একজন কমিউনিস্ট হয়ে কেমন করে ভগবানে বিশ্বাস কর?'

'না করতেও পারি।'

'না করতেও পার — তবে তুমি ক্রুশচিহ্ন করলে কেন?'

'এমনি ইচ্ছে হল — ব্যস, তাই করলাম।'

'কী করে এ কাজ তুমি করতে পারলে? এসব নিয়ে তুমি ঠাট্টা করতে পার না।' ফিওদর কড়াভাবেই বলে।

তখন চাপায়েভ তাকে তার ছেলেবেলার একটা ঘটনা শোনায় আর বলে সেই ঘটনা থেকেই এই জিনিসটার শুরু।

'আমাদের গীর্জায় আশ্চর্য ক্ষমতাওয়ালা একটা মূর্তি ছিল। যখন আমি খুব ছোট্ট ছিলাম তখন একদিন ওই মূর্তির সমুখে রাখা থালা থেকে একটা দু'কোপেক চুরি করি। আর তাই দিয়ে একটা তরমুজ কিনে পেট ভর্তি করি। খাওয়াটা এতই বেশি হয় যে সঙ্গে সঙ্গে অসুখ, আর ছ'সপ্তাহ ধরে পড়ে থাকা বিছানায়। প্রথমে জ্বর, শীত। তারপর সে কী পেটের অসুখ, প্রাণ যায় আর কি! মা কিন্তু সেই দু'কোপেক চুরির কথা টের পেয়ে যায় — আর সমানে ওই থালার উপর পয়সা ফেলা শুরু হয়ে যায় তার। মা'র কাছে শোনা এক একবারে দশ কোপেক করে সে অন্তত তিন রুবল ওই থালার উপর দেয়। আর মা মেরী যাতে আমাকে ক্ষমা করেন তার জন্য দিনরাত্রি প্রার্থনা। তার প্রার্থনা সফল হল — মেরী আমাকে ক্ষমা করলেন। সপ্তম সপ্তাহে ভাল হয়ে উঠলাম। সেই থেকে সব সময় আমার মনে হত এমন কিছু একটা শক্তি আছে যার থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সেই অবধি কোন জিনিস আমি আর চুরি করি না। কারুর বাগান থেকে একটা ফল পর্যন্ত ছিঁড়ি না — সে সাহসই যেন আমার হয় না। কামান বন্দুক গুলির সামনে আমার একটুও ভয় করে না, কিন্তু কোন কিছু চুরির ব্যাপার হলে ভয়ে আমার হাতপা গুটিয়ে আসে। কিছুতেই পারি না।'

সেই সময় ফিওদর অনেক কিছু বলেনি। কিন্তু পরে বহুবার সে এই ধর্মের বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা তুলেছে; ভগবান সম্বন্ধে, ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে চাপায়েভের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। এরপর থেকে চাপায়েভ কোনদিনও আর নিজের উপর ক্রুশচিহ্ন আঁকেনি। শুধু তাই নয়, সে ফিওদরের কাছে স্বীকার করে যে এই সব ব্যাপার বোঝার আগে পর্যন্ত সে একটা আস্ত বোকা ছিল বটে, কিন্তু একবার বোঝার পর আর ভুল হবে না।

এইসব আলোচনার ফলে ধর্ম, ঈশ্বর, গীর্জা, পাদরী এসব সম্বন্ধে চাপায়েভের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। পাদরীদের সে অবিশ্যি বরাবরই ঘৃণা করত। কিন্তু তাদের কথা মনে হলে তার একটু ভয় ভয়

করত। তার কাছে সব সময় মনে হত “তারা যতই বদমায়েস হোক আমাদের চেয়ে তারা কিছুটা ভগবানের কাছাকাছি আছে।”

দিন দিন এই বিশ্বাস ফিওদরের মনে দৃঢ় হতে থাকে যে চাপায়েভের মত একজন বড় গেরিলা যোদ্ধা আর একগুঁয়ে মানুষের সঙ্গেও একটা শিশুর মত ব্যবহার করা সম্ভব। মোমের মত তাকে ছাঁচে ঢেলে গড়ে নেওয়া যায় — শুধু তার কাছে এগোনো দরকার যথেষ্ট কৌশল ও সতর্কতার সঙ্গে। জানা দরকার সে কতটা নিতে পারবে, আর কোন কোন জিনিস সে বলামাত্র গ্রহণ করতে রাজী হবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাকে অতি সহজেই রাজী করানো সম্ভব। এখানে জ্ঞানালোকের অন্বেষণে সে আপন ইচ্ছায়, এমনকি পরম আগ্রহভরে এগিয়ে আসবে। কিন্তু এই পর্যন্ত। অন্য ব্যাপারে সে অত্যন্ত অনমনীয় এবং দৃঢ়, কোন কোন সময় একেবারে আকাট গোঁয়ারের মত।

যে অবস্থার ভিতর দিয়ে তার জীবন গড়ে উঠেছিল, সেই অবস্থাই তার অশিক্ষা অজ্ঞানতার জন্য দায়ী। কিন্তু এখন দেখতে পেয়েছে, উপলব্ধি করতে পেরেছে যে অন্য পথ আছে, প্রত্যেক জিনিসতেই অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এই নতুন উপলব্ধি তার চিন্তা জগতে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। ভীরু চরণে, মন্থর গতিতে সে এগিয়ে চলেছে এতদিনকার অবরুদ্ধ সেই পবিত্র দ্বারপ্রান্তে যা আজ নবজীবনের পথ নির্দেশ করে, তার সমুখে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে চলেছে।

৮

কলচাক বিরোধী অভিযান

ফিওদর আর চাপায়েভ নির্দেশের অপেক্ষায় দশদিন বসে রয়েছে উরালস্কে। এই একঘেয়ে বসে থাকা আর সহ্য হয় না। কারুর কোন কাজ নেই। উরালস্ক ডিভিশনের সদর দপ্তরের আশেপাশে সময় কাটানোর জন্য ঘুরে বেড়ানো, আর নিজেদের ডিভিশনের একটি ব্রিগেডের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলা — ব্রিগেডটি তখনও বুজুলুকে বদলী হয়নি। বিরক্তিতে

দেহমন তাদের ভরে ওঠে। শুধু একবার, তাও কিছুক্ষণের জন্য মাত্র, ফিওদরের দেখা হয় আন্দ্রেয়েভের সঙ্গে। আন্দ্রেয়েভ এক রণাঙ্গন থেকে অন্য রণাঙ্গনে সমানে ঘুরছে। এক ফাঁকে এসে পড়েছে উরালস্কে। অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য। রোগা, কেমন হলদে দেখাচ্ছে তাকে। সুন্দর নীল চোখদুটো তার কেমন ম্লান, একেবারে বসে গেছে। অন্তহীন উদ্বেগ আর অনিদ্রার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, হয়তো ভাল করে খাওয়াও জোটে না। তার সঙ্গে ক্লিচকভের দেখা ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের বারান্দায়। মাত্র আধঘণ্টা হল সে এসেছে, কিন্তু এরই মধ্যে সে পোষাক পরে প্রস্তুত — এক্ষুনি রওনা হচ্ছে। বহুক্ষণ এ ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, তাদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি যেন জানবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে — এই নতুন জীবন কার কাছে কতখানি কী এনে দিয়েছে? তার মধ্যে লাভের অঙ্ক কতটা আর ক্ষতির পরিমাণই বা কতখানি?

যুদ্ধে যারা যায় তাদের সবারই চালচলনে, চোখেমুখে লেগে থাকে কিসের যেন একটা অনপনেয় ছাপ — এই নতুন বস্তুটি তাদের চোখেও ধরা পড়ে।

তাড়াতাড়ি কোনরকমে দুচারটে কথা বলার পরই তাদের বিদায় নিতে হয়।

চাপায়েভ রাগে বিরক্তিতে অস্থির হয়ে ওঠে। কাজের ভেতর না থাকলেই তার অবস্থা এইরকম দাঁড়ায়। কোন ব্যাপারে দু'একদিন বসে অপেক্ষা করতে হলেই সে একেবারে অন্য মূর্তি ধরবে। সবার বিরুদ্ধে সমানে অভিযোগ, ছোটোখাটো খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে চেঁচামেচি, গালিগালাজ আর সবাইকে শাসানো।

তার কর্মশক্তির প্রাবল্য এত প্রচণ্ড যে, তা যদি সৎ কাজে ব্যয়িত হওয়ার সুযোগ না পায় তবে তাকে অবরুদ্ধ রাখা চলে না। নিষ্ফল আক্রোশে তা গর্জে উঠবেই।

সেই সময় উরালস্ক ডিভিশনের সৈন্যবাহিনী লবিশ্চেনস্কের নিকট একটি রণাঙ্গনে যুদ্ধরত। যুদ্ধ চলছিল একটা না ভাল, না মন্দ অবস্থার মধ্য দিয়ে — বড়দরের একটা পরাজয়ও যেমন ঘটেনি — উল্লেখযোগ্য

তেমন জয়ও কোথাও হয়নি। তারপর হঠাৎ এদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল। একটা নিষ্ফল লড়াইয়ে এদের বহু সৈন্য নিহত হল। লবিশ্চেনস্ক থেকে কিছুটা দূরে রণাঙ্গনের অবস্থা দোদুল্যমান। নভউজেন্স্ক আর মোসলেম বাহিনী দুটি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের সাহায্যার্থে কুরিলভ দলটিকে পাঠান হয়েছে। চূড়ান্ত সঙ্গীন অবস্থা। সবকিছুই একেবারে অপ্রত্যাশিত — বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। আগে থেকে কেউ কিছু বুঝতে পারেনি, কোন সাবধান বাণীও উচ্চারিত হয়নি। উরালস্ক ডিভিশনের সর্বাধিনায়ক একজন স্থিরচিত্ত অভিজ্ঞ সেনাপতি—তিনিও বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কোথা থেকে কী হল, এখন কী করণীয় কিছুই তাঁর মাথায় আসে না। তিনি চাপায়েভের পরামর্শ চাইলেন। দুজনে মিলে ঠিক করল কী করতে হবে।

কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। উরালস্ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় তারা বহুদিন টিকে থাকে।

এই বিপর্যয়ের সংবাদ কেন্দ্রীয় দপ্তরে পেঁছান মাত্র এই ফ্রন্টে এই পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য ফ্রুঞ্জে একটি বিশেষ কমিশন গঠন করার নির্দেশ দেন। এই কমিশনে সভ্য হিসেবে থাকে চাপায়েভ আর ফিওদর হয় এর সভাপতি। তাকে সভাপতি না করে কমিশারকে সভাপতি করায় চাপায়েভ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয়। তার এ মনোভাবের পরিচয় কিছু পরেই পাওয়া যায়। চাপায়েভের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না যে এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সামরিক কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক কারণের ভূমিকা কিছু কম নয়, বরং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণও হতে পারে। স্পষ্টতই কেন্দ্র এই যুক্তি গ্রহণ করে ক্লিচকভকে সমগ্র ব্যাপারটার দায়িত্ব অর্পণ করে।

অবিলম্বে তারা বিভিন্ন মালমশলা সংগ্রহ করতে শুরু করে দেয় — দলিলপত্র, আদেশ নির্দেশের সব অনুলিপি, রিপোর্ট, টেলিগ্রাম। যে ব্রিগেড অর্ডার অনুযায়ী মের্গেনেভ্স্কি গ্রামের উপর আক্রমণ চালান হয় ও চূড়ান্তভাবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সে অর্ডারটি ফিওদর মারফৎ চাপায়েভ পায়। এই অর্ডারটির পটভূমিতে পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটেছে তাই ক্লিচকভ একে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। চাপায়েভ

এটা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখে — এর ত্রুটি কোথায়। তারপর তার মন্তব্যগুলো গুছিয়ে নিয়ে সে টাইপিস্টকে বলে যায়।

ফিওদর ঘরে প্রবেশ করে।

'ভাসিলি ইভানিচ, অর্ডারটা দেখলে?'

'দেখলাম — কেন, কী ব্যাপার?'

'আমিও ওটা সম্বন্ধে অনেক কিছু চিন্তা করলাম। দুজনে একটু আলোচনা করা যাক।' ফিওদর প্রস্তাব করে।

'পড়ে দেখতে পার। টাইপ করা হয়ে গেছে এর মধ্যে।' চাপায়েভের ব্যবহারে তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা অসৌজন্য ও বিরক্তির ভাব ফুটে উঠে যা ফিওদর তখন একেবারেই বুঝতে পারে না।

ফিওদর বলে, 'জোরে জোরে পড়। হয়তো কিছু পরিবর্তন করতে হতে পারে।'

'কোন পরিবর্তন চলবে না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় চাপায়েভ। 'তুমি তোমারটার পরিবর্তন করতে পার — আমারটা যা আছে তাই পাঠিয়ে দেব।'

'কেন?' অবাক হয়ে ফিওদর জিজ্ঞাসা করে। তার অভদ্র জবাবে সে ভীষণ আঘাত পায়।

'কেন, আবার কি! তুমি যখন সভাপতি, তোমার মতামত তুমি জানিয়ো। কিন্তু আমি — আমি তো একজন এক্‌স্‌পার্ট ... একজন এক্‌স্‌পার্ট মাত্র।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে একই কথার পুনরাবৃত্তি সে করে।

অসন্তুষ্ট হয়ে ফিওদর একটু জোরেই বলে ওঠে, 'কী হয়েছে? বাজে কথা বলছ কেন? আমাদের দুজনের আলাদা কাজ করার কোন কারণ তো ঘটেনি — আমরা দুজনে আলোচনা করে এটা একত্রে পাঠাব।'

'না, তা হবে না।' অদ্ভুত জেদ চাপায়েভের।

এ নিয়ে আর সময় নষ্ট করা উচিত নয় মনে করে ফিওদর তাকে বলল, 'আচ্ছা বেশ, পড় এখন।'

ব্রিগেড অর্ডারটির উপর চাপায়েভ তার মন্তব্য পড়ে শোনায়। দক্ষ তার বিশ্লেষণ, যেমন পূর্ণাঙ্গ তেমন প্রণালীবদ্ধ। ফিওদর এর কোন

আলোচনা করে না। নিজের মতামত সে পৃথকভাবে পাঠাবে বলেই ঠিক করে ফেলেছে।

'এর উপর তোমার কী বলার আছে?' চাপায়েভ প্রশ্ন করে।

'কেন, ভালই হয়েছে তো!' ফিওদর দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দেয়।

'খারাপ হয়েছে এই হয়তো বলবে?' চাপায়েভের গলা সপ্তমে চড়ে ওঠে। 'খারাপ অনেক কিছুই আছে। থাক্‌গে! কিন্তু আমি না — আমি কী করি না করি বেশ বুঝি! কিন্তু ওখানে ওইসব যারা বসে বসে কলম চালায় — ওরা ওই বেজন্মাগুলো!..

এই সব সম্ভাষণ কাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে ফিওদর ঠিক করতে পারে না।

সে বলেই চলেছে, 'বদমায়েসরা ভাল মানুষকে সব সময় দাবিয়ে রাখতে চায়, কোন সুযোগ তাকে তারা দেবে না। সুবিচার পাওয়া যায় কিনা আমি এবার দেখছি। দেখিয়ে দেব তাদের!'

চাপায়েভের আক্রোশ ওই সব "পাজী ওপরওয়ালাদের" উপর। ওদের সম্বন্ধে তার ধারণা — ওরা যত সব ভীতু ছোটলোক স্বার্থপরের দল — শালারা সব পাজির পাঝাড়া...

ফিওদর একটু রসিকতা করেই জিজ্ঞাসা করে, 'চাপায়েভ, একটু চুপ কর! এ-রকম কেলেঙ্কারি করছ কেন? কী হয়েছে, এত মেজাজ কিসের? কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ব্যাপারখানা কী! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'মাথা আমার অনেক দিনই খারাপ হয়েছে,' তার কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর। আর এতেও যদি কেউ পাগল না হয় তবে হবে কিসে... কিন্তু চাপায়েভকে নিয়ে বিশেষ সুবিধে হবে না। সে বান্দা খুব চালাক।'

'তুমি কী সব বলছ?'

'সেই একই কথা — ঘুরে ফিরে সেই পুরানো কথা। আমি ওই আকাদেমির বিদ্যে শেষ করিনি। কিন্তু তোমার ওই আকাদেমি বাদ দিয়েই আমি চালিয়ে যাব। আমার চাষার বুদ্ধিতে কাজ কিছু খারাপ হয় না। জেনারেলের পোষাক আমার গায়ে কোনদিন চড়েনি বটে কিন্তু তাদের চেয়ে আমার রণনীতির জ্ঞান কিছু কম নয়।'

'দেখ ভাসিলি ইভানিচ, আর যাই হোক তোমার বড়াই করা শোভা পায় না। অন্যেরা তোমার সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলুক, কিন্তু তুমি নিজে...' ফিওদর আঙুল দিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে। তার মেজাজটা এমনই বিগড়ে গেছে যে চাপায়েভের উপর একহাত নেওয়ার প্রবৃত্তি তার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু কেমন করে? সে জানে চাপায়েভের সবচেয়ে দুর্বল স্থানটা কোথায়, তা হচ্ছে তার শৌর্যবীর্য, সামরিক প্রতিভার স্বীকৃতি কিম্বা অস্বীকৃতি। যখন এই সব ওপরওয়ালাদের প্রসঙ্গ এসে পড়ে তখন তো বটেই। এই মুহূর্তে তাকে আর বাড়তে দেওয়া চলে না। চাপায়েভ এমনিতেই যথেষ্ট বেড়ে গেছে।

'রণনীতির কথা আর মুখে এনো না — চেপে যাও!' ফিওদর বলে বসে।

'চেপে যাব মানে? তুমি নিজেই চেপে যাও,' চিৎকার করে ওঠে চাপায়েভ — রাগে তার সর্বশরীর কাঁপতে থাকে।

নিজেকে সামলে নিয়ে, বিন্দুমাত্র বিচলিত ভাব না দেখিয়ে শান্তকণ্ঠে ক্লিচকভ বলে, 'শোন চাপাই, তুমি ভাল যোদ্ধা হতে পার। একজন নির্ভীক সৈনিক হতে পার—নিখুঁত গেরিলা যোদ্ধাও হতে পার—কিন্তু ব্যস্, ওই পর্যন্ত। খোলাখুলি বলাই ভাল। আর তোমার এটা স্বীকার করার সৎসাহস থাকা উচিত যে সামরিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে তোমার জ্ঞান যথেষ্ট কম। রণনীতির ব্যাপারে তুমি কত বড় ওস্তাদ হে? একবার ভেবে দেখ তো মনে মনে... আর হবেই বা কেমন করে?'

উত্তেজনায় চাপায়েভের মুখমণ্ডল কেঁপে কেঁপে ওঠে, নেকড়ে বাঘের মত তার ধূসর নীল দুটো চোখে দীপ্ত হয়ে ওঠে রোষবহ্নি।

'আমি আনাড়ি? রণনীতির ব্যাপারে আমি আনাড়ি? আমি?' ফিওদরের প্রতি চিৎকার করে সে বলতে থাকে, 'চুলোয় যাও এরপর — আর তোমার সঙ্গে কোন কথা নেই।'

তার আঁতে ঘা লেগেছে দেখে ফিওদর খুশি। তাকে খ্যাপানোর উদ্দেশ্যেই সে বলে, 'অত চটছো কেন — চটার কী আছে? মাথা ঠান্ডা করে শোন! যুদ্ধবিদ্যায় যদি পারদর্শী হতে চাও—রণনীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যদি জানতে চাও — তবে তোমাকে তো তা শিখতে হবে, তার

জন্য পড়াশোনা করতে হবে — তুমি অবিশ্যি তার সময় কোন দিন পাওনি। এখন এটা তো বুঝতে পারছ যে...'

'না পারছি না,' তাকে বাধা দিয়ে চাপায়েভ বলে ওঠে। 'যেকোন সেনাবাহিনী দাও না আমাকে আমি দায়িত্ব পালন করতে পারব।'

'একটা গোটা ফ্রন্টের ভারই তো তুমি নিতে পার?' ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে ফিওদর।

'পারিই তো — ভাবো কী তুমি?'

'সর্বাধিনায়ক হতেও তো তোমার আপত্তি নেই?'

'ও, তুমি বুঝি ভাব আমি পারব না? দুদিনেই আমি সব বুঝে নিয়ে সমস্ত দায়িত্ব ভাল ভাবে পালন করে যাব। মনে যা করব কাজেও তা পারব। বুঝতে পারলে?'

'তা তো বটেই।'

এই আলোচনা শুরু করার সময় ফিওদরের যে বিরূপ মনোভাব ছিল, আর প্রশ্ন করার মধ্যে যে বিদ্রূপের সুর প্রচ্ছন্ন ছিল তা অন্তর্হিত হয়ে যায়। নিজের অপরিসীম কর্মক্ষমতার উপর চাপায়েভের এহেন দৃঢ় প্রত্যয় তাকে স্তম্ভিত করে দেয়।

চাপায়েভকে সে বলে, 'নিজের উপর তোমার এই যে বিশ্বাস এটা খুব ভাল — এ না হলে কিছু করা যায় না। কিন্তু একটা কথা ভাসিলি ইভানিচ, নিজেকে তুমি যে বড্ডো বাড়িয়ে তুলছ। এত মিথ্যা বড়াই শুরু করেছো — তোমার মুখের যে কোন বাঁধনই নেই। বিপদটা এখানে।'

চাপায়েভের চোখ আরো জ্বলে ওঠে, হিংস্রভাবে জ্বলজ্বল করে। রাগে, ঘৃণায় সে টগবগ করতে থাকে। কিন্তু ফিওদরের কথা শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করে।

চিৎকার করে ওঠে চাপায়েভ, 'আমি? আমি বড়াই করছি? গুলি নেই গোলা নেই, কসাকদের বিরুদ্ধে খালি হাতে কে লড়াই করেছে স্তেপে? কে করেছে?' ফিওদরের কাছে এগিয়ে যায় সে। 'তাদের এতে কী আসে যায়? বেজন্মাগুলো! রণনীতি কপচাচ্ছেন... যত সব শয়তান...'

'তুমি যে রণনীতির ওস্তাদ সেকথা আমিও স্বীকার করি না তাই আমিও শয়তান?'

ফিওদর ইচ্ছে করেই এই ভাবে কথা ঘুরিয়েছে, তার উদ্দেশ্য চাপায়েভের বিশেষ কাউকে না লক্ষ্য করে এই ধরনের ডাইনে বাঁয়ে সমানে সদম্ভ গালিবর্ষণ রুখে দেওয়া। এটা যে শুধু গর্হিত তার জন্যই নয়, চাপায়েভের এতে অত্যন্ত ক্ষতি হতে পারে। তার শত্রুরা এসব শুনে ফেলতে পারে। তারা এসব মনে রেখে, পরে কোনদিন সাক্ষী সাবুদ সমেত তাকে একেবারে ঠেসে ধরতে পারে। তাতে তার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে পড়বে, আর তার থেকে উদ্ধার পাওয়া হবে অত্যন্ত দুষ্কর। স্টাফ, বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিল, চেকা, বিশেষ বিভাগ — যারাই চাপায়েভের উপর সামান্যতম প্রভুত্ব দেখাতে পারে সে তাদের উপরই হয়ে ওঠে খড়্গহস্ত। অকারণ গালিগালাজ, চেঁচামেচি আর দেখলেঙ্গের ভাব। বোঝালে সব বুঝবে, কোন কোন সময় মতেরও পরিবর্তন করবে, তোমার কথা মেনে নেবে কিন্তু বেশ ধীরে ধীরে এবং যথেষ্ট অনিচ্ছার সঙ্গে। মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তা ফিরিয়ে নেওয়া সে পছন্দ করে না। সত্যি বলতে তার অর্ডার কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন সে করবে না। এই জন্যই অন্যের উপর তার অর্ডারের প্রভাব এত সুস্পষ্ট।

ফিওদর তাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে। সে ভাবে, এখন একে একা রেখে তার চলে যাওয়াই ভাল — "চিন্তা করুক চাপায়েভ — তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাকে ব্যথিত করে তুলুক — একথা বহুদিন সে বিস্মৃত হতে পারবে না ..."

তাই চাপায়েভ যখন এই অতর্কিত আঘাতের ধাক্কা কিছুটা সামলে ফিওদরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা শুরু করে বলে যে, তাকে মনে করে সে এসব কথা বলেনি — সে ওইসব ওদের সম্বন্ধে বলছিল ইত্যাদি, সে তখন বিদায় নিয়ে সরে পড়ে।

দুপুর রাত্তিরে ঘরে ফিরে ক্লিচকভ দেখে চাপায়েভ তার ঘরে বসে আছে। বিব্রতভাবে কী একটা কাগজ হাতের মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে সে ফিওদরের দিকে এগিয়ে দেয়।

'পড়ে দেখুন।' টাইপ করা একটা ছোট্ট চিঠি। ক্ষুব্ধ কিম্বা উত্তেজিত হলে অথবা যখন সে আশঙ্কা করে অবমাননা, তখন চাপায়েভের সম্বোধনগুলো শিষ্টাচার অবলম্বী হয়ে ওঠে। ফিওদর তার কথা বলা ও চিঠি লেখার মধ্যে এ জিনিসটি লক্ষ্য করে।

চিঠিতে লেখা, "কমরেড ক্লিচকভ, আপনার অবগতির জন্য এ পত্র লিখিতেছি। আপনি যেভাবে চলিয়া আসেন এবং যে কথা আপনার সম্পর্কে বলি নাই, তাহা আপনি যেভাবে গ্রহণ করেন তাহাতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমি আপনাকে জানাইতে চাই যে আপনি আমার প্রতি কোন দিন কোন অন্যায় করেন নাই; আমি বেশী সরল, আমার রাগ একটু বেশী, আর আপনাকে পর জ্ঞান করি না তাই কিছু লোক সম্বন্ধে মনে যাহাই আসে বলিয়া ফেলি। এজন্য আপনি অপমান বোধ করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে কোন প্রকার অনৈক্য সৃষ্টি যাহাতে না হইতে পারে সেজন্য আমি বাধ্য হইয়া আমার বর্তমান পদ হইতে আমাকে অপসারিত করার জন্য দরখাস্ত করিতেছি। ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীর সহিত মতানৈক্য হওয়া অপেক্ষা ইহাই ভাল। বন্ধু মনে করিয়া এই সংবাদ আপনাকে জানাইতেছি।

চাপায়েভ"

এই হল চিঠি। বিন্দুমাত্র ছাঁটকাট না করে অবিকল উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর ফলাফল ভীষণ হতে পারত। দরখাস্তটিও টাইপ করা শেষ, ফিওদরকে সে তাও দেখায়। ফিওদরের আচরণ যদি বিন্দুমাত্র অশোভন হত কিম্বা সে চুপচাপ থেকে যেত তবে সমস্ত ব্যাপারটা চলে যেত "উপরে" আর তার ফল যে কী হত তা ভগবানই জানেন! কি অদ্ভুত, চাপায়েভ যেন তার ডিভিশনকে কোন মূল্যই দিতে রাজী নয় — অথচ এই ডিভিশনেই রয়েছে তার সবচেয়ে প্রিয় বীরত্বসূচক সব রেজিমেণ্ট — পুগাচভ, রাজিন, আর দোমাস্কিন রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা। এই ঘটনা চাপায়েভ চরিত্রের একটি মূলগত বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করে — সে তার প্রিয়তম বস্তুকে ত্যাগ করতে পারে মুহূর্তের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ কোন রকম বিবেচনা না করে, আর তাও অতি তুচ্ছ কারণের জন্য।

এই সময়ে তাকে রাগিয়ে দিলে কী পর্যন্ত যে সে যেতে পারে তা কল্পনা করা যায় না।

ফিওদর চিঠিটা পড়ে। তারপর হাসিমুখে চাপায়েভের দিকে ফিরে ভীষণ খুশি হয়েছে এমন মুখ করে বলে, 'আরে, কী বলছ ভাই? আমি রাগ করলাম কখন! আর যদি একটু অন্যমনস্ক হয়েও থাকি, তাও সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপারের জন্য।'

তখনকার মত ফিওদর আর কিছু বলে না। পরের দিন এ বিষয়ে তার মতামত সে ব্যক্ত করে।

'এই যে একটা টেলিগ্রাম।' চাপায়েভ তার হাতে দেয়।

'কোথা থেকে?'

'হেডকোয়ার্টার থেকে। অর্ডার হয়েছে আগামীকাল বুজুলুক রওনা হতে হবে। ওরেনবুর্গ আমাদের যাওয়া হচ্ছে না। এখানেই সবকিছু শেষ করে রেখে যেতে হবে।'

আলোচনার পর তারা ঠিক করে যে আগামীকাল পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখা চলবে না। অবিলম্বে তাদের সবকিছু শেষ করে আজ রাত্রেই রওনা হতে হবে। উরালস্ক ডিভিশনের ব্যর্থ অভিযানের তদন্ত কাজ এক দিনে শেষ করা যাবে না—এর জন্য তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে সরেজমিনে যাওয়া প্রয়োজন। তারা এই সিদ্ধান্ত করে সঙ্গে সঙ্গে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে গিয়ে উপস্থিত হয়। যাদের সঙ্গে দরকার তাদের ডেকে নিয়ে সব আলোচনা সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে ফেলে। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই তারা উরালস্ক ত্যাগ করে বুজুলুকের পথে রওনা হয়ে যায়।

সামারামুখী রেলপথের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। মন্থরগতি, দ্রুতগতি অজস্র ট্রেন সমানে চলেছে কিনেল অভিমুখে। কাছাকাছি থেকে, দূরদূরান্তর থেকে, উফা, ওরেনবুর্গ থেকে—কোনটা সৈন্য ভর্তি, কোনটায় রসদ কিম্বা গোলাবারুদ আবার কোন কোনটা সাঁজোয়া ট্রেন। বিপরীত মুখে চলেছে খালি ট্রেন, হাসপাতাল ট্রেন আর সৈন্যভর্তি ট্রেনের তো কামাই নেই। উরালস্ক থেকে ধীরে ধীরে চলেছে সব পরিবহন আর চলেছে সৈন্যেরা মার্চ করে।

খুব দ্রুত চলেছে একটা পুনর্বিন্যাসের কাজ। বহুসংখ্যক লোক স্থানান্তরিত হচ্ছে। নতুন নতুন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হচ্ছে, আর যে সব বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাদের মনোবল ভেঙে পড়েছে, যারা সাময়িকভাবে যুদ্ধের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে তাদের পাঠান হচ্ছে পশ্চাদভাগে।

কলচাক উফা দখল করে ভলগা অভিমুখে এগিয়ে আসছে।

অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। সামারার উপর বিপদ ঘনিয়ে আসছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভলগাতীরবর্তী অন্যান্য বড় শহরগুলিও বিপদাপন্ন হয়ে পড়ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে হয়তো ভলগা পরিত্যাগ করে পশ্চাদপসারণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এতে রাশিয়ার যা ক্ষতি হবে তা অত্যন্ত মারাত্মক। এ পশ্চাদপসারণ লালফৌজ সেনাপতিমণ্ডলীর কাম্য নয়, তারা আত্মরক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেকোন উপায়ে বর্তমান অবস্থার মোড় ফিরিয়ে নিজেদের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতেই হবে। আক্রমণোদ্যোগ শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রের মধ্যভাগ থেকে তাদের তাড়াতেই হবে। বুজুলুক জেলায় শক্তিশালী আক্রমণের জন্য সৈন্য সমাবেশ চলছে -- প্রথম আঘাত ওখান থেকেই হানা হবে। কলচাক বাহিনীর মধ্যভাগে আঘাত হানার জন্য এবং অন্যান্য ডিভিশনের সহযোগে কলচাককে ভলগা হইতে ও সেই উদ্দেশ্যে আশু লক্ষ্যস্থল উফা হইতে বিতাড়িত করার গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে চাপায়েভের ডিভিশনের (২৫ তম ডিভিশন) উপর।

স্লমিখিনস্কায়া থেকে যে সব ইউনিটগুলো আসছে আর তরুণ সুদক্ষ অধিনায়ক সিজভের অধীন উরালস্ক রণাঙ্গনে যুদ্ধরত যে ব্রিগেডকে দ্রুত বুজুলুকের পার্শ্ববর্তী সরাচিন্স্কায়ার কাছে বদলী করা হয়েছে এরা ছাড়াও ২৫তম ডিভিশনে আর একটি ব্রিগেড অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ব্রিগেডটির অধিনায়ক অফিসার জাতীয় কোন ব্যক্তি দু'সপ্তাহের মধ্যেই শ্বেতরক্ষীদের নিকট পালিয়ে যায়। সামারার নিকটবর্তী ক্রতভ্কায় এই ব্রিগেডটি সন্নিবেশিত হয় এবং ইভানভো-ভজনেসেনস্ক বাহিনীটি এর অঙ্গীভূত করা হয়।

পের্ম, কাজান ও সামারা অভিমুখে একটি বিস্তীর্ণ রণাঙ্গন জুড়ে কলচাক অগ্রসর হচ্ছে। এই ত্রিমুখী অভিযানে অংশ গ্রহণকারী শ্বেতরক্ষীদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা দেড় লক্ষ। প্রতিপক্ষীয় বাহিনীও প্রায়ই সমশক্তি সম্পন্ন — তবে লালফৌজ সংখ্যায় কিছুটা কম। কলচাকের লক্ষ্য পের্ম ও ভিয়াতকার মধ্য দিয়ে বৃটিশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, আর সামারা দিয়ে দেনিকিনের সঙ্গে। এই বিপজ্জনক বেষ্টনীর মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়াকে অবরুদ্ধ করে তাকে পিষে মারার জন্য সে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

সামারাগামী পথে কলচাকের উপর সর্বপ্রথম আঘাত তার বিপর্যয়ের সূচনা করে। এইখানেই তার হাত থেকে আক্রমণের উদ্যোগ ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তার সৈন্যবাহিনীর এক অংশ এখানেই পর্যুদস্ত হয়। তার সৈন্যদলের মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করে এরই ফলে। অফিসারদের ব্যাটালিয়ান, সৈন্যদলের সামরিক শিক্ষা, সাজসরঞ্জাম — সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যায় প্রথম আঘাতের ধাক্কায়। তার পলায়নের গতিপথ কোন কিছুতেই সে আর ঠেকাতে পারল না। প্রথমে উফা, তার পর উফা ছেড়ে একেবারে সাইবেরিয়া আর তারপর সম্পূর্ণ ধ্বংস। শ্বেতরক্ষীদের প্রধান আশা-ভরসা, তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যাপেল কোর রেজিমেণ্ট ও লালফৌজের যুদ্ধ হয় বেলেবেইতে। অন্যান্য শ্বেতরক্ষীদের রেজিমেণ্টের মত তারাও পরাজিত হয় লালফৌজের হাতে। এ উত্তাল লাল তরঙ্গ রোধিবে কে? — এ তরঙ্গ পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় দিকে দিকে — উৎপীড়িত, শোষিত জনগণ জয়মাল্য হাতে তাদের বরণ করে নেয়।

ছোট বড় সব রেলওয়ে স্টেশনের একই অবস্থা, যেন পিপীলিকা ভর্তি সব বোতল, সবাই চলেছে, এ পড়ছে ওর ঘাড়ে, কেউ পড়ছে নীচে, আবার উঠছে—চলেছে, শুধু চলেছে, তাড়াহুড়ার আর শেষ নেই। ট্রেন এসে থামতেই হুড় হুড় করে লালফৌজের সব লোক পাগলের মত ছুটছে চতুর্দিকে। যেখানে গরম জল পাওয়া যায় সে ইঁটের ছোটো চালাঘরটার সামনে একেবারে লোকে লোকারণ্য। গরম জলের জন্য কিউ করে দাঁড়িয়ে, কেটলীর আওয়াজ করছে অনেকে, আবার কেউ কেউ চিৎকার গালিগালাজ শুরু করে দিচ্ছে। অনেকে স্টেশনে কিম্বা তার

আশপাশের বস্তিগুলোয় ঘুরে ঘুরে দেশলাই, সিগারেট, শুঁটুকী মাছ -- যে যা পারে কিনে ফেলছে। গয়লানীদের দেওয়া দুধ তারা পান করছে। তারা রুটি কেনে বড়, মাঝারি, ছোট — সব রকমের রুটি। আর কম্যাণ্ডাণ্টের ছোট্ট জানলার সামনে ক্রোধোন্মত্ত প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে — সে কী প্রচণ্ড ভীড়! কোন সময় তার বিরাম নেই -- ঠেলাঠেলি ধাক্কা সমানে চলেছে। রাগের মাথায় তারা সমগ্র ব্যবস্থা এবং এই অব্যবস্থা সবকিছুর শ্রাদ্ধ করতে শুরু করেছে। হতভাগ্য কম্যাণ্ডাণ্টের উপর চলেছে অজস্র গালিবর্ষণ। যা সম্ভব নয় তাই তাদের দাবী, যা পাওয়া যায় না তাই তাদের দিতে হবে। ট্রেনের ক্রু দাও, ইঞ্জিন চালক, নতুন রেল ইঞ্জিন দাও, ওয়াগনের বদলে তাদের যাত্রীর কামরা দাও। কম্যাণ্ডাণ্টের অফিস থেকে যখন উত্তর আসে অসম্ভব, কিছুই পাওয়া যাবে না — তখন প্রতিবাদ ও অসম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে শুরু হয় ভীতি প্রদর্শন। প্রতিশোধ নেবে তারা, ডেকে আনবে সেই তাদের দুর্দান্ত কম্যাণ্ডারকে।

হঠাৎ বেজে ওঠে ঘণ্টা।

'কোন ঘণ্টা?'

'তৃতীয় ঘণ্টা।'

সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত প্রতিবাদকারী একদল সৈন্য কম্যাণ্ডাণ্টের জানলার কাছ থেকে ঠেলে বের হয়ে রেল লাইন ধরে সোজা দেয় দৌড় --- তাদের ধাক্কায় কত লোক ছিট্‌কে পড়ে যায়, বহুলোক বিস্ময়ে বিরক্তিতে চিৎকার করে ওঠে আর তাদের গালিগালাজ শাপশাপান্ত করে।

তৃতীয় ঘণ্টা বেজে গেছে। এবার হুইসিল বাজলেই গাড়ি দেবে ছেড়ে। সৈন্যেরা দলবদ্ধভাবে, কেউ কেউ আবার একা একা ট্রেনের পেছন পেছন বহুদূর পর্যন্ত দৌড়ে যাবে, গাড়ি ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কেউ কেউ হয়তো পারবে — হ্যাণ্ডেল ধরে পাদানীতে পা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তারা উঠে যাবে ওয়াগনের ছাদের উপর। অন্যেরা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবে। হয়রান হয়ে তারা বসে পড়বে রেললাইনের উপর। আরেকটা ট্রেন না আসা পর্যন্ত তারা স্টেশনের আশেপাশে ঘুরে বেড়াবে। একদিন, দুদিন কি তারও বেশি, কে বলতে পারে কতদিন তাদের ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে হবে। একটা ট্রেন চলে যাবে, তারা খেয়াল করতে পারবে

না। অপর একটিতে তাদের নেবে না -- আর একটা হয়তো তাদের নাকের উপর দিয়ে যাবে ছেড়ে।

মালগাড়ির ভিতরে কী ঘুট্ঘুটে অন্ধকার। আর কোন মোমবাতি, কি ল্যাম্প, কি লণ্ঠন, কিছুরই ব্যবস্থা নেই। খালি পাটাতনের উপর লালফৌজের সৈন্যেরা সব শুয়ে — সেই পাটাতনের উপর জুতোর কাদা, কেটলীর কালি, চা আর তরকারির ঝোল, পোড়া সিগারেটের টুকরো আর তার সঙ্গে এখানে সেখানে থুথু। রাত্তিরও তেমনি বড় — আর সারা রাত সেই বিদঘুটে অন্ধকারে আর কন্‌কনে হিমে পড়ে থাকতে হবে ছেঁড়া পুরানো ওভারকোট ঢাকা দিয়ে, ক্যানভাসের কিট্‌ব্যাগ মাথার নীচে রেখে। স্টেশনে আবার ওয়াগনগুলোর শাণ্টিং চলবে বহুক্ষণ ধরে—একবার খুলে নিয়ে যাবে টেনে—আবার টেনে নিয়ে এসে জুড়বে এটার সঙ্গে ওটা, ওটার সঙ্গে এটা। আর বাফারগুলোর ধাক্‌কার চোটে মাথা কন্‌কন্‌ করে উঠবে। ছোট ছোট লণ্ঠন হাতে লোকেরা চিৎকার করছে — অন্ধকারে শাপশাপান্ত করছে আর চলছে। তারপর হয়তো গোটা গাড়িটাকেই দেয় ঠেলে সাইডিং-এ। সেখানে অমনি আবার দু'একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে — লালফৌজে ভর্তি সেখানেও তিল ধারণের স্থান নেই। উপরের ছোট্ট জানলা দিয়ে তারা উঁকি মেরে দেখবে। কেউ লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, কেউ ফিরে আসছে, বেয়ে বেয়ে উপরে উঠছে। এই সাইডিং-এ পড়ে থাকা গাড়িগুলোর চারিপাশে সারাদিন সারারাত লেগে রয়েছে গণ্ডগোল। কেউ তাদের "কাজে" চলেছে মহা ব্যস্ত হয়ে, কেউ এমনি ছুটোছুটি করছে শরীর গরম রাখার জন্য, আবার কেউ কেউ ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছে লুকানো জ্বালানী কাঠ, বাক্স-টাক্স — যা পায়, উনুন ধরানো হলেই হল। এরা ছাড়াও আর এক দল আছে, সারারাত্তির ধরে তারা আবার স্টেশনে ঘুর ঘুর করে বেড়াবে, যে কোন ধরনের একটা হুজুগ তাদের চাই

দিনের পর দিন এই অসহ্য ক্লান্তি আর মাঝে মাঝে এমনিধারা বিরক্তিকর থেমে থাকা, ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি এমনকি গুলি ছোঁড়াছুড়ি। তারপর যাত্রার শেষ। তারা এসে পৌঁছায়। সৈন্যেরা মালগাড়ির দোর একেবারে খুলে দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে তাদের সব মালপত্র। এক

জায়গায় সেগুলো গাদা করে বেয়নেটধারী দুজনকে পাহারা রেখে আর সবাই চলে যায় মাল খালাস করতে। ঘোড়াগুলোকে তক্তা পেতে তার উপর দিয়ে নামিয়ে আনা তারপর তাদের পা বেঁধে, সবগুলোকে টেনে এনে এক জায়গায় হয় জড়ো করা। তাদের চারপাশ ঘিরে পাহারা রাখতে হবে, তারা যেন পালাতে না পারে। কামান, মটরগাড়ি, তাদের সব মালপত্র বোঝাই গাড়িগুলোকে অতি সন্তর্পণে গড়িয়ে গড়িয়ে নামাতে হবে।

অবশেষে সব মাল খালাস হয়ে যায়। পরিত্যক্ত ট্রেনের ওয়াগনগুলো আরো ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে।

কর্ণভেদী চিৎকার, ঝগড়া, বিশৃংখলা — এখানে-ওখানে আদেশ যা কেউ মানে না। কিছুক্ষণ পর অবশেষে "ফল্ ইন্"। ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি, উৎকণ্ঠা উদ্বেগ। যে যার কোম্পানী, প্লেটুন, স্কোয়াড খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তারপর সারিবদ্ধ হয়ে তারা সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় মার্চ। সুশৃংখল সুবিস্তৃত বাহিনী অগ্রসর হয় — শকটাদি ও অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝন আওয়াজ, একগুঁয়ে অশ্বের হ্রেষা, কামানবাহী গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ আর মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয় বন্দুকের শব্দ। প্রথম কয়েক মাইল তারা যথারীতি সমসারিবদ্ধ হয়ে চলে — দ্রুত পদক্ষেপে সমানতালে উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে গান গাইতে গাইতে। কিন্তু যতই অগ্রসর হয় — অসুস্থ ও শ্রান্ত যারা তারা পিছনে পড়ে যায় — তাদের গাড়িতে স্থান করে দেওয়া হয় — শৃংখলাও কমে আসে, গান হয়ে যায় স্তব্ধ। এখন শুধু একটি চিন্তা — যত দ্রুত পৌছান যায় বিশ্রামস্থানে। তারপর আসে বিরতির নির্দেশ — বিশ্রামের অবকাশ। অনেকেই কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে — নাসিকা-গর্জন শুরু হয়ে যায় তাদের। আর শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন যারা তারা শুরু করে দেবে গান, একর্ডিয়ান উঠবে বেজে, শুরু হয়ে যাবে জীগ নৃত্য। লম্ফঝম্ফে চঞ্চল হয়ে উঠবে তারা। এইভাবে ক্রমাগত একটি বিশ্রাম স্থান থেকে অপর স্থানে, তারপর — ট্রেঞ্চে।

শুরু হবে ট্রেঞ্চ জীবন।

বুজুলুকে আগত বাহিনীটির অধিনায়কত্ব পতাপভের উপর অর্পিত হয়েছে। সরাচিন্স্কায়া বাহিনীর অধিনায়ক ছিল সিজভ। অল্প

কয়েকদিন পরে শুমারিনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই ব্রিগেডটির যার ঘৃণিত কম্যান্ডার শ্বেতরক্ষীদের কাছে পালিয়ে যায়। ডিভিশনটি একত্রিত করা হয় — আরও ডিভিশন সন্নিবেশিত করা হয়। আক্রমণমুখী সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ সমাপ্ত — প্রথম আঘাত হানার জন্য স্থির অচঞ্চলভাবে তারা প্রতীক্ষারত।

এই প্রথম আঘাতের গুরুত্ব কতখানি তা অনেকেই বুঝল। এর উপরই তো নির্ভর করছে জীবন-মরণ সমস্যা।

"আক্রমণোদ্যোগ যদি আমরা ছিনিয়ে নিতে ব্যর্থ হই—আমাদের ভলগা থেকে বিতাড়িত করে কলচাক যদি তার মারাত্মক বেষ্টনী উত্তরভাগে ও দক্ষিণভাগে আরও সংকুচিত, আরও নিকটতর করে আনতে পারে (আর এটা সম্ভবও বটে), তখন সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্ব কি টিকে থাকবে না অবলুপ্ত হয়ে যাবে সব?"

লোকে যা ভাবছে সংকট কিন্তু তার চেয়ে বেশি গুরুতর, আরও বেশি ঘনায়মান। সুবিশাল শ্বেতরক্ষীদের তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাসের মধ্যেই ভিয়াত্‌কা, কাজান, সামারা ও সারাতভ্‌কে স্পর্শ করেছে।

কলচাকের পক্ষে সবচেয়ে আকাংক্ষিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথটি গেছে সামারার মধ্য দিয়ে। সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তঃস্থলে পৌঁছানর এইটাই সবচেয়ে সোজা রাস্তা। আর তার জন্যই সে তার ট্রেনের কামরার গায়ে "উফা — মস্কো" ছাপ মুদ্রিত করেছে।

বুজুলুকের আশেপাশে অশ্বারোহী পেট্রলরা দেখা দিতে শুরু করেছে। কয়েক দিন আগে বুগুরুস্লানও হাতছাড়া হয়ে গেছে। অবস্থা দিন দিন ঘোরালো হয়ে উঠছে। শত্রুপক্ষের অগ্রগতি নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে — বিপদের আর অন্ত নেই।

লালফৌজের প্রস্তুতি তখনও চলছে। সব সৈন্যদল তখনও এসে পৌঁছায়নি। মালপত্র, সাজসরঞ্জাম আসতে বাকী। পর্যাপ্ত গোলাবারুদ নেই। বসন্তের গলিত বরফে সৈন্য চলাচল দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। কিন্তু আর দেরী করা চলে না, আকাশে ঘনঘটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে — মাথার উপর উদ্যত ঝটিকা প্রবলবেগে নেমে এল বলে।

অধীর লালফৌজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সংকল্পে অটল, কর্মশক্তি

উপছে পড়ছে। ডিভিশন, ব্রিগেড আর রেজিমেণ্ট সঙ্গীন উঁচিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায়। নির্দেশ পাওয়ামাত্র সমগ্র রণাঙ্গনজুড়ে তারা সমস্ত শক্তি নিয়ে এই চূড়ান্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে কলচাকের উপর। মুখোমুখি মারাত্মক লড়াইয়ে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করবে।

আঠাশে এপ্রিল... একটি অবিস্মরণীয় দিন — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক সংগ্রামের সূচনা হয় এই দিন থেকে। শুরু হয়ে যায় লালফৌজের কলচাক বিরোধী আক্রমণ।

৯

যুদ্ধের আগে

বুজুলুক পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সমস্ত সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। প্রতিরোধের সর্বপ্রকার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বুজুলুকের পার্টি কমিটি, কার্যনির্বাহক কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি এগিয়ে এসেছে। তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে লালফৌজের সমর্থনে। যুদ্ধের জন্য সর্বস্বপণ এই দৃপ্ত আহ্বানবাণী সম্ভবত অন্য শত শত অবরুদ্ধ শহরের মত এখানেও কার্যে রূপায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে।

বুজুলুকের উপর ঘনিয়ে আসছে বিপদ। শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে শত্রুপক্ষীয় পেট্রলরা দেখা দেয়। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের সোভিয়েত ও পার্টিকর্মীরা এখানে পালিয়ে আসছে। বিশেষ করে আসছে বুগুরুস্লান থেকে। কলচাক পেট্রলরা হয় এদের খোঁজ পায়নি কিম্বা তাদের গ্রামের শ্বেত ইতররা এদের ধরিয়ে দিতে পারেনি। এদের অনেকেই পেঁছিনোমাত্র সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে যায়। তারপর বিজয়ী সৈন্যবাহিনী যখন তাদের গ্রামে গিয়ে পেঁছাবে তার সঙ্গে সঙ্গে এরাও ফিরে এসে তাদের পুরানো কার্যভার গ্রহণ করবে। আবার অনেকে লালফৌজের সাধারণ সৈনিক হিসাবে দূরদূরান্তরে অজানা সব দেশে চলে যায় তাদের রেজিমেণ্টের সঙ্গে।

এই বারুদাকীর্ণ রক্তাপ্লুত পরিবেশের অনিশ্চয়তার মাঝে ধ্বনিত

হয় নবযুগের, এক নবজীবনের আগমন বারতা। সুদূর প্রসারী নতুন একটি কালের সূচনা করবে যুগান্তকারী যে দিনটি তা যেন সমাগত। চূড়ান্ত নির্দেশ ঘোষিত হয়ে যাচ্ছে, সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা, সমগ্রশক্তি কেন্দ্রীভূত করে নিয়োজিত করা হচ্ছে একটিমাত্র লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে। শহরটি সাধারণত খুব শান্ত ও নির্জীব। এখন তার রাস্তা দিয়ে শাঁ শাঁ করে চতুর্দিকে ছুটছে মটরকার, মটরসাইকেল, ছুটছে অশ্বারোহীর দল, আর চলেছে সারি সারি পদাতিক বাহিনী দৃঢ় পদক্ষেপে নিয়মিত তালে।

দুটো বড় রাস্তার মাথায় ডিভিশন হেডকোয়ার্টার। এখানে কর্মব্যস্ততার বিরাম নেই। দিনরাত্রি সমানে চলেছে। তখনকার দিনের চঞ্চল কোলাহল মুখর দুরূহ জীবনের সবকিছুই এখানে কেন্দ্রীভূত। সবকিছুই প্রতিফলিত হয়েছে এই একটি স্থানে।

চাপায়েভ আর ফিওদর আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে এখন এই দুই সহকর্মীর ভেতর। তাদের সময় হয় না নিজেদের আস্তানায় ফিরে যাওয়ার, সব সময়ই তাদের থাকতে হচ্ছে হেডকোয়ার্টারে। কেন্দ্র থেকে ক্রমাগত আদেশ-নির্দেশ আসছে। আর নিজেদেরই ইউনিটগুলো থেকে রিপোর্ট আসছে, প্রশ্ন আসছে। তাছাড়া সরাসরি টেলিফোনেও কথাবার্তা চলেছে সমানে। অবিশ্যি যে সব জিনিসে ঘাটতি সেই সব নিয়েই চলছে সবচেয়ে বেশি কথাবার্তা আর চেঁচামেচি। আর সে সময় ঘাটতিরও অন্ত নেই, চাহিদারও শেষ নেই, তাই ইউনিটগুলোর সঙ্গে, কেন্দ্রের সঙ্গে সব সময়ে একদিকে যেমন চড়া চড়া কথা, অপর দিকে তেমনই আশ্বাস অনুরোধ। কখনও কখনও আবার "কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে" বলে ভয় দেখানো। চাপায়েভের ধারণা ওখানকার ওই সব "জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলগুলোর" ওপর চাপ দিতে পারলেই যা কিছু চাহিদা সব মুহূর্তের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এসে পৌঁছবে। যদি সে দেখতে পেত কিম্বা তার কানে আসত যে কোন গুদামে বিশ ত্রিশটা গাড়ি রয়েছে, কি চার ব্যারেল গ্রীজ আছে কিম্বা কিছু কাপড় কি কয়েকটা টুপি আছে সে সঙ্গে সঙ্গে রেগে আগুন। বার বার ওপরওয়ালাদের জানাবে সবকিছু সৈন্যদের দিয়ে দেওয়ার জন্য। "যুদ্ধের জন্য সবকিছু"— এই স্লোগানের অর্থ সে বুঝেছে অত্যন্ত আক্ষরিকভাবে। তার ধারণা

টুকরো টুকরো যৎসামান্য যা আছে তাই দিয়েই লালফৌজের লক্ষ লক্ষ সৈনিককে খাওয়ানো পরানো সম্ভব। অর্থনৈতিক কাঠামো যে একেবারে ভেঙে পড়েছে, সবকিছুরই যে ঘাটতি হতে বাধ্য — এসব কথা তার মুখে লেগে থাকলেও তার রূপ বাস্তবে যে কী তা সে কল্পনা করতে পারত না, তার অর্থও সে উপলব্ধি করতে পারত না। তার এই ধরনের দাবী-দাওয়া আর নিরর্থক সব চেষ্টা থেকে ক্লিচকভ তাকে প্রতিনিবৃত্ত করত এবং তা করতে তার বিশেষ বেগ পেতেও হত না। দুচার মোক্ষম যুক্তি খাড়া করতে পারলেই যথেষ্ট, চাপায়েভ আর দ্বিমত করত না। নিঃশব্দে সে সব মেনে নিত। তা বলে সে যে তার মত পরিবর্তন করবে কিম্বা তার মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেবে এ আশা বৃথা। কোন বিষয়ে তার ভুল হয়েছে আর সে ভুল প্রকাশ্যে স্বীকার করা তার ধাতে নেই। কক্ষনো সে তা করবে না। তাছাড়া, তাকে প্রভাবিত করতে হলে যুক্তিগুলো দ্বিধাহীনভাবে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে হত। ঢোক গিলে কিম্বা চেঁচামেচি করে যারা কথা বলত তাদের সে সহ্য করতে পারত না আর তাদের কথা যতই মূল্যবান হোক না কেন সে কোন আমলই দিত না। সে পছন্দ করত চূড়ান্ত সুস্পষ্ট কথা। আর কথার চেয়েও বেশি পছন্দ করত দৃঢ়, চূড়ান্ত ও যুক্তিযুক্ত কাজ!

দুদিন পরে শুরু হয়ে যায় সিজভ পরিচালিত ব্রিগেডটির আক্রমণ। তাদের অবস্থান বুজুলুক থেকে মাত্র মাইল ত্রিশেক দূরে।

ব্রিগেড কম্যান্ডার সিজভ ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে অতি মাত্রায় পরিশ্রান্ত। যুদ্ধে সে আহত হয়েছে দুবার। শান্তভাবে চিন্তা করতে কিম্বা কথা বলতে সে আর পারে না। বয়স মাত্র বাইশ, কিন্তু দেখায় বুড়োর মত।

১৯১৭ সালে তার ছোট্ট খামারটি থেকে বিদায় নিয়ে সে রেডগার্ড দলে যোগ দেয়। দৈবক্রমে চাপায়েভের সংস্পর্শে সে এসে পড়ে। কথাবার্তায় কাজকর্মে তার বুদ্ধিমত্তা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আর তার হঠকারিত্বের পর্যায়ভুক্ত দুর্জয় সাহস দেখে চাপায়েভ খুশি হয়। তাকে সে একটি পদাতিক স্কাউট দলের কম্যান্ডার করে দেয়। এমন বহু ঘটনা আছে যখন সিজভ

তিনচারজনকে মাত্র সঙ্গে নিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘুমন্ত সব কসাক কিম্বা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চেকোস্লোভাকদের নিকটে গিয়ে তাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করার ফলে শত্রুপক্ষ নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। কোন কোন সময় তারা জনা আঠারকে বন্দী করেও নিয়ে এসেছে। এই ধরনের বহু ঘটনার সঙ্গে তার নাম জড়িত। এইসব বেপরোয়া ও দুঃসাহসিক কাজ চাপায়েভের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। সে নিজেও এসব কাজে প্রবৃত্ত হত। ইরগিজ নদীর তীরে গুসিখায় চেকোস্লোভাকদের সঙ্গে একটি সংঘর্ষে সিজভের পায়ে গুলি লাগে। কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর সে খাড়া হয়ে ওঠে। ক্ষতস্থানটা কিছুটা শুকিয়ে উঠতেই সে ফিরে যায় যুদ্ধে। কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। অপর এক যুদ্ধে তার হাতে গুলি লাগে। কিন্তু আঘাত তাকে মোটেই কাহিল করতে পারে না। যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসা পদ্ধতি, অপরাশেনজনিত ব্যথা ইত্যাদিতে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে তার সঙ্গীদের যে ছেড়ে আসতে হয়েছে এটাই তার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এবারও তাকে শুইয়ে রাখা সম্ভব হয় না। ভাল হওয়ার আগেই সে তার নিজের বাহিনীতে যোগ দেয়।

উরালস্ক রণাঙ্গনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচণ্ড সংগ্রাম তার শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ করে নিয়েছে। তার শিথিল-হয়ে-যাওয়া স্নায়ুগুলোকে দিয়েছে চূর্ণবিচূর্ণ করে। স্নায়বিক আক্ষেপে তার রৌদ্রদগ্ধ মাংসল মুখমণ্ডলের পেশীগুলো সর্বক্ষণ স্পন্দিত হতে থাকে। বন্যপশুর মত তার প্রশস্ত নাসারন্ধ্র কম্পিত হয়। তার সোনালী রঙের কেশরাশি রুক্ষ অবিন্যস্ত। শতরেখায় কুঞ্চিত তার প্রশস্ত ললাট কালি মাখা। ধূসর চোখদুটো কেমন ফোলা ফোলা, রুক্ষতার কাঠিন্যে জ্বলজ্বল করে। কঠোর শ্রমে অভ্যস্ত তার দুটি হাতে কোমলতার কোন চিহ্ন নেই। সার্টের কলার সব সময়ই খোলা, যেন গুমোটে তার দম আটকে আসছে। তার কাঁপা কাঁপা অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর কেমন যেন বিকৃত কৃত্রিম শোনায়। প্রত্যেকটি কথা বলার সময় সে হাত নাড়ায়, পা ঠোকে আর মাথা ঝাঁকায়। নিজের শক্তি সম্বন্ধে সিজভ যথেষ্ট সচেতন এবং নিজের মতের সমর্থনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সে কোন সময় কুণ্ঠা বোধ করে না, এমনকি তার অধিনায়কের বিরুদ্ধেও না।

চাপায়েভের ভাগ্যে এমনি এমনিতেই কেমন করে যে দেশজোড়া অত্যাশ্চর্য খ্যাতি জুটে গেছে তাই দেখে সে অত্যন্ত পীড়িত ও বিরক্ত। ঈর্ষায় সে জ্বলতে থাকে। তার অন্তরেও জেগে ওঠে উত্তপ্ত কামনা। সে স্বপ্ন দেখে — "আমি কি হতে পারি না চাপায়েভের মত?" আর এই চিন্তা তাকে এমনি করে পেয়ে বসে যে তাদের দুজনের সম্পর্কের ভিতরে যে প্রীতি ও মাধুর্য ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। তাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের উপর নেমে আসে একটা কালো ছায়া। সিজভের এই পরিবর্তন চাপায়েভের দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু তবু সে তাকে অন্য ডিভিশনে স্থানান্তরিত করতে স্বীকৃত হয় না। ভাল করেই সে জানে তার ব্যক্তিগত খ্যাতির মূলে রয়েছে এইসব সিজভের মত লোকেরাই, এদের উপরই নির্ভর করে তার খ্যাতি, এরাই তা শতগুণ বাড়িয়েছে। সিজভও চাপায়েভকে ছেড়ে যেতে রাজী নয়। এই খ্যাতির প্রতিফলিত রশ্মিতে সেও প্রোজ্জ্বল। চাপায়েভ তার সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিয়েছে যে গৌরবোজ্জ্বল প্রশস্ত কর্মের পথ সেটা তার ভাল লাগত। এই পথেই তো সে এগিয়ে চলেছে দুর্দম গতিতে।

তাদের সাক্ষাৎ ঘটল বেশ হৃদ্যতাপূর্ণভাবে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তারা টেবিলের সম্মুখে বসে মানচিত্র ও নির্দেশনামাগুলো দেখতে শুরু করে। শুরু হয়ে যায় টেলিগ্রাম, টেলিফোন। চতুর্দিকে বার্তাবহদের পাঠান হয় — রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার, রসদযোগানদার কর্তা, সার্জেন, কমিশারদের কাছে। সঠিক অবস্থা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়। সম্ভাব্য সবকিছুর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সমাপ্ত। সুতরাং এখন একথা মনে আসা সঙ্গত যে অঘটন ঘটার আর কোন কারণই থাকতে পারে না, যদি যে ভাবে স্বরলিপি রচিত হয়েছে সে ভাবে সমগ্র সঙ্গীত-প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। কিন্তু সুরকার লিখিত সুর-ঝঙ্কার সৃষ্টি করতে পারে যারা ওস্তাদ গাইয়ে। আর এ ব্যাপারে সিজভের নিপুণতা স্বীকৃত। তিন দিন না যেতেই তার হাতে সমগ্র একটি শত্রুবাহিনী পর্যুদস্ত হওয়ার সংবাদ এসে পেঁছায়। এখন তারা বসে বসে মাপজোখ করে। তাদের আলাপ আলোচনা তর্কবিতর্ক চলতে থাকে। তাদের মতানৈক্য দেখা দেয়। পরস্পরকে পরস্পর সাবধান করে দেয়। তারপর সবকিছুই মীমাংসা হয়ে

যায়। এবং যেটা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত সেই ব্যবস্থাটিই তারা একমত হয়ে গ্রহণ করে।

চাপায়েভ প্রস্তাব করে, 'এখন আমাদের একবার রেজিমেণ্টগুলো পরিদর্শন করা উচিত। তাদের দু একটা কথা বুঝিয়ে বলাও দরকার।'

'নিশ্চয়ই।'

সিজভ উঠে গিয়ে কম্যান্ডারদের নির্দেশ দেয় সৈন্যদের সকলকে বড় সিনেমা হলটিতে সমবেত করার জন্য। তারা চলে যাচ্ছে। তখন আবার চিৎকার করে সে বলে দেয়, 'সবাইকে জানিয়ে দেবে যে কমরেড চাপায়েভ বক্তৃতা দেবে। শোনার জন্য সবাই যেন প্রস্তুত হয়ে আসে।'

একথা সে কেন বলল, তার উদ্দেশ্য চাপায়েভ বক্তৃতা দিতে খুব ভালবাসে বলে তাকে একটা খোঁচা দেওয়া কিনা, তা বলা খুবই মুস্কিল। কেননা, তার কণ্ঠস্বর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। পরিহাসের সময়ও যেমন, অর্ডার দেবার সময়ও ঠিক সেই রকম।

বিরাট সিনেমা হলটি যেমন নিরানন্দ তেমনি স্যাঁতসেঁতে। আধঘণ্টার মধ্যে সেটা ধূসর রঙের ওভারকোট-পরা লালফৌজের লোকে একেবারে ভর্তি হয়ে যায়। হলে তিল ধারণের স্থান নেই। যারা ভেতরে স্থান পায় না তারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। স্টেজের উপর একটা টেবিল। টেবিলের উপর এক কুঁজো জল, একটা গ্লাস আর একটা কাঠের হাতলওয়ালা চকচকে ঘণ্টা। চাপায়েভ উপস্থিত হওয়ামাত্র চতুর্দিকে কান্াকানি পড়ে যায়, গলা খাঁকারি দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি যে যার মাথার টুপি সিধে করে নেয়। তারা যে সুযোগ্য সৈনিক তা দেখানর জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আবেগমিশ্রিত উচ্চকণ্ঠে তার প্রথম কথা 'কমরেডগণ! উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনমণ্ডলী শান্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাদের বহু আকাংক্ষিত তার পরবর্তী কথাগুলি শোনার জন্য অধীর হয়ে ওঠে।

'কমরেডগণ, কলচাক বিরোধী অভিযান আমাদের শুরু হতে চলেছে। স্তেপ অঞ্চলে আমাদের সমবেত শক্তি শত শত কসাকদের প্রতিহত করেছে। প্রতিবারই আমরা জয়ী হয়েছি। এডমিরাল কলচাকও আমাদের হাতে রেহাই পাবে না।'

জনতা আর কতক্ষণ শান্ত হয়ে থাকবে? অন্তরের উল্লাস আর রুদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। গগনবিদারী চিৎকার আর করতালিতে চতুর্দিকে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আবেগে উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে যেন সবাই। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তার মুখ-নিঃসৃত কথাগুলো কী অদ্ভুত প্রভাবের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে ফেলে। যা মূল্যহীন তা সোনার চেয়ে মূল্যবান বলে মনে হয়। প্রতিটি বক্তৃতাতে ব্যবহার না করে পারত না এমন ধরনের কয়েকটি বাঁধা-ধরা মোক্ষম কথা চাপায়েভের ছিল। সেগুলো খুব গরম গরম কথা মোটেই নয়। এমনি সাদাসিধে সাধারণ কথা, কিন্তু উত্তেজিত সংবেদনশীল এই গ্রাম্য শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর তার প্রভাব ছিল অবর্ণনীয়।

'কমরেডগণ, আমি তোমাদের সেই আগেকার দিনের জেনারেলদের একজন নই,' চাপায়েভের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তীব্র প্রতিবাদের সুর, 'যিনি রণাঙ্গন থেকে দুশো মাইল দূরে বসে থাকবেন আর নির্দেশ পাঠাবেন একটা ছোট্ট পাহাড় দখল করার জন্য, তাতে ক্ষয়ক্ষতি যতই হোক না কেন। যখন তাঁকে জানানো হবে যে কামান না হলে কিছু করার জো নেই, পর পর তিরিশটি কাঁটাতারের বেষ্টনী রয়েছে, তখন সেই বুড়ো শয়তান রেগে আগুন হয়ে বলে উঠবেন, "কি, তোমাদের জিমন্যাষ্টিক শেখান হয়নি? লাফাতে হয় কেমন করে তোমরা জান না? লাফ দিয়ে পার হও!"

এ জায়গায় শ্রোতৃমণ্ডলী সব সময় হাসিতে ফেটে পড়ে। সোল্লাসে তারা তাদের সমর্থন জানায়। এই ধরনের চিত্র কল্পনা করতে তো বেশি বেগ পেতে হয় না। সঠিকভাবে তারা উপলব্ধি করতে পারে।

ঠোঁটের উপর জিব বুলিয়ে গোঁফজোড়া পাকিয়ে চাপায়েভ বলতে থাকে, 'আমি কিন্তু জেনারেল নই। আমি সব সময়ই তোমাদের পাশে। সবার আগে গিয়ে আমি দাঁড়াই। বিপদের সমুখে আমি, সর্বপ্রথম বুলেটটি আঘাত করবে আমাকে। কিন্তু মৃত্যু অত সহজ নয়। মরতে কেউ চায় না। তার জন্যই তো এমন জায়গা আমি বেছে নিই যেখানে সকলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত, আর যেখানে আমার প্রাণও শুধু শুধুই যাবে না। আমাদের সংগ্রাম চালানর রীতি হচ্ছে এই কমরেডগণ, তোমরা তা জানো।'

সমগ্র বক্তৃতাটির ধরন বাচনভঙ্গি সবই সেই একই ধরনের। এখানে তার আর একটি গুণ উল্লেখ করার প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে সে একসঙ্গে বেশিক্ষণ বক্তৃতা দিত না। তার মানে সে যে পারত না তা নয়, স্বল্পভাষণের কার্যকারিতা যে বেশি তা সে জানত।

তার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর সিজভের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। ফিওদরের অবস্থাও তদ্রূপ, সেও বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। বক্তৃতার পর শুরু হয় অনুষ্ঠানসূচী। এই ধরনের চমৎকার স্বতঃস্ফূর্ত অনুষ্ঠানরীতি শুধু তখনকার দিনে প্রচলিত হয়ে ওঠে। আর বোধ হয় শুধু রণাঙ্গন অঞ্চলে।

সর্বশেষ বক্তা তার শেষ কথাটি শেষ করেছে, তখনও তার রেশ মিলিয়ে যায়নি। সবাই ভাবছে পরবর্তী বক্তা বুঝি এই এল। হঠাৎ বেজে ওঠে একর্ডিয়ান। কোথা থেকে যে সেই বাদক এল আর কখনই বা সে গিয়ে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছে কেউ তা লক্ষ্য করেনি। কিন্তু তাই বলে যে কোন অদৃশ্য বা অশ্রুত অনুজ্ঞা বা ইঙ্গিত না পেয়ে সে সেখানে হাজির হয়েছে তা কিন্তু কক্ষনো নয়। আর কোন সুর সে বাজাতে সুরু করেছে? কেন 'কামারিনস্কায়া'! আর তার সুর বিস্তারের সে কি উন্মাদনা! নৃত্যের ছন্দে পা আপনিতেই দুলে ওঠে। অপরূপ ভঙ্গিমায় লাফ দিয়ে মঞ্চের ঠিক মধ্যিখানে গিয়ে দাঁড়ায় চাপায়েভ। তারপর শুরু হয়ে যায় তার নৃত্য। কী অপূর্ব তার নৃত্যের ছন্দ। কোমর বেঁকিয়ে হ্রস্ব লঘুপদে অদ্ভুত সাবলীল ভঙ্গিমায় বৃত্তাকারে নৃত্য, তারপর ট্যাপ ডান্স, গোড়ালীর উপর ভর দিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে নৃত্য। হলের সমবেত সহস্র সহস্র জনতা আনন্দে উল্লাসে অভিভূত হয়ে পড়ে। চিৎকার করতালিতে প্রশংসামুখর হয়ে ওঠে সকলে। উৎসাহিত হয়ে সে তখন তার রূপোর সুন্দর তরবারিখানি বাঁ হাতে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সেই অর্ধনমিত অবস্থায় নেচেই চলে। ঝনঝন করতে থাকে তার জুতোর কাঁটা। মাথার টুপী হেলে পড়ে গেছে একপাশে। কোনদিকে তার আর খেয়াল নেই। আর ভিয়াতকা থেকে আগত দানবের মত চেহারার সেই একর্ডিয়ান বাদকের উল্লাস বর্ণনা করবে কে? তার চওড়া মুখে নাকটা বাঁকা ও চকচকে, চোখদুটো হাতির মত ক্ষুদে ক্ষুদে। তার একর্ডিয়ানটা

বেসুরো ও পুরানো। ভাবো একবার, সেই একর্ডিয়ানের বাজনার সঙ্গে কিনা স্বয়ং চাপায়েভ নাচছে!

শেষবারের মত একবার নৃত্যের ছন্দে ক্ষিপ্র একটি লম্ফ দিয়ে চাপায়েভ একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তৃপ্তির হাসি তার মুখে। তেলচিটে ধূসর রঙের একটা রুমাল বের করে সে তার মুখের ঘাম মুছতে থাকে।

এইভাবে পুরো একটি ঘণ্টা কেটে যায়। একের পর এক লাফ দিয়ে এসে নর্তকরা পড়ছে মঞ্চের উপর। প্রতিযোগিতা বেশ তীব্র হয়ে ওঠে। কেউ একক, কখনও বা কয়েকজন একসঙ্গে শুরু করে দিচ্ছে নৃত্য। যারা একটু বেশি সময় নিচ্ছে তাদের 'যাও যাও তোমাদের হয়ে গেছে, অন্যদের নাচতে দাও' বলে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

নাচের পর শুরু হয় গল্প বলা। আজেবাজে যা তারা বলছে তা শুনে অবাক না হয়ে উপায় নেই। তখনকার দিনে ভাল বইপত্র, সঙ্কলন কিম্বা বিপ্লবী গানের বই ছিল না। বলতে গেলে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা কেউ কোন দিন এসব দেখেওনি। আর লালফৌজের সৈন্যেরা যা জানত তা হচ্ছে গুটিকয়েক সামরিক গণসঙ্গীত আর তাদের নিজস্ব সব হাসির ছড়া।

গল্পের পর গান। গাইয়ের দল গলা ফাটিয়ে শুরু করে দেয় তাদের সঙ্গীত যার যা মনে আসে।

শিল্প চাতুর্যের দীনতা থাকা সত্ত্বেও সবকিছু বৈচিত্র্যময়, প্রাণবন্ত ও আনন্দোচ্ছল। দীর্ঘপথ চলার ক্লান্তি, রণাঙ্গনের বিরক্তিকর পরিশ্রম, ট্রেঞ্চের বৈচিত্র্যহীন দুঃসহ দিনগুলি আর অর্ধাশনের পর অবকাশ উপভোগ করার জন্য ভারি ব্যাকুল হয়ে তারা অপেক্ষা করত। পরে নিজেদের কুটিরে, কর্দমাক্ত বরফ-গলা পথ চলতে চলতে মেসে, আস্তাবলে কিংবা যেকোন জায়গায় সূর্যমুখী ফুলের বীজ চিবতে চিবতে — সর্বত্রই আলোচনার মোড় ঘুরত সেই চমৎকার সন্ধেকে নিয়ে। আর সব কথাবার্তার মধ্যে চাপায়েভকে কেন্দ্র করে তাকে নিয়েই সবচেয়ে কথা হত বেশি। সবার প্রিয় এমন কম্যান্ডার আর হয় না। ঠিক এ রকম লোককেই সবাই ভালোবাসে। অতি প্রত্যুষে প্রচণ্ড শীত তুচ্ছ করে ঠাণ্ডা ও কুয়াসা-

ঢাকা প্রান্তর ভেদ করে সে নেতৃত্ব করেছে যুদ্ধে ও আক্রমণে। আবার সন্ধ্যাবেলা একর্ডিয়ানের সুরের তালে তালে তাদের সবার সঙ্গে "কামারিনস্কায়া" নৃত্যে সে উঠেছে মেতে!

বস্তুত তখন যা সময় তাতে ঠিক এই ধরনের কম্যান্ডারেরই প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ছিল যে সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে উদ্ভূত, কৃষকসুলভ সমস্ত গুণ যার মধ্যে। জনসাধারণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োজনীয়তা অদৃশ্য হবে। যেমন ধরা যাক এমন কি সে সময়েও ইভানভো-ভজনেসেনস্কের শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত রেজিমেণ্টটিতেও চাপায়েভের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তার ওইসব কাঁচা বক্তৃতা তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। দুঃসাহসিকতার চেয়ে "সুস্থির চেতনার" প্রতি তারা বেশি শ্রদ্ধাশীল। "কামারিনস্কায়া" নৃত্যের চেয়ে কোন সভা বা আলোচনা করা তারা পছন্দ করত বেশি। চাপায়েভকে দেখে তারা অকারণ উল্লসিত হয়ে তার দিকে হাঁ করে গদগদভাবে চেয়ে থাকত না, তারা তার সঙ্গে কথা বলত সমানে সমানে যেমন কথা বলে তেমনিভাবে। আর এইজন্য চাপায়েভেরও ইভানভো তাঁত শ্রমিকদের রেজিমেণ্টটিকে পরিদর্শন করতে যেতে মোটেই ভাল লাগত না। তার প্রতি সম্বর্ধনা ও উল্লাস প্রকাশের ব্যাপারে তাদের মোটেই দেখা যেত না আগ্রহ।

ডিভিশনের রাজনৈতিক বিভাগে প্রথমবার যাওয়ার পরই ফিওদর টের পায় তার প্রতি ব্যবহারে হৃদ্যতার অভাব, উদাসীনতা ও স্পষ্টই একটা অপছন্দের ভাব। সে অবাক হয়ে ভাবে, "ব্যাপারটা কী?" তখনও সে বুঝে উঠতে পারেনি যে, "গেরিলা ও গুণ্ডা" চাপায়েভের প্রতি রাজনৈতিক কর্মীদের যে বৈরীভাব তা "চাপায়েভ কমিশার"এর উপরও যান্ত্রিকভাবে প্রযোজ্য হয়েছে।

এটাই যে সব, তা নয়। চাপায়েভ ও ফিওদরের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের কথা এখানকার রাজনৈতিক বিভাগের সবাই আগে থেকে জানত এবং এর একটা সহজ ব্যাখ্যা তারা তৈরী করে ফেলে। হয়, "আমাদের কমিশার" চাপায়েভের প্রভাবাধীন হয়ে তার লেজুড়বৃত্তি

করছে, চাপায়েভের সে হাতের পুতুল, সে যা বলে তাই সে করে, না হয় "আমাদের কমিশার" আগে থেকেই চাপায়েভের মত একজন গেরিলা আর "দুঃসাহসী ব্যক্তি" তার চরিত্র গঠনে চাপায়েভের প্রভাবের প্রয়োজনই হয়নি।

এ বিষয়ে যার যে মতই থাকুক না কেন তারা সকলেই একমত যে "কমিশারকে প্রথম থেকেই সিধে করে রাখতে হবে"। সেই অনুসারে ফিওদর বিভাগে উপস্থিত হওয়ামাত্র, বিভাগের পরিচালক তার সঙ্গে কাজকর্ম পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করে তার হাতে প্রথমেই কিসের একটা কাগজ দেয়। অনুভব করে বিদ্বেষ-ভরা আনন্দ। বিদ্রূপ মাখানো দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে ফিওদরের দিকে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য। কাগজটা দেখে মনে হয় একটা সমন। ট্রাইবুনাল থেকে ক্লিচকভকে "প্রতিবাদী পক্ষ" হিসাবে সমন করা হয়েছে। প্রথমে এর বিন্দুবিসর্গ সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না, পরমুহূর্তে মনে পড়ামাত্র একেবারে হেসে কুটিকুটি। রাজনৈতিক বিভাগের পরিচালক রিজিকভ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ফিওদরের দিকে। তার আশা ভঙ্গ হয়। সে আশা করেছিল ফিওদর ঘাবড়ে যাবে।

'কোন একটা ব্যাপারে আপনাকে ট্রাইবুনালের সম্মুখে ডেকে পাঠান হয়েছে।' দাঁতে দাঁত চেপে এই কথাগুলো সে ক্লিচকভকে বলে ফেলে।

'তা জানি। কিন্তু ও কিছু একটা ব্যাপার নয়। আমি যাচ্ছি না। ব্যাপারটা হয়েছিল এইভাবে: এর আগে যখন আমরা সামারায় ছিলাম একদিন চাপায়েভ আর আমি রাস্তা দিয়ে চলেছি। রাস্তার দুপাশে উঁচু হয়ে জমে রয়েছে বরফ। রাস্তাটা হয়ে পড়েছে অত্যন্ত সংকীর্ণ। রাস্তা থেকে একটু এদিক ওদিক সরার জো নেই। সরলেই গিয়ে পড়তে হবে বরফের গাদার মধ্যে। হঠাৎ এক ছোকরা খুব কায়দা করে স্লেজ হাঁকিয়ে এগিয়ে আসছিল। সে যোগাযোগ বিভাগের কমিশার-টমিশার কী একটা হবে ঠিক এখন মনে পড়ছে না। তার ধোপদোরস্ত চেহারা দেখলেই মনে হবে ব্যাটা কোন কৌশলে পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সমানে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসছে, থামবার কোন লক্ষণ নেই। আমাদের অবস্থা কাহিল। চাপাপড়া বাঁচাতে গিয়ে আমাদের

লাফ দিয়ে বরফের মধ্যে পড়তে হল। আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। বললাম, "এই বাঁদরামোর জন্য তোমার কান ছিঁড়ে দেব।" সে স্লেজ থামিয়ে নেমে জিজ্ঞেস করল আমরা কে, তারপর আমার নাম লিখে নিল, চাপায়েভেরও লিখল। ব্যাপারটা হচ্ছে এই, সেই ব্যক্তি গিয়ে ট্রাইব্যুনালে নালিশ করেছে।'

এই অতি তুচ্ছ ঘটনাটি ফিওদরের অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বিবৃত করার ভঙ্গি দেখে রিজিকভের মুখ থেকে বিদ্বেষের কৃত্রিম হাসি ক্রমেই মুছে যেতে থাকে। দেখা গেল এটা একেবারেই একটা বাজে ঘটনা। যারা ভেবেছিল, "আমাদের কমিশার একটা অপকর্ম করে এসেছে বলে তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে বলা হয়েছে" তাদের এতে মোটেই উল্লসিত হওয়া চলে না। তাছাড়া ফিওদরকে দেখলেই কেমন সরল ও আমায়িক বলে মনে হয় আর তার সম্ভ্রান্ত আচরণ ও কথা বলার ভঙ্গি সর্বকিছু মিলিয়ে তাকে "গেরিলা ও গুন্ডা" বলা মোটেই চলে না। প্রথম সাক্ষাতের পরই ফিওদর সম্পর্কে রিজিকভের পূর্বকল্পিত ধারণার পরিবর্তন হতে শুরু করে। পরের দিকে তা একেবারে বদলে যায়। আগে ফিওদরের প্রতি তার যে পরিমাণ বিরাগ ও অবিশ্বাস ছিল পরে তার প্রতি তার অনুরক্তি ও বিশ্বাস সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

ফিওদর ট্রাইব্যুনালে লিখে জানায় যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগটি অত্যন্ত তুচ্ছ। তার এখন সামারায় যাওয়ার সময় নেই। যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে সুতরাং সে মনে করে এখানে থাকাটাই বেশি জরুরী। তারপর সে এইটুকুও যোগ করে দেয় যে, "অবশ্য, আমার অনুপস্থিতিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা মানতে আমি বাধ্য। তবে ঘটনাটা যেভাবে ঘটে তা আপনাদের আমি জানাচ্ছি ..." বলে আনুপূর্বিক যা ঘটে তার একটা বিস্তারিত বিবরণ সে লিখে পাঠায়। ট্রাইব্যুনালের সভ্যেরা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। তারা ফিওদরের কথা বিশ্বাস করেন, তার সঙ্গে একমত হন। এই নিয়ে পরে ফিওদরকে আর কোন ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। কিছুকাল পরে সে জানতে পারে যে পার্টি থেকে অবাঞ্ছিত লোকদের বিতাড়িত করার সময় সেই দাম্ভিক বাজে ছোকরাকেও জোচ্চোর বলে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়।

খুব অল্প সময়ে ক্লিচকভ ও রিজিকভের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তার মারফৎ অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক হয়ে ওঠে মধুর। আর চাপায়েভ সম্বন্ধে আজেবাজে যে সব কথা রটেছে এবং তারা তার সম্বন্ধে যে ধারণা করে বসে আছে প্রকৃতপক্ষে তা যে ঠিক নয় একথা ক্লিচকভ কিছুদিনের মধ্যে তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়।

প্রথম দিকে মাত্র একবারই তাদের মধ্যে তুমুল কথা কাটাকাটি হয় — সেটা হচ্ছে ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে। গৃহযুদ্ধের সময় কমিশার ও ডিভিশনের রাজনৈতিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতা আর দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে সব সময় গন্ডগোল চলত। আর এটাই ছিল সবচেয়ে বিতর্কমূলক এলোমেলো সমস্যা। সুতরাং এই ব্যাপার নিয়ে অল্প সময়ের জন্য হলেও ফিওদর ও রিজিকভের মধ্যে যে মন কষাকষি হয় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

রিজিকভের বক্তব্য যে রাজনৈতিক বিভাগের কাজে কারুর একেবারে হস্তক্ষেপ চলবে না, তারা সরাসরি সৈন্যবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, এই জন্য কমিশারের কাছে তাদের কোনভাবে জবাবদিহি করতে হবে না। কমিশারকে মোটামুটি ওয়াকিবহাল রাখা হবে, এইটুকু সে শুধু মানতে রাজী আছে। ফিওদর কিন্তু এইসব প্রশ্ন সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে বিচারের পক্ষপাতী। এবং তার যুক্তির স্বপক্ষে সে বহু অনুশাসন ও নির্দেশনামা উপস্থিত করতে থাকে। এসব সে সামারায় বসে বসে সংগ্রহ করেছে। সে ওইসব পড়ে পড়ে কণ্ঠস্থ করে এসেছে এবং এখন সেগুলো সে একটার পর একটা রিজিকভের যুক্তির বিরুদ্ধে খাড়া করে। আইনকানুনের উপর তার ভিত্তি। প্রশ্নটি অতি সহজেই মীমাংসিত হয়ে যায়, বাদানুবাদ, বিশুদ্ধ নীতি কিম্বা "আইনের বিভিন্ন ধারা"র কচকচানির সাহায্যে নয় — সৈনিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তার মীমাংসা হয়। প্রথম কয়েকটি দিন যেতে না যেতেই ফিওদরের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে প্রচার ও আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ, রাজনৈতিক কার্যধারার সাংগঠনিক সব প্রশ্ন সমাধান করা, জনগণের মধ্যে নিয়মিত এবং খুঁটিয়ে কাজ পরিচালনা করা, ঠিকমত রিপোর্ট প্রত্যহ

পাঠানো হচ্ছে কিনা তার প্রতি দৃষ্টি রাখা, পরিসাংখ্যিক ও সংবাদ সরবরাহ বিভাগের কাজকর্মের উপর নজর দেওয়া, পার্টি ইউনিটগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং তার উপর সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত কাজকর্মের বিরাট দায়িত্ব বহন সবকিছু একজনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

এই সবকিছুই সরাসরি রাজনৈতিক বিভাগের দায়িত্ব, সুতরাং এই বিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্বাধীন। কমিশারকে মাঝে মাঝে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে অনুপস্থিত থাকতে হয়। এক নাগাড়ে হয়তো পাঁচ ছ'দিন ধরে বাইরে বাইরে কাটাতে হয় ব্রিগেডগুলো পরিদর্শন করার জন্য। সুতরাং তিনি শুধু দেখতে পারেন নীচের স্তরে কী কী কাজ হচ্ছে ও কেমনভাবে হচ্ছে, কী করা উচিত ও কেমন করে করা উচিত, কোনটা আগের কোনটা পরের, তাছাড়া রাজনৈতিক কর্মীদের পাঠানোর প্রয়োজন কোথায় পড়েছে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন জায়গায় তাদের কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন এবং তাদের কর্তব্য নির্ধারণ। ব্যাপকভাবে ডিভিশন ভিত্তিতে অবস্থার গুরুত্ব বিচার করার সময় ফিওদর কেবলমাত্র প্রধান প্রধান প্রশ্নগুলো বেছে নিত এবং জরুরী বিষয়গুলোর তালিকা করে তার উপদেশসহ সেইগুলো রাজনৈতিক বিভাগে পাঠিয়ে দিত। সেখানে তারা এগুলো নিয়ে আলোচনা করে তাদের নিজস্ব লোকজন ও সংগঠন মারফৎ তাদের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুযায়ী কার্যকরী করত। এই ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়ার পর ফিওদর রাজনৈতিক বিভাগের সঙ্গে শুধু যে একটা সামঞ্জস্য করে চলতে থাকে তাই নয় — তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখে সে কাজ করতে থাকে। এরপর থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন গণ্ডগোল, এমনকি একটি বিষয়েও সামান্য মতানৈক্যের অবকাশ ঘটেনি। সে উপলব্ধি করতে পারে যে কমিশারের কাজ রাজনৈতিক বিভাগের উপর হুকুম চালানো নয়, তার কাজ একে সাহায্য করা এবং মূল নির্দেশগুলি কী পদ্ধতিতে কার্যকরী করা হচ্ছে তার উপর দৃষ্টি রাখা।

রাজনৈতিক বিভাগ বিরাট স্পঞ্জের মত। সৈন্যদল ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অধিবাসীবৃন্দের নিকট থেকে সব তথ্য, ঘটনা ও তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা সেটা শুষে নেয়। তারপর সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন সভা ও

সম্মেলনে আলোচনা করে কিম্বা এককভাবে সেগুলো অধিগত করে আবার ভ্রাম্যমাণ সংগঠক ও প্রচারক মারফৎ নানান ধরনের ইস্তাহার, আবেদন ও পুস্তিকার সাহায্যে সেগুলোকে পরিবেশন করে।

এর ফলে, শুধু সামরিক ইউনিটগুলির নিকটই নয় — যুদ্ধক্ষেত্র যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের নিকটেও কিছু না কিছু পরিমাণে রাজনীতি সব সময় পরিবেশিত হতে থাকত, তা সে যে ভাবেই হোক। কমিউনিস্ট প্রচারকের দল অশ্বপৃষ্ঠে, পদব্রজে কিংবা "লাল" গাড়িতে, জনপদ ও গ্রাম অতিক্রম করে চলে যেত। লালফৌজ কেন সংগঠিত করা হয়েছে, তারা এখন কোন দিকে চলেছে এবং কী জন্য চলেছে — সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে কোথায় কী কী ঘটছে — জনসাধারণকে সব তারা খুলে বলত। নিজেরাই তারা যে খুব বেশি জানত তা নয়। তাদের জানার উপায় ভারি সীমাবদ্ধ ছিল। আবার যেটুকু জানত তাও অনেকে ভাল করে প্রকাশ করতে পারত না। তবে আসল ব্যাপারে তাদের কোন সময়ে কোন ত্রুটি হত না। মুখপাত্র, প্রচারক ও শিক্ষকদের কাজ এরা একসঙ্গে চালিয়ে যেত। কোনো কোনো সময় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন তারা করত। কোথা থেকে একটা ম্যাজিক লণ্ঠন জোগাড় করে তার সাহায্যে ছবি দেখানর ব্যবস্থা হত। এমনকি এটাও দূর-দূরান্তের পাণ্ডববর্জিত গ্রামের লোকেদের কাছেও ছিল একটা অবাক কাণ্ড। এ সব গ্রামের বাসিন্দার অর্ধেক তাতার — তারা বিশ পঁচিশ মাইলের বাইরে জীবনেও পা বাড়ায়নি।

লালফৌজের মধ্যে কাজ করা অধিকতর সহজ। সর্বদাই তারা সুসংগঠিত আর তৈরী। তাছাড়া গ্রামের লোকজনের সঙ্গে তাদের জ্ঞানের পরিধি ও বুদ্ধিবৃত্তির কোন তুলনাই চলে না। এমনকি রাজনৈতিক বিভাগকে বাদ দিয়েও লালফৌজের মধ্যে পার্টি ইউনিটগুলো সব সময়েই কাজ চালিয়ে যেত। ইউনিটগুলোর দরকার ছিল শুধু বৈষয়িক সাহায্য আর নব নব নির্দেশ। বাদবাকী কাজ এরা নিজেরাই ভালভাবে চালিয়ে যেতে পারে।

রেজিমেণ্টগুলোর মধ্যে কী ধরনের সব কাজ চলত? কাজের ধরন নির্ভর করত রেজিমেণ্টটির অবস্থান ও বর্তমানে তারা কী কাজ করে—

তার উপর। যদি রেজিমেণ্টটি রণাঙ্গনের পশ্চাদভাগে অবকাশ যাপন করতে থাকে তখন নিয়মিতভাবে কাজ করা সম্ভব। তখন দিনের পর দিন নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ চালান সম্ভব। বৃহদাকারে না হলেও বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করা যায়। এক একটা ইউনিট নিয়ে পড়ে পড়ে শোনানর ব্যবস্থা যেত করা। তখন অনেক কিছু করা সম্ভব এবং অনেক কিছু করাও হত। কিন্তু অভিযানরত কিম্বা সংগ্রামরত অবস্থায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ তারা চলে যায়, একখানা খবরের কাগজের উপর চোখ বোলানোরও অবকাশ মেলে না। সভা-সমিতি বক্তৃতার তো কথাই ওঠে না। যখন যুদ্ধ চলছে তখন যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর যদি একটু বিরতি মেলে তখন একমাত্র চিন্তা কোনরকমে শুয়ে পড়া, আর অপূর্ণ নিদ্রা যতটুকু পূরণ করা যায় তার জন্য যত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া, কিম্বা জুতোয় তালি মারা, কিম্বা ছেঁড়া হাঁ-করা সুখতলায় কোন রকমে তালি মারা অর্থাৎ পরদিন প্রভাতে পুনরায় অভিযান শুরু করার জন্য ক্লান্তি দূর করার ও নিজেকে প্রস্তুত করে তোলার কাজে সর্ব শক্তি নিয়োগ করাই একমাত্র লক্ষ্য।

রেজিমেণ্টগুলো পরিদর্শন করার সময়, তাদের মধ্যে আগে থেকে কোন প্রকার চুক্তি কিম্বা বলা-কওয়া না থাকলেও, প্রায়ই দেখা যেত কম্যাণ্ডারদের সবার সঙ্গে আলাপ করার সময় ফিওদর করে উঠতে পারছে না, আবার চাপায়েভের পক্ষেও পার্টি ইউনিট কিম্বা রাজনৈতিক কাজ কর্মের সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এরকম হলেও একজন যে কাজটি করার সময় পেল না, অপর জনে সেটিকে ঠিক করে যাবেই। তারপর পাশাপাশি ঘোড়ার চড়ে ফিরে যাওয়ার সময় তারা সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। তাদের আলাপের মধ্যে রেজিমেণ্টসংক্রান্ত সবকিছু দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে। তাদের পরস্পরের আচরণে ও ব্যবহারে যেমন পরিপূর্ণ শান্তি ও সৌহার্দ বিরাজ করত তাদের কাজকর্মের পদ্ধতিতেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা যেত না।

কলচাক বিরোধী আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার সময় বরফ-গলা শুরু হয়ে যায়। নদীবক্ষে জমাটবাঁধা বরফ স্তূপে ফাটল ধরেছে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে

সব। ছোট ছোট পাহাড়ের উপরিভাগে মাটি জেগে উঠেছে; সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন ভূমিতলেও মাটি দেখা দিয়েছে। নদী ও ঝরণার জলে পথগুলি ধুয়ে গেছে। বরফে ও কাদায় মিশে পথের অবস্থা সাংঘাতিক, তার উপর পাতলা বরফ — এর ভিতর দিয়ে কামান চলাচল ত দূরের কথা, অশ্বারোহীদেরও যাওয়া অসম্ভব। স্থানে স্থানে পায়ে হাঁটাও দুষ্কর। উদ্দাম বেগে ছুটে আসছে বসন্ত।

প্রাথমিক লালফৌজ চলাচলের অগ্রগতির মন্থরতারও এটা একটা কারণ। তবে এটাই সব নয় — এ ছাড়া আরও কয়েকটি কারণ আছে।

প্রথম কয়েকটি সংঘর্ষের পর কলচাক-বাহিনীর স্তব্ধতা দেখে মনে হয় তারা যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তারপর চতুর্দিক থেকে সমানে তাদের উপর আঘাতের পর আঘাত বর্ষণ শুরু হয়ে যায়।

"তারাস শেভ্‌চেঙ্কো" রেজিমেণ্টটি চলে এসে লালফৌজে যোগদান করার ফলে কলচাক সৈন্যদের সমস্ত প্ল্যান বানচাল হয়ে যায়। অপরপক্ষে, রণাঙ্গনের সেই অংশে সংগ্রামরত লালফৌজের উৎসাহ শতগুণ বেড়ে যায়। শত্রুপক্ষকে পুনঃসংগঠিত হবার কোন প্রকার সময় ও সুযোগ না দিয়ে লালফৌজ আরও সুসম্বদ্ধভাবে ও দুর্দম বেগে এগিয়ে চলতে থাকে। শত্রুব্যূহ তছ্‌নছ্‌ হয়ে যায়। আক্রমণোদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে লালফৌজের করায়ত্ত। সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত — পরিবর্তনের সূচনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আশার আলোক শিখা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। লড়াইয়ের শক্তি শতগুণ বেড়ে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান আক্রমণ জয়কে প্রায় নিশ্চিত করে তোলে।

১০

বুগুরুস্লান-অভিমুখী অভিযান

সমগ্র রণাঙ্গনজুড়ে সর্বাত্মক আক্রমণের দিনটি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ তার বহু পূর্ব থেকেই চলে আসছে। যুদ্ধের নাটকে দুই অঙ্কের মধ্যে কোন বিরতি বা ছেদের অবকাশ ঘটে না।

শত্রুর সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষগুলি বাধে ইষ্টারের সময়, পঁচিশে এপ্রিল

কিংবা তার কাছাকাছি কোন তারিখে। শত্রুপক্ষ তখন বুগুরুস্লান থেকে বুজুলুক অভিমুখে বিজয়ী অভিযান চালিয়ে এগিয়ে আসছে। সিজভের ব্রিগেডটি কয়েকটি রেজিমেণ্টে বিভক্ত হয়ে বরভ্কা নদীর বামতীরে সেই আক্রমণ রুখে দাঁড়ায়। যে স্থানগুলি তাদের দখল করে রাখতে হবে, সেই সব স্থানে পৌঁছান লালফৌজের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে ওঠে। পথঘাট কর্দমাক্ত, বসন্তের ঝরণার জল-প্রবাহ গভীর ও বেগবান হয়ে তাদের পথরোধ করে ছুটছে। কামান চলাচল একেবারে অসম্ভব। এমনকি মেশিনগানের বিভিন্ন অংশ খুলে বস্তায় পুরে তবে স্থানান্তরিত করা সম্ভব। বরভ্কা নদীর পারে পৌঁছানমাত্র শুরু হয়ে যায় সংগ্রাম। আর উফা অবধি এই সংগ্রাম নিরবিচ্ছিন্নভাবেই চলতে থাকে।

বুগুরুস্লানের নিকট একটি অভিযানের সময় সিজভ নিজেই প্রায় "শ্বেত"দের হাতে ধরা পড়ে। কপাল খুব ভাল, সে যাত্রা সে রক্ষা পায়। প্রায় সত্তরজন অশ্বারোহী সৈন্য আর ভিখরকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুব্যূহের পশ্চাদভাগে সে ঢুকে পড়ে দেখে খাল বরাবর একটা গোলন্দাজ-বাহিনী চলেছে। তাদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে ধাওয়া করে সবাই। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই গোলন্দাজ-বাহিনীর যারা অফিসার তারা অশ্বারোহীদের চিনতে পেরে ওদের দিকে লক্ষ্য করে শুরু করে গুলিবর্ষণ। তারা স্পষ্ট দেখতে পায় যে সাধারণ সৈনিকেরা গুলি করতে চাইছে না। অফিসারেরা তরবারির কিম্বা রিভলবারের কুঁদো দিয়ে তাদের কয়েকজনকে সমানে মারছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হচ্ছে না। এখন শত্রুদের দৃষ্টি অন্য দিকে আকর্ষণ করার জন্য সৈন্যদলকে অন্য দিকে পাঠিয়ে সিজভ, ভিখর ও মুষ্টিমেয় আর এক দল অশ্বারোহী বাহিনী চুপিচুপি কাছাকাছি অন্য এক নালায় ঢুকে কামানগুলোর প্রায় নাকের সামনে দিয়ে পূর্ণ-গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে অফিসারেরা। বৃথাই তারা তাদের "মুজারগুলো" তোলবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেগুলো তুলতে তাদের দেরী হয়ে যায়। ভিখর ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন অফিসারের মাথা দেয় ফাটিয়ে আর একজন পড়ে ঘোড়ার পায়ের নীচে। অন্যদের তাদের সৈনিকেরা মাটিতে আছড়ে ফেলে তাদের হাত পিছ-মোড়া করে একেবারে তুলোধুনা করতে শুরু করে। সবকিছু অতি দ্রুত ঘটে যায়। মনে হয়

যেন গোলন্দাজরা শুধু অশ্বারোহীদের ঘোড়া ছুটিয়ে আসার অপেক্ষা করছিল। যারা অফিসারদের ধরেছিল তারা ক্ষমাপ্রার্থীর মত করুণ নয়নে চেয়ে থাকে — অন্যেরা ঊর্ধ্বে হাত তুলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। অফিসাররা অবশ্য কেউই রেহাই পায়নি, কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের একজনকেও স্পর্শ করা হয় না। গোলন্দাজ-বাহিনীটি তখন যে রেজিমেণ্টটির সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছিল তাদের লক্ষ্য করেই গুলিবর্ষণ শুরু করে। সেখানকার সৈনিকরা নিজেদের অসহায় অবস্থার কথাটা বুঝে আক্রমণকারী লালফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভিখর এখানেই এই আক্রমণ চালানর দায়িত্ব নিয়ে থেকে যায়, কিন্তু সিজভ জন বারো আর্দালী নিয়ে শ্বেতরক্ষীদের মালগাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। জুতো ভর্তি, সৈনিকদের পোষাক ভর্তি মালগাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সিজভ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে — এগুলো সবই তো হবে লালফৌজের সৈনিকদের। গাড়োয়ানরা কোন প্রকার বাধা দেয় না। তাদের অনেকের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া, আবার কেউ কেউ ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারে না, তারা ভাবে ঘোড়ার পিঠে ছুটে-আসা লোকেরা তো "তাদেরই" লোক, "হুকুম" এসেছে তাই তাদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এইভাবে শ্বেতরক্ষীদের শত শত মালগাড়ির পুরো ট্রেনটি লালফৌজের অধিকারে এসে যায়।

মালগাড়িগুলো থেকে অনতিদূরে শ্বেতরক্ষীদের ডিভিশন হেডকোয়ার্টার। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শুরু হয়ে যায় বিরাট সোরগোল। এই সব ক্ষেত্রে সব সময়ই হয় আক্রমণ সম্বন্ধে একটু বাড়াবাড়ি রকমের ধারণা। এর থেকে এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয় যার ফলে আক্রমণকারীরা সস্তায় বাজীমাৎ ও বেশ মালপত্র লুঠ করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। লোকজন বা কোনকিছু গুছিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন কারুর মাথায় আসে না। কিম্বা ব্যাপারটা কতদূর কী এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব কতটা তা নির্ধারণ করার চেণ্টাও করে না কেউ। একমাত্র নিজ নিজ প্রাণ বাঁচানোর চিন্তাই তখন সবাইকে পেয়ে বসে। হেডকোয়ার্টার থেকে প্রথম পালাচ্ছেন স্বয়ং ডিভিশন কম্যাণ্ডার কর্ণেল জলতজুবভ্। ডিভিশনের পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে সমুখে-দাঁড়ানো একটা ছোট ঘোড়ার গাড়িতে

লাফ দিয়ে উঠে দে ছুট। চতুর্দিকে বিশৃংখলা আর কোলাহল -- চেঁচামেচি আর গালিগালাজের অন্ত নেই।

হেডকোয়ার্টারের আতঙ্কগ্রস্ত লোকজনদের মাঝে জনা বার লালফৌজের লোকেরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উপস্থিত। তাদের গুলিবর্ষণ, হম্বিতম্বি, আত্মসমর্পণ করার জন্য আবেদন প্রভৃতির ফলে আরও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ডিভিশন কম্যান্ডারের পিছনে ধাওয়া করে সিজভ। যেই সে তার মুক্ত তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে অমনি গাড়ির অন্য আরোহী পুরোহিতটি তার দিকে ফিরে গুলি ছোঁড়ে। বুলেট গিয়ে আঘাত করে সিজভের ঘোড়ার সামনের পায়ে। ঘোড়াটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছনে পড়ে যায়। তারপর থেমে যায় গাড়িটা। লাফিয়ে গাড়িটা থেকে নেমে কর্ণেল তার মুজার দিয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দেয়। দ্বিতীয় বুলেটটি এসে লাগে ঘোড়াটার মাথায়। ঘাড় কাৎ করে ঘোড়াটি পড়ে যেতেই সিজভ পা-দান থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে কাছাকাছি একটি ঝোপ দেখে সেই দিকে দৌড় দেয়। ঝোপের পাশ দিয়ে তেজী দুটো ঘোড়ায় টানা একটা হালকা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল এক কৃষক। সিজভ দৌড়ে যায় তার কাছে। বাজে কথা বলে বৃথা সময় নষ্ট করার অবকাশ তখন তার নেই। সোজা তার সমুখে রিভলবার উঁচু করে ধরে, সামনে যে ঘোড়াটি তার উপর লাফ দিয়ে উঠে বসে — ঘোড়াটির গলার বন্ধন কেটে ছুট দেয় যে দিকে তার সঙ্গীদের সে ছেড়ে এসেছে। ইতিমধ্যে কিন্তু ভয়-বিহ্বল ভাবটা খানিক কেটে গেছে, সবাই বুঝল যে অশ্বারোহী আক্রমণকারী দলটি থেকে যতখানি বিপদ আশংকা করা হয়েছিল আদতে তা কিছুই নয়। সিজভের মনে হয় যে তার সঙ্গীরা বিতাড়িত হয়েছে, হয়তো সবাই তারা হয়েছে নিহত — তাদের কাউকেই আর দেখা যাবে না। হেডকোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল যে কুটিরটি তার পাশ দিয়ে সে যখন ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে তখন প্রথম তার দেখা হয় তার এক আর্দালীর সঙ্গে। আর্দালীটির গণ্ডদেশ রক্তাপ্লুত, সে চলেছে পায়ে হেঁটে। সে তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে চিৎকার করে বড়সড় ঘোড়াটার পিছনে লাফিয়ে উঠতে হুকুম করে। সেও বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে

চেপে, সিজভকে আঁকড়ে ধরে বসে পড়ে। আর একটু হলেই সিজভ পড়ে যেত। লালফৌজের পরিচয় চিহ্ন খুলে ফেলে মালগাড়ি ও কুটিরগুলোর পিছন পিছন তারা দুজনে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটতে থাকে। তাদের লক্ষ্য স্থল দূরবর্তী একটা উ'চু জায়গা। সিজভের হিসেবমত তাদের রেজিমেণ্টটি ওইদিকে এগিয়ে আসছে। সামনেই মুখোমুখি তারা দেখল একদল অশ্বারোহী ছুটে আসছে, তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ওরা কোন দলভুক্ত? আরও খানিকটা কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই দেখে তারা তাদের দলেরই লোক। মালগাড়িগুলো ফেলে তারা চলে এসেছে। এখন গুলিবর্ষণের মুখে কেমন করে ফাঁকা মাঠটা পার হয়ে তাদের রেজিমেণ্টের কাছে যাবে সে-কথা তারা জানে না। তাদের রেজিমেণ্ট যে সমুখের সমতলভূমি পার হয়ে চলেছে তা তারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে। সিজভ যে ঘোড়াটির উপর চড়েছিল সেটা বেশ বলবান বটে, কিন্তু এইভাবে যাওয়া ও-ঘোড়ারও সাধ্যাতীত। য়াশ্‌কা গালাখ তার আর্দালীদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও কর্মঠ — এ-কথাটা সেও বুঝতে পারে।

সে বলে, 'কমরেড কম্যাণ্ডার, আমার ঘোড়াটি আপনি নিন। আমি পায়ে হেঁটেই যাব। আমাকে যদি ওরা ধরে তবে বলব আমাকে সৈন্য দলে ভর্তি করা হয়েছে। আমার কিছু না করতেও পারে — ওরা মাঝে মাঝে কিছু করে না।'

চিন্তা করার অবকাশ তখন নেই। সিজভ তার সহযাত্রীটিকে রেখে সেই বড় মাদী ঘোড়াটি থেকে নেমে লাফ দিয়ে ওঠে য়াশকার তেজীয়ান ঘোড়াটির উপর। লাইন বন্দী হয়ে সজোরে তারা বেরিয়ে যায়। য়াশকা গালাখ একলা পড়ে যায়। সে পদব্রজে ফিরে যায় মালগাড়িগুলোর দিকে। (তার ফিরে আসতে তিন সপ্তাহ লেগে যায়। সে শত্রুপক্ষের মালগাড়ির ভিতরে লুকিয়ে থাকে। সৈন্যরা ছিল কৃষক, তারা তাকে কিছু বলেওনি, তার সম্বন্ধে রিপোর্টও করেনি। তার পালিয়ে আসতে দেরী হওয়ার কারণ হচ্ছে, যে-গাড়িগুলো লালফৌজের হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল সেইগুলোর সঙ্গে সেও চালান হয়ে যায়।)

দ্রুত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তারা মাঠ পার হয়। চতুর্দিকে মৌমাছির মত শাঁ শাঁ করে ছুটে আসছে বুলেট। প্রশস্ত মাঠের মাঝে দুজন অশ্বারোহী

নিহত হয়। অন্যেরা সব অক্ষত অবস্থায় গিয়ে পেঁাছায় তাদের দলে। সিজভ তাদের মধ্যে একজন। অন্যস্থান থেকে অশ্বারোহী স্কাউটদের আনা হয়। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে সৈন্য বাহিনীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় পলায়নোদ্যত মালগাড়িগুলোকে বাধা দেবার জন্য। গাড়িগুলোর একাংশ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, কিন্তু বেশির ভাগই রেজিমেন্টের দখলে আসে। এই লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি সিজভের ছিন্নবস্ত্র নগ্নপদ সৈন্যদলের পোষাক-পরিচ্ছদের অভাব মেটাতে অনেকখানি সাহায্য করে।

. . . .

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কি রেজিমেণ্ট, কি ব্রিগেড, কি ডিভিশন, কেউই চাইত না যে তাদের দখলিত মালপত্র ওপরওয়ালাদের কাছে পাঠিয়ে "সর্বসাধারণের" মধ্যে বিতরণ করা হোক। সর্বদাই সবকিছু তারা নিজেদের কাছে রেখে দিত, এমনকি প্রয়োজনের তিরিক্ত জমে উঠলেও (যদিও প্রয়োজনের অতিরিক্ত খুব কম সময়ই হত)। একমাত্র যে জিনিস তাদের কাজে আসত না সেই ধরণের অহেতুক বোঝাগুলো তারা ওপরওয়ালাদের কাছে পাঠিয়ে দিত। শুধু যে কেবল জুতো, জামা, খাবার জিনিস তা নয়, রাইফেল, গোলাবারুদ, মেশিনগান, এমনকি কামান পর্যন্ত তারা পাঠাত না। এমনও দেখা যেত কোন রেজিমেণ্ট কণ্টেস্টে হয়তো বারোটির বেশি মেশিনগান সংগ্রহ করতে পারেনি ওদিকে আরেকটির কাছে হয়তো একশটির কাছাকাছি রয়েছে, কিন্তু একথা তাদের একজনেরও মুখ থেকে বের করার উপায় নেই। এমনকি পরিদর্শনের সময় তারা ঠিক লুকিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করে। আর হিসেবপত্র কিম্বা রিপোর্ট দেওয়ার সময় সঠিক সংখ্যা জানানোর কথা তারা মোটেই চিন্তা করে না। এ সব ব্যাপারে এতদূর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হত যে কোনো ব্রিগেড কম্যাণ্ডার যে "স্বয়ং চাপায়েভের" কাছেও এ বিষয়ে সত্যি কথা বলে ফেলবে — তাও কোনদিন হয়নি। ওদিকে চাপায়েভও তাদের কোনদিন সত্যি কথা বলানোর চেষ্টা করেনি; কিন্তু অর্ডার দেওয়ার সময় লিখিতভাবে না থাকলেও বিশ ত্রিশটি মেশিনগান যে অতিরিক্ত আছে সেকথা মনে মনে সে হিসেব করে নিত।

এমনকি লিস্টভুক্ত নেই এমন কামানও যে মাঝেমাঝে না থাকত তা নয়। কখন কখন তার চোখেও তা পড়ে যেত কিম্বা সেই রেজিমেণ্টভুক্ত কোন বেকুব হয়তো বেশি কথা বলতে গিয়ে তাকে এর কথাটাও জানিয়ে দিত। কিন্তু রিপোর্টে অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা একই থেকে যেত বহুদিন পর্যন্ত। ক্ষয়ক্ষতি যে হত না তা নয় — কিন্তু রিপোর্ট করে তো কিছু লাভ নেই, বরং ব্যাপারটা হবে লজ্জাকর। সুতরাং ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধেও নীরবতা রক্ষিত হত — এবং তা পূরণ করা হত গোপন অক্ষয় "রিজার্ভ" স্টক থেকে। ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধেও যেমন কিছু বলা হত না লাভের অঙ্কও তেমনি গোপন রাখা হত। এ ব্যাপারে দূরদর্শিতার কিছুটা পরিচয় দেওয়া হত; সস্তায় বাহবা পাওয়ার চেষ্টা থাকত না। "রিজার্ভের" পরিমাণ বাড়ানর জন্য যেমন প্রয়োজন সেই মত দখল করা বন্দুকের সংখ্যা অর্ধেক, কি দুই তৃতীয়াংশ, এমনকি তারও কম করে দেখান হত।

এই সঞ্চিত মালপত্রের ব্যাপারটা তারা সামলাত কেমন করে? কীভাবে তারা হিসেব দেখাত? কেন, বহু "খারাপ" জিনিস, "ভাঙাচোরা", "রাবিশ" মাল সচরাচর দেখান হত। কেবল যেগুলো একদম ব্যবহারের অযোগ্য সেগুলো ডিভিশন অফিসে পাঠান হত। আর যেগুলো কিছুটা ভাল তার সবই নিজেদের জন্য সর্বদাই রেখে দেওয়া হত।

এই কৌশলের বিষয় জানার পর ফিওদর বিভিন্ন অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কড়া তাগাদা পেলেও বিচলিত হত না। সে জানত আগে থেকেই এ সব নিয়ে চেঁচামেচি শুরু করা হয়েছে। এই চেঁচামেচির আসল অর্থ হচ্ছে এই: "ডিভিশন, আমাদের সাহায্য কর — শীগ্‌গীর সাহায্য পাঠাও — আমাদের গোপন রিজার্ভের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে।" সত্যি কথা বলতে কি — এই ধরণের চেঁচামেচির বহু পরেই সত্যিকারের অভাব দেখা দিত।

সুতরাং সিজভের ব্রিগেড দখলিত দ্রব্যের অধিকাংশই নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয়। ডিভিশনের ভাগ্যে যৎসামান্যই কিছু জোটে। সমগ্র সেনাবাহিনীর ভাগ্যে কী জুটল সে কথা তো ওঠেই না।

সিজভের এই বিজয়ের পরেই ফিওদর ক্লিচকভ সব ব্যাপার সম্বন্ধে এই প্রথম জানতে পারে এবং সবকিছুর অর্থও বুঝতে পারে।

সে মনে মনে স্থির করে নেয়, "প্রথমত, সৈন্যদলের হিসেব নেওয়ার সময় প্রত্যেকবারই এই কথাটা আমাকে মনে রাখতে হবে। আর দ্বিতীয়ত, কম্যান্ডারদের মিথ্যা কথা বলা কমানোর চেষ্টা করতে হবে।"

এখানে এইটুকু বলা যেতে পারে যে ছ'মাসের চেষ্টায় খুব বেশি না হলেও এ ব্যাপারে সে কিছুটা সাফল্য লাভ করতে পারে। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয় সে লক্ষ্য করে। ব্রিগেড কম্যান্ডার সিজভ একদল আর্দালী নিয়ে শত্রুর পশ্চাদভাগে খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিযান চালিয়েছে — একটি গোলন্দাজ-বাহিনীকে বন্দী করেছে, শত্রুপক্ষীয় একটি রেজিমেণ্ট বিধ্বস্ত করার কাজ ত্বরান্বিত করেছে, তাদের মালগাড়িগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলেছে আর একজন শ্বেত ডিভিশন কম্যান্ডারকে প্রায় বন্দী করে ফেলার ব্যবস্থা করেছে।

সবই তো ভাল কিন্তু — এই "কিন্তু"ই ফিওদরের মনে খোঁচার মত বিঁধতে থাকে। এবং এর থেকে এই সুস্পষ্ট, দৃঢ় ও অখন্ডনীয় সিদ্ধান্তে সে পেঁছায় যে, কোন কম্যান্ডারের পক্ষে কোন সময় নিজেকে কৌশলগত খুঁটিনাটি কাজে জড়িয়ে ফেলা উচিত নয়। সব সময় তার সমুখে থাকবে অবস্থার "সামগ্রিক" চিত্রটি, সংগ্রামের "সামগ্রিক" রূপটি, "সমগ্র" সৈন্যবাহিনীর উপরে থাকবে তার দৃষ্টি। আর কৌশলগত যে সব কাজ তার দায়িত্ব সে দেবে অন্যদের উপর।

জলতজুবভের গুলি যদি সিজভকে আঘাত করত কিম্বা ধর, যদি সিজভের সহকারী রেজিমেণ্ট পরিচালনা করতে গিয়ে কোন গড়বড় করে ফেলত তবে সিজভের ব্যক্তিগত বাহাদুরী প্রদর্শনের ফলে সমগ্র ব্রিগেডটি হত ধ্বংস। সেই সময় এই সিদ্ধান্ত ফিওদরের মনে দৃঢ়ভাবেই গেঁথে থাকে, কিন্তু থাকে ভাসা ভাসা ভাবে। আসলে দেখা যায় যে বহু ক্ষেত্রে সে নিজেই ঠিক এর উল্টোটি করে বসে আছে। কোন দুঃসাহসিক কাজে কেউ কৃতকার্য হলে সে তার কক্ষনো সমালোচনা করে না — সে কাজ যতই হঠকারী হোক না কেন তার ফল ভাল হলে তাতে কিছুই যেন যায় আসে না। দুঃসাহসিক কাজের প্রতি মোহ তাহলে এতই প্রবল!

সিজভের ব্রিগেডে গুরুতর ঘটনার সূত্রপাত হতে চলেছে শোনামাত্র চাপায়েভ ও ফিওদর তার সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা হয়। কচনেভ, পেতকা ইসায়েভ ও আরও পনর জন অশ্বারোহী তাদের সঙ্গে যায়। একা একা যাওয়া সম্ভব নয়, শত্রুপক্ষীয় পেট্রোলরা যে কোন স্থানে এসে পড়তে পারে, তাছাড়া গ্রামের ধনী কৃষকেরা লালফৌজের সৈনিকদের প্রতি, বিশেষ করে "নেতাদের" প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট নয়।

দিনটা ছুটির, আবহাওয়া পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। গ্রামের পথে পথে তরুণ-তরুণীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। খেলায়, গানে তারা মেতে উঠেছে। মেয়েদের পরনে উজ্জ্বল রঙের সারাফান — ছেলেদের গায়ে তাদের সবচেয়ে ভাল শার্ট — এ এক অভিনব দৃশ্য। কুব্জ দেহ বৃদ্ধারা ঘরের সম্মুখে এসে বসেছে, মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে তাদের কর্কশ কণ্ঠের কাশি। উষ্ণ ছুটির দিন উপলক্ষ্যে তারা ভারি ফার ওভারকোট গায়ে ঘরের কোণ থেকে বের হয়ে এসেছে নানা ব্যাঙের মত। স্থানে স্থানে কালো মার্বেলের মূর্তি যেন গজিয়ে উঠেছে। গ্রামের সোভিয়েতের সামনে অগণিত মানুষ — কী করবে তারা ভেবে পায় না। ছুটির দিনের একঘেয়েমি দূর করার নিশ্চিত পথ তাদের বাৎলে দেয় চাপায়েভ। বসন্তকালে জল-প্রবাহ চারিপাশের রাস্তায় গভীর খাদের সৃষ্টি করেছে। সৈন্যবাহিনীর বহু গাড়ি ঐ সমস্ত খাদে পড়ে যাওয়ায় জোয়াল চাকা সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। প্রত্যেক গ্রামে সোভিয়েতের সভাপতিকে ডেকে নির্দেশ দেওয়া হয় খুব দ্রুত লোকজন জুটিয়ে রাস্তাগুলো মেরামত করার জন্য। শোনামাত্র হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। কৃষকেরা প্রতিবাদ করে, কাজ করতে অস্বীকার করে। কিন্তু পরে ঐ রাস্তা দিয়ে ফিরে যাবার সময় দেখা যায় মেরামতের কাজ কোথাও পড়ে নেই। এইভাবে একটির পর একটি গ্রাম ধরে রণাঙ্গনের শেষসীমা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাগুলো চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়।

চাপায়েভ ও তার সঙ্গীরা হেডকোয়ার্টারেই দেখা পায় সিজভের। সাধারণ নিয়ম ও অভ্যাস অনুযায়ী সে সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর বিছিয়ে নেয় বহু চিহ্নিত রঙীন একটি মানচিত্র। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী

শত্রু অধিকৃত স্থানগুলি চিহ্নিত করতে শুরু করে। অল্পক্ষণ পরে জনা দশেক অশ্বারোহী হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছায়। জলসিক্ত দেহ, সর্বাঙ্গে কাদামাখা, দেখেই মনে হবে যে তারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। জানা গেল ব্রিগেড কমিশার বুরভের নেতৃত্বে এই দলটি গিয়েছিল শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের কাজে। তারা নদীর ধারে ধারে চারটি গ্রামে যায়, এমনকি ঘোড়া সাঁতরিয়ে ওপার পর্যন্ত গিয়ে অনেক মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছে। ভিজে যাওয়ার ভয়ে বুকের মধ্যে বুরভ তার নোট-বুক গুঁজে রেখেছিল। সেটা টেনে বের করে একের পর এক নদীর ওপারে যা অবস্থা তার বিবরণ দিতে শুরু করে। লালফৌজের আক্রমণের পূর্বেই তাকে বানচাল করার জন্য শত্রুপক্ষ প্রস্তুত হতে শুরু করেছে। তার সমস্ত শক্তি সুসংহত করার কাজ চলছে। তোপ কামান গোলা ইত্যাদি আনা হচ্ছে, সমস্ত ইউনিটগুলো পুনর্গঠিত করা হচ্ছে—চতুর্দিকে প্রচুর মালপত্র বোঝাই গাড়ি পাঠান হচ্ছে। বিরাট একটি কিছুর যে তোড়-জোড় চলেছে বুরভের ছোট্ট নোট-বুক থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে সব তথ্য জানা গেল সঙ্গে সঙ্গে তা সমস্ত ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে, সেখান থেকে আবার সেনা বিভাগে জানিয়ে দেওয়া হল।

গর্ব ও আনন্দমিশ্রিত দৃষ্টিতে ফিওদর চেয়ে থাকে কমিশারের কর্দমাক্ত মুখমণ্ডলের দিকে — কী বিশাল বলশালী দীর্ঘ দেহ তার! জানা গেল সে ছিল পেত্রগ্রাদের একজন টার্ণার — এক বছর আগে ১৯১৮-য় সে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যুদ্ধে যোগদান করেছে। কথা বলার জন্য দুজনে একপাশে সরে যায়।

'রাজনৈতিক কাজকর্ম কেমন চলছে?' জিজ্ঞাসা করে ফিওদর।

'ওঃ — তার কথা...' কমিশারের মুখে অসহায়তার ভাব ফুটে ওঠে। 'কমরেড ক্লিচকভ, আপনাকে সত্যি কথা বলব, আমি কিছু করছি না — একেবারে কিছু না। আপনি আমায় বকাবকি করুন আর নাই করুন — কিছু এসে যায় না। সময় নেই। আমার কাজটা কী — নদী পার হয়ে যাওয়া, না বসে বসে প্রোগ্রাম পড়ানো? এখানে নদী পার হয়ে যাওয়ারই প্রয়োজন বেশি।'

'সে কথা সত্যি,' ফিওদর বলে, 'কিন্তু আমি তা বলছি না। অবস্থা

গতিকে যখন করা যায় না তখন কিছু বলার নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে তো সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় কিছু করার, তাই না?'

'না, কক্ষনো না।' সিগারেট পাকাতে পাকাতে জোরের সঙ্গেই জবাব দেয় বুরভ।

'এটা আপনার বাড়িয়ে বলা হচ্ছে।' ফিওদর মানতে রাজী নয়। 'সময় যে পাওয়া যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার সদ্ব্যবহার কীভাবে করতে হয় সেটাই জানা দরকার।'

বুরভ হেসে ওঠে, 'আচ্ছা, নিজে একেবারে চেষ্টা করে দেখুন আমাদের সব লোকজন নিয়ে।'

'সে কথা আলাদা ...'

'না, কিছু আলাদা কথা নয়। চেষ্টা করে দেখুন না।' বেশ জেদের সঙ্গেই বুরভ বলে। 'কাজ বটে, একেবারে কাজের মত কাজ।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে একটা আঙুল তুলে যেন একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছে এমনিভাবে উত্তরের অপেক্ষায় থাকে।

'খুব কড়া নাকি?' সহানুভূতি দেখিয়ে ফিওদর জিজ্ঞেস করে।

প্রথমে নিঃশব্দে মাথা নাড়ে, তার পরেই সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে:

'শুধু কড়া নয়, অসম্ভব! একেবারে অসম্ভব! তারা বলে আমরা এসেছি লড়তে, পড়াশোনা পরে হবে। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাক — বই পড়ার অনেক সময় পাওয়া যাবে — এই হচ্ছে ব্যাপার ...'

'তবে তো এইখান থেকেই আপনাকে শুরু করতে হবে,' তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে ফিওদর। 'তারা যে ভুল বলছে এটা তাদের বোঝানো কমিশারের কাজ। সে তাদের বোঝাবে যে রাজনীতি বাদ দিয়ে লড়াই করা অসম্ভব। কেন লড়াই করছে, চলেছে কোথায় — এ যদি না জানা থাকে তবে এ সৈন্যবাহিনীকে কী বলা হবে? এর জন্য সময়ের অভাব হয় না। আর এটা যে অসম্ভব তা আমি বিশ্বাস করি না। চেষ্টা করে দেখুন। আপনি নিজেই স্বীকার করবেন যে এটা সম্ভব। রেজিমেণ্ট কমিশার, পার্টি ইউনিট — এদের সবার মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে আপনাকে। আর তা ছাড়া আপনিও — আপনার উপর কতখানি যে নির্ভর করে তা আপনি নিজেই বোঝেন না!'

'আমি — দেখতেই তো পাচ্ছেন ...' বলে সে ভিজে কর্দমাক্ত পোষাকের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'শুধু এতেই চলবে না,' ফিওদর তার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, 'এটাই সবকিছু নয়। ঠিক এখানেই কম্যাণ্ডারের সঙ্গে আপনার তফাৎ। আপনাকে দেখে এই ধারণা হবে যে আপনি একজন খুব ভাল যোদ্ধা, ব্যস্ ঐ পর্যন্তই, এর বেশি কিছু নয়।'

'কিন্তু ওদের কাছে এরই মূল্য তো সবচেয়ে বেশি,' কমিশার ফিওদরকে তর্কে হারাতে চেষ্টা করে। 'ওদের সঙ্গে সঙ্গে না থাকলে ওরা কোন পাত্তাই দেবে না। কেনই বা আপনাকে ওদের দরকার? ওরা বলবে কথা তুমি খুব বলতে পার কিন্তু তোমাকে তো আর কোন কাজ করতে হয় না।'

ফিওদর ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'এক মিনিট সবুর করুন, এক মিনিট সবুর করুন, আমি আবার বলছি এর প্রয়োজন আছে। তাই বলে একমাত্র এরই যে প্রয়োজন তা নয়। সৈন্যদের শিক্ষার ব্যবস্থা কে করবে, যদি আমরা না করি? সাহসী যোদ্ধা হলেই শুধু চলে না — কী জন্য যুদ্ধ করছি সেটা জানা দরকার — এ কথাও কি আপনাকে বোঝাতে হবে?'

অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থার মধ্যেও যে রাজনৈতিক কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তা যে করা সম্ভব এ সম্বন্ধে সে বুরভকে বোঝাতে শুরু করে। যদিও বুরভ আর কোন প্রতিবাদ করে না, তবে এ কাজ যে তার দ্বারা বিশেষ সুবিধে হবে না তা বেশ বোঝা যায়। লোকটা পাকা কম্যাণ্ডার হওয়ার উপযুক্ত, কিন্তু কমিশার নয়।

অল্প কিছুদিন পরেই এই কমরেডকে কম্যাণ্ডারের পদই দেওয়া হয় এবং অপর একজনকে তার স্থানে কমিশার নিযুক্ত করা হয়।

কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর এরা ফিরে যায় টেবিলের কাছে। আগের দিনের একটা ঘটনা তখন সিজভ বর্ণনা করছে।

'মাত্র পনর জন। সাধারণ সৈন্যের মত পোষাক — কারুরই কোন পরিচয়চিহ্ন নেই। একমাত্র কম্যাণ্ডারের একটা লাল তারকা — তাও সে রেখেছে পকেটের ভেতর। গ্রামে ঢুকেই তারা সোজা চলে গেছে

সোভিয়েতে — "সভাপতি কোথায় ?" জন পঞ্চাশেক কৃষক ওখানে দাঁড়িয়ে। ওরা নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে কী বলাবলি করে। ভয় পেয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায় সবাই।

'"তোমরা কলচাকের সৈন্য ?" জিজ্ঞাসা করে ওরা।

'"হ্যাঁ, কলচাকের।" এই বলে সৈন্যেরা উত্তর দেয়। তারা ঠিক করে এইভাবে ভান করে দেখা যাক্ না ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

'"এখানে কী মনে করে? তোমরা কি যুদ্ধ করছ ?"

'"যুদ্ধই তো করছি। এখন আমরা কমিউনিস্টদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ দিকে কোথায় ওরা, তোমাদের কারুর জানা আছে ?"

'তারপর তারা কৃষকদের জিজ্ঞাসা করতে থাকে সেখানে লালফৌজের কোন কোন ইউনিট আছে — এখন তারা কোথায় ছাউনি ফেলেছে — কোন দিকে তারা যাচ্ছে — কৃষকদের সঙ্গে তারা কেমন ব্যবহার করছে ...

'কিন্তু কৃষকরা কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে এবং এলোমেলো বলতে থাকে :

'"ইভান পার্ফিওনিচ এসে বলুক। সেই সব জানে, সেই তো সভাপতি।"

'বেরিয়ে আসে ইভান পার্ফিওনিচ — ওজন তার সাড়ে চার মনের কম নয়।' এখানে বক্তা নিজের পেটের সামনে হাতটা বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয় ইভান পার্ফিওনিচের ভুঁড়িটা কী রকম ছিল।

সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

সিজভ বলে, 'ঠিকই বলছি — এ অঞ্চলে সোভিয়েতে এই ধরনের লোকের দেখা অনেক পাবে। কৃষকেরা এখন পর্যন্ত ব্যাপারটা কী বুঝে উঠতে পারেনি, তা ছাড়া তারা ভয়ও পায়, তাই মাঝেমাঝে হারামজাদাদের নির্বাচিত করে।

'তারপর সেই ইভান পার্ফিওনিচ চোখের পাতা না ফেলে বারান্দা থেকে নেমে আসে। সে বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি। একটুও না ঘাবড়ে সে একেবারে গট্ গট্ করে এগিয়ে আসে "কলচাক" সৈন্যদের কাছে। একেবারে দোরগোড়া থেকেই দাঁত বের করে সেলাম ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে সে এগিয়ে আসে।

'"কেমন আছেন?"

'"তুমি বুঝি সভাপতি?" ছেলেরা প্রশ্ন করে।

'"হ্যাঁ।" দাঁত বের করে হারামজাদা জবাব দেয়।

'"ওই ব্যাটারা আমাকে করে দিয়েছে সভাপতি—তাই আমি সভাপতি। গত সপ্তাহেই আপনারা এসে পড়বেন এই আশা আমরা করেছিলাম। যাক্, আপনারা তো এসে পড়লেন, বাঁচা গেল। ওরা আমাদের জান নিকলে দিয়েছিল।"

'কিন্তু সৈন্যেরা এমন ভাব দেখায় যেন ওকে ওরা বিশ্বাস করছে না।

'"ন্যাকামি করছ কেন? চালাকি ছেড়ে এখন বল তোমার বন্ধুরা সব কোথায়?"

'সভাপতির চক্ষু তখন ছানাবড়া। "বন্ধু! কারা আমার বন্ধু?"

'"ঠিকই বুঝছ কাদের কথা বলছি। কোথায়—কমিউনিস্টরা কোথায়? বলে ফেল, দেরী কর না, লাল শয়তান!"

'সভাপতি তখন তাদের পা জড়িয়ে ধরে দিব্যির পর দিব্যি করে বলে সে কিছু জানে না—সে নিরপরাধ। তারপর সাক্ষী হিসাবে ডাক দেয় তিন জনকে (কমপক্ষে তিন মন ওজন)। তারা তার পক্ষে সাক্ষী দেয়, "কী বলছেন আপনারা! ইভান পার্ফিওনিচ ভদ্দর লোক। কমিউনিস্টদের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। এই কৃষকেরা ওকে সোভিয়েতে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

'তখন সৈন্যেরা ঘোড়া থেকে নেমে সোভিয়েত অফিসে প্রবেশ করে। ওর সব কথা লিখে ওকে তার নীচে সই করতে বলে।

'"এই সব আমরা অফিসারদের কাছে নিয়ে যাব।"

'ও ব্যাটা সব সই করে দেয়। তখন তারা ওকে আর তার তিন সাক্ষীকে গাড়িতে তুলে এখানে নিয়ে আসে। ব্যাপারটা কী ঘটছে বোঝামাত্র ব্যাটা নাকি সুরে কাঁদতে শুরু করে, "আমাকে বাঁচাও—আমি বলশেভিকদের দলে।" কৃষকদের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া—মুখ চুণ করে তারা দাঁড়িয়ে থাকে। ভয়ে সবাই একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে গেছে।' অসহায়ের মত দুটো হাতের ভঙ্গি করে সিজভ তার কাহিনী শেষ করে।

'তারা এখন কোথায়?' ফিওদর জিজ্ঞাসা করে।

'চার জনকেই আমরা ট্রাইব্যুনালের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। একটা কথা কিন্তু খুবই সত্যি যে যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে লোকদের সবকিছু গোলমাল হয়ে গেছে। একবার শ্বেত তারপর লাল, এই ভাবে এক সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো বার চারেক হাত বদল হয়ে গেল একটি গ্রাম, কারা আগে কারা পরে, কারা অত্যাচার করল কারা করল না—এই সব কথা তারা মনেই রাখতে পারে না। কত ঘোড়া যে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার হিসেবও রাখতে পারা যায় না; আর কত গাড়ি যে ভেঙ্গেছে, কত চালা যে পুড়িয়েছে কিম্বা থালাবাসন কত যে ভেঙেছে, কত যে কেড়ে নিয়ে গেছে—তার কথা না তোলাই ভাল। গরু ঘোড়াগুলোকে রক্ষা করার জন্য তারা এক উপায় খুঁজে বের করেছে—সেগুলো রেখে এসেছে বনের মধ্যে একেবারে দুর্গম স্থানে। অধিক রাত্রে ওখানে তাদের খাবার দিয়ে আসে। সৈন্যেরা গ্রামে ঢুকলেই তাদের সর্বপ্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে, "ঘোড়া কোথায়, গরু কোথায়?"

' "ওরা সব নিয়ে গেছে, একটি প্রাণীও রেখে যায়নি।"

' "কারা নিয়ে গেছে?"

'প্রশ্নকারী যদি হয় শ্বেত তখন কৃষকরা দোষ চাপাবে লালদের ঘাড়ে, আর যদি লাল হয় তবে চাপাবে শ্বেতদের ঘাড়ে। এই ভাবে তারা রেহাই পায়। কিন্তু সব সময় রেহাই পায় না। সৈন্যেরা ওদের চালাকি ধরে ফেলতে শুরু করে, তারা বনের মধ্যে স্কাউটদের পাঠিয়ে দেয়। পশুর পাল তারা খুঁজে পেতে তাড়িয়ে নিয়ে আসে। আর তখন গ্রামের লোকদের সে কী কান্নাকাটি! কিন্তু শুধু চোখের জলে আর কে ভিজবে, আজ রক্তেরই যে কোন দাম নেই!'

রেজিমেণ্টগুলো পরিদর্শন করে যাবার পথে চাপায়েভ ও তার সঙ্গীরা একটা বেশ বড় গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে।

'এখানে সোভিয়েত আছে?'

'সোভিয়েত?' কৃষকেরা বিব্রত বোধ করে। 'হ্যাঁ, ছিল বটে একটা।'

'কোথায় ছিল?'

'ওই বাড়িটায় ছিল বোধ হয়,' বলে তারা বিরাট একটা বাড়ি দেখিয়ে দেয় — বাড়িটায় তক্তা আঁটা।

'তা তো গেল, কিন্তু এখন কোথায়?'

'এখন? কে জানে — গ্রামের মধ্যেই কোথাও হবে। শেষের দিকে বোধ হয়।'

'কী ব্যাপার? তোমরা কি সত্যি সত্যি কেউ কিছু জানো না?'

'জেনে লাভ কী? না, আমরা কেউ কিছু জানি না। শেষ প্রান্তের দিকে গেলে ওরা হয়তো বলে দিতে পারে।'

'কিন্তু তোমরা? তোমাদের বাড়ি এখানে না?'

'আমাদের সবারই বাড়ি এখানে।'

'তবে, এখানে সোভিয়েত আছে কি নেই তোমরা জান না?'

'সোভিয়েত তো একটা থাকবেই।'

'প্রধান কেউ আছে?'

'হ্যাঁ, প্রধানও আছে।'

'দুধ পাওয়া যায়?'

'পাওয়া যায়।'

'যাও তবে, শীগ্গির এক জগ্ দুধ আমাদের এনে দাও! একেবারে ঠাণ্ডা হওয়া চাই কিন্তু!'

'ঠিক আছে। এই ইভান!'

একটা ছেলেকে ডেকে তাকে দুধ আনতে পাঠিয়ে দেয় তারা। আগন্তুকদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করবে, কী নিয়ে কথা বলবে তারা কিছুই বুঝতে পারে না। এমন সময় দুজন লোক এসে হাজির। তারা চাপায়েভকে চিনতে পারে। কিন্তু আগন্তুকেরা যে "অফিসারের লোক" নয় এ কথা কৃষকেরা কিছুতেই মানতে রাজী হয় না। তারপর, এটা-সেটা দেখিয়ে, পুরানো কথা মনে করিয়ে, অনেক বোঝানো-সোঝানোর পর তারা মানতে রাজী হয়। তখন তারা আপনা থেকেই মন খুলে অনেক কথা বলতে শুরু করে। তাদের কথাবার্তায় সহানুভূতি প্রকাশ পেলেও তার সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের নিদারুণ ক্লান্তি আর তাদের অন্তরের নিগূঢ় দীর্ঘস্থায়ী বদ্ধমূল ভীতির সুর।

কৃষকদের কথায় প্রকাশ পায় তারা কারুরই ঝামেলা পোহাতে রাজী নয়—তারা নিজেদের মত নিজেরা থাকতে চায়। 'যুদ্ধের সময় সব দিক দিয়ে চাষীদের বিপদ।'

ঘণ্টা খানেক কথাবার্তা ও বিশ্রামের পর বিদায় নেবার সময় কৃষকেরা তাদের শুভ কামনা করে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বিদায় অভিনন্দন জানায়।

মিখাইলভের রেজিমেণ্টটি ঘাঁটি গেড়েছে একেবারে বরভ্কা নদীর তীর ঘেঁষে। ওখানে যেতে হলে নদীর ধার বরাবর যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওপারে শত্রুদের ঘাঁটি। সেখানে একটি টিলার আড়াল থেকে সমানে চলেছে গুলিবর্ষণ। শত্রুপক্ষীয় সৈন্যেরা কাউকে দেখামাত্র ভীষণভাবে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। গ্রামে পেঁাছোতে তখন কিছুটা মাত্র পথ বাকী, চাপায়েভ ও তার সঙ্গীরা গ্রামের গোলাবাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছে, এমন সময় শত্রুপক্ষের গুলিবর্ষণের তীব্রতা শতগুণ বেড়ে যায়। শাঁ শাঁ করে ছুটতে থাকে বুলেট। একজন অশ্বারোহীর পায়ে এসে বিঁধল বুলেট। ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে এরা আরও জোরে চলতে থাকে। পিছন পিছন চলা বাদ দিয়ে এখন এক একজন অশ্বারোহীর মধ্যে কুড়ি পায়ের ব্যবধান। স্লামিখিনস্কায়ার যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা ফিওদরের মনে পড়া মাত্র সে লক্ষ্য করে নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন। এখন আর সেই আতঙ্ক, সেই ভীতি তার মধ্যে নেই। তখন বিস্ফোরণ হচ্ছিল গোলার আর এখন চলছে বুলেট। কিন্তু গোলার চেয়ে বুলেটও মাঝে মাঝে বেশি মারাত্মক হয়ে ওঠে। কোনটা কিছু কম মারাত্মক নয়—"বুলেট দেহকে চুরমার করে দেয় আর গোলা মনকে দাবিয়ে দেয়।" ফিওদর এগিয়ে যায়, মুহূর্তের জন্যও তার মনে আসে না যে বুলেট এসে তাকে বিদ্ধ করবে। "পাশের লোকটির গায়ে বুলেট লাগতে পারে — কিন্তু আমার গায়ে কক্ষনো লাগবে না।" এই ধরনের চিন্তা কেন যে তার মাথায় আসে, সে নিজেই বুঝতে পারে না।

ছুটে যাওয়ার সময় দুটো ঘোড়া আহত হয় আর একজন আর্দালীর টুপিতে আঘাত লাগে। একটা বিরাট খড়ের গাদার আড়ালে এসে তারা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। তারপর তারা একটা খড়ের গাদা

থেকে অপর একটা গাদা, একটা গোলাবাড়ি থেকে আর একটা গোলাবাড়ি, এইভাবে দৌড়ে দৌড়ে প্রবেশ করে গ্রামের ভিতর। সব শেষে দৌড় দেয় চাপায়েভ। ফিওদর যেখানে লুকিয়ে ছিল সেখান থেকে চাপায়েভকে সে লক্ষ্য করে -- দেখে সে বেরিয়ে এল, এসে দৌড় দিতে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আবার গিয়ে লুকোয় সেই খড়ের গাদার পিছনে। তারপর চাপায়েভ একটু অপেক্ষা করে, সোজা গ্রামের দিকে না দৌড়ে বিপরীত দিক দিয়ে একটা ঘোরা পথে হেডকোয়ার্টারে গিয়ে পেঁছায়। সে পেঁছায় সবার শেষে।

ফিওদরের মনে কৌতূহল জাগে।

'ভাসিলি ইভানিচ, ব্যাপার কী বল তো? মনে হল তুমি কাপুরুষের মত পালিয়ে গেলে। ওই গোলাবাড়ির পিছনে তুমি যে ভাবে দৌড়ে গেলে যেন খুব ভয় পেয়েছিলে মনে হয়।'

'যে ভাবে এলোমেলো বুলেট বর্ষণ হচ্ছে — আমার ও মোটেই ভাল লাগে না,' গম্ভীরভাবে চাপায়েভ বলে। 'অকারণে জীবন দিতে আমি রাজী নই। যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এ ভাবে মরার কোনো মানে হয় না।' এই বলে সে রেগে সজোরে থুথু ফেলে।

খুব সহজে হেডকোয়ার্টারে পেঁছান যায় না। নদীর ওপারে টিলার চূড়া থেকে গ্রামের উপর গুলিবর্ষণ অবিরত চলছে। দুটো বাড়ির মাঝামাঝি কাউকে দেখতে পাওয়া মাত্র বেড়ে উঠছে তাদের গুলিবর্ষণের তীব্রতা। লালফৌজের সৈন্যেরাও কিছু কম যাচ্ছে না। তারা গোলাবাড়ির উপর উঠে ছাদের কোণে কিংবা বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তারা দেয়ালে ফুটো করে ওপারের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখে। যখনই দেখে কোন মূর্তি নড়াচড়া করছে কিম্বা টিলার পিছন থেকে একটা মাথা একটু ঠেলে বেরিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তারা গুলি ছুঁড়তে লেগে যায়। একে ঠিক যুদ্ধ বলা চলে না — উভয় পক্ষ যেন শিকার সন্ধানে ব্যস্ত, আকস্মিক লক্ষ্য বস্তুর উপর গুলিবর্ষণের সুযোগ সন্ধান করে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার, মেয়েরা সব সেজে-গুজে গ্রামের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন কোন জায়গায় তারা দল বেঁধে মহানন্দে গান গাইছে। ছেলেরাও কিছু বাদ যায় না।

এ সুযোগ তারা ছেড়ে দেবে কেন! আশেপাশে তারাও ঘুর ঘুর করছে— গানে তারাও যোগ দিচ্ছে। একজন তো তার একর্ডিয়ান বাজিয়ে চলেছে সমানে।

এখানে নদীটি খুব প্রশস্ত নয়। টিলার পিছন থেকে শ্বেতরক্ষীরা পরিষ্কার দেখতে পায় কারা যাতায়াত করছে—লালফৌজের কোন সৈন্য, না কোন কৃষক— কিম্বা নাচতে নাচতে কোন মেয়ে চলেছে গ্রাম পথ দিয়ে। গুলিবর্ষণের লক্ষ্য একমাত্র লালফৌজের সৈন্যেরা, অন্যেরা নয়। কৃষকরা তাদের কাজকর্ম করছে, চলছে ফিরছে স্বাভাবিক ভাবে। কোন ব্যস্ততার ভাব নেই, কোন কিছু যেন ঘটেনি। সামনে-পিছনে গোলাগুলি যদি না চলত তবে কল্পনা করাও যেত না যে সমুখে উদ্যত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মৃত্যু—মনে হত যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদভাগে কোন দূর দেশে এ গ্রামটি যেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ইষ্টার উৎসবে মত্ত।

তারা ভেবেছিল মিখাইলভকে উপদেশ দেবে নদীর ওপারে একটি পর্যবেক্ষক দল পাঠানর জন্য, কিন্তু দেখা গেল সে সেইদিন সকালেই একটি স্কাউটিং দল পাঠিয়েছে। তাদের ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে—যে কোন মুহূর্তে তারা ফিরে আসতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা সত্যিই ফিরে আসে—কিন্তু ওপারে তাদের দুজনকে হারিয়ে আসতে হয়েছে। নদীর দিকে নামার সময় তারা নিহত হয়। রণাঙ্গনের এই-ই নিয়ম—বিনা মূল্যে এতটুকুও সেখানে করার উপায় নেই। দলটির রিপোর্ট শোনার পর আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত হয় সেই দিন রাত্রেই হঠাৎ আক্রমণ করতে হবে। নদী পার হওয়ার আগে ওই স্থানটি নিশ্চয়ই সুরক্ষিত থাকবে, সুতরাং দিনের আলো থাকতে থাকতে অপর একটি স্থান খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন। এই আক্রমণের নেতৃত্ব মিখাইলভ নিজে গ্রহণ করে। আক্রমণটি যে সাফল্যমণ্ডিত হবে তার সম্ভাবনা প্রচুর। তার একটি বড় কারণ এই যে এর আগে যে সব প্রচার চালান হয়েছে তার ফলে শ্বেত সৈন্যদের অর্ধেক চিত্ত জয় হয়ে গেছে। এই প্রচার চালান হয় একটা খুব সহজ ও অভিনব পদ্ধতিতে। জন দশেক কমিউনিস্ট অতি সন্তর্পণে বুকে হেঁটে গ্রামটির একেবারে মাঝামাঝি থেকে শুরু করে—যে ফাঁকা জায়গাটিতে লালফৌজদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ চলে—তার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায়। কোন সময় মাথা

না উঁচু করে, অতি ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক নড়াচড়া না করে তারা সোজা ঐ দিকে যেতে থাকে একেবারে বেড়ার গোড়া পর্যন্ত—আগের দিন রাত্রে বেড়া কেটে গর্ত করে রাখা হয়েছে। সেই গর্তের ভিতর দিয়ে তারা সোজা বেরিয়ে যায় নদীর তীরে। বেড়ার কাছে পেঁছানর পর তারা কিছুটা "কামফ্লাজ" করে নেয়—অনেকে আবার গ্রাম থেকে যাত্রা করার সময়ই "কামফ্লাজ" নিয়ে আসে। তাদের "কামফ্লাজ"ও তেমন কিছু জটিল ব্যাপার নয়। কিছু ডাল, পাতা আর ফারের শাখা জামাকাপড়ের মধ্যে গুঁজে নিয়ে সারা দেহটা তাই দিয়ে জড়িয়ে নেওয়া কিম্বা ছেঁড়াখোড়া কাপড় দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করে নেওয়া যাতে মানুষের আকৃতি বলে আর না চেনা যায়। এই অদ্ভুত বস্তুটি সোজা নেমে যাবে জলের দিকে। কেউ কেউ আবার দেহের উপর শুকনো ঘাস কিম্বা খড় বিছিয়ে নেয়, আবার কেউ বিছিয়ে নেয় মাদুর — যার যা খুশি সেইভাবে তারা দেহ আবৃত করে। বিভিন্ন দিক থেকে এই ধরনের দশ পনরটি অদ্ভুত মূর্তি বুকে হাঁটতে হাঁটতে এসে জড় হয় নদীর একেবারে তীরের উপর। সেখানে মাটির ঢিবি কিম্বা ঝোপঝাড় যে যা আশ্রয় পায় তার আড়াল থেকে একসঙ্গে শুরু করে চিৎকার:

'সৈনিক ভায়েরা সব! তোমরা তোমাদের অফিসারদের হত্যা কর! আমাদের দিকে চলে এস! তোমাদের ওরা প্রতারিত করেছে! কৃষকদের বিরুদ্ধে কৃষকদের উস্কিয়ে দিচ্ছে ওরা! অফিসাররা সব ভদ্রলোক—তারা তোমাদের শত্রু। আমরা ভাই-ভাই—চলে এস বন্ধুগণ! অফিসারদের মেরে ফেল! চলে এস সব!'

নদী খুব প্রশস্ত নয়। এ পার থেকে ওপারে সব শোনা যায়। বিশেষ করে যখন শিশির পড়তে থাকে। এই সব প্রচারকের দল হয় খুব প্রত্যুষে কিংবা সন্ধ্যার অন্ধকারে যেত, তখন তাদের গতিবিধি কারুর বিশেষ নজরে পড়ত না। ওপার থেকে অফিসাররা এদের উপর সমানে গালিবর্ষণ করে—যা মুখে আসে তাই বলে যায়। এই সব বলশেভিক প্রচারকারীদের গালিগালাজ করার মত উপযুক্ত কুৎসিৎ ভাষা খুঁজে পেতে তাদের কষ্ট হয়, গুলিবর্ষণও শুরু করে। কিন্তু দেখা তো যায় না কিছুই, কার উপর করবে গুলি?

মুখে তারা যতই খারাপ করুক, কিন্তু একই ইউনিটকে বেশিদিন নদীর তীরে রাখতে তারা সাহস পেত না। বদলী করেও শান্তি পেত না তারা। সব সময় আতঙ্ক যে এক দিন না এক দিন মারাত্মক একটা কিছু ঘটবে তাদের সৈন্যদের ভিতর। কিন্তু নদীর ওপার থেকে ভেসে আসা ওই সহজবোধ্য ভাল ভাল কথাগুলো শ্বেত সৈনিকদের অন্তরে গিয়ে স্পর্শ করত। পরে জানতে পারা যায় যে "বলশেভিক ভাই"দের কথা শোনার জন্য অফিসারেরা বহু সৈনিকদের গুলি করে হত্যা করে। পরের দিকে শ্বেত সৈন্যদের মধ্যেও গোয়েন্দাগিরি দিন দিন বাড়তে থাকে। কৃষক সন্তান এই সব সৈনিকরা তাদের দুরবস্থার কথা উপলব্ধি করতে শুরু করে; তারা বুঝতে পারে যে তাদের বাধ্য করা হয়েছে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, তাদেরই আপন জন মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এর ফলে লালফৌজের বিরুদ্ধে এদের প্রতিরোধ বেশ খানিকটা কমে আসেই। এই প্রচারকেরা শ্বেত দলের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দেয়।

অফিসাররা কিছুক্ষণ গুলি করার পর থামে। প্রচারকদল যে ভাবে এসেছিল সেইভাবে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে গ্রামে ফিরে যায়।

যে রাত্রে আক্রমণ করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে তার আগের দিন সন্ধ্যায় প্রচারের ফলে খুব কাজ হয়। কয়েক স্থানে শ্বেত সৈন্যরা জীবন তুচ্ছ করে প্রচারকদের আহ্বানে এমনকি সাড়া দেয় — তাদের প্রশ্ন করে। তারা জানিয়ে দেয় যে দলত্যাগ করে আসা কত কঠিন, কীভাবে তাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে আর কী কঠোর শাস্তি তাদের দেওয়া হচ্ছে।

পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেই রাত্রে মিখাইলভ একদল বাছাই-করা লোক নিয়ে রওনা হয়।

পরদিন ব্রিগেড-হেডকোয়ার্টারে তার নিকট থেকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি আসে:

"রাত্রি যোগে ২০০ জন বাছাই-করা সৈন্য নিয়ে বরভ্কা পার হই— এক অংশ জলের ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে — অপর অংশ একটি সাময়িকভাবে নির্মিত কাঠের পুলের উপর দিয়ে। ঘুমন্ত শত্রুপক্ষের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ১৫০ জনের উপর বন্দী করা হয় ও

চারটি মেশিনগান, বহু রাইফেল, গোলাবারুদ, যুদ্ধক্ষেত্রের রান্নাঘর ও মালপত্র বোঝাই গাড়ি অধিকৃত হয়।”

‘১৫০ জনকে সে বন্দী করেছে,’ চাপায়েভ বলে। ‘এ তো গেল বন্দী করার কথা, কিন্তু নিহত করেছে সে কজন? লেখো!’ সদর দপ্তরের যে কর্মী এই সফল আক্রমণের রিপোর্ট লিখছিল তার দিকে ফিরে চাপায়েভ বলে, ‘দেড়শ বন্দী হয়েছে আর দুশো জনকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে।’

‘এই কী বলছ তুমি?’ বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে প্রশ্ন করে ফিওদর, ‘কোন দুশো?’

‘তার তো কম নয়ই,’ জবাব দেয় চাপায়েভ, এতটুকু অপ্রতিভ সে হয় না।

‘কিন্তু কোন দুশো? আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি। তুমি কী বানাচ্ছ, শুনি!’

‘আমি কিছু বানাচ্ছি না।’ চাপায়েভ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ‘সেই বেকুবের মাথায় যদি এটা না ঢুকে থাকে তার অর্থ কি এই যে, আমাকেও সেটা বাদ দিয়ে যেতে হবে!’

‘এখন এটা লিখো না। তুমি যদি চাও তবে আমরা খোঁজখবর নিয়ে পরে আরেকটা রিপোর্ট পাঠাতে পারি। কিন্তু এখন এটা তো একদম বানানো হচ্ছে ভাসিলি ইভানিচ!’

‘তাতে কী হয়েছে!’ না ভেবেচিন্তে মুচকি হেসে সে বলে, ‘ওদের তো খুশি করতে হবে।’

‘কাদের খুশি করতে হবে?’ ফিওদর আপত্তি জানায়। ‘এ আবার কী ধরনের খুশি করা! আর তারা যদি এটা টের পায় তবে তোমাকে তো কোন দিন তারা বিশ্বাস করবে না।’

‘টের তারা কোনদিনই পাবে না,’ ঠাট্টার ছলে উড়িয়ে দিতে চায় চাপায়েভ। কিন্তু ফিওদর ছাড়বার পাত্র নয় — “দুশো মৃত” এ কথা সে কিছুতেই রিপোর্টভুক্ত করতে রাজী নয়। চাপায়েভকেও শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হয়, কিন্তু বিরক্ত হয় সে।

নিজেদের হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে তারা দেখে ওপর থেকে অর্ডার ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে। তাদের অবিলম্বে স্থানান্তরিত হতে হবে এটা সেটা নিয়ে। ডিভিশনটাকে বদলি করতে হবে অন্য সৈন্যবাহিনীতে। এই ধরনের বহু বদলি অভিযানের সময় হত। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রয়োজন পড়লেই ইউনিটগুলোকে নিয়ে পড়ত টানা-হ্যাঁচড়া—একটি ব্রিগেডকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা হত। এই ধরনের বদলাবদলি কোন সময়ই চাপায়েভ বরদাস্ত করতে পারত না—সে চুটিয়ে গালাগালি করত। সে মনে করত এ সব করা হচ্ছে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীনভাবে কিম্বা কোন "অনিষ্টকারীর" অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য। এ ধরনের ব্যাপারের প্রতি তার মনোভাবটা আশ্চর্য রকম সরল। কোন কোন সময় মনে হত বুঝি সে ঠাট্টা করছে, কিন্তু তার গুরুগম্ভীর যুক্তির অবতারণা আর স্থিরভাবে বলার ভঙ্গি দেখে তা ঠাট্টা মনে করা যেত না।

তাদের এই নতুন পরিবেশে আসলে নতুন কিছু নেই। তাদের বেশি দূরও যেতে হয়নি। কেননা তখন সেনাবাহিনীগুলোকে পরস্পর পরস্পরের সন্নিকটে সংস্থাপিত করে একটি অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধরেখা সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। তাই একটি বাহিনীর সাফল্য কিম্বা পরাজয়ের প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ত অন্যগুলির উপর। রিপোর্ট পৌঁছোতেও বিলম্ব হত না—কোন রিপোর্টের ফলে আসত হতাশা আবার কোনটা সকলের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে দিত। সিজভের ব্রিগেডের জয়ের সংবাদ শুনে বিশেষ করে চাপায়েভ অত্যন্ত প্রীত হয়।

হেডকোয়ার্টারে সিজভ প্রসঙ্গে সে বড় গলায় সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'ও ব্যাটা একটা রত্ন! আর ওকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কি এমনি এমনি?' সঙ্গে সঙ্গে সে তার কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেয়—কাজের সব কথার ফাঁকে সে জানিয়ে দেয় তার খুশি হওয়ার কথা। কেবলমাত্র অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠানোর রেওয়াজ তখন ছিল না।

আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে বেড়ে চলেছে। ছোট বড় বহু বসতিপূর্ণ স্থান অধিকৃত হয়েছে। সমগ্র রণাঙ্গনব্যাপী ছুটে বেড়ায় চাপায়েভ ও ফিওদর। যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে তাদের উপস্থিত হতে হয়

উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া, সাহায্য করা ও সতর্ক করে দেওয়ার জন্য। কোন কোন সময় যুদ্ধেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয় তাদের। এই ধরনের একটি যুদ্ধের, পিলিউগিনো যুদ্ধের বর্ণনা ফিওদর তার নোট-বুকে লিখে রাখে। তার পূর্ণ বিবরণীটি আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম।

পিলিউগিনোর যুদ্ধ

(১) যাত্রারম্ভ

উষার সঙ্গে সঙ্গে আরখাঙ্গেলস্কয়ে থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সূর্য কিরণের উষ্ণ পরশ ধরণীর বুকে তখনো এসে লাগেনি। প্রান্তর ভূমিতে এখনো রজনীর আর্দ্রতা। সূর্যোদয়ের পূর্ব-মুহূর্তে নেমে আসে যে অস্বাভাবিক শান্ত ভাব — আকাশে বাতাসে তারই পরিচয়চিহ্ন। আমাদের রেজিমেণ্টের সকলে একের পর এক সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়ে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সমুখের গ্রামগুলি আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে উঁচু পাহাড়টি সেই দিক লক্ষ্য করে শুরু করে তাদের যাত্রা। উল্লাসধ্বনি নেই, সঙ্গীত নেই, অপ্রয়োজনীয় কোন কথা নেই কারুর মুখে।

অগ্রগামী দলগুলিকে রওনা করে দেওয়া হয়। অশ্বারোহী স্কাউটরা ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যায় — অল্পক্ষণের মধ্যে আর তাদের দেখা যায় না। রেজিমেণ্টের পুরোভাগে আমরা — চাপায়েভ, ব্রিগেড কম্যাণ্ডার আর আমি। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য আর্দালীদের অনবরত পাঠান হচ্ছে। বাম দিকে, অপর একটা পাহাড়ের পিছন থেকে কামান গর্জনের আওয়াজ ভেসে আসছে। স্থানটি কিনেলের ওপারে বলে মনে হয়। আমাদের অপর একটি ব্রিগেডের সেদিকে অগ্রসর হওয়ার কথা। এইভাবে অর্ডার দেওয়া হয়েছে যে আমরা যখন পিলিউগিনো থেকে শত্রুদের তাড়াব তখন ওদের পশ্চাদভাগে পেঁৗছে তারা ওদের পলায়নের পথ রোধ করবে। কোন্ পক্ষ গোলাবর্ষণ করছে বলা অসম্ভব — অনেক দূরের ব্যাপার, পনর বিশ মাইলের কম হবে না। ভোরের দিকেই কামানের আওয়াজ এতদূরে পর্যন্ত শোনা যায় — দিনের বেলা এত স্পষ্টভাবে শোনা সম্ভবই নয়।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল শত্রুর পশ্চাদভাগে হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা এবং সেই সুযোগে কামান হস্তগত করা। আমাদের পর্যবেক্ষকদল এইগুলির সংবাদ আগেই সংগ্রহ করে এনেছিল। কিন্তু নদীর ওপারে অনবরত গোলাবর্ষণ থেকে বোঝা যায় শত্রুর দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হয়নি — আমাদের সৈন্য পরিচালনার সঠিক অর্থ তারা বুঝে গেছে। সুতরাং সাফল্যলাভের সম্ভাবনা কমেছে।

পাহাড়টির শীর্ষস্থান পর্যন্ত আমরা উঠে যাই। নীচে দেখা যায় ছোট্ট গ্রাম স্কবেলেভো — সেখানে থেকেই আমাদের আক্রমণ শুরু হবার কথা পিলিউগিনোর উপর। স্কাউটরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে রিপোর্ট দেয় — আগের দিন সন্ধ্যায় শত্রুপক্ষ স্কবেলেভো পরিত্যাগ করে চলে গেছে।

আমাদের রেজিমেণ্ট গ্রামে প্রবেশ করে। দলে দলে কৃষকেরা তাদের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভীত চকিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অভিযানকারী সৈন্যদলের দিকে।

তাদের খেদোক্তি শোনা যায়, ‘আজ শ্বেতরক্ষী, কাল লালফৌজ। আবার শ্বেতরক্ষী, তারপর আবার লালফৌজ, এর আর শেষ হবে না; এরা আমাদের রুটি খেয়ে ফেলেছে, আমাদের ঘোড়া গরু সব কেড়ে নিয়েছে, আমাদের একেবারে সর্বস্বান্ত করেছে।’ তারপর ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বিজ্ঞের মত বৈরাগ্যের সুরে তারা বলে, ‘কিন্তু কী করা যাবে, যুদ্ধ চলছে যে — ব্যাপারটা আমরাও তো বুঝি। অভিযোগ করা চলে না...। কিন্তু আর কত সহ্য করা যায়! সহ্যের শেষ সীমা এসে গেছে। এই শালা যুদ্ধ থামবে কবে? আমাদের বিশ্রাম দরকার।’

‘আমরা যেদিন জিতব — তার আগে কেমন করে শেষ হবে?’ উত্তরে আমরা বলি তাদের।

‘সে দিন কবে হবে?’ ক্লান্ত নিষ্প্রাণ চোখে তারা আমাদের দিকে চেয়ে থাকে।

‘আমরা নিজেরাই জানি না। তবে তোমরা এখন আমাদের সাহায্য কর — তবে তো তাড়াতাড়ি শেষ হবে। সবাই মিলে একত্রে যদি আমরা দাঁড়াই তাহলে কলচাক কি আমাদের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারবে?’

‘তা তো ঠিকই!’ একমত হয় কৃষকরা।

'তাহলে তোমাদের সাহায্য করতে হবে আমাদের।'

'সবারই তো সাহায্য করা দরকার।' আবার তারা একমত হয়। 'সাহায্য করার ঝক্কিটা কী কম। শ্বেতরক্ষীদের আমরা সাহায্য করলাম — তারপর তোমরা এসে দখল করলে গ্রাম। তোমাদের সাহায্য করতে আরম্ভ করেছি আবার শ্বেতরক্ষীরা এসে হাজির। ঠিকভাবে খেয়াল করে চলতে না পারলে সঙ্গে সঙ্গে দ্বদিক থেকেই পিঠের উপর পড়ে ডাণ্ডা। স্কবেলেভোর সব রকমের লোকই এসে গেছে—তোমাদের সৈন্যেরাও বহু এসেছে— তারাও একাধিকবার আমাদের হয়রান করে ছেড়েছে। তার চেয়ে তোমাদেরও না, ওদেরও না, কারুর সাহায্য না করে সেলারে লুকিয়ে থাকাই ভাল।'

গ্রামের ভিতর দিয়ে যে সৈন্য দলটি এগিয়ে গেছে তাদের কাছে আমাদের পেঁাছোতে হবে। তাই রওনা হওয়ার আগে গ্রামের লোকদের তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বললাম কোথায় তাদের ভুল হচ্ছে, কলচাকের অফিসার ও অভিজাত লোকদের শাসন তাদের জীবনে কী এনে দেবে, আর সোভিয়েত শাসনই বা কী এনে দেবে। তারা যে বুঝতে পারে না তা নয়, তারা স্বীকারও করে। স্পষ্টই বোঝা যায় এর আগে এসব নিয়ে খুব কম লোকই তাদের কদাচিৎ কিছু বলেছে। সাম্প্রতিক ঘটনা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প ও ভাসা ভাসা। তাদের কেবল একটি কথা, একমাত্র আকাংক্ষা — শান্তিতে থাকা।

সর্বত্রই যে এই রকম তা নয় — স্কবেলেভোর মত পাণ্ডববর্জিত গ্রামগুলিতেই কেবল এই অবস্থা। সাধারণত বড় বড় গ্রামগুলি পরস্পর বিরোধী দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। যখন শ্বেতরক্ষীরা আসে তখন গ্রামের অর্ধেক লোকের পোয়া বারো। তাদের শত্রু যারা তাদের উপর তারা এখন এক হাত নিয়ে নেয়, গালিগালাজ মারধোর শুরু করে দেয়, শ্বেতরক্ষীদের কাছে তাদের ধরিয়ে দেয়। আবার যখন লালফৌজ আসে তখন অপর অর্ধেকের পালা, তাদের তখন পায় কে? তারাও শত্রুদের ছেড়ে কথা বলে না।

দলের পর দল সৈন্যেরা চলেছে গ্রামের ভিতর দিয়ে। একটির পর একটি ছোট পুল পার হয়ে মাঠের মধ্যে পড়ে সারিবদ্ধভাবে তারা খণ্ড

যুদ্ধের লাইন তৈরী করে। পিলিউগিনো থেকে শুরু হয়ে যায় শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ। কিন্তু ততক্ষণে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে প্রথম সারি দৌড়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে এবং তাদের পিছন পিছন সরু ফিতের মত আরও বহু সারি গঠিত হচ্ছে। একদল লোক দেখা যাচ্ছে, আবার তারা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে কামানের পাল্লা ঠিক করা খুবই দুষ্কর, তাই গোলাবর্ষণে বিশেষ কিছু ফল হয় না।

চাপায়েভ আর আমি একটা কুটিরে প্রবেশ করে কিছু দুধ চাইলাম। গৃহকর্ত্রী—কৃশাঙ্গী, রুগ্না এক মহিলা গোলাগুলির শব্দে ভয়ে একেবারে জড়োসড়ো, এক পাত্র দুধ আর বড় এক খন্ড রুটি এনে টেবিলের উপর সাজিয়ে দেন। লালফৌজের আর আর যে সব সৈনিকেরা সেই বাড়িতে আসে, মহিলা তাদেরও আদর করে অভ্যর্থনা করেন, যত্ন করে খাওয়ান। গ্রামের উপর যখন গোলা এসে পড়ে তখন তিনি কী রকম ভয় পান সে কথা সবাইকে বলেন। আমরা তাঁকে দুধের দাম দিতে গেলে তিনি কিছুতেই নিতে রাজী হন না।

তিনি বলেন, 'থাক্ থাক্, আমার চলে যাবে। কিন্তু কতদিন যে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে কে বলতে পারে ?'

মহিলা কিছুতেই পয়সা নেন না। আমরা তখন সেগুলো বাচ্চাদের দিয়ে দিই। বাচ্চারা সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মায়ের কাছে তাঁর স্কার্ট ধরে আর ছোট ছোট জন্তুর মত চকচকে চোখে চেয়ে দেখছিল রাইফেল, রিভলবার, তরোয়াল, হাতবোমাওয়ালা এই সব অদ্ভুত লোকদের দিকে।

গৃহকর্ত্রী বলেন, 'দাম তোমরা সব সময় দাও। দেবে যখন দাও — আমার না হলেও চলত। ঘাস, জই যা নাও তারই দাম তোমরা মিটিয়ে দাও কিন্তু ওরা নিঃশেষ করে আমাদের সব নিয়েছে, একটা কানাকড়িও ঠেকায়নি। ওরা আমাদের ঘোড়াটা নিয়েছে আর তার সঙ্গে আমার ছেলে ইভানকেও নিয়ে গেছে গাড়োয়ান করে। সে কোনদিন ফিরবে কিনা ভগবানই জানেন।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে কিম্বা আচরণে তোষামোদের আভাস বিন্দুমাত্র ছিল না। সত্য কথাই তিনি বলেছিলেন। আমাদের সৈন্যেরাও সব সময় বা সব জায়গায় যে দাম দিত না, এ কথা তাঁর জানা ছিল না, কিন্তু এটা সর্বত্র

শোনা যায় যে কলচাকের সৈন্যদের আচরণের ব্যতিক্রম কোন গ্রামেই নেই — কৃষকদের সর্বস্ব তারা কেড়ে নেয়, তাদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে।

ঘরে বসে থাকার সময় আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম মাঠের মধ্যে দেড়শো কি দুশো গজ দূরে গোলাগুলো এসে পড়ছে ও বিস্ফোরণ হচ্ছে। এখানে সেখানে সব কালো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আর প্রতিবারই ধোঁয়া উদ্গিরণের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডল আলোড়িত ও মৃত্তিকা প্রকম্পিত হচ্ছে আর জানলার শার্সিগুলো ঝন্ ঝন্ করে উঠছে তাম্বুরিনের মত। আমাদের সৈন্যের সারি লক্ষ্য করে ওদের গোলাবর্ষণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে। এলোপাথাড়িভাবে তারা গোলা ছুঁড়ে চলেছে, তাতে কোন ফলই হচ্ছে না। গোলাগুলো লক্ষ্যস্থল থেকে বহু দূরে গিয়ে পড়ছে। এগিয়ে যাওয়া কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে আমাদের কামান শ্রেণী এসে পৌঁছানর অপেক্ষা আমরা করতে থাকি যাতে সেগুলো দিয়ে গোলা চালান যায়।

আমি সেই কুটির থেকে বেরিয়ে এসে একটা ছোট্ট পাহাড়ের উপর উঠে মাটির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছি, হঠাৎ দেখি একটি মহিলা ছুটে আসছে। ভীত সন্ত্রস্ত নয়নে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে তার এপ্রনের নিচ থেকে কী একটা বের করে আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলে:

'নাও, শীগ্গির।'

দেখি একটা ডিম। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারি না — তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

'এর জন্য কত দিতে হবে?'

'কী বলছ তুমি!' সে দুঃখিত হয়। 'আমি বলতে পারি আধপেটা হয়ে তুমি আছ। এর সঙ্গে পয়সা কড়ির কী সম্পর্ক — তুমি খেয়ে ফেলো, দেরী করো না।'

তার কথা শুনে এবং তার ভাবভঙ্গি দেখে বেশ বোঝা যায় সে চলে যেতে পারলে যেন বাঁচে। কথা বলার সময় এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে দেখে মনে হয় যেন ভয় পাচ্ছে পাছে তাকে গ্রামের কেউ দেখে ফেলে। শ্বেতরক্ষীরা এলে যদি তারা বলে দেয় তবে তো তার বিপদের অন্ত থাকবে না।

'কিন্তু আমাকে দিচ্ছ কেন?' তাকে জিজ্ঞাসা করি।

'আমার ভাই যে তোমাদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করছে। সেও লালফৌজে আছে। লোকে বলছে শ্বেতরক্ষীরা তোমাদের হারিয়ে দিয়েছে, তারা সামারা দখল করেছে — এ সব কি সত্যি?'

'না বোন, সত্যি নয়, এর মধ্যে এতটুকুও সত্যি নেই। তুমি তো নিজেই দেখতে পাচ্ছ কে কাকে হারাচ্ছে,' আমি উত্তরে বলি।

'তাই তো দেখছি। সাবধানে থেকো লক্ষ্মীটি,' বলে দ্রুত পদে সে নেমে যায়। যাওয়ার সময় বারবার সে এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখে — নিজেকে লুকানোর তার কত চেষ্টা। তারপর নীচের বাড়িগুলোর মধ্যে কোথায় চলে গেল আর দেখা গেল না। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি আমি — আনন্দের এক অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে অভিভূত করে ফেলেছে। ডিমটার দিকে চেয়ে থাকি আর কী জানি কেন সেই মেয়েটির চমৎকার সরল মুখখানি মনে হতে খুশিতে ভরে ওঠে আমার মন। মনে মনে ভাবি, সর্বত্রই আছে আমাদের লোক, স্কবেলেভোর মত নাম-না-জানা গ্রামেও রয়েছে তারা। সবকিছু হয়তো তারা বোঝে না, কিন্তু তাদের সহজ বুদ্ধিতে এটুকু তারা জানে কারা কিসের জন্য কী করছে। এই মেয়েটির কথাই ধর: আমাদের আসার জন্য সে অপেক্ষা করছিল; অবশেষে সেই দিনটি আজ এসেছে। সে খুশি হয়ে উঠেছে। কিন্তু কী ভাবে তা প্রকাশ করবে তা জানে না, তাই এই ডিমটি এসে দিয়ে গেল।

(২) সংগ্রামের সারিতে

কামান শ্রেণী এসে পেঁছায়। ঠিক কোন স্থানটি তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে তাদের তা দেখিয়ে দেওয়া হয়। বহু কষ্টে ঘোড়াগুলি একটা নীচু জায়গার ভিতর দিয়ে ভারি ভারি কামান জোর করে টেনে নিয়ে চলে। সংগ্রামের সারির পিছনে দেখি কামান শ্রেণী সাজাতে। শোনা গেল প্রথম গর্জন—বুউম্‌ম্‌... বু-উ-ম্‌ম্‌...। ক্রমাগত ছুটতে থাকে গোলা। আমাদের কামানের আওয়াজ সংগ্রামের সারির সৈন্যেরা শোনে, নতুন উৎসাহ নিয়ে তারা এগিয়ে যেতে থাকে। আমরাও ঘোড়ায়

চড়ে এগিয়ে যাই। সঙ্গে থাকে আর্দালীরা। একটা পাহাড়ের উপর এসে পড়ি — নীচে প্রসারিত পিলিউগিনো গ্রাম। এখান থেকে একেবারে সোজাসুজি গেলে মাইল দুয়ের বেশি হবে না। সংগ্রামের সারি লক্ষ্য করে ছাড়াছাড়ি হয়ে আমরা দুজনে দুদিকে ঘোড়ায় চড়ে নেমে চলি, চাপায়েভ দক্ষিণ পার্শ্বভাগে — আমি বামভাগে।

একজন আর্দালী জিজ্ঞেস করে, 'কমরেড, ওখানে কী ব্যাপার? ঐ দেখ, আমাদের লোকজন পিছু হটে আসছে। সবাই যে দৌড়াচ্ছে — এই দিকেই তো আসছে, তাই না?'

চেয়ে দেখি বাস্তবিকই একটা গন্ডগোলের মতই তো ঠেকছে। লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে — সংগ্রামের সারির একবার এক জায়গায় খুব ভীড় জমে যাচ্ছে — আবার এদিক-ওদিক যাচ্ছে পাতলা হয়ে। আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যাই। ব্যাপার তেমন কিছুই না — এগোনোর সুবিধার জন্য সারিগুলোকে শুধু নতুনভাবে সংগঠিত করা হচ্ছে।

আমরা একটি সূর্যমুখী ক্ষেতের মধ্যে এসে পড়ি। ঘন কাঁটাওলা ডগাগুলোর ভিতর দিয়ে চলা অত্যন্ত কষ্টকর। প্রথম সারির নিকট পেঁাছে আমরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ি। আর্দালী পিছনে আন্দাজ পা তিরিশেক ব্যবধান রেখে আসতে থাকে। আমি সংগ্রাম সারির মধ্যে শুয়ে পড়ি। আমার দুপাশে দুজন যুবক, রৌদ্রদগ্ধ তাদের মুখ। দুজনেরই বেশ মোটা-সোটা বলিষ্ঠ গড়ন। একজনের নাম সের্গেয়েভ, আরেকজনের ক্লিমভ। অগ্রসরমান সংগ্রাম সারি যখন এগুতে যাবে তখন খুব চুপচাপ — মাঝে মাঝে যখন সুতীব্র কণ্ঠে আদেশ ঘোষণা হয় কিংবা কেউ কাশে আর থুথু ফেলে কিংবা যখন হঠাৎ একটা কথার টুকরো বেরিয়ে আসে কোন কণ্ঠ থেকে তখন ছাড়া মানুষের গলার স্বর শোনা যায় না। এ মুহূর্তগুলির গভীর তাৎপর্য আছে। সমানে চলেছে গোলাবর্ষণ, চতুর্দিক থেকে শাঁ শাঁ করে ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। মাথায় বুকে পায়ে যেখানে সেখানে যখন তখন এসে বিঁধতে পারে বুলেট, তখন অকারণ কোন কথা বলার অবকাশ কোথায়। জটিল দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং সাধারণত অস্পষ্ট সব চিন্তা মাথার মধ্যে ছুটে যায়।

লোকে তখন একাগ্র চুপচাপ ও প্রায় খিটখিটে হয়ে ওঠে, চেষ্টা করে একসঙ্গে যতটা সম্ভব মনে করতে, যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি, যাতে কোনো কিছু বাদ না পড়ে যায়। মনে হয় বুঝি সবচেয়ে দরকারী কথাটাই মনে পড়েনি — তাড়াতাড়ি মনে করতে হবে, তাড়াতাড়ি ...

সৈন্যসারি এখন একের পর এক দৌড়ে, আগের চেয়ে আরও ঘন ঘন এগোতে থাকে। শত্রুপক্ষের অবস্থান কাছে — অতি নিকটে। কিছুক্ষণ পর এগোনোর প্রশ্ন আর থাকবে না — শেষবারের মত একটি দৌড়, তারপরই শুরু হয়ে যাবে আক্রমণ। সেইজন্যই তো এই আক্রমণ, এই চরম মুহূর্তের দ্বারপ্রান্তে এসে সবকিছু একসঙ্গে মনে করার জন্য চূড়ান্ত ব্যাকুলতা। আর এক ধাপ, তারপর শেষ — তারপরই নেমে আসবে ঘনকৃষ্ণ যবনিকা।

সৈন্যদের মাঝে নিঃশব্দে আমি শুয়ে পড়ি। তারা আমার দিকে অস্পষ্ট চেয়ে একটু সরে যায়, কোন প্রশ্ন করে না। আগের মত চুপচাপ তারা শুয়ে থাকে। সেখানে শুয়ে আমিও কিছু বলি না। কিন্তু এই অসাড়কারী নীরবতায় আমার শ্বাস রোধ হয়ে আসতে থাকে। আমি তামাকের পাউচটা বের করি, একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাই।

আমার পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি, 'সিগারেট খাবে, কমরেড?'

সে শুধু মাথা তুলে চায়, যেন কিছু বোঝেনি। আমার প্রশ্নে তার অবাক লাগে, আরও বেশি অবাক হয় সে এখানে এই মুহূর্তে অকস্মাৎ মানুষের গলার স্বর শুনতে পেয়ে। মনে হয় মিনিট খানেক সে চিন্তা করে, তারপর তার চোখে ফিরে আসে দীপ্তি, তার সজীবতা ফিরে আসে।

'ঠিক বলেছ—দেখি,' বলে সে হাত বাড়িয়ে পাউচটা নেয়। তারপর সের্গেয়েভের দিকে ফিরে বলে, 'এই, তুমি মিছিমিছি মাটি চিবুচ্ছ কেন? তার চেয়ে এস, আমাদের সঙ্গে একটা সিগারেট খাও।'

ক্লিমভের মত সের্গেয়েভও ধীরে ধীরে মাথা তুলে তীক্ষ্ন ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আমাদের দিকে। তারপর একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে খেতে শুরু করে। সেও সজীব হয়ে ওঠে। কোন কথাবার্তা হয়

না। মাঝে মাঝে দু'একটা কাটা কাটা কথার টুকরো: 'এ জায়গাটা কেমন ভিজে ভিজে', 'ভীষণ খোঁচা লাগছে', 'সিগারেটটা নিভে গেল', 'ওই একটা গোলা'।

'এগোও!' আদেশ শোনা যায়।

লাফিয়ে উঠে পড়ি সবাই। রবারের ফিতের মত শূন্যে লাফিয়ে ওঠে সমগ্র সারিটা। সোজা হয়ে কেউ দাঁড়ায় না, নীচু হয়ে ঝুঁকে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে — 'দৌড়াও!'

সুমুখে রাইফেল বাগিয়ে তীর বেগে ছুট দেয় সকলে। আমিও দৌড়াই নীচু হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। শত্রুপক্ষের মেশিনগান গর্জে ওঠে, রাইফেলের গুলিবর্ষণের তীব্রতা আরও বাড়ে।

'শুয়ে পড়!' মুহূর্তের মধ্যে ঘোষিত হয় নতুন নির্দেশ।

আমরা মাটির উপর শুয়ে পড়ি। এবং যে ভাবে শুয়েছি সেই ভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকি। তারপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সারির লোকে নড়তে-চড়তে থাকে। কিছু সৈনিক মাথা উঁচু করে চারিদিকে দেখে নেয়। সারিভুক্ত হওয়ার জন্য যারা এগিয়ে গেছে তারা অত্যন্ত সাবধানে পিছু হটে আসতে থাকে, যারা পিছনে পড়ে তারা আসে এগিয়ে। মাটির থেকে একটুও মাথা তোলে না তারা, বুকে হেঁটে এগিয়ে আসে। সারির আগে কি পিছে, কেউ কোথাও একা থাকতে চায় না।

এগিয়ে-যাওয়াদের মধ্যে ক্লিমভ। আমাদের ঠিক সামনে শুয়ে। সে পেছতে শুরু করে, যেন ঠিক একটা গলদা-চিংড়ি। আমি যদি এক পাশে না সরতাম তবে তার মার্কিনী বুটজোড়া সোজা আমার মুখের উপর এসে পড়ত।

আমরা চুপচাপ শুয়ে, অপেক্ষা করি পরবর্তী আদেশের জন্য। সিগারেট খেতেও চেষ্টা করি না। কেউ আর কোনো কথা বলে না। সের্গেয়েভের পাশে শুয়ে ক্লিমভ। স্পষ্টই বোঝা যায় কয়েক মিনিট আগে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার সময় সে সুস্থ বোধ করছিল। আমি শুনি সের্গেয়েভের সঙ্গে সে কথাবার্তা কইবার চেষ্টা করছে।

'সের্গেয়েভ!'

'কী চাও?' বিরক্ত হয়ে সের্গেয়েভ বলে।

'একটা পোকা,' আঙ্গুল দিয়ে ঘাসের মধ্যে কী একটা সে দেখায়। সের্গেয়েভ উত্তর দেয় না। সে মনমরা, বিরক্ত ও চুপচাপ হয়ে পড়েছে।

'সের্গেয়েভ!' আবার ডাকে ক্লিমভ।

'কেন, কী হয়েছে?' বিরক্ত হয়ে জবাব দেয় সের্গেয়েভ। ক্লিমভ উত্তর দেয় না। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তারপর যেন তার মনের কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে মৃদু স্বরে বলে ওঠে, 'জান, ওরা লিউবার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে প্রনিনো গ্রামে।'

স্পষ্টতই তার গ্রামের কোন মেয়ের কথা তার মনে পড়েছে, হয়তো তার কোন প্রণয়িনীর। সের্গেয়েভ এবারও কোন জবাব দেয় না। নিরাশ হয়ে ক্লিমভও চুপ করে যায়। আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে বোধহয় তার হয় না। মাটির উপর দেহটা আরও চেপে আঙ্গুল দিয়ে বসন্তের কচি ঘাসগুলো সে খোঁচাতে থাকে। একটা গুবরে পোকাকে একেবারে পিষে ফেলে তার মোটা নোংরা আঙ্গুলের উপর সেটা রেখে, মরণোন্মুখ পোকাটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ মনোযোগ দিয়ে দেখে, তারপর খানিকটা মাটি জড় করে আঙুলের মধ্যে তুলে সে ঝুরঝুর করে ফেলতে থাকে যতক্ষণ না সেটা অদৃশ্য হয়।

'রেডি! দৌড়াও!'

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠেই আমরা দৌড়াই। আমাদের চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, মুখ বিকৃত, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে কাঁপছে। সব সময় আমাদের কাণ খাড়া হয়ে থাকে ... আমরা দৌড়াই আর উৎকর্ণ হয়ে থাকি সেই বহু আকাংক্ষিত নির্দেশ 'শুয়ে পড়' শোনার অপেক্ষায়।

সটান হয়ে শুয়ে পড়ি, নিঃসাড় প্রাণহীন সব দেহ যেন। কাছিমের মত হাত-পা বুকের মধ্যে গুটিয়ে মাথা নীচু করে মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে একেবারে স্থির হয়ে থাকে সকলে। তারপর ধীরে ধীরে হাত পা শিথিল হয়, একটু নড়া-চড়া করে উঠি। ভীত চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিই।

উনিশ বছরের মেয়ে মারুসিয়া রিয়াবিনিনা, সেও আমাদের সঙ্গে। তারও হাতে রাইফেল, সেও চলেছে সগর্বে — চেষ্টা করছে যাতে

পিছিয়ে না পড়ে। আমাদের এই প্রিয় সঙ্গিনীটি জানত না, কয়েকদিন পরে ঠিক এমনি ভাবেই জার্গালিয়াদিনোর সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবে সে, আর নদী পার হয়ে সর্বপ্রথম যারা ঝাঁপিয়ে পড়বে আক্রমণে সেও থাকবে তাদের সঙ্গে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তার কপাল ভেদ করে এসে বিঁধবে শত্রুপক্ষের বুলেট। রক্তে রাঙা কিনেলের হিম শীতল তরঙ্গে ভেসে গিয়েছিল তার উষ্ণ দেহ। কিন্তু এখন আমার দিকে চেয়ে হাসছে সে, চিৎকার করে সহৃদয়ে কী যেন বলছে আমাকে। অথচ আমি বুঝতে পারলাম না কী সে বলছে।

দু' মাস আমার সহরের বন্ধুবান্ধব কারুর সঙ্গে দেখা নেই। নিকিতা লপার, তেরেন্তি বচ্‌কিন এরা দুজন যে এই রেজিমেণ্টে আমাদের সঙ্গে রয়েছে সে কথাও শুনিনি! অন্যান্য রেজিমেণ্টে কাজ করতে আর তাদের ভালো লাগছিল না। তাই উরালস্কের ইউনিট থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছে। তেরেন্তির সঙ্গে এবারও দেখা হয় না। কিন্তু লপার একটা ডোবার ওপার থেকে আমাকে দেখে তার লালফৌজের হেলমেট ও ঘন লাল কোঁকড়া চুলগুলো নাড়তে থাকে।

যে দিকে চাও চেনা মুখ, কিন্তু অপেক্ষা করার সময় যে নেই। গোলাবাড়িগুলো এখন মাত্র দু'শো মিটার দূরে রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে সেখান থেকে শত্রুপক্ষের আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু হতে পারে। এটা যুদ্ধক্ষেত্রে অতি সুপরিচিত কৌশল—আত্মগোপন করে একেবারে চুপচাপ লুকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য ঠিক করা, শত্রুকে খুব কাছাকাছি আসতে দেওয়া তারপর অতর্কিতে মেশিনগান চালান, নির্দয় ও অবিরাম রাইফেলের গুলি ছোঁড়া, সুমুখে সারিবদ্ধ মৃতদেহের স্তূপ জমিয়ে তোলা। আর যখন শত্রুপক্ষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, তারা পিছনে হটতে শুরু করবে, সমানে চালাবে তাদের উপর গুলি, পাশে কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা-করে-থাকা অশ্বারোহী বাহিনীকে তখন তাদের দিকে পাঠাবে মারাত্মক আতঙ্কগ্রস্ত পলায়নোন্মুখ সৈন্যদের একেবারে কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার জন্য।

আমরা সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। আমাদের ভাগ্যে কী ঘটবে কে জানে। হঠাৎ দক্ষিণ ভাগে পরপর দুটো বিস্ফোরণের শব্দ, আর শুরু

হয়ে যায় মেশিনগানের খট্‌খট্‌ আওয়াজ। ব্যাপার কী দেখার জন্য আর্দালী ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। কয়েক মিনিট পরে সে ফিরে এসে জানায় যে দক্ষিণ পার্শ্বভাগে আমাদেরই সৈন্যেরা গুলি ছোঁড়ে; তাদের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষকে পাল্টা গুলিবর্ষণে প্ররোচিত করা, কিন্তু শত্রুর তরফ থেকে পাল্টা জবাব আসেনি। এও মনে করা যেতে পারে যে শত্রুপক্ষ গ্রামটি পরিত্যাগ করে চলে গেছে। কিন্তু অতীতের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করে আমাদের সৈন্যের সারি নিঃশব্দে ও অতি সন্তর্পণে গোলাবাড়ির দিকে এগোতে থাকে। কয়েকজন মেশিনগানধারী, তাদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক সৈন্য, একটা মেশিনগান তুলে নিয়ে নিকটস্থ গোলাবাড়িগুলোর একটার নিকট দৌড়ে গিয়ে খুব দ্রুত সেখানে মেশিনগান পেতে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সবকিছু চুপচাপ। দূরে দক্ষিণ পার্শ্বভাগ থেকে "হুররে" আওয়াজ ভেসে আসে। আমাদের সৈন্যেরা সেখানে আক্রমণ শুরু করেছে। সমগ্র একটি শত্রু বাহিনী সেখানে একেবারে বিনা প্রতিরোধে তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই বাহিনী গ্রামটি রক্ষার জন্য মোতায়েন ছিল। বাম দিকে পাহাড়ের পিছন থেকে পর পর তিনবার কামানের গর্জন শোনা যায়। গোলাবর্ষণের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যায়। বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় না বললেই চলে, শোনা যায় শুধু গোলাবর্ষণের শব্দ। এর থেকে বোঝা যায় যে এ শব্দ আমাদের কামান শ্রেণীর পিলিউগিনোর উপর গোলাবর্ষণের শব্দ নয় — শত্রুপক্ষ আমাদের কোন একদিকে কোন লক্ষ্যের উপর গোলাবর্ষণ করছে। আমাদের সৈন্য শ্রেণীর বামভাগের একেবারে শেষ প্রান্তে যে ইউনিটগুলো তাদের পশ্চাদপসরণের পথ রোধ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল শত্রুপক্ষ তাদের উপরই গোলাবর্ষণ করছে। তাদের কামানের গোলা ওই অংশে তারা ছুঁড়ছে এবং অতি দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে চলেছে। এসব আমরা পরে জানতে পারি, কিন্তু তখন কোন কিছুই পরিষ্কার করে বোঝা সম্ভব নয়। যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের সৈন্যেরা যখন গোলাবাড়ির পিছনে গিয়ে মেশিনগান পেতে বসেছে তখন আমি ও ব্যাটালিয়ান কম্যান্ডার তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হই জানতে যে তারা গোলাবাড়িগুলোতে কাউকে দেখতে পেয়েছে

কিনা। কিন্তু সবকিছু ঠিক আগের মতই শান্ত, কোন শ্বেত সৈন্য বা কোন গ্রামের লোকের সাক্ষাৎ তারা এ পর্যন্ত পায়নি। গ্রামটিকে নিষ্প্রাণ ও পরিত্যক্ত বলে মনে হয়। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চালাঘর, গোলাবাড়ি, খড়ের গাদা, এদের পিছনে উঁকি ঝুঁকি মারতে মারতে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ধীরে ধীরে আমরা এগোতে থাকি। কোন সাড়া শব্দ নেই, খস খস আওয়াজও একটু নেই। একটি কথা নেই — একটি গুলি কেউ ছুঁড়ছে না — এ নীরবতা গোলাগুলির মধ্যে পড়ার চেয়েও অনেক ভীষণ, অসহ্য! রণাঙ্গনে নীরবতা এক ভয়ংকর বস্তু, আতঙ্কে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

আমাদের পিছনেই দেখি আসছে ইভানভো-ভজনেসেনস্ক রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা। গোলাবাড়ি, খড়ের সব গাদার ফাঁকে ফাঁকে তাদের রক্ত তারকা জ্বল জ্বল করে উঠছে। মৃত্যু নিস্তব্ধতার মধ্যে থমকে থমকে, তাড়াহুড়ো করে অনিশ্চিতের মতো এগিয়ে চলেছি। প্রতি মুহূর্তে আমরা শত্রুর আচমকা গুলিবর্ষণের অপেক্ষা করি।

দূরে মুহূর্তের জন্য এক রমণীমূর্তি দেখা গেল। এ কি কোনো কৃষক রমণী? বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে দেখা দরকার।

ওই দিক লক্ষ্য করে আমার ঘোড়া ছুটিয়ে দিই।

(৩) গ্রামে প্রবেশ

কৃষক রমণীটি তার সেলারের পাশে দাঁড়িয়ে। তার নিষ্প্রাণ দুই চক্ষু আমার দিকে দৃঢ়নিবদ্ধ, দ্বিধাগ্রস্ত। সাম্প্রতিক আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি তার চোখে। তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে একটি মর্মান্তিক প্রশ্ন — ফুটে উঠেছে অনিবার্য ও অপরিহার্য একটি আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাসের ছবি। এ আঘাত সে প্রাণপণে এড়াতে চায়, কিন্তু সে শক্তি তো তার নেই। "এ আঘাত কি এখনই শুরু হবে?" মনে হল তার ক্লান্ত চোখদুটো যেন প্রশ্ন করছে। এ প্রশ্ন এবং এই ক্লান্ত দৃষ্টি যে এই প্রথম এবং শুধু আমাকে তা নয়— "আঘাত কি এখনই শুরু হবে?" তার পাশে, কুটিরের কাছে, সেলারের চোরা দোরটা উঁচু করে তোলা। তার ফাঁক দিয়ে এক বৃদ্ধার ফ্যাকাশে করুণ

বিকৃত মুখ উঁকি মারছে। তার চোখের নীচে ফোলা ফোলা, বেগনে-কালো রঙ। ঠোঁট দুটো শুকনো। ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো মাথা, তার ভিতর থেকে চুলগুলো বেরিয়েছে। তার ব্যথা ভরা দুটো চোখে ব্যাকুল প্রশ্ন, সকরুণ মিনতি ফুটে উঠেছে।

'শ্বেতরক্ষীরা এখানে আছে না চলে গেছে?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'না তারা চলে গেছে, সব পালিয়েছে।' সেলার থেকে যে বৃদ্ধা উঁকি মারছিল সে উত্তর দেয়। 'আমরা সবাই কি বেরিয়ে আসতে পারি? আর গোলাগুলি চলবে না তো?'

'না না,—গোলাগুলি আর চলবে না। বেরিয়ে এস।'

একের পর এক মেয়েরা বেরিয়ে আসে সেলার থেকে। মেয়েরাই শুধু আসে। একটি পুরুষও সেখানে নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তারাও বেরিয়ে আসে। মাদুর, লেপ, বস্তা চাপা দিয়ে তাদের রাখা হয়েছিল। স্পষ্টতই মেয়েরা ভেবেছিল ময়দার বস্তা তাদের গোলার টুকরোর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। শত কুঞ্চিত লম্বা একটা হাত ধরে এক বৃদ্ধকে টেনে তারা বের করে আনে। বৃদ্ধটির লম্বা সাদা দাড়ি, চোখ দুটো নিষ্প্রভ ও সজল। তার বেল্ট থেকে লম্বা একটা দড়ি ঝুলছে। সেই দড়ি দিয়ে তাকে নিশ্চয়ই সেলারে নামানো হয়েছিল।

সব বেরিয়ে আসার পর, এক এক করে যে যার ঘরের দিকে চলে যায়। কঞ্চির বেড়া ধরে অতি সন্তর্পণে এদিক-ওদিক ভীত চকিত নয়নে তারা বারবার দেখে নেয়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য—বেড়ার পাশ দিয়ে তারা চলেছে, মৃত্যুবৎ স্তব্ধতায় ঘেরা এক নাটকীয় পরিবেশে যেন সব ছায়ামূর্তি এগিয়ে চলেছে। ভয় বিহ্বলতা তাদের এখনো কাটেনি। ওই ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে সেলারে এতক্ষণ গাদাগাদি করে থাকার ফলে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব অবশ হয়ে গেছে।

মোড়ের উপর একদল কৃষক দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়। লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছে কিনা তারা জানে না। বুঝতে পারে না তারা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, না তাদের কুটির, স্নানের ঘর বা চালাগুলোর মেঝের নীচে লুকিয়ে পড়বে।

আমি চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করি, ‘বন্ধুগণ, সব ভাল তো?’

সমস্বরে তারা জবাব দেয়, ‘ভগবান বাঁচিয়েছেন, তোমরা এসে পেৌঁছেছ তাহলে?’

তাদের এই অভ্যর্থনার আহ্বানবাণী বিশ্বাস করব কিনা বুঝে উঠতে পারি না। হয়তো এই ভাবেই তারা ভয় পেয়ে প্রাণের দায়ে শ্বেতরক্ষীদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। কিন্তু তারপর তাদের মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখতে পাই আন্তরিক আনন্দের ছাপ, ভাণ করার কোন চিহ্ন সেখানে নেই। এই প্রসন্নতা এতই প্রকৃত যে এর নকল করা একান্তই অসম্ভব। বিশেষ করে এই সব সরল প্রকৃতি কৃষকদের পক্ষে তা কল্পনাতীত। আনন্দে আমার বুকও ভরে ওঠে।

সবাই মিলে এগিয়ে যাই গ্রামের মাঝখানে। সেখানে আর একদল দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্পষ্টই বুঝলাম এরা গ্রামের লোক নয়।

‘তোমরা সব বন্দী?’

‘হ্যাঁ, বন্দী।’

‘তোমাদের যুদ্ধ করার জন্য এনেছিল?’

‘হ্যাঁ, যুদ্ধ করার জন্য।’

‘তোমরা কোথাকার লোক?’

‘আক্‌মলিন্‌স্ক প্রদেশের।’

‘তোমরা কতজন হবে?’

‘এখানে আমরা এই ত্রিশ জন আর কিছু লুকিয়ে রয়েছে চালার ভিতর। ঐ ত’ তারা ওই বাগানের ভিতর দিয়ে দৌড়ে আসছে।’

‘তোমরা তাহলে রয়ে গেছ এখানে?’

‘হ্যাঁ, আমরা নিজেরাই যাইনি।’

‘তোমাদের রাইফেলগুলো কোথায়?’

‘ওইখানে, ওই বেড়ার পাশে সব জমা করে রেখেছি।’

ওখানে গিয়ে দেখি ঠিকই, একগাদা রাইফেল জমা করা। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলগুলো ও বন্দী সৈন্যদের পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এর পর এদের সব ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে পাঠাতে হবে।

বন্দীদের দেখলে করুণা হয়। পোষাক পরিচ্ছদও সব ছেঁড়া আর নোংরা। কারুর গায়ে জীর্ণ ফারের কোট, কারুর গায়ে পুরানো কাপড়ের কোট, কারুর গায়ে আবার শতচ্ছিন্ন ভারি ওভারকোট, পায়ের জুতোর অবস্থাও জঘন্য: কেউ পরেছে ফেল্টের বুট, কেউ বা লাপ্তি—ছিঁড়েখুঁড়ে সেগুলোর শেষ অবস্থা। তাদের দেখলে কস্মিন্‌কালেও কেউ সৈন্য বলে চিনতে পারবে না—যেন একদল ভিখিরি। আমি তো অবাক হয়ে ভাবি—কলচাকের সৈন্যেরা বিদেশ থেকে যখন এত সাজসরঞ্জাম সাহায্য পাচ্ছে তখন এই লোকগুলোর এ দশা কেন?

'কী ব্যাপার হে, কলচাক তোমাদের পোষাক-টোষাক কিছু দিয়েছে বলে তো মনে হয় না। অন্যদের বেলায়ও এই রকম নাকি?' আমি প্রশ্ন করি।

'না, শুধু আমাদের বেলায়।'

'তোমাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহারের অর্থ কী?'

'আমরা যুদ্ধ করতে চাইনি বলে। বহু লোকই আমাদের পালিয়েছে—তাদের এক অংশ বাড়ি চলে গেছে—অন্যেরা যোগ দিয়েছে লালফৌজে।'

'তোমরা তাহলে কলচাকের সৈন্য হতে রাজী হওনি?'

'না। কী জন্য হব—ও আমাদের কে? তার নিজের লোকজনদের পোষাক পরিচ্ছদের বাহারের অন্ত নেই, কিন্তু আমাদের কী দিয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ!' বলে তারা তাদের শতচ্ছিন্ন পোষাকগুলো দেখায়। 'আর তাছাড়া সব সময় আমাদের রাখবে প্রথম সারিতে, যাতে আমরা গুলি খেয়ে মরি। সে বলে আমাদের মত হেঁজিপেঁজি লোকদের নিয়ে মাথা ঘামানোর মানে হয় না।'

'বহু আগেই তো তোমাদের পালান উচিত ছিল।'

'পালানোর যে উপায় ছিল না। সে তার নিজের লোকদের রাখত আমাদের ঠিক পিছনে। তারা লড়াই করত না; তাদের কাজ ছিল দেখা, যাতে আমরা না পালিয়ে যেতে পারি।'

'এবার কেমন করে তবে পালাতে পারলে?'

'আমরা বাগানের মধ্যে গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে শুয়ে পড়েছিলাম।

শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছিলাম, তারপর বেরিয়ে এসেছি।'

'এখন তোমরা কী করতে চাও? লালফৌজে আমাদের সঙ্গে থেকে লড়াই করবে?'

'হ্যাঁ, এই জন্যই তো আমরা যাইনি, যাতে লালফৌজে ভর্তি হতে পারি। তাছাড়া আর কী! আমরা তো এই চাই।'

আমাদের আলাপ এখানেই শেষ হয়।

আমরা গ্রামের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলি পাহাড়টার দিকে। ওই দিক দিয়ে শত্রুরা পালিয়েছে। আমাদের সৈন্যদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা খাড়া বালির চড়ার উপর উঠছে, ভীড় করে পার হচ্ছে একটা ছোট্ট সেতু, একটা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে চলেছে।

যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করি, 'এখানে শ্বেতরক্ষীরা কি অনেক ছিল?'

'এক হাজার হবে,' উত্তর দেয় কৃষকেরা।

এই সব "হাজারের" কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা খুব কাঠন। এই সব "হাজারের" অর্থ কোন সময় দেখা যায় পাঁচ ছ'হাজার, আবার কোন সময় শ'দুয়েকে গিয়ে ঠেকে। এই ধরনের বহু সংবাদ এবং ডজন খানেক বন্দী সৈন্যের সাক্ষ্য নেওয়ার পর সেগুলো মিলিয়ে মোটামুটি একটা সংখ্যা খাড়া করা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে তাদের যানবাহনের সংখ্যা দেখে মনে হয় এখানে তাদের প্রচুর সৈন্য ছিল। শত্রুপক্ষ কিন্তু পিলিউগিনোতে যথারীতি যতক্ষণ দেরী করা সম্ভব কিম্বা যে পরিমাণ বাধা দেওয়া সম্ভব তা করেনি। বোধ হয় তারা দেখতে পেয়েছিল যে বামপার্শ্বভাগ থেকে তাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে—এতে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে।

'শ্বেতরক্ষীরা কি অনেকক্ষণ আগে পালিয়েছে?'

'খুব বেশি আগে না। তোমরা পৌঁছানর ঠিক আগে। পাহাড়ের খুব দূরে তারা এখনও যেতে পারেনি।' কৃষকরা উত্তর দেয়।

কিন্তু আমাদের সৈন্যবাহিনী খুব ক্লান্ত; তারা বেশিদূর তাদের অনুসরণ করতে পারে না। অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেত। কিন্তু অশ্বারোহীর সংখ্যা আমাদের খুবই কম—তাদের দ্বারা বিশেষ

কিছু সম্ভব নয়। আমাদের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী দলটি পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় উঠে গেছে। তাদের তখনও আশা যে তারা শত্রুপক্ষের যানবাহনগুলো ধরতে পারবে—কিন্তু তারা মাত্র কয়েকটি পিছিয়ে-পড়া মালগাড়ি দখল করতে সক্ষম হয়। বাদবাকী সব আগেভাগেই বহুদূর এগিয়ে গেছে।

পিলিন্ডাগিনো গ্রামটি একটি খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে। সেতু থেকে পাহাড়টির ওপরে ওঠা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এখানে উত্তেজনার মাথায় একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে যায়। আমাদের অগ্রগামী সৈন্যেরা খাড়া সোজা উঠে গিয়ে চূড়ার উপর পা দেওয়া মাত্র দেখে অন্য প্রান্তে গুটিগুটি চলেছে খণ্ড যুদ্ধকারী দল। অমনি তারা শুরু করে দেয় গুলিবর্ষণ—ওদিক থেকেও পাল্টা গুলি চলতে থাকে। আমাদের সৈন্যেরা বুঝতে পারে না যে তারা নিজেদের লোকের উপর গুলি চালাচ্ছে। দুজন নিহত আর পাঁচ জন আহত হয়। আরও কী যে ঘটত কে জানে, যদি না বাঁ দিক থেকে যে রেজিমেণ্টটি আসছিল তার কম্যাণ্ডার বুঝতে পারত ব্যাপারটা কী ঘটছে। রুমাল আর টুপি নাড়তে নাড়তে সে জীবন বিপন্ন করে ছুটে যায় ওই সব সৈন্যদের কাছে যারা গুলি ছুঁড়ছিল। তাদের কাছে গিয়ে সব ব্যাপারটা সে বুঝিয়ে দেয়।

আমরা দেখি পাহাড়ের উপরে জন ষাটেক ঘোড়সওয়ার তাদের ঘর্মাক্ত মুখে-ফেনা-ওঠা ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে দুটো দলে ভাগ করে একদলকে পাঠান হল বাঁ দিকে—আমাদের যে বাহিনীটির এসে শত্রুকে বেষ্টন করার কথা ছিল তারা আসছে কিনা দেখার জন্য, অপর দলটি যায় ডান দিকে — যে দিক দিয়ে শত্রুপক্ষীয় সব যানবাহন চলে গেছে। বেষ্টনকারী বাহিনীটির সাক্ষাৎ মেলে না—মনে হয় কোথাও কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পরে অবশ্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে ট্রাইবুনালের সমুখে পাঠান হয়। কিন্তু সে সময় আমাদের মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। তখনও আমাদের আশা শত্রুপক্ষের পিছনে আমাদের সৈন্যবাহিনীটি যদি পেঁাছাতে পারে তবে আমাদের সামান্য আঘাতও যথেষ্ট ফলপ্রদ হবে। বাহিনীটি কিন্তু পেঁাছয় না, শত্রুপক্ষ তাদের

যানবাহন সবকিছু অক্ষত অবস্থায় নিয়ে সুশৃংখলভাবে পিছু হটে যায়। যারা ডান দিকে রওনা হয় তারা ছ'শ' মিটার মাত্র এগিয়েছে, তারপরই তাদের পড়তে হয় পলায়নকারী শত্রুবাহিনীর তীব্র গুলিবর্ষণের সমুখে। তাদের বাধ্য হয়ে নেমে পড়তে হয় এক গভীর খাদের ভিতর, তারপর ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ চলতে হয়।

পাহাড়ের উপরে প্রথম মেশিনগানের গাড়িটা টেনে ওঠানোর পর আমি সেটা নিজের হেপাজতে নিয়ে এগিয়ে যাই এমন একটি স্থানে যেখান থেকে দূরের শত্রুসৈন্য-সারির গতিবিধি সব দেখা যাচ্ছে। তারা একটা ফাঁকা জায়গার ভিতর দিয়ে বনের দিকে পালাচ্ছে, তাদের খুব তাড়া তাও বোঝা যায়। বোধ হয় তারা আশঙ্কা করছে আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ — আমাদের যে অশ্বারোহী বাহিনী বলতে গেলে নেই তা তাদের জানা ছিল না। আমাদের পক্ষেও এখন করার কিছু নেই, তবু একটা ক্ষীণ আশা সব সময়ই লেগে থাকে এই বুঝি শত্রুর পশ্চাদভাগ থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হবে। সে ক্ষেত্রে এই একটি মেশিনগানের সাহায্যেই আমরা যথেষ্ট আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারব যার ফলে শত্রুর মনোবল সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়বে আর আমরা তাদের সব মালপত্র বোঝাই গাড়িগুলো দখল করতে পারব। আমাদের সব আশা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মাইল খানেক পথ আমরা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করি; পর্যবেক্ষক বাহিনী ডান দিক থেকে আর আমরা পাহাড়ের উপর থেকে গুলিবর্ষণ করতে থাকি। শত্রুপক্ষ পাল্টা গুলি চালায়, কিন্তু তারা সমানে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। নিরাশ হয়ে আমাদের ফিরতে হয়।

ইভানভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্ক রেজিমেণ্টটি পাহাড়ের গায়ে শায়িত অবস্থায়। মেশিনগানচালককে সঙ্গে নিয়ে আমি যখন এগিয়ে যেতে থাকি দেখি কয়েকজন সৈন্য হাঁটুর উপর রাইফেল বসিয়ে তাক্‌ করে রয়েছে আমাদের আরও নিকটবর্তী হওয়ার অপেক্ষায়। আর কোন দুর্ঘটনা না ঘটে এর জন্য যত জোরে সম্ভব আমি চিৎকার করে বলতে থাকি যে আমরা বন্ধু আর সমানে রুমাল নাড়তে থাকি। কয়েকজন উঠে দাঁড়ায়। তারা এগিয়ে আসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। চিনতে পেরে অবাক হয়ে

মাথা নাড়ে, নিজেদের ভুলের জন্য তারা দারুণ অনুশোচনা করতে থাকে। আমরা পাহাড় থেকে গ্রামে ফিরি।

সেখানে পৌঁছে চাপায়েভের সঙ্গে দেখা। সে ইউনিটগুলো পরিদর্শন করছে। গোলাবাড়ির সমুখে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে সে অংশ গ্রহণ করে এবং সেই পথ দিয়েই সে গ্রামে প্রবেশ করেছে। ঘোড়া ফিরিয়ে আবার তার সঙ্গে পাহাড়ের উপর উঠি।

গ্রামে জীবনের স্পন্দন ফিরে এসেছে। ঘরে ঘরে সব লালফৌজের সৈন্যেরা। কুয়োর চারিপাশে ভীড় করে সব কৃষক রমণীরা জল নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। সামভারে জল চড়াতে হবে — "নতুন বন্ধুদের" চা খাওয়ানর জন্য সবাই ব্যগ্র। তাদের লজ্জা ভয় কেটে গেছে। তরুণদের উত্তেজনার অন্ত নেই। গ্রামের তরুণীরা সৈন্যদের সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি ভাব জমিয়ে নেয় যে দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

এ ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, আমাদের সৈন্যবাহিনী তখন পাহাড়ের চূড়ায়। পশ্চাদপসরণরত শত্রু সৈন্যেরা বনের মধ্যে অতি নিকটে। বাতাসে তখনও লেগে রয়েছে বারুদের গন্ধ, ধূমরাশি তখনও বিলীন হয়ে যায়নি। তা সত্ত্বেও এক কুটিরের খোলা জানলা থেকে ভেসে আসে একর্ডিয়ানের মন-মাতানো সুর। এ সুরের আহ্বান গিয়ে পৌঁছায় সৈন্যদের, তরুণীদের অন্তরে; দলে দলে তারা বেরিয়ে একত্র সমবেত হয়। শুরু হবে নৃত্য — আর বিলম্ব নেই। এ সব ক্ষেত্রে এ অনুষ্ঠান অপরিহার্য।

লালফৌজের সাদর অভ্যর্থনার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এখানে কোন অত্যাচার বা লুঠতরাজ তারা করেনি, এমন কি কাউকে অপমান করেনি বা সামান্য কথা কাটাকাটিও কারুর সঙ্গে তাদের হয়নি। বন্ধু হিসাবে তারা আসে আর সেইভাবে তারা সমাদৃত হয়। পরস্পরকে তারা সম্মান দেখায়, পরস্পরের মধ্যে থাকে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক।

সৈন্যদের অধিকাংশের ভাগ্যেই কৃষকের কুটিরে অতিথি হওয়ার সুযোগ মেলেনি। ময়দানে মালগাড়ির পাশে তাদের ছাউনি ফেলতে হয়।

আমরা খুঁজে পেতে একটা বেশ ভাল পাকাপোক্ত বাড়ি দেখে সেখানে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি। ডিভিশন অপারেশন ডিপার্টমেণ্টের স্থানও ওখানে করা হয়; এরা গত কয়েকদিন মার্চ করে আসার সময় আমাদের সর্বক্ষণের সাথী। টেলিগ্রাম, টেলিফোনের তার বসিয়ে সেগুলো কার্যকরী করা হয়। এখানেও অল্পক্ষণের মধ্যে একটা ছোট্ট সামভার এসে হাজির। টেবিল ঘিরে সব কম্যান্ডার আর রাজনৈতিক কর্মীরা বসে পড়ে। সবাই সবাইকে বলার জন্য উন্মুখ — যুদ্ধের সময় কে কী করেছে, কে কী দেখেছে, কার কী মনে হয়েছে। পরস্পরের কথায় তারা বাধা দেয়, যেটা বলতে শুরু করে সেটা শেষ করে না, এক কথা থেকে অন্য কথা এসে পড়ে। চেঁচামেচি সোরগোল শুরু হয়ে যায়। এ চেষ্টা করে ওর উপর গলা চড়াতে, চেষ্টা করে অন্যদের শোনাতে। কিন্তু শোনবার মেজাজ কারুর নেই।

সদ্য-সদ্য সব অভিজ্ঞতা তাদের মনের মধ্যে গজ গজ করতে থাকে — সবাই তা বলতে চায়। তাদের সব শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। প্রায় আধ ঘণ্টা এই ধরনের কথাবার্তা আর হৈ-চৈ চলে।

হঠাৎ বজ্রপাতের মত ভীষণ গর্জন ধ্বনি। পর পর তিনবার। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাই। উদভ্রান্তের মত টেবিলের সামনে থেকে লাফ দিয়ে উঠে দোরের কাছে দৌড়ে যাই। কারুর হাত থেকে হাত-বোমা পড়েছে? কিন্তু পর পর তিনবার যে আওয়াজ হল?.. তবে কি কামান?.. কিন্তু গোলাবর্ষণ করবে কোথা থেকে?

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা রাইফেল গর্জন করে ওঠে। তারপর একটার পর একটা, এইভাবে একটা বিশৃংখল একটানা গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। লালফৌজের যে সৈন্যেরা মালগাড়িগুলোর কাছে জমায়েত হয়েছিল তারা লাফিয়ে উঠে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। নিমেষের মধ্যে ময়দান ফাঁকা হয়ে যায়। আমাদের মাথার উপর তাকিয়ে দেখি একটি শত্রু বিমান ধীর শান্ত গতিতে রূপোলী হাঁসের মত নীল আকাশে ভেসে চলেছে। নিকটবর্তী একটা সুবিস্তৃত ফলবাগানের মধ্যে বোমাগুলো পড়ে বিদীর্ণ হয়েছে। কিন্তু লালফৌজের একটি প্রাণীও সেখানে ছিল না।

অল্পক্ষণের মধ্যে গ্রামে শান্তি ফিরে আসে, কিছুই যেন ঘটেনি এমনি ভাব। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তারা ঝলমলে বসন্তের রাত্রি ধীরে ধীরে নেমে আসছে। গ্রামটি শান্ত। সদ্য অনুষ্ঠিত সংগ্রামের চিহ্ন, নিষ্ঠুর লোভাতুর মৃত্যু কিছুক্ষণ আগে যা সকলকে গ্রাস করার জন্য উদ্যত হচ্ছিল, তার কথা আর মনে হয় না। কিন্তু আবার আগামীকাল প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে আমাদের অভিযান, আবার অগ্নি শিখার চারিপাশে ঘোরা পতঙ্গের মত জীবন-মৃত্যুর ঘূর্ণিপাকে গিয়ে পড়তে হবে আমাদের সকলকে।

প্রতিদিন সকালে ভীষণ ও মর্মান্তিক সেই একই প্রশ্ন, "আজ কী হবে? বেঁচে থাকবে কারা, কারা মারা পড়বে? কাল কার সঙ্গে মার্চ করবো? আজ যুদ্ধ অবসানের পর কার কার সঙ্গে আর ফিরে দেখা হবে না? এখনও সম্মুখে পড়ে রয়েছে অসংখ্য সংগ্রাম, প্রতিদিনই তীব্র যুদ্ধ। বসন্ত এসেছে ... এখন তো সবে শুরু। কলচাক বাহিনীর প্রথম সারিই শুধু পিছু হঠেছে। তার লক্ষ সৈন্যের সমগ্র বাহিনীটিকে আমাদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলতে হবে। এর জন্য কী পরিমাণ মূল্য আমাদের দিতে হবে? শরৎকাল আসার আগে পর্যন্ত কতশত জনকেই না প্রাণ দিতে হবে! এই যাদের সঙ্গে আজ মার্চ করে চলেছি তাদের কতজনকেই না চিরতরে হারাতে হবে!"

যে যুদ্ধের কথা এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করা হল সেই যুদ্ধের পর বুগুরুস্লানের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। অন্যান্য শহরের মত পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার ফলেই বুগুরুস্লান শহরটি অধিকৃত হয়। শুধু এই যুদ্ধেই নয়, গৃহ যুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসেই অনুরূপ ঘটনা ঘটে। বড় বড় শহরগুলির পথে পথে কদাচিৎ কোন সংগ্রাম করতে হয়েছে। সর্বপ্রধান ও চূড়ান্ত শেষ সংগ্রাম শহরের প্রবেশ-মুখেই সংঘটিত হয় এবং সেই যুদ্ধের ফলাফল যদি রক্ষণকারীদের বিপক্ষে যায় তাহলে তারা স্বভাবতই শহরটি বিনাযুদ্ধে বিজেতাদের ছেড়ে দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে। বুগুরুস্লানের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে।

১১

বেলেবেই অভিযান

চাপায়েভ ডিভিশন অতি দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে, এত দ্রুত যে অন্যান্য ইউনিটগুলোর, প্রয়োজনীয় কি অপ্রয়োজনীয় যে কোন কারণেই হোক, দীর্ঘ-সূত্রতার দরুণ সর্বাত্মক আক্রমণের সম্মিলিত পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হতে থাকে। অন্যান্য ইউনিটগুলোকে তার বহু পিছনে ফেলে এসেছে, তাছাড়া সব সময় সম্মুখ থেকে আক্রমণ করছে বলে তাদের আঘাতে শত্রু সৈন্য ক্ষয় কিম্বা তাদের বন্দী করতে পারার চেয়ে তারা শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। বহু মার্চে পরীক্ষিত এই সব সৈন্যদের সহনশক্তি, তাদের অতি সাধারণ দাবী দাওয়া, যে কোন অবস্থায় যে কোন দিনে রাত্রে সব সময়ে সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুত হয়ে থাকা — এ সবই সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। বহু সময় এমন হয়েছে যে তারা মাইলের পর মাইল মার্চ করে আসার পর ক্লান্তিতে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে — তখন হঠাৎ শুরু হয়ে গেল সংগ্রাম। মুহূর্তের মধ্যে তাদের শ্রান্তি ক্লান্তি সব উবে যায়। আক্রমণ প্রতিরোধ করার পর তারা প্রতি আক্রমণ চালিয়ে পশ্চাদপসরণরত শত্রুর পিছন পিছন ধাওয়া করতে শুরু করে। কিন্তু বহু সময় এমনও হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম আর পথ চলার পর তাদের শক্তির শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত নিঃশেষিত হয়ে গেছে — তারা সর্বপ্রথম বিরতির স্থানটিতে পেঁৗছে মাটির উপর লম্বা হয়ে পড়ে একেবারে মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ে, এমনকি উপযুক্ত পাহারার বন্দোবস্তটুকুও না রেখে। মুহূর্তের মধ্যে সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে — অধিনায়ক, সৈন্য, শান্ত্রী, প্রত্যেকে।

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলেছে তাদের বিজয়ী অভিযান। পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে, সংকীর্ণ পথের ভিতর দিয়ে, নদী অতিক্রম করে (শত্রুপক্ষ পশ্চাদপসরণের সময় সেতু উড়িয়ে দিয়ে যেত), কাদায়, বৃষ্টিতে প্রভাতের শিশির, সন্ধ্যার কুয়াসা সব ভেদ করে তারা চলেছে। একদিন যদি খাদ্য জোটে তারপর দুদিন তাদের কেটে যায় অনাহারে। পরিধেয়ের অবস্থা শোচনীয়, পায়ের জুতোর অবস্থাও তদ্রূপ। রক্তাক্ত

পদ যুগল, অসুস্থ প্রায়ই হয়। তবু তারা চলেছে, দলত্যাগ করতে কেউ রাজী নয়। তারা দুর্দম, তারা অপরাজেয়। সব অসুবিধা, সব কষ্ট তারা মুখ বুজে সহ্য করে। আত্মরক্ষায় তারা লৌহদৃঢ়, তারা উন্নতশির, আক্রমণে তারা দুর্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর, পশ্চাদ্ধাবনে তারা অক্লান্ত। বীরের মত তারা সংগ্রাম করে, "লাল" নাইটদের মত তারা মৃত্যু বরণ করে আর যখন বন্দী হয় তখন শত অত্যাচার, শত উৎপীড়ন সহ্য করে শহীদ হয়। এহেন বিশ্বাসী সৈন্য দল নিয়ে জয়ী না হওয়া অসম্ভব। একমাত্র প্রয়োজন এদের সুপরিচালনা করার দক্ষতা। আর এ দক্ষতা চাপায়েভের আছে সবচেয়ে বেশি — বিশেষ করে সেই সময়ে যে অবস্থায় এই সৈন্য দল রয়েছে সেই অবস্থায় পরিচালনা করার দক্ষতা চাপায়েভেরই আছে। এই জনসমষ্টির বীরোচিত গুণ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও এরা অনভিজ্ঞ। এই নাটকীয় মুহূর্তে, যুদ্ধের উত্তেজনায়, অনেক কিছুই উপেক্ষা করা কিম্বা ক্ষমা করা চলে। এই বিশিষ্ট পরিবেশে এ সবের সাফাই গাওয়াও চলতে পারে। একটা অদ্ভুত উন্মাদনা তখন এদের পেয়ে বসেছে — ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এটা অতুলনীয়। গৃহযুদ্ধের সময় ও তার পূর্বে ছোট বড় বহু ঘটনা ঘটেছে যার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ভলগার জল কোনদিন উজান বইবে না, এহেন অবস্থাও আর কোনদিন সৃষ্টি হবে না। বিস্ময়কর পরমমুহূর্ত নতুন করে বার বার দেখা দেবে — কিন্তু সেগুলির প্রকৃতি হবে ভিন্নতর।

আর তখনকার দিনেই একমাত্র চাপায়েভের মত লোক হতে পারত। অন্য সময় সে রকম লোক হয় না, হওয়া সম্ভবও না। সেই কালে, সেই অবস্থায়, ওই ধরনের জনসমষ্টির মধ্যে থেকেই চাপায়েভের উদ্ভব। আর এই কারণেই সে তার "নিজস্ব" ডিভিশনটি এত সুন্দর ভাবে পরিচালিত করতে পারে। বিখ্যাত পঞ্চ বিংশতিতম ডিভিশনটিকে তার নিজের ডিভিশন অর্থাৎ চাপায়েভ ডিভিশন নামকরণ করার মধ্যে যে একটা নিগূঢ় সত্য প্রকাশ পায় সে কথা সে নিজেও ভাল করে উপলব্ধি করতে পারেনি।

অন্তহীন দুঃসাহসিকতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অসীম ধৈর্য এবং

প্রয়োজনানুযায়ী নির্মম ও নৃশংস হওয়া, তখনকার দিনে ওই সব আধা-পার্টিজান সৈন্য দলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হয়েছিল চাপায়েভের মধ্যে। সাধারণ সৈনিকেরা চাপায়েভকে বীরত্বের প্রতীক বলে মনে করত, কিন্তু এ পর্যন্ত তার কাজে কর্মে অসাধারণ বীরত্বের সে কোন পরিচয় দেয়নি। সে ব্যক্তিগতভাবে যা করত, বহু লোকে ঠিক সেই কাজই করত; কিন্তু এই বহু লোকে যা করত কেউই তা জানত না, কিন্তু চাপায়েভ কী করত তা সকলেই জানত, তাকে অতিরঞ্জিত করে আর তার সঙ্গে আজগুবি আর কাল্পনিক ঘটনা জুড়ে দিয়ে তার টুকিটাকি সবকিছু জানত। ১৯১৮ সালে চাপায়েভ একজন চমৎকার যোদ্ধা, কিন্তু ১৯১৯-এ তার খ্যাতি যোদ্ধা হিসাবে নয় — সে এক মস্ত বীর, সে একজন সংগঠক। কিন্তু তাকে সংগঠক বলা যেতে পারে একটা বিশেষ ও আপেক্ষিক অর্থে। "স্টাফ"দের সে বিন্দুমাত্র সহ্য করতে পারত না — এবং যে সমস্ত বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান বেয়নেট হাতে নিয়ে লড়াইয়ে না নামত সে তাদের সবগুলিকেই এই পর্যায়ে ফেলত। সরবরাহবিভাগ, কম্যাণ্ডাণ্টের অফিস, যোগাযোগ বিভাগ কি অন্য কিছু যাই হোক — এ সবের মধ্যে সে কোন পার্থক্য করত না। রাইফেল হাতে সৈনিক যারা একমাত্র তারাই যুদ্ধ করছে, তারাই জয়ী হচ্ছে, এ ছাড়া অন্য কিছু সে কল্পনা করতে পারত না। "স্টাফ"দের তার দেখতে না পারার আর একটি কারণ হচ্ছে — তাদের সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই জানত না, এবং তাদের যা হওয়া উচিত সে ভাবে তাদের সংগঠিত করতেও সে কখন পারত না। হেডকোয়ার্টারে এসে তাদের বোঝানো, নির্দেশ দেওয়া কি সাহায্য করার পরিবর্তে সে শুধু তাদের গালাগালি আর তিরস্কার করত।

তাকে সংগঠক বলা চলে শুধু এই হিসাবে যে তার সর্বজনপ্রিয় ও কর্তৃত্বমূলক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে তার ডিভিশনটিকে সুসংহত ও দৃঢ় নিবদ্ধ করে রেখেছে, বীরোচিত মনোভাবে তাদের উদ্দীপিত করেছে এবং তাদের মধ্যে অগ্রধাবনের একটা চূড়ান্ত আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। দুর্দমনীয় আগ্রহ নিয়ে বিজয়ের পথে সে তাদের চালিত করেছে, তাদের মধ্যে বীরত্বের একটা মহান ঐতিহ্য স্থায়ীভাবে সে প্রতিষ্ঠিত

করতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেকোন অবস্থায় পশ্চাদপসরণ না করার ঐতিহ্যটি তাদের নিকট একটা পবিত্র দায়িত্ব। এই ঐতিহ্যবাহী রাজিন, পুগাচভ কিম্বা দমাশকিন রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করেছে, অসম্ভব অবস্থার মধ্যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে জয়ী হয়েছে। কিন্তু কোনদিন কখনও তারা পশ্চাদপসরণ করেনি। স্তেপান রাজিন রেজিমেণ্টের কাছে পশ্চাদপসরণ করার অর্থ তাদের বীরত্বের যে সুনাম, তা চিরতরে মসিলিপ্ত করে দেওয়া।

কী মহৎ! কিন্তু এই ধারণা কতখানি ভ্রমাত্মক, কতখানি ক্ষতিকর, কী পরিমাণ বিপজ্জনক!

যুদ্ধ যখন চলতে থাকে তখন চাপায়েভ তার স্বমূর্তি ধারণ করে। কিন্তু যখন যুদ্ধের গতিতে কিছুটা মন্থরতা দেখা দেয় তখন সে কেমন নিস্তেজ বিরক্ত খিট্‌খিটে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দুর্বার গতিতে রণাঙ্গনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করার কাজ তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এমন হয়েছে যখন এইভাবে ছুটোছুটি করার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই, তখন সে একটা না একটা ছুতো বের করে পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে কোথাও লম্বা পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সে কোন একটা ব্রিগেডের নিকট গিয়েছে; তার পার্শ্ববর্তী ব্রিগেডটি যখন জানতে পারে যে সে ওখানে, তারা সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে: 'অবিলম্বে চলে এস — ব্যাপার অত্যন্ত জরুরী।' আর চাপায়েভও দেয় তার ঘোড়া ছুটিয়ে। বাস্তবিকই "জরুরী ব্যাপার" কিছুই না। তার বন্ধু সব অধিনায়কেরা তাদের সর্ব প্রধানের সঙ্গে একসঙ্গে বসে দুটো খোস গল্প করতে চায়—এ ছাড়া আর কিছুই নয়। চাপায়েভের এই সব সহযোদ্ধারাই তো তার দুঃসাহসিক কাজের, তার খ্যাতির ব্যাপক প্রচার করত। তারা না এলে এত সুখ্যাতি তার কোন দিনই রটত না। এহেন অবস্থায় এ কথা যে কোন লোকের ক্ষেত্রেই অবশ্য প্রযোজ্য। বৃহৎ কাজ বা সম্মানীয় কাজ করলেই যে দেশে বিদেশে খ্যাতি রটে যায় তা নয়—এর জন্য প্রয়োজন প্রচারক, অন্ধভক্তের দল যারা তোমার মহত্বে অন্ধভাবে বিশ্বাসী, যারা তোমার দ্বারা অনুপ্রাণিত, যারা মোহমুগ্ধ, যারা তোমার গুণ কীর্তন করতে

আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে সে যা তার চেয়ে বেশি আমরা সব সময় "বীরের" মধ্যে খুঁজে পেতে অভ্যস্ত। কিন্তু অন্যদিকে আমরা গুণী লোকের কদর কম করি, সে যদি সাধারণ সৈনিক হয়।

চাপায়েভের দলের লোকেরা তার সহযোদ্ধা হতে পারায় নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করত, কেননা তার যশঃপ্রভার রশ্মি তাদের উপরও গিয়ে পড়ত। স্তেপান রাজিন রেজিমেণ্টে দুজন বীর ছিল যুদ্ধে যাদের পা উড়ে গিয়েছিল ("বীর" কথাটি বাতিল করা উচিত নয়; এর প্রয়োগের প্রয়োজন আছে, কিন্তু হিসাব করে ব্যবহার করা প্রয়োজন); তারা কাটা পা নিয়ে কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে চলত, একজন ক্রাচের উপর ভর দিয়ে কিছু দূর যেতে পারত। কেউই তারা তাদের এই সুবিখ্যাত রেজিমেণ্টটি ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি। চাপায়েভ এসে এদের সঙ্গে দু'একটা কথা বললে তারা আনন্দিত হত। এরা তাদের রেজিমেণ্টের কাছে বোঝা হয়ে থাকত না — যুদ্ধক্ষেত্রে এরা দুজনেই মেশিনগান-চালকের কাজ করত।

আমাদের এই বীরত্বময় দিনগুলো অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। কেউ এ কথা বিশ্বাস করবে না। তারা ভাববে এ একটা কাল্পনিক বানানো গল্প। কিন্তু এটা একটা সত্য ঘটনা যে দুটো পা কাটা গেছে এমন দুজন লালফৌজের সৈনিক মেশিনগানচালক হিসাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। একটা অন্ধ লোক ছিল — সম্পূর্ণ অন্ধ। তার বন্ধুদের সাহায্যে সে ডিভিশন পত্রিকায় একটি পত্র পাঠায়। সে চিঠি আমাদের কাছে আজও আছে। পুরোটা না হলেও তার মোটামুটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

লাল ফৌজের একজন অন্ধ সৈনিকের পত্র

"কমরেড সম্পাদক,

কীভাবে আমি উরাল কসাকদের কাছ থেকে বলশেভিক কমরেডদের কাছে পালিয়ে আসি সেই মারাত্মক কাহিনী আপনার কাগজে ছাপাবার জন্য অনুরোধ করছি। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা হিসাবে বলে রাখা দরকার কসাক আর লালফৌজ এই দুই পক্ষের মাঝামাঝি জায়গা উরালস্ক রেল স্টেশনে আমরা থাকতাম। কসাক আর লালফৌজের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছিল আমার বড় দুই ভাই রেলে চাকরী করতো।

২০শে এপ্রিল (৩রা মে নতুন পঞ্জিকা) কমরেড য়ের্মশেঙ্কো উরালস্কের উপর, সেমিগ্লাভি মার স্টেশনের উপর যখন প্রথম আক্রমণ করে তখন কসাক সৈন্যদের গভর্ণমেণ্ট ২৩শে এপ্রিল অর্থাৎ ৬ই মে একটা ফারমান জারী করে এই বলে যে, যে সব কৃষক উরালস্ক অঞ্চলে বাস করে তাদের সবাইকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে। আমার ভায়েরা লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। যখন কসাকরা তাদের সৈন্যদলে ভর্তি করার চেষ্টা করে আমার ভায়েরা জোর গলায় বলে যে তারা তাদের কমরেড বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কিছুতেই যাবে না—আর এই জন্য বসাকরা জুন মাসের ২৩ তারিখে দুপুর রাত্তিরে তাদের গুলি করে হত্যা করে। আমি অনাথ হয়ে একা পড়ে রইলাম—আমাকে দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। আমার বাবা-মা পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন। আত্মীয় বলতে কোথাও আর আমার কেউ নেই। তা ছাড়া আমি সম্পূর্ণ অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না। আমার ভায়েদের হত্যার পর আমি কসাক গভর্ণমেণ্টের কাছে গেলাম, তাদের আশ্রয় ভিক্ষার জন্য। কিন্তু কসাক গভর্ণমেণ্ট বলল, তোমার ভায়েরা লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়নি। তুমি তোমার বলশেভিক কমরেডদের কাছে যাও—তারা তোমাকে আশ্রয় দিক। তখন আমি ওদের বললাম, রক্তলোভী জানোয়ারের দল, নিরাপরাধের এত রক্ত খেয়েও তোমাদের আজও বুঝি পেট ভরেনি। তার জন্য আমাকে জেলে পুরে রাখা হলো গুলি করা হবে বলে। জেলে ১৫ দিন থাকলাম, তারপর ওরা আমাকে ছেড়ে দিল। কয়েকদিন শহরের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরলাম না খেয়ে খেয়ে। তারপর ঠিক করলাম বলশেভিক কমরেডদের কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইব, স্থির করলাম হোক আমার দুচোখ অন্ধ, কমরেডদের কাছে আমি পোঁছাবই — আর না হয় পথ ভুল করে স্তেপে কোথাও মরে পড়ে থাকবো। কসাকদের হাতে পড়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তাও ভাল। এক বন্ধু গোপনে আমাকে উরালস্ক থেকে বের করে রাস্তায় উঠিয়ে দিল, আর বলে দিল পথ চলার সময় খেয়াল রেখ—রোদ্দুর যেন সব সময় তোমার পিছনে পিঠের উপর এসে পড়ে, তাহলেই তুমি রাশিয়ায় গিয়ে পোঁছাবে। বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম। কয়েক মাইল যাবার পর আমাকে যে পথ বলে দেওয়া হয়েছিল সে পথ হারিয়ে ফেললাম—কোথায় চলেছি কিছুই বুঝতে পারলাম না। সেই সময় মনে পড়ল আমার সব দুর্ভাগ্যের কথা, আমার ভায়েদের মৃত্যু, আমার দুঃখ কষ্ট, আমার উপর অত্যাচারের কাহিনী। শীতে অনাহারে ছ'দিন ধরে স্তেপ অঞ্চল দিয়ে চলেছি হেঁটে—ছ'দিনের দিন শরীরের সমস্ত শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। ভয়ংকর ক্ষিদে, এক টুকরো রুটি, একবিন্দু জলও জোটেনি এ কদিন — ঠোঁট দুটোয় রক্ত জমে ফুলে উঠেছে। আমার চোখের জলে মাটি ভিজে যায়—কেমন করে যে প্রাণ বাঁচবে তার কোন আশাও দেখি না। তখন গলা ছেড়ে কান্না শুরু করলাম, "দাদা গো, ভাই গো, তোমরা তো মরে শান্তি পেলে—আমাকে কেন ফেলে গেলে এই কষ্ট সহ্য করার জন্য। আমাকে তোমরা ডেকে নাও, আমার কষ্টের শেষ হোক। এই স্তেপে পড়ে

না খেতে পেয়ে আমি মরতে বসেছি, আমার কান্না শুনে কে সাহায্য করতে আসবে আমাকে — কোথাও তো কেউ এখানে নেই।" হঠাৎ শুনতে পাই সম্মুখে কোথাও কুকুর ডাকার শব্দ, ছেলে মেয়েদের গলা। শব্দের দিকে এগিয়ে গেলাম। ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করলাম — এ গ্রামটা কি কসাকদের না কৃষকদের? তারা বলল এটা কৃষকের গ্রাম — গ্রামের নাম ক্রাস্নি তালি — কসাকদের সীমা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। একটি কৃষক আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পেট পুরে আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। তারপর দিন সকালে সে নিজে আমাকে পেঁৗছে দিল মালাখভ্‌কা গ্রাম পর্যন্ত। সেখান থেকে আমি অনেক কষ্টে সৃষ্টে প্রেত্রভস্ক জেলায় এসে পেঁৗছাই।"

তারপর সে বর্ণনা করে সোভিয়েত রাশিয়ায় কীভাবে সে অভ্যর্থিত হয়, কীভাবে সকলে তার দেখাশুনা আদর-যত্ন করে।

"সোভিয়েতের সভাপতি ইভান ইভানভিচ দেভিৎসিন আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনি অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত হন। এখন বলশেভিক কমরেডদের সঙ্গে থেকে আমার সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গেছি। আমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। তারা একটা বড় ঘর আমাকে দেয়, নরম বিছানার ব্যবস্থা করে। তারা আমার ছেঁড়া নোংরা পোষাক খুলে ফেলে আমাকে এনে দিল নতুন জুতো, একটা নতুন স্যুট অর্থনৈতিক ও খাদ্য-সরবরাহ বিভাগ থেকে। আমি সত্যিকারের "বুর্জোয়া"র মত বাস করছি আর এই জন্য আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ..."

এর পর যে সব লোকের নিকট সে কৃতজ্ঞতা জানাতে চায় তার একটা তালিকা দেয়। সে নিম্নলিখিত কথাগুলো দিয়ে তার চিঠিটি শেষ করেছে:

"সর্ব রুশীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র জিন্দাবাদ, কমরেড লেনিন জিন্দাবাদ, অজেয় বীর কমরেড চাপায়েভ জিন্দাবাদ, জেলা সোভিয়েত ও তার অর্থনৈতিক ও সরবরাহ বিভাগ জিন্দাবাদ!"

এটি একটি সাধারণ চিঠি নয় — তার চেয়েও বেশি — এটি আসল কবিতা। সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এই শহীদ, লালফৌজের এই অন্ধ সৈনিকটির নিকট চাপায়েভের কীর্তিকলাপ — পবিত্র বস্তু। চাপায়েভ ভক্তদের মধ্যে এই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক, তার চারণ কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সত্যিকারের যা যা ঘটেছে সে সব সে বলে যেত আর তার সঙ্গে জুড়ে দিত তার কল্পলোকের রচিত আরও কত কি। এবং এই আজগুবি জিনিসগুলো সেই বিশ্বাস করত সবচেয়ে বেশি, তার কারণ এগুলো যে তার নিজের রচনা, এগুলোর উপর সে রঙ চড়িয়েছে নিজের

কল্পনায়। আর নিজের মনগড়া কাহিনীতে বিশ্বাস না করেই বা কে থাকতে পারে?

লালফৌজের গন্ডী পেরিয়ে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে চাপায়েভের যশ।

নভউজেনস্কের সোভিয়েত কর্মচারী লিখিত অপর একটি চিঠি আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। এটা পড়লে বোঝা যাবে চাপায়েভের অসীম ক্ষমতা সম্বন্ধে জনসাধারণের কী অগাধ বিশ্বাস ছিল। চাপায়েভ ডিভিশনের সৈন্যেরা যে সব স্থানে লড়াই করেছে কিম্বা যে সব লোকালয় অতিক্রম করে গেছে, সেই সব অঞ্চলে লোকে তাকে শুধু একজন সামরিক নায়ক নয়, একজন সর্বশক্তিমান প্রভু বলে মনে করত। এই চিঠিটা মোমের কাগজের উপর টাইপ-করা। যত্নসহকারে সিলমোহর এ'টে পত্রবাহক মারফৎ এটা পেঁছে দেওয়া হয় চাপায়েভের হাতে। এই চিঠিতে সোভিয়েত কর্মচারী তিমফেই পান্তেলেইমনভিচ স্পিচকিন নভউজেনস্ক কর্তৃপক্ষের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে চাপায়েভের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এ ক্ষেত্রে দ্রুত ও ন্যায় বিচার একমাত্র চাপায়েভের নিকট থেকে পাওয়া যাবে বলে সে আশা করে। সে লিখেছে:

"জরুরী

ডিভিশন কম্যান্ডার কমরেড ভাসিলি ইভানভিচ চাপায়েভ সমীপেষু

পত্র প্রেরক: তিমফেই
পান্তেলেইমনভিচ স্পিচকিন,
নভউজেনস্কের গণ-বিচারক
মণ্ডলীর সভাপতি।

হৃদয়বিদারক নালিশ

কমরেড চাপায়েভ, এই অভিযোগের প্রতি আপনার বিশেষ মনোযোগ ও এই বিষয়ে আপনার বীরোচিত বিবেচনা প্রয়োগের জন্য অনুরোধ করছি। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ আমি উরালস্ক রণাঙ্গনে একজন সৎ সোভিয়েত কর্মচারী হিসাবে বিদিত, কিন্তু নভউজেনস্কের চোর বদমায়েস প্রভৃতি দুষ্ট লোকেরা আমার কুৎসা রটনা

করছে এবং চোর বদমায়েসদের যে সব কার্যকলাপ আমি প্রকাশ করে দিয়েছি সে সবের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব যাতে না দেওয়া হয় তার জন্য আমাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছে। ঘটনাটি এইরূপ: ১৬ জন চোর চুরি করে... (এখানে স্পিচকিন কে কত চুরি করে ও তাদের নামের একটি তালিকা দেয়)। যখন আমি, স্পিচকিন, এই অপহরণ সম্পর্কে একটি বিবরণ সামারায় প্রেরণ করি চোরেদের মধ্যে যে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়নি (দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে) তারা প্রচার করে যে স্পিচকিন পাগল এবং দাবী করে যে ডাক্তার দ্বারা তাকে পরীক্ষা করা হোক। ডাক্তারগণ মত দেন যে আমি মানসিক সুস্থ। তখন নভউজেনস্কের উক্ত ১৪ জন দস্যু বলে, "আমরা তোমাদের বিশ্বাস করি না" এবং তারা আমাকে সামারায় প্রাদেশিক কমিটির নিকট মনস্তত্ত্ববিদদের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার জন্য পাঠাচ্ছে। কিন্তু কমরেড চাপায়েভ, রণাঙ্গনে আজ সত্য ও ন্যায় বিচারের সমস্ত দায়িত্ব আপনার মত লালফৌজের সৈনিক ও বীর ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত এই কথা স্মরণ করে আমি, স্পিচকিন, আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি অবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদির দ্বারা নভউজেনস্কের উপরি উক্ত ১৪ জন দস্যুদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করে তাদের সামারায় বিপ্লবী ট্রাইবুনালের সম্মুখে বিচারার্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করুন। এইজন্য জনগণ আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাবে। কেননা নিঃস্বার্থ বীর ও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নির্ভীক রক্ষাকারী হিসেবে আপনার নাম জনগণের মধ্যে সুবিদিত। কমরেড চাপায়েভ, আপনার উপর আমার পূর্ণ আস্থা রাখছি। নভউজেনস্কের এই ১৬ জন দস্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

২৫ শে এপ্রিল, ১৯১৯ সাল তিমফেই স্পিচকিন।"

এর সঙ্গে যুক্ত আর একটি পত্রে স্পিচকিন চাপায়েভকে জানিয়ে দেয় কোথায় এবং কীভাবে এই ঘটনা-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব এবং নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখে পত্রটি শেষ করে:

"বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আপনাকে অবিলম্বে অবশিষ্ট দস্যুদের গ্রেপ্তার করবার জন্য প্রার্থনা করছি এবং পুনর্বার জানাতে চাই যে এই সমস্ত জঘন্য বিষাক্ত কীট পতঙ্গাদির হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করলে আপনার সুমহান নামের গৌরব বৃদ্ধি হবে।"

স্পিচকিনের "আবেদন পত্র"টিও কোন অংশে কম নয়। নিশ্চয় ওই চোদ্দটি "বিষাক্ত কীট পতঙ্গের" দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে এ আবেদন পত্রটি পাঠাতে সে বাধ্য হয়।

"কমরেড চাপায়েভ,

জনগণ আপনাকে বীর আখ্যায় ভূষিত করেছে। আপনার যশ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত। শিশুরা পর্যন্ত আপনার জয়গান করে। আমি, স্পিচকিনও, বীর বলে পরিগণিত, তবে সামরিক বিদ্যায় নয়, বেসামরিক ক্ষেত্রে, আমিও বিক্রম ও যশের জন্য আগ্রহে পরিপূর্ণ, আপনি আমার এই কথা অবিশ্বাস করবেন না। কাজের দ্বারা আপনার কাছে এ কথা প্রমাণিত করব। বিপুল তেজ ও প্রচন্ড কর্মশক্তির প্রতীক আমি, এই স্পিচকিন। আমি যদি আপনার নিকট সাক্ষাৎ উপস্থিত হতে পারি এবং আপনি যদি আমার সহিত পরিচিত হন তবে আমি অত্যন্ত প্রীত হব। নিষ্কলঙ্ক সততার অধিকারী বলে এবং যে জনগণের জন্য আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ করছি (আমার মহৎ কার্যাবলী সম্বন্ধে আপনাকে নিজমুখে বলবার ইচ্ছা রইল) তাদের ভালবাসি বলে আমি অবিলম্বে আপনার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হবার বাসনা করি এবং সর্বজন ঘৃণিত সেই দস্যু কলচাকের পরাজয়ের জন্য আপনার সামরিক কাজে আমার অমিত তেজ নিয়োগ করতে ইচ্ছা করি।

আপনার নিকট আমার অনুরোধ অবিলম্বে আমাকে স্বেচ্ছা-সৈনিক হিসাবে লালফৌজ বাহিনীতে ভর্তি করে স্তেপান রাজিন নামযুক্ত সেই সুবিখ্যাত রেজিমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

তিমফেই স্পিচকিন —
নভউজেনস্কের গণ-বিচারক
মণ্ডলীর সভাপতি।"

স্পিচকিনের "হৃদয়বিদারক নালিশ" ও তার "আবেদন পত্র" উভয়ের মধ্যেই বহু পরস্পরবিরোধী দ্ব্যর্থবোধক বিষয় আছে এবং মনে হয় যেন এগুলো সত্যি সত্যিই কোন উন্মাদের প্রলাপোক্তি। কিন্তু এর বিষয়বস্তু যা এগুলোতে অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে তা চাপায়েভের কার্যকলাপের ভিতর পাওয়া যাবে। তবে তার পরিমাণ ও প্রকৃতি কিছুটা পৃথক ধরনের। এ সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করা চাপায়েভের স্বভাব-বিরুদ্ধ। বরং নিজ হাতে সবকিছু অনুসন্ধান করে, গোপন রহস্য আবিষ্কার করে বদমায়েস ও অসৎ প্রকৃতির লোকদের মুখোস খুলে ধরার কাজে নিযুক্ত হতে সে অত্যন্ত আনন্দ পেত। এই চিঠিগুলো যখন আসে তখন যুদ্ধ চরম পর্যায়ে উঠেছে, সুতরাং এ বিষয়ে সে কিছুই করে উঠতে পারেনি, তবে তার দুশ্চিন্তা থেকে যায়। বহু দিন পর্যন্ত এ কথা তার মনে থাকে এবং নিজে গিয়ে অনুসন্ধান করার প্রবল আগ্রহ

থাকা সত্ত্বেও তাকে "অপরাধীদের" চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে অগ্নিবর্ষী একটা চিঠি লিখেই ক্ষান্ত থাকতে হয়। বিন্দুমাত্র বিচারের ব্যবস্থা না করে তাদের অনুপস্থিতিতেই চাপায়েভ স্পিচাকিনের সেই চৌদ্দ জন "বিষাক্ত কীট পতঙ্গদের" চূড়ান্ত বদমায়েস বলে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলে। কোন কিছু বিশ্বাস করার ব্যাপারেও যেমন মত পরিবর্তনের বেলাতেও সে তেমনি। এতটুকু বিলম্ব তার সয় না। কিন্তু এ শুধু সামরিক বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ের বেলায় — সামরিক ব্যাপারে ঠিক তার উল্টোটি ঘটে। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিজের বুদ্ধিতে সে চলে. অন্য কারুর কথা সে বিশ্বাস করে না।

ধীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, চাপায়েভের "বীর" আখ্যার গৌরব-ছটা চির উজ্জ্বল হয়ে থাকার কারণ এই নয় যে সে কোন অতি মানবীয় অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তার যা শক্তি তা সম্পূর্ণ মানবীয়, অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের। বহু সৎ গুণের বিন্দুমাত্র আভাসও তার চরিত্রে নেই --- তবে আবার যে সব গুণ তার ছিল তার মধ্যে কিন্তু কোন ভেজাল ছিল না, সেগুলো অত্যন্ত প্রখর। কাঁচা, অর্ধ-গেরিলা কৃষক সমাজ থেকে সে নিজে উদ্ভূত, তাই সে এদের মধ্যে অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারত — আকাংক্ষিত কর্ম প্রেরণায় চঞ্চল করে তুলতে পারত সকলকে এবং সমস্ত কিছুর মধ্যমণি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সে সমর্থ হত।

চাপায়েভের খ্যাতি তার বীরোচিত কার্যকলাপের ফলে যত না রটেছে তার চেয়ে বেশি রটেছে তার পার্শ্বচরদের দ্বারা। এর অর্থ এই নয় যে গৃহযুদ্ধে চাপায়েভের যে বিরাট ভূমিকা তাকে কোন রকমে ছোট করা হচ্ছে, তবে একটা জিনিস সব সময় বোঝা ও মনে রাখা প্রয়োজন যে চিরদিনই যে কোন বীরের নামের সঙ্গে সত্যিকারের ঐতিহাসিক ঘটনার চেয়ে নানা কাহিনী অনেক পরিমাণে জড়িত থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে এত লোক থাকতে কেবল চাপায়েভকে কেন্দ্র করে এত কাহিনী কেন সৃষ্টি হল? আর তার নামের জনপ্রিয়তাই বা কেন এত বেশি হল?

তার কারণ এই যে, অকপট কাঁচা দুর্ধর্ষ লোকেরা, যাদের সে "নিজের" লোক বলে মনে করত, তাদের গুণাবলী অন্য অনেকের চেয়ে

তার মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। সে যা করত তা ছিল তাদের উপযোগী। এদের সমস্ত গুণাবলীর সে ছিল আধার, বিশেষ করে যেগুলোকে তারা সবচেয়ে বেশি মূল্যবান বলে মনে করত, সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করত — যেমন দুর্জয় সাহস, দুঃসাহসিক উদ্যম এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। এই সব গুণাবলী অন্যের তুলনায় তার ক্রিয়াকলাপে যে বেশি করে প্রকাশিত হত তা মোটেই নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কমই হত। তবে সেগুলো লোকের সম্মুখে কী ভাবে তুলে ধরতে হয় তা তার খুব ভাল ভাবে জানা ছিল এবং এ ব্যাপারে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবেরা তাকে সাহায্য করতও প্রচুর। তার ফলে তার কার্যকলাপ হয়ে উঠত অপূর্ব বীরত্বব্যঞ্জক আর অলৌকিক প্রভাব বিশিষ্ট। বহু লোক ছিল যারা তার চেয়ে অনেক বেশি সাহসী, অনেক বেশি চতুর, অধিনায়ক হিসাবে যারা অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন এবং যাদের রাজনৈতিক জ্ঞানের মান অনেক উচ্চে — কিন্তু এই সব "বহু জনের" নাম বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে, এদিকে চাপায়েভের নাম বহুদিন মনে থেকে যাবে। তার কারণ, সেই পরিবেশ থেকে সে নিজে উদ্ভূত, তাছাড়া তার সহযোদ্ধা বিভিন্ন ব্যক্তিরা যে সব পৃথক পৃথক গুণাবলীর অধিকারী ছিল সেই সমস্ত গুণাবলীর কেন্দ্রীভূত এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল তার একার চরিত্রে।

একের পর এক সবগুলি আক্রমণের বর্ণনা দেওয়ার কোন প্রয়োজন এখানে নেই — কিম্বা সবিস্তারে সামরিক নির্দেশগুলির উল্লেখ করা, তাদের দোষ-গুণ বিচার অথবা জয় ও পরাজয়গুলির উল্লেখ করারও প্রয়োজন নেই। যুদ্ধের ইতিহাস যাঁরা লিখবেন তাঁদের এ সবের প্রয়োজন হতে পারে। পর্যায়ক্রমে সমস্ত ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া, স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করার দাবী আমরা করছি না। তদানীন্তন যুগের জীবনের ও যুগ বৈশিষ্ট্যের চিত্র অংকনই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য — তার বেশি নয়। যেমন, এখন বেলেবেই'এর পথে, আমরা বিশুদ্ধ সামরিক কার্যকলাপের একটা বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব না — আমরা সেই সময়কার দৈনন্দিন জীবন যাতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এমনি ধারা দুই কি তিনটি চিত্র অংকন করেই ক্ষান্ত হব।

বুগুরুস্লানের অদূরে সিজভের ব্রিগেড দ্মিত্রিভ্স্কয়ে গ্রাম থেকে তাতারস্কি কন্দিজ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। এখানে একটি তুমুল যুদ্ধ হয়। শত্রুপক্ষ তখনও বিশ্বাস করতে চায়নি যে বুগুরুস্লান পরিত্যাগ করে আসার পর তাদের হাতে আর আক্রমণোদ্যোগ নেই, তাদের বিজয়ী অভিযানের পর্ব শেষ হয়ে গেছে, এখন শুরু হয়েছে আত্মরক্ষা করা আর পশ্চাদ্ধাবন করার পালা। তারা তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে লালফৌজ বাহিনীর আক্রমণে তীব্র আঘাত হানে। কিন্তু ইতিমধ্যেই খুব দেরী হয়ে গেছে। বিজয়ী হব এই দৃঢ় বিশ্বাস শ্বেত সৈন্যদের মন থেকে চলে গেছে। এখন এ বিশ্বাসে লালফৌজের সমস্ত সৈন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং তারই সঙ্গে তাদের মনে প্রেরণা জেগেছে অক্লান্ত পরিশ্রম ও দুর্জয় সাহস প্রদর্শনের যেটা হল জয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আস্থার সহচর। গুরুত্বপূর্ণ ও উজ্জ্বল কোন মুহূর্তে এক পক্ষ থেকে অপর পক্ষের হাতে উদ্যোগ চলে যায়, সেই মুহূর্তটি কেবলমাত্র যারা অন্ধ তারাই উপলব্ধি করতে পারে না। হঠাৎ এক পক্ষের শক্তিক্ষয় শুরু হয়ে যায়, তারা ম্লান হয়ে পড়ে, শিথিলতা এসে যায় তাদের। আর অপর পক্ষ যেন প্রাণ-দায়িকা সঞ্জীবনী সুরা পানে প্রমত্ত হয়ে ওঠে। গর্বোন্নত শির সে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, জ্বলে ওঠে তার দুটো চোখ, তারা অপ্রত্যাশিত মহিমায় সুন্দর আর ভয়ংকর হয়ে ওঠে। যে সৈন্যবাহিনীর শক্তি ক্রমশ হ্রাস হতে শুরু হয়েছে তার জীবনে এমন এক মুহূর্ত আসে, যখন সে এত দুর্বল, এত অবসন্ন হয়ে পড়ে, যে সেই অন্তঃসারশূন্য শ্লথবীর্য বাহিনীর মৃত্যুমুখে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। দীর্ঘকাল ধরে আভ্যন্তরীণ যে-ক্ষয়ের প্রক্রিয়া চলছিল সেটা উপরে ভেসে ওঠে — শেষ হয় মৃত্যুতে। সামান্য কিছুদিন আগে বুগুরুস্লানে শ্বেত এ্যাড্মিরালের যে দুর্ধর্ষ সেনা বাহিনীকে অজেয় বলে মনে হয়েছিল আজ তা জীবন্মৃত অবস্থায় — আজ তার ভাগ্যে মৃত্যু অবধারিত। ইতিহাসের অমোঘ হস্ত অপরাধীর ঘৃণ্য ললাটে হীন মৃত্যুর কলংক কালিমা মাখিয়ে রেখেছে।

অপরদিকে, কলকারখানা, ট্রেড ইউনিয়ন, পার্টি সংগঠন থেকে লাখো নতুন নতুন সৈন্যের আগমনে নব বলে বলীয়ান, স্থির সংকল্প লালফৌজ তখন প্রাণ বন্যায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে যেন ঘুম থেকে সদ্য জেগে-ওঠা

প্রাচীন উপাখ্যানের বীর—সকলকে সে আহ্বান জানায় রণে, সর্বজয়ী হয়ে সে দূর করে দেবে প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাকে।

এ প্রাণ-স্পন্দনে চাপায়েভ ডিভিশনও অনুপ্রাণিত হয়; এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সিজভের ব্রিগেড শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং রুস্কি কন্দিজ ও তাতারস্কি কন্দিজের কাছে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ফ্রুঞ্জে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে পেঁছেই সমগ্র অবস্থাটির বিচার বিশ্লেষণ করে ফেলেন। সিজভের সর্বশেষ সাফল্যের সংবাদ জেনে নিয়ে তিনি ওইখানে ওই ঘরে বসেই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য খসড়া লিখে ফেলেন। এতে বিজয়ী সৈন্যদের মনোবল শতগুণ বেড়ে যায় আর সিজভ এই প্রশংসার ফলে উৎসাহিত হয়ে নতুন জয়লাভের শপথ নিয়ে বসে।

চাপায়েভ তাকে বলে, 'তাই যদি হয়, তবে শুধু শুধু শপথ নেওয়া উচিত নয়। ওই পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছ?' বলে সে জানলা দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে দেয়; কোন জায়গা, নদী বা গ্রামের নাম সে করে না। 'তুমি ওইগুলো দখল কর — আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে আমার এই রুপোর তরোয়ালটা দিয়ে দেব।'

সিজভ হেসে জবাব দেয়, 'ঠিক আছে।'

এই গুরু গম্ভীর শপথ গ্রহণের ঠিক তিন দিন পরেই তারা পরস্পরকে গুলি করে খুন করে আর কি। ঠাণ্ডা লেগে ফিওদর ক্লিচকভ তখন শয্যাগত। চাপায়েভের সঙ্গে রণাঙ্গনে ঘুরতে সে তার জায়গায় তার সহকারী ক্রাইনিউকভকে পাঠায়। তাদের তৃতীয় বার যাত্রায় ঘটনাটি ঘটে। ক্লিচকভ অসুস্থ বলে তাকে কিছু জানান হয় না, কিন্তু ভাসা-ভাসা গুজব তার কানে এসে পেঁছায়। চাপায়েভও চুপচাপ থাকে। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে, অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। কিন্তু ফিওদর ভাল হয়ে হেডকোয়ার্টারে পেঁছান মাত্র সিজভ তাকে সব কথা বিস্তারিত ভাবে বলার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে।

সে ফিওদরকে বলে, 'বাজে সামান্য একটা ভুল, কমরেড ক্লিচকভ। দুজনেরই আমাদের কিছুটা মাথা গরম হয়ে ওঠে... তেমন কিছুই হয়নি... বোকামি... বলার মত কিছু না, কিন্তু তোমাকে বলছি, আমি নিজেই এমনি বোকামির কথা মনে রাখতে ভালবাসি। তুমি তো জান

কী রকম তার মাথা গরম! সে না করতে পারে এমন কিছু নেই। আগুন জেবলে তার মধ্যে সে ঝাঁপ দিতেও পারে। সব সময় ওর উপর কড়া নজর রাখা দরকার। কিন্তু তুমিও আবার নেই। আর তোমার ওই সহকারী, বেশ ছোকরা, সবকিছুতেই হাসি। ওর সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টাই সে করে না, আর চাপায়েভ তো আবার যার তার কথায় কান দেওয়ার লোক নয়। বোকার মত কাজ আমরা করে ফেলেছিলাম, তবে তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম — দুটো পা ভীষণ টাটাচ্ছিল। সমস্ত শরীরটা একেবারে অবশ। ভাবলাম একটু যদি ঘুমিয়ে নিতে পারি তাহলে হয়তো কিছুটা ভাল লাগবে। পড়া মাত্র একেবারে বেহুঁস। ভাস্‌কা — মনে পড়ছে ওই ছোকরার কথা — ভীষণ পাজি, আমার আর্দালীর কাজটাজ করে — সেই ছোকরা একটা তাতারদের বাড়ি জোগাড় করে, ভীষণ নোংরা, ছোট্ট একটা ঘর। সেখানে মাত্র একটা বেঞ্চি দেওয়ালের পাশে পাতা — ব্যস্‌, আর কিছু নেই। ওই বেঞ্চিটার উপর পড়ে মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমানোর আগে ভাসকাকে ডেকে বললাম, "ব্যাটা দেখিস, সকালে যেন একটা মুরগী তৈরী থাকে, বুঝলি?" "বুঝলাম," সে জবাব দিল। তারপর আমি ঘুমিয়ে তো পড়লাম। নানা ছাইভস্ম স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। মুরগীর বদলে যেন কাঁটা দিয়ে কলচাককে খোঁচাচ্ছি। আমি খোঁচা মারছি, সে অন্য দিকে বেঁকে যাচ্ছে — আবার খোঁচা মারছি, সে ব্যাটা মাথা নীচু করে নিচ্ছে: তারপর সে হারামজাদা দেখি ঘাড় কাৎ করে, দাঁত বার করে হাসছে। ক্ষেপে উঠে কাঁটা দিয়ে তার মাথায় খটাস করে মারলাম এক বাড়ি — দুখান হয়ে ওটা গেল ভেঙ্গে, তখন দেখি, ওটা কাঁটা নয়, ওটা তরোয়াল। তখন বাঁটটা শক্ত করে ধরে ওর মাথার মধ্যে ঠুকতে লাগলাম। মাথা তো নয়, ওটা দেখি টেলিগ্রাফের পোস্ট আর একের পর এক সব টরে-টক্কা দাঁড়কাকের মত লাফিয়ে লাফিয়ে এসে পড়ছে। আমি বুঝে ফেললাম এ হচ্ছে চাপায়েভের কাজ। সে তার গতকালের অর্ডার পাঠাচ্ছে। তার অর্ডারের সঙ্গে আমার মতের মিল হয়নি। সে জানিয়েছিল, তুমি শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করে ছেড়ে দাও — অপর একটা ব্রিগেড যাচ্ছে তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। মনে মনে বললাম, তোমার নিকুচি করেছে। আমাদের যা ক্ষতি হল আমাকে তার শোধ তুলতে হবে, না হবে না? একশ জন সৈন্য

আমাদের পাহাড়ের উপর মারা গেল, তাদের যে সেখানে ফেলে এলাম — এ দেনা আমার শুধবে কে? এক হাঁকে কুর্গিনকে ডেকে বললাম, লেখ অর্ডার। কুর্গিনের হাতে কাগজ, কানে পেন্সিল সব সময়ই থাকে। ঝড়ের মত লিখতে পারে। আমার গলা ঝেড়ে নেওয়ার আগেই তার হেডিং লেখা সারা। বললাম, অর্ডারে লেখ শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করার পর অন্তত মাইল দশেক তার পিছু পিছু ধাওয়া করে যেতে হবে! বুঝতে পেরেছ? সে জবাব দিল, বুঝেছি। এ আর ভাসকা — এরা দুজনই — আমি একটু মুখ খুললেই সব বুঝে ফেলে। দুজনেই এরা এক ধাতুতে গড়া। জানতাম যে চাপায়েভ আমায় দারুণ গালাগালি করবে। কিন্তু এ রকম ভুল সে করলে আমি কী করতে পারি বল? আমি তার সঙ্গে আলোচনা করে সবকিছু বোঝানর জন্য টেলিফোন করার চেষ্টা করি, কিন্তু ওই শয়তান প্লেশকভ্ — ডিভিশন চীফ-অব-স্টাফ, ওকে তো জান — চাপায়েভকে ডেকেই দিল না। সে বলে দিল, অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে, সেটা পাল্টানোর জন্য আর কোন কথা চলতে পারে না। বেশ, না চলতে পারে, চলবে না। কিন্তু আমারও মাথা বলে একটা বস্তু আছে। কুর্গিন অর্ডারটা লিখে দিল, আমি সই করে ছেড়ে দিলাম। তারপর শুরু হল মজা। তবে জানতাম যে এর জন্য আমার কপালে দুর্ভোগ আছে। চাপায়েভ কোনদিন তার অর্ডার অদল-বদল করা সহ্য করে না। এমনি করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত কী স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। হঠাৎ বেঞ্চির উপর উঠে বসেছি। সূর্য তখন উঠেছে কি ওঠেনি — তখনও ঘোর-ঘোর রয়েছে। চাপায়েভ এসে হাজির — তার আর তর সয়নি, সারা রাত্তির ঘোড়া ছুটিয়েছে।

'"শুয়োর-কা-বাচ্চা, কি ভেবেছ তুমি শুনি?"

'"আমি শুয়োর-কা-বাচ্চা নই, কমরেড চাপায়েভ। মুখ সামলে কথা বল," উত্তরে আমি বলি।

'অমনি সে রিভলবার বের করতে যায়। "তোমাকে গুলি করব," বলে সে একেবারে খেঁকিয়ে ওঠে। খাপ পর্যন্ত তার হাত পৌঁছেছে — ততক্ষণে আমার রিভলবারও বের করেছি, বললাম, "আমারটা কিন্তু তৈরী, এবার কর তোমার গুলি!"

'গলা ফাটিয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, "ব্রিগেড কম্যান্ডারের পদ থেকে

তোমাকে দূর করলাম! এক্ষুনি তোমার জায়গায় অন্য লোক এনে বসাচ্ছি! লেখ অর্ডার! মিখাইলভকে বসালাম তোমার জায়গায় — আভি নিকালো! শুনতে পেলে! কী ধরনের কম্যান্ডার তুমি? আমি বললাম তাদের দাঁড়াতে, আর তারা শুরু করলে দশ মাইল দৌড়ানো। এর মানে কী শুনি? এর নাম কি কম্যান্ডারগিরি?"

'তারপর সে ব্যাটা গরম গরম যা শোনাল! কিন্তু রিভলবার আর বের করে না। আমিও আমারটা পুরে রাখলাম। কথা কাটাকাটি করে কোন ফায়দা নেই, তাই কুর্গিনকে ডেকে বললাম, "লেখ একটা অর্ডার!" তারপর যেভাবে লেখা দরকার সে লিখে ফেলে।

'"চারজন সংবাদ-বাহক — এই মুহূর্তে!"

'তারা এসে হাজির।

'"এই সব চিঠি মিখাইলভের। রওনা দাও, জলদি!"

'মুখ থেকে কথা বেরনোর আগেই তারা রওনা দেয়। আমরা চুপচাপ বসে আছি এ ওর মুখের দিকে চেয়ে। যা বলার তা সবই তো বলা হয়ে গেছে। আমাদের রাগ পড়ে আসতে থাকে। আমি বেঞ্চির ওপর বসে, চাপায়েভের বসার জায়গা নেই, সে দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে। তার চক্‌চকে নীল দুটো চোখ দিয়ে রাগে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। আমি ভাবলাম, ঠিক আছে। আর কতক্ষণ রাগ থাকবে, আপনাতেই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। আর বললে বিশ্বাস করবে না, ঠিক সেই মুহূর্তে ভাসকা দোরের ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে: "মুর্গী তৈরী!"

'ঝগড়া করলে কি হয় — তাকে তো খেতে বলা দরকার।

'বললাম, "কমরেড চাপায়েভ, ওখানে ওই বাগানে তুমি আমার সঙ্গে বসে খাবে না?"

'ওখানে একটা বাগান ছিল।

'"খাব," সে উত্তর দিল।

'তার গলার স্বর তখনও মোলায়েম হয়নি, তবে রাগ আর নেই। হয়তো হেসেই ফেলত, কিন্তু তার বোধ হয় লজ্জা করছিল।

'বাগানে গেলাম। বসলাম। তবু কারুর মুখে কোন কথা নেই।

'"সিজভ," সে বলে ওঠে, "সংবাদ-বাহকদের ফিরিয়ে আনো।"

'বললাম, "সম্ভব নয় কমরেড চাপায়েভ। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে; তাদের ফেরাবো কেমন করে?.."

'আবার তার চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। "ওদের চেয়ে দ্রুতগামী যারা তাদের পাঠাও," চিৎকার করে সে বলে ওঠে।

'"ওদের চেয়ে দ্রুতগামী কেউ নেই। ওরাই হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুতগামী।"

'"তাহলে তোমার ওই সবচেয়ে দ্রুতগামী যারা তাদের চেয়ে দ্রুতগামীদের পাঠাও। কী, আমার কথা বুঝতে পারছ না?"

'না বুঝে কি আর উপায় আছে — বুঝছি সব। কিন্তু মনে মনে ভাবলাম আর একটু ক্ষেপিয়ে দেখি না — আমাকে "শুয়োর-কা-বাচ্চা" বলবে কেন?

'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে শুয়োর-কা-বাচ্চা বলেছিলে কেন?" আমার বুঝি মান সম্মান নেই? দোষ করে থাকি পাঠিয়ে দাও ট্রাইবুনালের কাছে, হোক বিচার, তারা আমাকে গুলি করে হত্যা করুক, কিন্তু আমাকে শুয়োর-কা-বাচ্চা বলতে পার না।"

'সে তখন বলে, "মেজাজ তখন বিগড়ে গিয়েছিল আমার। রাগের মাথায় তখন কী বলেছি না বলেছি, ভুলে যাও সব।"

'এবার আগের চেয়ে বেশি — এবার ছ'জনকে ঘোড়ায় রওনা করে দেওয়া হল। তারা চলল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সবাই একসঙ্গে ফিরে এসে হাজির। ফাঁকা আওয়াজ করে তারা প্রথম দলটিকে দাঁড় করায়।

'তখন আমরা সব অর্ডারগুলো ছিড়ে-খুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

'ও বলল, "নিজের অর্ডার কখন বদলাবে না। করুক তারা শত্রুর পেছন-পেছন ধাওয়া। অর্ডার পাল্টানো ভাল না। যা করার তা আমি নিজেই করবো।"

'এই হচ্ছে ব্যাপার। এইখানেই তার শেষ। মুর্গী খাওয়া চলল, আর আমাদের কোন কথা কাটাকাটি হয়নি। বুঝলে কমরেড ক্লিচকভ, আমাদের মধ্যে এ রকম হয়েই থাকে। আমরা গলাবাজি করি — এ ওকে যা-তা বলি, চেঁচামেচি হৈ চৈ — তারপর সব চুকে যায়, একসঙ্গে চা খাই, গল্প করি।' এই বলে শেষ করে সিজভ।

'এই কি তোমার সব?' হেসে জিজ্ঞাসা করে ফিওদর।

'আবার কী থাকবে?' সিজভও দাঁত বার করে হাসে। 'তখন সব কাজ সেরে ফেলেছি: পাহাড় দখল শেষ, বহু সৈন্য বন্দী করেছি — ওই যাদের সেদিন ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর যখন ফিরে আসছি, ফেরার পথে দেখছি ঘোড়া ছুটিয়ে সে আসছে।

'"হ্যালো সিজভ," বলে আমাকে ডাকল। খুব খোস-মেজাজ, মুখে হাসি।

'আমি বললাম, "হ্যালো চাপায়েভ। শরীর কেমন?"

'কোন কথা না বলে সে আমার কাছে এসে দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমাকে তিন বার চুমু খেল।

'"তুমি জিতেছ, এই নাও," বলে সে কোমর থেকে তার রুপোর তলোয়ারটা খুলে আমার কাঁধের উপর বেল্টটা ছুঁড়ে দিল। কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল। মনটা কেমন করে উঠল — সে ওখানে দাঁড়িয়ে তলোয়ারবিহীন অবস্থায়! আমি আমার এই সাধারণ গোছের তলোয়ারটা খুললাম।

'বললাম, "এই নাও। আমারও একটা স্মৃতি তুমি রাখ।" একবার কোন কথা দিলে তার কথা সে রাখবেই, তুমি তো ভালই জান তাকে।'

এইখানে তাদের কথাবার্তার শেষ। সিজভের টেলিফোন আসে। তার রেজিমেণ্টের লোকেরা কী যেন চাচ্ছে। ফিওদর আর ও কথা তোলে না। যা ঘটেছিল তার সবটাই তো বলা হয়ে গেছে। ব্যাপারটা তেমন কিছু জরুরী কিম্বা গুরুতর নয়। তবু, ওরা দুজনেই রেগে গেলে এমন কাজও করে ফেলতে পারে যার ফলে হয়তো সৃষ্টি হয়ে যেত বহু জটিলতা। সর্বক্ষণের জন্য তাদের প্রয়োজন একজন নার্সের, যে তাদের উপর সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারবে; আর এ কথাও সত্যি যে সেই নার্সের অনুপস্থিতিতে তারা পরস্পর গলা কাটাকাটি করে মরবে, এমনকি তার সঙ্গে বহু লোকেরও গলা কাটা পড়ার সম্ভাবনা।

লড়াইয়ের পর ২২০ নং রেজিমেণ্ট ত্রিফনভকা দখল করে। তারপর সৈন্যদের বাড়ি বাড়ি বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। লালফৌজের কয়েকজন

সৈন্য যখন সর্বশেষ বাড়িটিতে প্রবেশ করে, ঘরের মেঝেয় প্রচুর রক্ত দেখে তারা অবাক হয়ে যায়। ব্যাপার কী তারা ভেবেই পায় না। বাড়িটি যার সেই কৃষককে তারা প্রশ্ন করতে শুরু করে। সে কোন জবাব দেয় না। তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের করা যায় না। তখন তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তার প্রতি কিছু করা হবে না। কী ঘটেছে, সে কথা সে যদি বলে দেয়, তবে "প্রয়োজন হলে" কম্যান্ডার ও কমিশারের কাছে গিয়ে তারা তার পক্ষ সমর্থন করবে। তখন আর কোন কথার মধ্যে না গিয়ে সেই কৃষকটি তাদের একটি খোলা চালার নিকট নিয়ে গিয়ে একটা সারের গাদার ওপর থেকে খানিকটা সরিয়ে রক্তাক্ত অবয়বহীন কাদামাটি মাখা লাল টক্‌টক্‌ করছে এই ধরনের কী একটা দেখিয়ে বলে: 'ওইখানে!'

বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সৈন্যেরা, এগিয়ে গিয়ে দেখে ওই অবয়বহীন রক্তাক্ত পিণ্ড মনুষ্য দেহের। বেয়নেট দিয়ে, ছুরি দিয়ে, কেউ খালি হাতে সরিয়ে ফেলে সার, টেনে বের করে আনে দুটো উষ্ণ মৃতদেহ: দুটোই লালফৌজের সৈনিকের মৃতদেহ।

মৃত বলে প্রতীয়মান একটি দেহের হাত হঠাৎ নড়ে ওঠে। যারা দেহটি ধরেছিল চমকে পিছনে লাফিয়ে ওঠে, আবার দেহটাকে তারা ফেলে দেয় সারের গাদার উপর। দেহটির একটি পা গুটিয়ে আসে, তারপর সোজা হয়ে গিয়ে আবার গুটিয়ে আসে। রক্তাপ্লুত ফোলা চোখের পাতা নড়ে ওঠে, সামান্য একটু ফাঁক হয়। চোখের নিশ্চেষ্ট নিষ্প্রাণ ভাব দেখে মনে হয় লোকটি সংজ্ঞাহীন।

মর্মান্তিক আবিষ্কারের দুঃসংবাদ সমগ্র বাহিনীর মধ্যে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। দেখার জন্য সকলে দৌড়ে যায়, কিন্তু ব্যাপারটা কী, কেউ জানে না, কত কী যে আন্দাজ করে, কত উদ্ভট চিন্তা যে তাদের মাথায় আসে — কিছুতেই কোন কূলকিনারা তারা পায় না। কৃষকটিকে প্রশ্ন করা হয়। সে আর চেপে রাখার চেষ্টা না করে, কীভাবে কী হয় সব কথা খুলে বলে।

মনে হয় আন্তর্জাতিক বাহিনীর দুজন পাচক কয়েক ঘণ্টা আগে ত্রিফনভ্‌কায় এসে পড়ে। গ্রামটি তখনও শ্বেতরক্ষীদের অধিকারে ছিল,

কিন্তু তারা এটাকে লালফৌজ অধিকৃত অন্য একটা গ্রাম বলে ভুল করেছিল। তারা ঘোড়ায় চড়ে বাড়িটার নিকটে পৌঁছে সরবরাহ বিভাগটা কোথায় খোঁজ করে। কসাকেরা ছিল ঘরের মধ্যে বসে — তারা দৌড়ে বেরিয়ে আসে, চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভয়-বিহ্বল ওই পাচক দুজনের উপর, ওদের ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যায় ঘরের মধ্যে। তারা প্রথমে তাদের শুধু প্রশ্ন করে, কোথা থেকে তারা আসছে, কোথায় যাচ্ছে, ওই অঞ্চলে কয়টি ইউনিট আছে, এক এক ইউনিটে কতজন যোদ্ধা আছে। সব কথা যদি তারা সত্যি বলে তবে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পাচকেরা তাদের কী বলে, সেগুলো সত্যি কি মিথ্যে তা বলা মুশকিল। কসাকরা সব কথা শোনে, সেগুলো লিখে নেয়, তারপর আরও প্রশ্ন করে, এইভাবে দশ মিনিট কেটে যায়।

'আর কিছু তোমরা জান না?' একজন কসাক ওখানে বসেছিল, সে জিজ্ঞাসা করে।

'না, আর কিছু জানি না।' বন্দীরা উত্তর দেয়।

'তোমাদের টুপির ওপর ওটা কী? তারকা, না? ও, তোমরা সোভিয়েতের পক্ষে? শালা শুয়োর-কা-বাচ্চা! দেখ দেখ, শালারা কী এঁটেছে!'

লালফৌজের সৈনিকরা কোন কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। গতিক সুবিধের নয় তারা সম্ভবত বুঝতে পারে। কসাকদের মেজাজ বিগড়াতে একটুও বিলম্ব হয় না। যখন তারা ওদের প্রশ্ন করছিল তখন কোন রকম ঠাট্টা কি বিদ্রূপ তারা করেনি, কিন্তু এখন তারকা দেখামাত্র তারা গালিগালাজ, হম্বিতম্বি শুরু করে দেয়। একজন লোকের পাঁজরে তারা খোঁচা মারে।

'ওঃ, তুমি রান্না কর?'

'হুঁ।' সে মৃদু স্বরে জবাব দেয়।

'শালারা, বলশেভিকদের খাওয়াও, না?'

'সবাইকে খাওয়াই,' এবার জবাব আসে আরও মৃদু স্বরে।

'সবাইকে?' তড়ফে ওঠে কসাকটা। 'সবাইকে কেমন খাওয়ান হচ্ছে,

তা জানা আছে শুয়োর? তোমরা শালারা দেশটাকে আঁস্তাকুড় করে ছেড়েছ!'

সে তখন অশ্লীল ভাষায় গালাগালি শুরু করে দেয়। একটু পিছু হটে এসে সৈন্যটির মুখের উপর প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করে। দরদর করে তার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। এই সংকেতের জন্যই বুঝি অন্য সব কসাকরা অপেক্ষা করছিল। এই আঘাত তাদের মারের হাত খুলে দেয়, রক্ত দেখে নিষ্ঠুর বীভৎস লীলায় তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। লাফ দিয়ে ওঠে সব কসাকরা, হাতের কাছে যে যা পায় তাই দিয়ে লালফৌজের লোকদের শুরু করে দেয় মারপিট — আঘাতের পর আঘাতে তাদের মেঝের উপর ফেলে দিয়ে লাথির পর লাথি চালাতে থাকে। সবাই থুথু ছিটায় তাদের উপর।

তারপর সেই খুনেদের একজনের মাথায় পৈশাচিক পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়ার এক মতলব জাগে। অসহায় ওই দুই ব্যক্তিকে তারা মেঝে থেকে তুলে এনে চেয়ারের উপর বসিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। তারপর কসাকরা তাদের ঘাড়ের মাংস চাকা চাকা করে কাটতে থাকে, এক টুকরো কেটে সেই ক্ষত স্থানে ছিটিয়ে দেয় নুন, আবার কাটে, আবার ছিটায় নুন। অসহ্য যন্ত্রণায় পাগলের মত চিৎকার করতে থাকে তারা। সৈনিক দুজনের মর্মভেদী সে কি চিৎকার। কিন্তু এতে উন্মত্ত পশুদের বীভৎসতা আরও বেড়ে যায়। এইভাবে কাটা আর নুন ছিটানো কয়েক মিনিট ধরে তারা চালিয়ে যায়। তারপর বন্দী সৈনিকের একজনের বুকে এক কসাক বিঁধিয়ে দেয় তার বেয়নেট, অপর এক কসাকও তাই করে। আর একদল কসাক তাদের থামিয়ে দেয় — এতে যে তারা মারা যাবে, এতে তো তারা বেশি কষ্ট পাবে না! তবু একজন বন্দী ওতেই প্রাণ হারায়। অপর জনেরও প্রাণ বেরোনোর উদ্যোগ, সেই এখন সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চলেছে ...

কয়েক ঘণ্টা আগে শ্বেতরক্ষীরা যখন ত্রিফনভ্‌কা ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত, তখন তারা যে দুজন লালফৌজীকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করে তাদের টেনে এনে চালার নীচে সারের গাদায় লুকিয়ে ফেলে।

আদ্যোপান্ত ঘটনাটি হচ্ছে এই।

সৈন্যবাহিনী নিরুদ্ধ আক্রোশে শুনে যায় এই অমানুষিক অত্যাচারের ভয়াবহ কাহিনী। তার পর মৃতদেহ দুটি সবাই যাতে দেখতে পায় এমন জায়গায় রাখা হয়। এবং আর যা যা প্রয়োজন তা করার পর সসম্মানে তাদের সৎকারের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

সেই সময় অশ্বপৃষ্ঠে চাপায়েভ ও ফিওদর এসে উপস্থিত। আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শোনার পর তারা সমস্ত সৈন্যদের একত্র করে বুঝিয়ে বলে বন্দীদের উপর এই ধরনের নৃশংস অত্যাচার করার যুক্তিহীনতার কথা, এবং বন্দীদের উপর এভাবে প্রতিশোধ না নেওয়ার জন্য সকলকে সতর্ক করে দেয়।

কিন্তু লালফৌজদের ক্রোধ ও ঘৃণার তখন শেষ নেই। তিনবার বন্দুক ছুঁড়ে মৃতদেহ দুটি সমাধিস্থ করার পর সকলে সেই স্থান ত্যাগ করে যায়। পরদিন সকালে যুদ্ধান্তে রেজিমেণ্ট হেডকোয়ার্টারে একজন বন্দীও এনে উপস্থিত করে না কেউ। শত প্রতিশ্রুতি, শত বক্তৃতার সাধ্য নেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যদের প্রতিশোধ গ্রহণ বন্ধ করা — সেখানে রক্তের দাম রক্তেই শোধ হয়ে যায়। এমনকি ফিওদরের ওপরও এই ঘটনা বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করে, তা যতই পরোক্ষই হোক না কেন। পরের দিনই সে প্রথম বার একজন শ্বেত অফিসারের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ-নামা সই করে।

ঘটনাটির বিবরণ এখানে সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এইভাবে তা ঘটে।

রুস্কি কন্দিজ-এ সিজভের কাছে তারা গেছে। সে দিন সকালে একটি আক্রমণ চালিয়ে সিজভ প্রায় আশী জনকে বন্দী করে এনেছে। তাদের কোন পাহারার বন্দোবস্ত নেই বললেই চলে।

'ভেবো না, ওরা কেউ পালাবে না। লাঠি নিয়ে তাড়া করলেও ওরা আর কলচাকের কাছে ভিড়বে না। বন্দী হতে পেরে ওরা একেবারে বর্তে গেছে।'

বন্দীদের দিকে ইঙ্গিত করে ফিওদর বলে, 'সিজভ, এবারও দেখছি হয়েছে ?'

'যা বলেছ,' সিজভ মুচকি হাসে। 'বেয়নেট দিয়ে ওদের সঙ্গে একটু রসিকতা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভয়ের চোটে "আমরা আত্মসমর্পণ

করছি, ভগবানের দোহাই আমাদের মেরো না, আমরা সব বন্দী," বলে কেঁদেই অস্থির। তাই নিয়ে এলাম ওদের সব ঝাঁটিয়ে।'

'ওদের অফিসারদের কী হল?'

'অফিসার ছিল কয়েকজন, কিন্তু তারা বন্দী হতে রাজী না। বলে যে আমাদের কাছে তাদের সুবিধা হবে না।'

সিজভের অর্থপূর্ণ ইশারা দেখে ফিওদর এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করে না। 'দু'পাঁচ জন তো থেকে যেতেও পারে?'

'থাকতেও পারে — তারা লুকিয়ে আছে।'

'সাধারণ সৈন্যেরা তাদের ধরিয়ে দেবে না?'

সিজভ বুঝিয়ে বলে, 'ব্যাপারটা হচ্ছে, এই বন্দীরা বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিল, এরা পরস্পর পরস্পরকে চেনেই না। এরা অতিরিক্ত সৈন্যদল।'

'আচ্ছা, এস না, একবার একজোটে চেষ্টা করে দেখা যাক। সর্বপ্রথম আমি ওদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই — এটা-ওটা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলে দেখি,' ফিওদর বলে।

ফিওদর কথা শুরু করলে বন্দীদের অনেকেই তার কথা মন দিয়ে ও বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনতে থাকে। তাদের মুখে ও বিহ্বল চোখে বিস্ময় আর অবিশ্বাসের ছাপ। এটা বেশ বোঝা যায় যে ক্লিচকভ যা বলছে তার বেশির ভাগ কথাই তারা জীবনে এই প্রথম শুনছে।

ফিওদর এইভাবে শেষ করে, 'তোমাদের কাছে তো সবকিছুই বুঝিয়ে বললাম। এর মধ্যে কোন তঞ্চকতা নেই, কোন কথা একটুও বাড়িয়ে আমি বলিনি। ঠিক ঠিক বলেছি। এখন তোমরা যতখানি পার নিজেরা বেশ ভাল করে হিসেব করে দেখ—তোমাদের কাছে কোনটা আপন, কিসে তোমাদের মঙ্গল বেশি — কলচাকের অধীনে থাকার সময় তোমরা যা দেখেছ এবং যা দেখনি সেগুলো, না আমি এতক্ষণ যা বললাম সেগুলো। কিন্তু একটা কথা খেয়াল রাখবে, আমাদের প্রয়োজন শুধু সেই সব লোকের যারা সাহসী, অবিচলভাবে যারা সোভিয়েত সরকারকে রক্ষা করবে, যারা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, যারা জানে তারা কিসের জন্য লড়াই করছে। ভাল করে ভেবে দেখ। তারপর যদি কেউ আমাদের হয়ে লড়াই

করতে রাজী থাক, বেরিয়ে এস — খুলে বল সে কথা। তোমাদের মত লোক যাদের মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে কলচাকের হয়ে লড়াই করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাদের আমরা কোন দিন ফিরিয়ে দিই না।'

তার কথা শেষ হওয়ার পর রাজনৈতিক, সামরিক আর লালফৌজে ভর্তি হওয়ার নিয়মাবলীসংক্রান্ত বহু প্রশ্ন শুরু হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এদের অর্ধেকের বেশি লালফৌজে যোগদান করে এবং এদের নিজের চমৎকার রেজিমেণ্টে ভর্তি করে সিজভের ভবিষ্যতে কোনদিন অনুতপ্ত হওয়ার কারণ ঘটেনি। বন্দীদের দুই সারিতে দাঁড় করিয়ে ক্লিচকভ পরিদর্শনের কাজ শুরু করে: কে কী রকম পোষাক পরেছে, কার পায়ে কী রকম বুট। কয়েক জনকে দু' একটা প্রশ্নও সে করে। জন কয়েক বন্দী ওর নজরে পড়ে, তারা স্পষ্টই না শ্রমিক না গ্রামের সাধারণ যুবক। তাদের আলাদা করে বের করে নিয়ে পরে হেডকোয়ার্টারে গিয়ে তাদের এক একজন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা করে সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়। বিশেষ করে একজনকে দেখে সন্দেহ হয়। তার চাল চলনে কেমন একটা উদ্ধত বেপরোয়া ভাব। প্রথম যখন পরিদর্শন করা হয় তারপর জেরার সময় তার মুখে একটা ক্রূর ও তাচ্ছিল্যভরা হাসি লেগেছিল; ভাবখানা এই রকম যে, "আমাদের জেরা করা তোমাদের মত বেকুবের কাজ নয়।"

তার পোষাক পরিচ্ছদের অর্ধেক হচ্ছে সাধারণ সৈনিকের মত। কিন্তু এখানেও সন্দেহের ব্যাপার হচ্ছে তার প্যাণ্ট আর বুট। এগুলো বেশ দামী জিনিস। আবার গায়ে বাজে শার্ট, তাও আবার ছেঁড়া। স্পষ্টই সেটা একেবারেই ওর নয়। ওর মধ্যে তার হোঁৎকা সুপুষ্ট দেহটা ঢোকাতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে আর শুয়োরের ঠ্যাং-এর মত লাল টক্‌টকে তার মোটা গলায় কলারটা আঁটা যায়নি। একটা সাধারণ সৈনিকের টুপি ওর মাথায়, এটাও তার নিজের বলে মনে হল না। তাছাড়া কেমন করে এ টুপি পরে তাও তার জানা নেই। তাকে সাধারণ সৈনিক বলে মনে হয় না।

প্রথমবার যখন ওর সামনে দিয়ে যায় ফিওদর একটা কথাও বলে না তার সঙ্গে — ফেরার সময় তার সমুখে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ সে প্রশ্ন করে ওঠে:

'তুমি একজন অফিসার, না?'

'না তো ... আমি না। আমি একজন সাধারণ সৈনিক।' একটু ব্যস্ত হয়ে উত্তর দেয় সে। একটু বিব্রতও হয়ে ওঠে। 'এ কথা তোমার মনে হোল কিসে?'

সুচতুর ফিওদর জবাব দেয়, 'আমি যে তোমাকে চিনি।'

'তুমি আমাকে চেন? কোথায় দেখেছ আমাকে?' বড়বড় চোখ করে সে প্রশ্ন করে।

'আমি তোমাকে চিনি,' ফিওদর বিড়বিড় করে বলে। 'পূর্ব স্মৃতি ঝালিয়ে নেওয়ার সময় এখন নেই। তোমাকে আবার জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দাও, তুমি অফিসার কি অফিসার না?'

'না, আমি অফিসার না।' সে বুক ফুলিয়ে মাথা উ'চু করে জবাব দেয়।

'বেশ, এর ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে।'

ফিওদর তাকে ও তার সঙ্গে আরও কয়েকজনকে সারি থেকে বের করে আনে। তারপর গোটা দলটা নিয়ে সারিবদ্ধ সৈনিকদের সামনে দিয়ে চলতে শুরু করে। এর আগে অবশ্য সে একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণে অগ্নিবর্ষী ভাষায় সবাইকে বুঝিয়ে বলে শ্রমিক ও কৃষকদের শত্রুর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলেছে তাতে এই শ্বেত অফিসারদের ভূমিকার কথা এবং তাদের দলটি নির্মূল করে ফেলার প্রয়োজন এই জন্য যে তারা প্রকাশ্যভাবে আজ সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করছে।

সন্দেহভাজন দলটি নিয়ে চলার সময় সে অন্য বন্দীদের জিজ্ঞেস করতে থাকে তারা এদের কাউকে অফিসার বলে চিনতে পারছে কিনা। সেই সুপুষ্ট ভদ্দর লোকটির মাথা থেকে টুপি খুলে নেওয়ামাত্র বন্দীরা অনেকে তাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলে।

'একে তো আমরা চিনি। এ যে অফিসার তা আবার কে না জানে।' যে ইউনিটের সে অধিনায়ক ছিল তার নামও তারা করে দেয়।

'ওকে মাত্র দুদিন দেখেছি। তবে না চিনে পারা যায় না ... কলারটা তুলে দিয়েছে, টুপিটা নীচের দিকে নামিয়ে রেখেছে, মুখের অনেকটাই তো দেখা যায়নি। এখন যে কেউ বলে দিতে পারবে — কোন ভুল নেই, একেবারে সেই লোক।'

একে "সনাক্ত" করার ব্যাপারে সৈন্যরা বেশ তৃপ্তিলাভ করে বলে মনে হয়। এই সঙ্গে আরো অনেক লোকে সনাক্ত হয় বটে কিন্তু অফিসার এই একজনই। অন্যেরা কর্মচারী, কেরাণী।

ফিওদর তার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করে, 'কি, এখন তোমার কী বলবার আছে?'

নীচের দিকে মুখ করে সে চুপচাপ থাকে।

ফিওদর আবার জিজ্ঞাসা করে, 'সৈন্যেরা কি সব সত্যি বলছে?'

'সত্যি বলছে। তাতে হয়েছে কী?' গতিক সুবিধের নয় বুঝে সে ঠিক করে নেয় যে প্রথম জেরার সময় ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশে সে যে রকম উদ্ধত বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছিল সে ভাবই সে চালিয়ে যাবে।

'যখন প্রথম জিজ্ঞেস করি তোমাকে তখন সাবধান করে দিয়াছিলাম না?'

'তোমাকে বলতে আমার বয়ে গিয়েছিল,' মুখের উপর সে জবাব দিয়ে বসে।

আগে ফিওদর ভেবেছিল অন্যান্য ওই সব কর্মচারীদের সঙ্গে তাকেও হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে একে তো খানাতল্লাস করা হয়নি।

সিজভকে ফিওদর বলে। সে চুপচাপ তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। 'ওকে সার্চ করার অর্ডার দাও।'

'অর্ডার দেব কি, আমি নিজেই করছি!' চিৎকার করে বলে সিজভ।

সিজভ উল্টে পাল্টে সেই লোকটার পকেট থেকে টুকিটাকি আজেবাজে সব জিনিস বের করে।

'আর কিছু নেই?'

'না।'

'কিছু থাকতেও পারে তো?' সিজভ জিজ্ঞেস করে।

'আমি যখন বলছি, না—তখন না,' অভদ্রভাবে জবাব দেয় সেই অফিসার।

তার তাচ্ছিল্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর, তার ঔদ্ধত্য দেখে সকলের বিরক্তি ও রাগের মাত্রা বেড়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে সিজভ তার পকেট থেকে

বের করে একটা চিঠি। সেটা খুলে সে ফিওদরের হাতে দেয়। সেই চিঠি থেকে ফিওদর আবিষ্কার করে যে আফিসারটি — সেমিনারীর একজন প্রাক্তন ছাত্র, এর বাবা পুরোহিত। এক বছরের বেশি সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ করে চলেছে। এ চিঠিটা স্পষ্টই তার প্রেমিকা লিখেছে। সম্প্রতি শ্বেতরক্ষী কর্তৃক পরিত্যক্ত নিকটবর্তী একটি শহর থেকে চিঠিখানা লেখা। সে লিখেছে, "শ্বেতরক্ষীরা শীগ্‌গির আবার ফিরে আসছে ... ধৈর্য হারা হয়ো না... কমিউনিস্টরা আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে। বলশেভিকদের উপর প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য ভগবান তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন—তুমি নিজেও সাবধানে থেকো।"

ফিওদরের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। 'আর দরকার নেই — নিয়ে যাও একে এখান থেকে!' চিৎকার করে ওঠে সে।

'গুলি করার জন্য?' কোন ঘোর প্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে অত্যন্ত সরলভাবে জিজ্ঞেস করে বসে সিজভ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্ষুনি ওকে নিয়ে যাও।'

অফিসারটিকে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে শোনা গেল গুলিবর্ষণের আওয়াজ।

অন্য সময় হলে হয়তো ফিওদরের আচরণ অন্য প্রকার হত। কিন্তু সে ভুলতে পারেনি সেই দুজন লাল সৈনিকের নৃশংস হত্যার কাহিনী। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাদের মৃতদেহ — দেহ থেকে চাকা চাকা করে কেটে নেওয়া মাংসের টুকরো আর সেই গভীর ক্ষতের উপর ছিটিয়ে দেওয়া নুন।

আর তাছাড়া রয়েছে এই অফিসারটির একগুঁয়েমী, তার বেপরোয়া ঔদ্ধত্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর আর সবার শেষে তার প্রেমিকার চিঠি, যার মধ্যে সন্দেহাতীত ভাবে ফুটে উঠেছে তার প্রেমিক অফিসারটির চরিত্রের স্বরূপ, সত্যিকারের পরিচয়।

ক্লিচকভ অভিভূত হয়ে পড়ে। সারাটা দিন তার কেমন উদ্বেগ আর বিষণ্ন ভাব। হাসি নেই, ঠাট্টা নেই, না বললে নয় এমন দু'চারটা কথা, তাও খুব অনিচ্ছা সত্ত্বে। সবাইকে সে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু তার পরদিন সকালে কিছুই যেন ঘটেনি এমনিভাব। যেখানে প্রতিদিন

প্রতি ঘণ্টায় নির্মম ভয়াবহ দৃশ্যের অনুবর্তন চলেছে, মৃত্যুর বিভীষিকা এসে গ্রাস করছে একজন দুজনকে নয়, সহস্র সহস্র জনকে, সেই রণাঙ্গনে কোন কিছুতে অভিভূত হয়ে বেশিক্ষণ থাকাটাই অদ্ভুত।

আকৃতিহীন মৃতদেহের স্তূপ, বিকলাঙ্গ মনুষ্য মূর্তি, অগ্নিদগ্ধ গ্রাম, গৃহহীন অন্নহীন সহস্র পরিবার—এই সব পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে চলেছে বীভৎস যুদ্ধ, আর তার রক্তাক্ত চরণ চিহ্ন অনুসরণ করে চলেছে সৈন্যবাহিনীর বারবার আসা-যাওয়া। এই নির্মম নৃশংস দৃশ্যাবলীর একটিমাত্র দৃশ্যের জন্য বিলাপ করার অবকাশ বেশিক্ষণ থাকে না, সেখানে ভীড় করে আসতে থাকে একটার পর একটা সহস্র সহস্র দৃশ্য। ফিওদরের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল তাই। গতকাল সর্বপ্রথম সে একজনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে একথা পরদিন প্রভাতে তার যখন মনে পড়ে তখন সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ, শান্ত।

'সবে তোমার হাতে খড়ি!' চাপায়েভ হেসে ওঠে। '১৯১৮-য় যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে গুলি করে হত্যা ছাড়া তোমার চলতই না। কতকগুলো অফিসারকে বন্দী করি, কিন্তু ওদের পাহারা দেবার লোক পাবে কোথায়? আক্রমণের জন্য তখন প্রয়োজন তোমার প্রত্যেকটি সৈন্যের, পাহারা দেবে কে? সবগুলোকে আমরা তাই গুলি করে মারি। তারাও তাই করত। তারা কি আমাদের ছেড়ে দিত ভাবছ ভাই?'

'আচ্ছা চাপায়েভ, প্রথম যে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলে, তার কথা তোমার মনে পড়ে?'

'প্রথমটা না পড়লেও কষ্ট যে হয় তা বুঝি। প্রথম প্রথম সব জিনিসেই কষ্ট হয়, তারপর আস্তে আস্তে সব সয়ে যায়।'

'কী সয়ে যায়? হত্যা?'

'হুঁ, হত্যা,' সহজ ভাবেই জবাব দেয় চাপায়েভ। 'ধর কোন স্কুল বা অন্য কোথা থেকে একজন অশ্বারোহী এলেন। হাওয়ায় তরোয়াল ঘোরাতে, কাটাকাটি করতে তিনি মহা ওস্তাদ; কিন্তু কোন মানুষ কাটার প্রয়োজন দেখা দেয় যখন, তখন তার বিদ্যা বুদ্ধি যা সে শিখে এসেছিল সব লোপ পেয়ে যায়। তখন একবার এদিক, একবার ওদিক করে সব

গুলিয়ে ফেলে। তারপর অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার সব ঠিক হয়ে যায়। প্রথম প্রথম একটু বাধ-বাধ সবারই ঠেকে।'

আরও কয়েক জন পাকা যোদ্ধার সঙ্গে ফিওদরের কথা হয়। সবারই মুখে একই কথা — যেমনই নার্ভ কি হার্ট তোমার হোক না কেন, যখন প্রথম তুমি কোন মানুষকে হত্যা কর, তা সে তরোয়াল দিয়ে হোক, কি বেয়নেট দিয়ে হোক, কিম্বা তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে, কি নিজের হাতে গুলি করে, অবসাদে অনুতাপে তুমি বিহ্বল হয়ে পড়বেই। কিন্তু তারপর বিশেষ করে যুদ্ধের সময় যখন চতুর্দিকে সর্বক্ষণ রক্ত আর রক্ত, তখন কেউ অত সহজে আর অভিভূত হয়ে পড়ে না — শত্রু হত্যা, যে কোন ভাবেই হোক, একটা যান্ত্রিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যায়।

সিজভের সঙ্গে ফিওদরের কথা হয়। সিজভ বলে, 'আমার আর্দালী স্তিওপাকিন, তাকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে অর্ডার দি।'

'প্রাণদণ্ড? কী বলছ?' অবাক হয়ে যায় ফিওদর।

'ব্যাপারটা ঘটেছিল এই ভাবে...' সিজভ বলে যায় উরালস্ক রণাঙ্গনে কী ভাবে স্তিওপাকিনের প্রাণদণ্ডের ব্যাপারটা ঘটে।

'সে ছিল মেশিনগানচালক,' সিজভ শুরু করে।'সবার মত সেও ছিল যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। একদিন এক কসাক গ্রামে দেখি সবাই ওকে ধরে নিয়ে চলেছে, সে কোন্ মেয়ের উপর নাকি পাশবিক অত্যাচার করেছে। আমি ওদের বললাম, "দাঁড়াও, ব্যাপারটা খোঁজ করে দেখা যাক সত্যি কিনা। ওই মেয়েটিকে এখানে নিয়ে এস, তাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব। আর স্তিওপাকিন, তুমিও থাক; তোমাদের দুজনকেই একসঙ্গে জেরা করব।" স্তিওপাকিন বসে পড়ে, কোন কথা বলে না। তাকে জিজ্ঞাসা করলে শুধু মাথা নাড়ে আর বিড় বিড় করে অর্থহীন কী সব বলে যায়। কিন্তু তার পর মেয়েটি যেই আসার উপক্রম হয়েছে তখন সব কথা সে স্বীকার করে। "হুঁ, সত্যি।" মেয়েটি তখন দোরগোড়ায়। ব্যাটার নজর আছে — বাগিয়েছে ঠিক একটা বছর পঁচিশেকের সোমত্ত ছুঁড়ি। কমিশার আর অন্যান্য সবাই সেখানে উপস্থিত। কোন কিছু করার উপায় নেই। স্তিওপাকিনকে গুলি করে হত্যা করতে হবে — অন্যদের কাছে নজীর হিসাবে ধরতে হবে তুলে। স্বদেশের মুক্তির জন্য লালফৌজের

অভিযান চলেছে আর তাদের কেউ যদি গ্রামের মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার করে, তবে তার এ ছাড়া অন্য গতি নেই, তা সে তোমার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক। আমাদের নিজেদের লোককে গুলি করতে হয়েছে এমন ঘটনাও তো আছে। তবে স্তিওপাকিনকে রেহাই দেওয়া কিসের জন্য? আমাদের যুক্তি হল: স্তিওপাকিনকে যদি ক্ষমা করা হয়, অন্যেরা ভাববে: "আরে চালাও না, শাস্তি-টাস্তি আবার কিসের?" এই সব কথা চিন্তা করার সময় কী করা দরকার তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু স্তিওপাকিনের দিকে চাইতেই মনটা গেল খারাপ হয়ে। সে একজন যোদ্ধার মত যোদ্ধা বটে। ওদিকে কমিশার গুলি করার দলটিকে আগেই ডেকে পাঠিয়েছেন। তারা এসে হাজির।

'"কাকে নিয়ে যেতে হবে?"

'আমি বললাম, "একটু সবুর কর। দু'একটা প্রশ্ন করে নিই। স্তিওপাকিন, তুমি এর উপর পাশবিক অত্যাচার করেছ, তা স্বীকার করছ?"

'"স্বীকারই তো করেছি।" সে বলে।

'"কিসের জন্য ও কাজ করেছিলে।" চিৎকার করে উঠি।

'"কী জানি — মনে পড়ছে না তো।" সে বলে।

'"তুমি যা করেছ, তার জন্য তোমাকে কী শাস্তি দেওয়া হবে, তুমি জান?"

'"কমরেড কম্যান্ডার, তা তো জানি না।"

'"তোমাকে আমরা গুলি করব, বেকুব কাঁহাকার, গুলি করে মারব, বুঝেছ?"

'অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে সে উত্তর দেয়, "কমরেড কম্যান্ডার, যা বলার তা তুমিই বলবে। তাই যদি হয় — তবে তাই হবে।"

'আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, "স্তিওপাকিন, তোমাকে গুলি করতে হবে আমাদের। তুমি নিজেই বুঝে দেখ, গোটা গ্রামের লোক আমাদের গুণ্ডা বলবে, বদমায়েস বলবে। আর তারা অন্যায় কিছু বলবে না। মেয়েদের যারা রেহাই দেয় না তারা আবার কিসের লালফৌজ?"

'নিরুত্তর চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথাটা আরও নীচু হয়ে যায়।

'"তোমাকে যদি আজ ছেড়ে দিই, পরে সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে। ঠিক তাই না কি?" জিজ্ঞাসা করি তাকে।

'"ঠিকই।"

'"ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?" আমি বলি।

'"হুঁ, বুঝতে পারছি।"

'মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, চিৎকার করে উঠি, "স্তিওপাকিন, বেকুব কাঁহাকার! কী জন্য ওই মেয়ের গায়ে হাত দিতে গিয়েছিলি? নিজের জায়গায় মেশিনগানের গাড়িতে যদি থাকতিস তবে কোন অনর্থই ঘটত না। দেখ তো, এখন কী করে বসেছিস!"

'সে কেবল মাথা চুলকায়। কিছুই বলে না। তখন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, "তোমাকে ও বেকায়দায় ফেললে কেমন করে?" বেশ চটপটে মেয়ে, কথাবার্তায়ও বেশ।

'" কেমন করে আবার? আমাকে চেপে ধরল; ব্যস — আমি চিৎকার করে উঠলাম, ওর বিশ্রী মুখে থুথু দিলাম, কিন্তু... দেখ না শয়তানটা কেমন... ওর সঙ্গে আমি পারব কেমন করে?"

'"এই তুমি বলতে চাও?"

'"ঠিক এই কথাই আমি বলতে চাই।"

'"আমরা ওকে শাস্তি দিচ্ছি," আমি বললাম।

'"যেমন পাজী তার ঠিক হবে।" মেয়েটা বলে ওঠে। "ওর মুখের দিকে দেখ না, কেমন ছিরি, আবার চেয়ে আছে। আচ্ছা করে ওকে ধোলাই দেওয়া দরকার, তবে ওর শিক্ষা হবে।"

'"ধোলাই-টোলাই না — ওকে আমরা একেবারে গুলি করব।"

'মেয়েটি মূর্চ্ছা যায় আর কি। দু'হাত মেলে হাঁ করে চেয়ে থাকে, চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

'আমি আবার বলি, "সত্যি সত্যি, আমরা ওকে গুলি করব।"

'"কী বলছ, কী?" মেয়েটি হাত জোড় করে বলে, "তোমরা এমনি করে একটা মানুষকে মারতে পার না। ওরে বাবা, কী বলছ তোমরা!"

'ভীষণ ভয় পেয়ে যায় মেয়েটি। টেবিলের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে কান্না শুরু করে দেয়।

'"তুমি নিজেই তো নালিশ করেছ, এখন ভারি দেরী হয়ে গেছে," আমি বলি।

'"কে নালিশ করেছে?" মেয়েটি বলে। "আমি? আমি তো বলছি সে আমার পিছু পিছু ধাওয়া করেছিল। আমাকে প্রায় ধরেছিল আর কি। কিন্তু ঠিক ধরতে পারেনি।"

'"তাহলে তুমি বলতে চাও ?.."

'"তাই তো বলছি: আমাকে ও ধরতে পারেনি। আর ওই শয়তানটা কী করতে চেয়েছিল না চেয়েছিল তা আমি কেমন করে জানব? ওর মনের কথা আমি বলব কেমন করে?"

'ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি জলজ্যান্ত মিথ্যে বলছে, কিন্তু আমি কোন বাধা দিই না। ভাবলাম, বলুক মিথ্যে, স্তিওপকিনের প্রাণটা হয়তো রক্ষা পাবে। আমরা শুধু চাই ও কোন চেঁচামেচি না করে, আমাদের কোন বদনাম না রটায়। আর ওদের দুটোর মধ্যে সত্যিকারের কী হয়েছে না হয়েছে — তাতে আমার বয়ে গেছে। হয়তো ওই মেয়েটাই ওকে আস্কারা দিয়েছিল। ওর কান্নাকাটি দেখে মনে হচ্ছে, এখন গ্রামে এই বলে বেড়াবে, স্তিওপকিনকে বিপদে ফেলার জন্য ও ওই সব কথা বানিয়েছিল। আমি ওকে তাই একটু বাড়তে দিলাম।

'"থাক্ থাক্, খুব হয়েছে," আমি বললাম, "সব বোঝা গেছে, ওকে আমরা এখন নিয়ে যাচ্ছি।"

'চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েটা "কোথায় নিয়ে যাবে? ওকে আমি কোথাও নিয়ে যেতে দিচ্ছি না, কক্ষনো দেব না!"

'তারপর সে করল কি — ওর কাছে দৌড়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে ওকে জাপ্টে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। একই সঙ্গে কান্নাকাটি আর গালিগালাজ। কিছুতেই ওকে ছাড়বে না। তার সর্ব শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে।

'"তুমি ওকে অবশ্য বাঁচাতে পার, কিন্তু তুমি তো তা করবে না।" আমি বললাম। "দু' বছর তোমার স্বামী নেই, আর তুমি তো বেশ শক্ত-সোমত্ত মেয়ে। তুমি ওকে যদি বিয়ে কর, তবে ওর সব ব্যাপারটা আমরা না হয় ক্ষমা করতে পারি — তা না হলে..."

'"ওকে কেন বিয়ে করব? বিয়েই আমি করব না।"

'"না কর, বেশ! আমাদের কাজ আমাদের করতে হবে তাহলে!" এই কথা বলে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম — ঘর থেকে চলে যাচ্ছি এই রকম ভাব।

'"কিন্তু গীর্জায় তো ও বিয়ে করবে না! ও তো ভগবানে বিশ্বাস করে না!" সর্বক্ষণ কিন্তু সে স্তিওপাকিনকে জড়িয়ে ধরে আছে, কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছে না।

'আর ও ব্যাটা বাছুরের মত দাঁড়িয়ে, মুখে একটা কথা নেই, ওর যেন কিছু যায় আসে না।

'উত্তর দিলাম আমি, "তা তোমরা যা ভাল বোঝ কর। আমাকে শুধু বলে দাও তোমরা তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটি মিটিয়ে ফেললে কি না?"

'হাত খুলে নিয়ে সে তার প্রণয়ীকে ছেড়ে দেয়। এক মুখ হাসি।

'"ঝগড়া করতে যাব আমরা কী জন্য?" সে জিজ্ঞাসা করে।

'এতক্ষণে ওই পাজীটারও মুখে হাসি বেরোয় — ব্যাপারটা কোনদিকে গড়িয়েছে এতক্ষণে তার মাথায় ঢোকে।

'তখন ঐ পর্বের সমাপ্তি টানলাম আমরা। ওদের দুজনকে দিলাম ওখান থেকে বিদায় করে। নব-বিবাহিত ওরা, ওদের তো কিছুই করার নেই ওখানে। টেবিল ঘিরে সবাই হাসি মুখে কত রকম বুদ্ধিশুদ্ধি দিয়ে দেয় ওদের। সেদিন সন্ধ্যায় স্তিওপাকিন ভালোয় ভালোয় পার পেয়ে গেল, কিন্তু তার পর দিন সকালে আমি ওকে ডেকে পাঠালাম।

'আমি বললাম, "স্তিওপাকিন, আমার কথা শোন। গতকাল গোঁজামিল দিয়ে তোমার একটা বিয়ে আমরা দিয়েছি, কিন্তু আগামীকাল আবার আমাদের অভিযান শুরু। তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের কিছু থাকুক আর নাই থাকুক ওই মেয়েকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়ার মতলব ছাড়তে হবে। তুমি যা করেছ তা পুষিয়ে দিতে হবে — তোমার উপর একটা কাজের ভার দিচ্ছি। একটা পুরস্কার তোমাকে পেতে হবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু, না হলে তোমাকে কোনদিন ক্ষমা করব না। তোমাকে বদমায়েস বলেই মনে করব কিন্তু, যতদিন না তুমি তার উল্টোটা প্রমাণ করতে পারছ।"

'"বুঝলাম সব। পুরস্কার আমি পাবই।" সে বলে।

'পেয়েছিল?' জিজ্ঞাসা করে ফিওদর।

'পেয়েছিল বৈকি — একটা রুপোর সিগারেট কেস পেয়েছিল। এখন তাতে তামাক নিয়ে বেড়াচ্ছে। সে আর তার মেশিনগান — তার সাহায্যেই তো এক চোটে দু'শ জনকে আমরা বন্দী করে ফেলি। সেই সময়ই তার পায়ে গুলি লাগে, আর সেই থেকে তো সে যুদ্ধ করা থেকে রেহাই পেয়েছে। তাকে দেওয়া হয়েছে আমার সঙ্গে। সব সময় সে এটা সেটা নিয়ে আমার পাশে পাশে ঘুর ঘুর করে।'

'সেই কসাক মেয়েটার কী ব্যবস্থা সে করেছিল?'

'তার আবার সে কী করবে?' সিজভের হাসি পায়। 'সেই রাত্তিরটা তার বাড়ি সে কাটায়: মেয়েটা তাকে চাটা খাওয়ায়, আবার তার পথের জন্য গমের পিঠে বানিয়ে দেয়।'

'বিয়ের ব্যাপারটা তবে কী হল?' জিজ্ঞাসা করে ফিওদর।

'বিয়ে কোথায়,' হাত নেড়ে সিজভ কথাটা উড়িয়ে দেয়। 'ও কথা আর ওঠেইনি। মেয়েটা ওকে বাঁচাতে চেয়েছিল আর সেই কথাটা সে তাকে বারবার শুনিয়ে বলে কী করে গুলির হাত থেকে তাকে সে বাঁচিয়েছে। সে আর কী করবে, কোন কথা বলে না, চুপচাপ পেট পুরে পানাহার করে, মাঝে মাঝে দু'একটা আজে-বাজে কথা বলে। সকালে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। সে ঠিক সময়ে এসে হাজির।'

তারপর সাধারণ ভাবে যৌন আকাংক্ষা সম্পর্কে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পাশবিক অত্যাচার যে হবেই সে নিয়ে তাদের কথাবার্তা চলতে থাকে। পরস্পরের অভিজ্ঞতার বিনিময়, কত উদাহরণের উল্লেখ করা হয়। এই প্রসঙ্গ আলোচনার ব্যাপারে চাপায়েভ যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়; কোন সৈনিকের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে দু'তিন বছর ধরে নারী সঙ্গ ছাড়া থাকা সম্ভব কি না — এই প্রশ্নটা সে তোলে। নিজেই তার সমাধান করে এই বলে যে, 'কিন্তু সম্ভব না হয়ে উপায় কী, হতেই হবে, অ না হলে সে আবার সৈনিক কিসের?'

সিজভের কাছ থেকে ফিওদর আর চাপায়েভ শ্মারিনের ওখানে যায়। চাপায়েভের সুখ্যাতি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে সিজভের মনে যদি তার সমান

হওয়ার ইচ্ছা জাগে তার সে দাবীকে একেবারে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না — সে সত্যিই একজন বীর। অন্য দিকে শ্মারিন কিন্তু শুধু বৃথা চেষ্টা করে চলে। সব সময়েই তার অকারণ ব্যস্ততা, এক মুহূর্ত বিশ্রাম তার নেই, একটা না একটা নিয়ে তার দুশ্চিন্তা লেগেই রয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থাতেও এই দুশ্চিন্তার ছাপ লেগে থাকে তার চোখে মুখে। আর বানিয়ে বানিয়ে সে তার বাহাদুরির লম্বা লম্বা গল্প বলতে যে ভাবে ভালবাসে তা একেবারে অসহ্য। এ সব গল্প যার সঙ্গে দেখা হবে তার সঙ্গে করবেই। একটু-আধটু এদিক-ওদিক হয়তো হবে, কোন একটা আক্রমণের কথা, কোন একটা আঘাতের কথা সে হয়তো বাদ দেবে কিম্বা জুড়ে দেবে, কিন্তু মোটামুটি ছ'সাতটি ঘটনা তার একেবারে মুখস্থ। এগুলো সে বারবার বলে অদ্ভুত তৃপ্তি পায়। গল্প বলতে বলতে সে উৎসাহের মাথায় একেবারে আত্মহারা হয়ে যেত। কাল্পনিক যে সব ঘটনার কথা সে বানাত সেগুলো বলতে বলতে নিজেই সে হত রোমাঞ্চিত। তার গল্প বলার ভঙ্গিও অদ্ভুত — মাথার চুলগুলো ঝাঁকিয়ে একবার করে পিছনে উল্টে দিচ্ছে, মুখটা এত নীচু যে নাক একেবারে টেবিলের সঙ্গে ঠেকে গেছে, আর বলার সঙ্গে সঙ্গে দুটো আঙ্গুল দিয়ে টেবিলের গায়ে সমানে তাল ঠুকে চলেছে। লোকের ধারণা হবে উপস্থিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তার কথা হচ্ছে না — তার উপলক্ষ্য টেবিলটা, সে কোন বিষয় নিয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা শোনাচ্ছে।

প্রথমবার সবাই শ্মারিনের কথা মন দিয়ে শোনে, বিশ্বাসও করে। কিন্তু পরে যখন তারা টের পায় যে তার গল্পের মধ্যে সত্যির চেয়ে বানানো আর মিথ্যেই চার গুণ বেশি — তারা আর শোনে না; বিশ্বাসও করে না। তা বলে সবই যে তার কল্পনাপ্রসূত তা নয়। বরং তার বিপরীত: সে যে সব ঘটনার উল্লেখ করত সেগুলো খাঁটি সত্যি, বাস্তবিকই সেগুলো ঘটেছে। গন্ডগোলটা ওখানে নয়, গন্ডগোলটা হচ্ছে কোথাও কোন যুদ্ধে কেউ যদি কোন শৌর্য-বীর্যের কিম্বা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়, তখন ব্যাপারটা দাঁড়ায় সে সব শ্মারিনেরই কাজ। কিন্তু তারপর দেখা যায় সমগ্র ঘটনাটা ঘটেছে বামপার্শ্বভাগে, সেই সময় শ্মারিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল দক্ষিণভাগে। হয়তো দেখা যায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয়

দেখিয়েছে কোন ব্যাটালিয়ানের কম্যাণ্ডার, আর শ্মারিন রেজিমেণ্টের অধিনায়কত্ব করেছে, কিংবা ঐ ধরনের কিছু। অন্য লোকের সব ভাল ভাল কাজের বাহাদুরি সে নিজে নিতে চায়। এই দুর্বলতা একা শ্মারিনেরই ছিল না। ফিওদর অন্য সকলের মধ্যেও তা লক্ষ্য করে, পরের অনুষ্ঠিত কাজের বাহাদুরি নেওয়ার সহজ ও স্বাভাবিক একটা ঝোঁক সবারই মধ্যে। শ্মারিনের সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে সে সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দেবে, থামবার নাম করবে না। চুপ করে শুনে যাও, সন্ধ্যায় যদি আরম্ভ করে পরের দিন সকাল পর্যন্ত সে চালিয়ে যাবে। সে "শত্রু পরিবেষ্টিত" হয়ে পড়েছিল কোথাও, সে "শত্রুব্যূহ ভেদ" করে বেরিয়ে এসেছিল ইত্যাদি সে বলবেই; কিন্তু হয়তো সবাই জানে যে তার আগের দিন সে যে জায়গায় ছিল সে জায়গায় কোন যুদ্ধই হয়নি। সে বলে তার পার্শ্বদেশ সব সময় "ভীষণ বিপদাপন্ন", পার্শ্ববর্তী ব্রিগেডগুলি তার সাহায্য করতে আসা দূরে থাক, তার সমস্যা আরও ঘোরাল করে তোলে। সব সময় তার কাজের দরুন তারা উপকৃত হয় এবং তার জয়কে নিজেদের জয় বলে জাহির করে। এর জন্য তাদের ভাগ্যে জোটে মান সম্মান আর পুরস্কার; আর সত্যিকারের বীর শ্মারিন, তার কথা লোকের মনেও পড়ে না, তার দিকে কারও লক্ষ্য নেই, কোন পুরস্কারও তার জোটে না। তারই কৃত সব বৃহৎ বৃহৎ কাজ অন্যরা যে চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছে, তা তো কেউ জানে না, সবাই ভাবে শ্মারিন একটা তুচ্ছ ব্যক্তি।

ফিওদর আর চাপায়েভ আসার পর ওর কাছে যখন গল্প করে যে সিজভ একগাদা সৈন্য বন্দী করেছে শ্মারিন মন দিয়ে শোনে। তারপর হলদে রং-এর নোংরা গালে তার হাতের বড় মুঠিটা চেপে কী যেন ভাবছে এই ভঙ্গিতে আপন মনেই বলে ওঠে:

'ওঃ, তাই বল! বেচারীরা কী করতে পারত, ওদের তো আর অন্য কোন উপায় ছিল না।'

'কাদের কোন উপায় ছিল না?' জিজ্ঞাসা করে চাপায়েভ।

'ওই যাদের সিজভ বন্দী করেছিল। ওই বন্দীরা কারা জান কমরেড চাপায়েভ? এর আগে আমি ওই যাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলাম। আমার

দক্ষিণ পার্শ্বভাগে যে যুদ্ধটা হয়েছিল, তুমি তো জান, মনে পড়ছে না? ঐ উভয় সংকটের মধ্যে তারা কী করতে পারে? আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের তো আর গত্যন্তর ছিল না।'

অন্য লোকের বাহাদুরিকে ছোট করার বদ অভ্যাস শ্‌মারিনের আছে। নিজের সামান্যতম লাভ না থাকলেও সে তা করবে।

"গতকালের সাফল্যের" বিবরণ শ্‌মারিন আরও বিস্তৃত করার জন্য প্রস্তুত দেখেই চাপায়েভ তাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। এ প্রশ্নটি চাপা দেওয়া কিম্বা উড়িয়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'ব্রিগেডটির রণাঙ্গনে অবস্থা কী রকম?'

যে ছোট ঘরটিতে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের অফিস তার মধ্যে তারা প্রবেশ করে। ঘরে বিচ্ছিরি গন্ধ। তামাকের গন্ধ ভক্ ভক্ করছে; যেন এ ঘরের লোকদের একমাত্র কাজ ধূমপান আর সারা ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি করা। শ্‌মারিনের স্টাফের প্রত্যেকটি লোকই বেশ করিৎকর্মা, তাকে তারা আন্তরিক ভাবে সাহায্য করে। শ্‌মারিন আজে বাজে বকত, বিপজ্জনক কল্পনায় মেতে থাকত, তা সত্ত্বেও কিন্তু তার ব্রিগেডের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সে ভাল ভাবেই পালন করত। নির্দেশ পালনের ব্যাপারে সে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু নিজের বুদ্ধি যেখানে খরচ করা প্রয়োজন সেখানে সে নেই। নিজে উদ্যোগী হয়ে কোন কাজ করার ক্ষমতা তার নেই, সব সময় সে চেয়ে থাকে নির্দেশের অপেক্ষায়। কোন্ অবস্থায় কোন জিনিসটার গুরুত্ব বেশি তা বোঝার ক্ষমতা তার ছিল না।

হেডকোয়ার্টারের লোকজন সকলেই বেশ ওয়াকিবহাল, চাপায়েভ কী পছন্দ করে তা তাদের আগে থেকেই জানা। প্রত্যেকটি জিনিসের বিস্তৃত বিবরণ তারাই জানিয়ে দেয়, শ্‌মারিনের বলার বিশেষ আর কিছুই থাকে না। সমস্ত অবস্থাটা পরিষ্কার করে বোঝার পর চাপায়েভ দেরী না করে শ্‌মারিনের ব্রিগেডটি পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রিগেডটির রেজিমেন্টগুলো সেই সময় আক্রমণরত। শ্‌মারিন তার সহকারীকে হেডকোয়ার্টারে রেখে ফিওদর ও চাপায়েভের সঙ্গে রওনা হওয়ার ব্যবস্থা করে।

আমাদের বা শত্রুর সঠিক সৈন্য সংখ্যা কত তা চাপায়েভ অদ্ভুতভাবে মনে রাখতে পারে। তাছাড়া মানচিত্রে দেখা রাস্তাঘাট, নদীনালা, সবুজ জায়গাগুলো—বন, যে দাগগুলো বাদামী রঙের সেগুলো পাহাড়—সব তার মনে থাকে। পথ চলতে চলতে সে শ্মারিনকে বলে, ওই পাহাড়টার পিছনে কী থাকতে পারে, কাছাকাছি একটা বন পড়বে, সেখানে লুকিয়ে আছে কতজন সৈন্য, কোথায় নদী পার হতে হবে তাও তার জানা। সবকিছু তার জানা, সবকিছুর পরিষ্কার একটি চিত্র সব সময় তার সমুখে। দুটো তিনটে পথ যেখানে মিশেছে এমন জায়গায় এসে ঠিক পথ বেছে নিতে তার একটুও বেগ পেতে হত না — নিঃসঙ্কোচে সে চলে যেত যেন কোন ছোট শহরের তার এটা খুব পরিচিত একটা রাস্তা। সে প্রায় কখনও ভুল করে না। হয়তো ঘোরা পথ কিম্বা বন্ধ পথে সে মাঝে মাঝে এসে পড়ত। কিন্তু তাতে তার বিশেষ ক্ষতি হত না — অতি সহজেই সে সঠিক পথ বের করে নিতে পারত। একবার এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে একটুখানি চিন্তা করত, যে-সব চিহ্ন ও মোড় পার হয়ে এসেছে সেগুলো ভেবে নিত — ব্যস্, তারপর শুরু করে দিত চলা। রাত্রি বেলা কিছুটা কঠিন হলেও দিনের বেলা তার ভুল কোনদিন বড় একটা হয়নি। পথ খোঁজার ব্যাপারে চাপায়েভের ক্ষমতা অসামান্য, অবিসংবাদিত — এ নিয়ে তার সঙ্গে কেউ তর্ক করত না। যে পথ সে বাছত সে পথেই লোকেরা যেত।

প্রথম রেজিমেণ্টটির কাছে তারা পৌঁছল। সৈন্যেরা সব সদ্য খোঁড়া অগভীর ট্রেঞ্চের মধ্যে। এগুলোকে ঠিক ট্রেঞ্চ বলা চলে না — বনের মধ্যে যে উইয়ের ঢিবি দেখা যায় সেগুলোর মত। অত্যন্ত দুর্বল প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তাশের ঘরের মত, ছোট ছোট ঢিবির মত করে মাটি তোলা, প্রত্যেকটি ঢিবির মধ্যে একটি করে পাইনের ডাল পোঁতা, যাতে তাদের মাথাটা কোথায় লুকানো কেউ টের না পায়—ডালের আড়ালে না ঢিবির আড়ালে। হয় শত্রুপক্ষ এই ডালগুলোকে সত্যিকারের ঝোপঝাড় মনে করছিল, কিম্বা আমাদের ঘাঁটাতে বা মারামারির জন্য চ্যালেঞ্জ করতে চাচ্ছিল না। গুলিবর্ষণ না করে চুপ করে বসেছিল। যাই হোক শত্রু-পক্ষের কোন সাড়া শব্দ নেই, যদিও তারা অত্যন্ত কাছাকাছি একটা পাহাড়ের আড়ালেই রয়েছে।

লোকেরা বুকে হেঁটে ট্রেঞ্চে খাবার আনছে। লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে, হাতে কেটলি কিম্বা সুপের টিন নিয়ে কনুই আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে রান্নাঘর থেকে সমস্তটা পথ পোকার মত কিলবিল করতে করতে তারা বুকে হেঁটে আসতে থাকে। সৈনিকেরা ডিনার খেয়ে বিশ্রাম করছে। বিশ্রামের পর শুরু করবে আক্রমণ। কেউ কেউ বের করেছে বই, কেউ খবরের কাগজ; তাদের জীর্ণ আর নোংরা চেহারা দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সেগুলো দারুণ পুরানো। কেউ হয়তো সটান হয়ে শুয়ে পড়েছে, মাথা পাইন ডালের আড়ালে, গম্ভীর মুখ, উদ্বেগের কোন চিহ্ন নেই, নাকের উপর বই কিম্বা একটা খবরের কাগজ পড়ে চলেছে — শোয়ার ভঙ্গীটি অতি পরিচিত — ছুটির দিনে সে যেন তার গ্রামে জুলাই-এর রৌদ্রে কোথাও কোন ছায়ার নীচে শুয়ে।

চাপায়েভ, ফিওদর, শ্মারিন ট্রেঞ্চের সারির পিছন দিয়ে হেঁটে চলেছে। তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে না কেউ। চাপায়েভ চিন্তান্বিত হয়ে ওঠে।

'শ্বেতরক্ষীরা সত্যি সত্যি পাহাড়ের পিছনে আছে নাকি? হয়তো ছিল, এখন বোধ হয় আর নেই?' শ্মারিনকে সে ব্যাপারটা খোঁজ নিতে বলে।

বিভিন্ন দিকে স্কাউটরা হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া শুরু করে দেয়। দুজন পাহাড় পর্যন্ত গিয়ে একেবারে তার চূড়ায় ওঠে। সেখানে পৌঁছে একটু একটু করে উঁচু হতে হতে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারা ফিরে এসে জানায় পাহাড়ের ঢালে অনপ্রাণী নেই। পাহাড়টির পাদদেশে একটা বন — শত্রু সৈন্য নিশ্চয়ই তার ভিতর দিয়েই কেটে পড়েছে।

চাপায়েভ ও অন্যেরা এগিয়ে যায়। সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে দূরবীণ দিয়ে চারিদিকে দেখে।

'বনটা কোন দিকে গেছে দেখতে পাচ্ছ?' বলে চাপায়েভ সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। 'মনে হয় ওরা ওইখান থেকে ঘুরে আমাদের পিছনে আসবে এই ফন্দী করেছে।'

শ্মারিন বলে, 'না, ওরা আমাদের পেছনে আসবে না। তিন দিন

ওদের পিছন পিছন ধাওয়া করছি। ওরা কি আর ফিরে আসতে পারে? ওদের একমাত্র চিন্তা কত দ্রুত পালাতে পারবে।'

'আর চার দিনের দিন ওরা এসে তোমাদের উপর চড়াও হবে,' চাপায়েভ গম্ভীরভাবে জবাব দেয়। দূরবীন থেকে সে তার চোখ ফিরিয়ে নেয় না — একবার এদিক একবার ওদিক দেখতে থাকে।

'ওরা আর ফিরবে না,' শ্মারিন বোকার মত তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে।

'আর যদি ফিরে আসে?' কড়া ভাবেই প্রশ্ন করে চাপায়েভ। 'ওদের কম্যাণ্ডার যদি বেকুব না হয়, যদি সে বোঝে যে তোমার পশ্চাদভাগে এসে গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারলে তাদের পক্ষে পালানো সহজতর হবে? তুমি যখন তৈরী হচ্ছ তখন কোথায় ওরা থাকবে? তোমার মাথায় কি গোবর পোরা! ওরা কি সেধে এসে তোমায় ধরা দেবে?'

শ্মারিন চুপ করে থাকে। উত্তর দেবার ওর কিছু নেই। সম্ভাব্য পরিবেষ্টন ব্যর্থ করার জন্য যা যা দরকার চাপায়েভ ওকে বলে দেয় এবং সমগ্র অবস্থাটা বোধগম্য না হওয়া পর্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করতে বলে। তারপর চাপায়েভ ফিওদরকে সঙ্গে করে অপর দুটো রেজিমেণ্ট পরিদর্শন করার জন্য রওনা হয়ে যায়।

যেখানেই সে যাক, যার সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ হোক, কোথায় এবং কোন বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন, কী ভাবে কিসের সংশোধন করতে হবে, তা তার চোখে পড়বেই। যখন সে আর ফিওদর তৃতীয় রেজিমেণ্টটির দক্ষিণ পার্শ্বভাগের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁচেছে, শ্মারিন তাদের কাছে একজন আর্দালীর হাতে সংবাদ পাঠায় যে শত্রুপক্ষের তরফ থেকে সত্যি সত্যি পরিবেষ্টন করে ফেলার একটা চেষ্টা তার নজরে পড়ে, কিন্তু শত্রুপক্ষ আগে থেকে তাদের মতলব ফাঁসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে দেখে, যে দিকে পালাচ্ছিল আবার সেইদিকে পালান শুরু করেছে। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে শ্মারিন তার চিরকুট শেষ করেছে এই বলে, "বদমায়েসদের সমগ্র প্রচেষ্টাটি বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে আমি ব্যর্থ করে দিয়েছি। এর জন্য কোন লোক মারা পড়েনি।"

খুবই সম্ভব "ব্যর্থ করা"র তার কিছুই ছিল না, বজ্রগর্ভ মেঘ আপনা থেকেই হয়তো কেটে গিয়েছিল।

ফিওদর ও চাপায়েভ রাত্রিটা তৃতীয় রেজিমেণ্টের ওখানেই কাটায়। হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয়েছে গ্রামে, তার চতুর্দিকে বসেছে পাহারা। রাত্রির জন্য গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে শত্রুপক্ষের মুখোমুখী অর্ধবৃত্তাকারে সৈন্যদের জন্য একটি ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে। যে কুটিরটিতে হেডকোয়ার্টার সেখানে একটা ছোট তেলের বাতি, এত কম আলো যে কারুর মুখ চেনা মুস্কিল। প্রত্যেকেই ক্লান্ত — কথা বলার ইচ্ছা কারুর নেই। সবাই শোয়া নিয়ে ব্যস্ত। কেউ বেঞ্চির উপর পড়ে যায়, কেউ কেউ নির্বিঘ্নে কোথায় একটু ঘুমানো যায় তার জায়গা খুঁজে বেড়ায়। এই আধো অন্ধকারে তাদের চলাফেরা ঠিক ভূতের মত দেখায়।

সেই সময় বছর চৌদ্দ বয়সের একটা ছেলেকে নিয়ে আসা হল জেরা করা হবে বলে। সে একজন গুপ্তচর এই সন্দেহ করে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারা তাকে জেরা করে: সে কে, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবার চেষ্টা করছিল, তার কী দরকার? ছেলেটা উত্তর দেয় যে তার মা-বাবা কেউ নেই, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা কী জানি কোথায় মারা যায়। সে পোল্যাণ্ডবাসী একজন উদ্বাস্তু, বর্তমানে সে তৃতীয় রেড স্বেচ্ছাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। এ নামের কোন বাহিনীর কথা কেউ কোনদিন শোনেনি, কাজেই সবাইকার সন্দেহ আরো বেড়ে যায়।

'নাম কি?'

'জেনিয়া।'

'এই না বললে আলিওশা?' তাকে গোলমালে ফেলার জন্য আরেকজন জিজ্ঞাসা করে।

'বানিয়ে বলবেন না,' ছেলেটি তার স্বভাবগত মর্যাদার সুরে প্রতিবাদ করে। 'আমি কোন সময়ই আমার নাম আলিওশা বলিনি। আপনি ওটা নিজে বানালেন।'

'বেশ তো কথা বলতে পার দেখছি!'

'না পারার কী আছে?'

'যাক, এখন বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথায় এস। তুমি শ্বেতরক্ষীদের

কাছ থেকে আসছ? ঠিক ঠিক সব বলে যাও, একটুও চালাকি কর না। সব কথা যদি আমাদের বল তবে তোমার আমরা কিছু ক্ষতি করব না।'

'আপনাদের কিছুই বলব না, কারণ বলার কিছুই নেই।' ছেলেটির গলা কেঁপে ওঠে. নাছোড়বান্দা প্রশ্ন কর্তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া ভার।

'খুব হয়েছে। এখন মিথ্যে কথা ছাড় তো। তুমি যে বাহিনীর নাম করলে তার তো কোন অস্তিত্বই নেই। বানিয়ে বলছিলে তো। কোথায় যাচ্ছিলে, কেন যাচ্ছিলে, সেই কথাটা খুলে বল এখন।'

এই ভাবে তার জেরা চলতে থাকে। তারা বের করতে চায়; সে কে, কোথায় তাকে পাঠান হয়েছিল এবং কী উদ্দেশ্যে। সব রকম ভাবে তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা হয়, তাকে গুলি করা হবে — তাও বলা হয়।

কাঁদতে কাঁদতে জেনিয়া বলে, 'তবে তাই করুন, গুলিই করুন আমাকে। কিন্তু মিথ্যেমিথ্যি গুলি করছেন। আমি আপনাদেরই দলে। আপনারা ভুল বুঝেছেন।'

ফিওদর এই ব্যাপারে এসে হস্তক্ষেপ করে। সে ওখানে শুয়ে শুয়ে জেরা শুনছিল আর ভাবছিল এর শেষ কোথায়। তার কাছে ছেলেটা তাদের পক্ষের কি শত্রুপক্ষের এটা খুব বড় কথা নয়। তাকে বাঁচান দরকার। তাকে কাছে রেখে প্রয়োজন হলে আবার শিক্ষিত করে তোলা দরকার। সে তাদের বলে জেরা বন্ধ করার জন্য। ছেলেটা মহা খুশি। ছেলেটাকে ফিওদর তার পাশে মেঝেতে একটা জায়গা করে দেয়। (পরে ফিওদরের দৌলতে জেনিয়া সৎ ও বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে ওঠে, ব্রিগেড ও রেজিমেণ্টের সংযোগ বিভাগে সে কাজ করে।)

হেডকোয়ার্টারে আবার ফিরে আসে নিস্তব্ধটা। বাতিটা থেকে ধোঁয়া উঠছে। ঘরের ভিতর ঘুমন্তদের নাসিকা-গর্জন। বাইরে জিন-আঁটা সব ঘোড়ার দানা চিবানোর মট্ মট্ শব্দ। সবাই যখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সেই সময় শ্মারিন অন্য একটি রেজিমেণ্টের কাছ থেকে সবেমাত্র ফিরেছে। এসেই সে আবার কুটিরের বাইরে চলে যায় চারিদিকটা দেখে আসতে, সব ঠিকঠাক আছে কিনা। কতক্ষণ হয়েছে

কারুরই খেয়াল নেই, তবে তখন সবে ভোর ভোর, রুদ্ধশ্বাসে শ্মারিন দৌড়ে এসে খোলা দরজার সমুখে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে, তার মুখের কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যায়, 'উঠে পড়, দেরী কর না — ওরা আক্রমণ শুরু করেছে।'

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে মুহূর্তের মধ্যে যে যার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে।

'তারা পাহাড়ের উপর এসে গেছে মাত্র চারশ মিটার দূরে!' শ্মারিন হাঁপাচ্ছে, জিনের পাদানীতে ভাল করে পা রাখতে পারছে না সে। তার তেজী ঘোড়াটা ঘুরপাক খাচ্ছে, কিছুতেই তাকে উঠতে দেয় না। শ্মারিন সমুখে এসে আচ্ছা করে এক ঘা লাগায় তার নাকের উপর।

গেটের ভিতর দিয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যায়। ঊষার ধূসর আলোক রেখায় অস্পষ্ট সব মূর্তিরা ধেয়ে চলেছে চারিদিকে। কোথায় তারা চলেছে বলা মুস্কিল। একদিক লক্ষ্য করে তারা যে ছুটছে তা নয়—একই সঙ্গে চতুর্দিকে চলেছে ছুটোছুটি। গেট থেকে বের হওয়ার পরই তারাও বেরিয়ে পড়ে, কোন কথা বলে না, কথা বলার সময়ও তখন নেই। কেউ কেউ রাস্তা দিয়ে উল্টোমুখে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় নিজেদের বাঁচানর জন্য। চাপায়েভ দ্রুত ঠিক করে নেয় এ অবস্থায় কী করা উচিত। নিকটস্থ রিজার্ভ বাহিনীর দিকে সে ঘোড়া ছোটায়। শ্মারিন আর ফিওদর ভাবে আক্রমণকারী বাহিনী এগিয়ে আসছে, তাদের সমুখ থেকে লালফৌজের সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে আসছে, তাই তারা শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য এগিয়ে যায়। নিজেরা সাহসের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে পশ্চাদপসরণকারীদের গতিরোধ করবে, তাদের মনোবল বাড়াবে — এই চিন্তা করতে করতে ক্লিচকভ শ্মারিনের সঙ্গে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, উরালস্কে আন্দ্রেয়েভের সঙ্গে তার আলোচনার কথা, — আক্রমণকারী শত্রুর সম্মুখে আত্মরক্ষার সম্বন্ধে, আকস্মিক আতঙ্কের সৃষ্টি হলে যুদ্ধে নিজেদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে, — গর্বে তার মন সঙ্গে সঙ্গে ভরে ওঠে।

'এ আতঙ্ক অমূলক... নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে... পাহাড়ের উপর যারা তারা আমাদেরই সৈন্য!'

'থাম!' হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে শ্মারিন।

এ নির্দেশ কাদের উদ্দেশ্যে বলা মুস্কিল। তাদের আশেপাশে কেউ নেই, মাত্র দু'চার জন লালফৌজের লোক এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। চাপায়েভ ও আর যারা রাস্তা ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছিল তাদের ডেকে আনার জন্য অবিলম্বে লোক পাঠান হয়। তাদের আনানোর জন্য চিৎকার করা, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হয়। দশ মিনিটের মধ্যে তারা একত্রিত হয়।

এই হৈ চৈ, চিৎকার, বন্দুকের আওয়াজ রেজিমেণ্টের সৈন্যরা শুনতে পায়। তাদের মধ্যে সঞ্চার হয় বিস্ময় ও ত্রাসের। তারা এ কথাও ভাবে যে শত্রুরা হয়তো তাদের বেষ্টন করে ফেলেছে — এর জন্য জরুরী কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। কান খাড়া করে তারা শোনে; আত্মরক্ষার ব্যবস্থার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। চারিদিকে আবার নতুন করে স্কাউটদের পাঠান যখন তারা শুরু করেছে খবর পেঁাছায় যে বিপদ-সঙ্কেতটি অমূলক। স্টাফের সমস্ত কর্মীরা কুটিরে আবার মিলিত হয়। দিনের কাজ শুরু হতে তখনও অনেক দেরী, তবু তাদের আর ঘুমাতে ইচ্ছা করে না। টেবিলের চারিপাশে বসে তারা কথা বলা শুরু করে। কার দোষ, কাকে তারা দোষ দেবে, তা ভেবে কূল পায় না। শ্মারিনের দোষ? না, বিপদের আভাস পাওয়া মাত্র তার কর্তব্য সবাইকে জাগানো, তখন তার সঠিকতা যাচাই করার মত সময় ছিল না। নিজেদের? তাদেরও দোষ নেই। শত্রু আক্রমণ করেছে শুনে এমন বেকুব কে আছে যে ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবে?..

তারা ভাবে, থাকগে, যা হবার তা হয়েছে। এ গন্ডগোল হতই, কেউ ঠেকাতে পারত না। কারুর ঘাড়ে দোষ চাপাতে না পারলেও তারা নিজেদের কেমন লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করে। তাদের কথাবার্তাগুলোর মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব নেই। এ ওর মুখের দিকে চাইতে পারে না, অন্য পাশে মুখ ফিরিয়ে জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে তারা কথা বলছে।

'তখন প্রায় সত্যিকারের একটা আতঙ্কের অবস্থা,' টেবিলের উপর ঝুঁকে বাতি থেকে সিগারেট ধরাতে ধরাতে শ্মারিন বলে ওঠে। 'কে যে আমাদের বেকুব বানালো সেটা খুঁজে বের করা দরকার।'

'তোমাকে যে বলেছিল সে লোকটি কে?' চাপায়েভ জিজ্ঞাসা করে।

'রেজিমেণ্ট স্টাফের লোক। একেবারে সামনা সামনি দেখা।'

'কিন্তু লোকটি কে?'

'মনে পড়ছে না। মনে পড়বে কি, তাকে ঠিক চিনতেই পারিনি... সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। সৈন্য সারি এগিয়ে আসছে... ওই রকম কি একটা দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে ... তাই ভেবেছিলাম...'

'তুমি ভাববে না, তোমার জানা দরকার,' চাপায়েভ গম্ভীরভাবে জবাব দেয়। 'জান, একবার আমাদের কী দশা হয়েছিল? এখন না, জার্মান যুদ্ধের সময়, কার্পেথিয়ানে। সে পাহাড় এই সব ছোট ছোট ঢিবির মত নয়। একবার যদি ওপরে ওঠ তবে তাড়াতাড়ি যে নেমে পড়তে পারবে তা নয়। আমরা উঠলাম ঠিক, কিন্তু অস্ট্রিয়ার সৈন্যরা প্রত্যেকটি গর্তে, পাথরের পিছনে, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে, কেউ কেউ বালির মধ্যে শুয়ে। তারা স্বদেশে, কোথায় লুকতে হবে তা তাদের শেখাতে হয় না। আমাদের মধ্যে বাজারের মত বিশৃঙ্খলা। শত্রুরা আমাদের পশ্চাদভাগে আঘাত হেনে মালপত্র গাড়িঘোড়া — সব ছিনিয়ে নিতে পারে। কামান থাকলে তাও তারা কেড়ে নেবে। তাই এবার আমরা মাঝখানে সব রেখে, চারপাশ সৈন্য দিয়ে ঘিরে এগুতে লাগলাম। ঘোড়া বেশি ছিল না বলে ষাঁড় নেওয়া হয়েছিল। আর রাত্রিবেলা কুঁদো দিয়ে যতই গুঁতো মার না কেন, কিছুই হবে না — আরও বেশি ডাকাডাকি তারা শুরু করে দেবে। যতক্ষণ রুটি সঙ্গে থাকল, একদলা করে তাদের মুখের মধ্যে পুরে দাও, চুপচাপ থাকল, তারপর আরও বেশি ঝামেলা।

'একবার আমাদের গোটা রাত্তিরটাই মার্চ করার কথা। স্কাউটরা রিপোর্ট করল — সব ঠিক আছে, রওনা দাও। আমরাও রওনা হয়ে পড়লাম; গাড়ি, ঘোড়া, ষাঁড় প্রভৃতি মাঝখানে। পাহাড়ের উপর ওই রাত্তির যারা দেখেছে একমাত্র তারাই জানে তার চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না। কি অন্ধকার, একেবারে ঘুটঘুটে আঁধার যাকে বলে, কিছু দেখার উপায় নেই। আমরা চলেছি, কোন শব্দ নেই, শুধু পাথরের নুড়িগুলোর নীচে গড়িয়ে পড়ার শব্দ। আর রাত্তির বেলা পথে চলতে চলতে কত কীই না মনে হয় রয়েছে। তোমার চারপাশের সব ঝোপঝাড়ের

মধ্যে মনে হবে লোক লুকিয়ে বসে আছে। মনে হবে গাছের ডালে লোক। একটি বড় পাথর, অন্ধকারে সেটাকেও মনে হবে মানুষ। যতই বীরপুরুষ তুমি হও না কেন, গা ছম্‌ছম্‌ করবেই। রাত্রিবেলা ভয় আছে তার কারণ হচ্ছে যে, কোন দিকে গুলি করবে কোনদিকে যে দৌড়াবে, কিছুরই হদিশ পাওয়া যায় না — মনে হয় যেন চারিদিক থেকে তোমাকে ঘিরে ধরেছে। আর নির্দেশ? দেখতেই কিছু পাচ্ছ না তো, নির্দেশ দেবে কিসের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। নিজেরা আক্রমণ করলে অন্য কথা — একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে পালিয়ে আসা যায় তখন। কিন্তু পাহাড়ের উপরে যেখানে তোমার কোন কিছু চেনা নেই, জানা নেই — তখন?

'আমরা চলেছি তো চলেছি, হঠাৎ সামনে থেকে একজন ভাবল তার সম্মুখে শত্রু। সে ছুঁড়ল কিন্তু পাল্টা গুলি আসে না। আবার সে ছুঁড়ল গুলি, তারপর আপনা থেকেই শুরু হয়ে গেল গণ্ডগোল। পথটা খুব সংকীর্ণ, একজন একজন করে আমাদের যেতে হচ্ছে। সামনে থেকে, পেছন থেকে — দুদিক থেকেই গুলি। কোনদিক থেকে কে গুলি করছে, কিছুই জানার উপায় নেই — মরে সব মাটিতে পড়ছে — তখন সবাই পাহাড় থেকে নেমে পালানর জন্য দৌড় লাগায়। তারা দৌড়তে শুরু করে, ওদিকে গাড়ি, ষাঁড়, সব তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে নীচের দিকে নামার জন্য সম্মুখে যা পড়ছে সব তছনছ করে মাড়িয়ে, গুঁড়িয়ে ছুটতে থাকে। এমনই গাদাগাদি আর বিশৃংখলা শুরু হয়ে যায় যে ঘোড়ায় চেপে বা পায়ে হেঁটে এগোনোর উপায় থাকে না। অন্য পথও আর নেই তাই মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে, গাড়ির উপর দিয়ে আমাদের আসতে হয়। যারা পাহাড়ের নীচে ছিল, তারা ভাবে বুঝি শত্রুসৈন্য নেমে আসছে, তারাও গুলি চালাতে শুরু করে। পালায় আর গুলি করে — দৌড়ায় আর একবার করে পিছু ফিরে দেখে আর গুলি করে। অত লোক নিহত হল, তার কারণ কী? আতঙ্ক ছাড়া কিছু নয় — বাস্তবিকই সে একটা আতঙ্কের অবস্থা। কেউ কিছু বলছে, কিম্বা যখনই কিছু দেখবে, ভাল করে দেখে শুনে নিশ্চিত হওয়া উচিত। "শত্রু আসছে", "শত্রু আসছে" বলে চেঁচালেই হল না।'

ঘটনাটা যে ওকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে সেটা যেন সে বুঝতেই পারেনি এমনি ভাব দেখিয়ে শ্মারিন বলে ওঠে, 'চেঁচাবে কেন? কক্ষনো চেঁচান উচিত নয়। চেঁচান থেকেই গণ্ডগোল বাধে।'

শ্মারিনের এই কৌশলে অবাক হয়ে গিয়ে চাপায়েভ আপন মনেই বলতে থাকে, "চেঁচান থেকেই" তো বটে।

ফিওদর মাঝখান থেকে বলে বসে, 'আমার মনে হয়, এমন এমন অবস্থা হয়ে পড়ে যখন আতঙ্কিত না হয়ে পড়া অসম্ভব। তুমি যেই হও, আর তুমি যাই কর না কেন, আতঙ্ক রুখতে পারবে না। যেমন ধর, তুমি যে গল্পটা করছিলে ...'

'হুঁ, ওটা একটা সাংঘাতিক ঘটনা,' চাপায়েভ একমত হয়।

'সাংঘাতিক বৈকি! কিন্তু ওই ধরনের সাংঘাতিক ঘটনা নিজেরাই তো সৃষ্টি করি মিলে।' ফিওদর আরও একটু বিশ্লেষণ করে বলার চেষ্টা করে। 'আমাদের উচিত আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার পর তাকে থামানর চেষ্টা না করে সবার আগে থেকে যাতে আতঙ্ক সৃষ্টি না হয়, তার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু করবে কেমন করে? সেটাই হল কথা। প্রত্যেকটি ক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ রকমের। যেমন কার্পেথিয়ানে আমার মনে হয়, বেশ বাছা বাছা সৈন্যদের আগে পাঠান উচিত ছিল, আর পর্যবেক্ষণের কাজও বেশ পাকা লোক দিয়ে করান উচিত ছিল, যারা রাত্তির বেলা সহজে ভয়-টয় না পায় এমন ধরনের লোক। তারপর সঙ্কেত কী হবে, কতবার গুলি ছোঁড়া হবে, তাও আগে থেকে ঠিক করে রাখা উচিত ছিল। কেউ নিজের খেয়ালখুশি মত গুলি ছুঁড়তে পারবে না, একমাত্র নির্দেশ সঙ্কেত পাওয়ারই পর সৈন্যরা গুলি করবে — এই কথা সৈন্যদের আগে থেকে বলে রাখা উচিত ছিল।'

চাপায়েভ তাকে বাধা দিয়ে বলে, 'সঙ্কেতের কথা মোটেই নয় — ঘোড়া, ষাঁড় সব ক্ষেপে গেছে, তখন তোমার সঙ্কেত কী করতে পারত? ওইগুলো সব মাঝখানে রাখা উচিত হয়নি। রাত্তির বেলা অন্য রকম করে রাখা উচিত। রাত্তিরবেলা মার্চ করা উচিত হয়নি।'

'না, কেন? সবকিছু ঠিকঠাক করে গুছিয়ে ব্যবস্থা করলে অতি সহজেই তা করা যায়।'

'ওরা সব ঠিকঠাক করেছিল বৈকি! যা করেছিল তার চেয়ে ভাল আর কত করবে!' শ্মারিন হেসে ওঠে।

তার এই অদ্ভুত হাসি আর হেঁয়ালি পূর্ণ কথাবার্তার পর আর আলোচনা চলে না। ঘুমানোর ইচ্ছা নেই কারুর। বসে থাকতেও ভাল লাগে না, আর বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। চারিদিক ফরসা হয়ে উঠতে শুরু করেছে; রাতের কঠিন শীত কিন্তু তখনও কাটেনি। কোনদিকে সাড়া শব্দ নেই। রাতের সেই গন্ডগোলের পর গ্রামের সবাই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাপায়েভ; তার ঘোড়ার পিঠে জিন লাগান হচ্ছে। ফিওদর নিজের ঘোড়ায় জিন নিজেই এ'টে নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে যে পথ দিয়ে আগের দিন তারা এসেছিল, সেই পথ দিয়ে তারা আবার ফিরে যায়।

১২

অগ্রসর

চাপায়েভ ডিভিশনটিকে বেলেবেই পাশ কাটিয়ে উত্তর দিকে চলে যেতে হবে। শহরটি অধিকার করার দায়িত্ব অন্য সৈন্যদের উপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু সব কম্যান্ডারদেরই বড় বড় নাম-করা সব জায়গার প্রতি একটা মোহ থাকে এবং সেই সব জায়গা দখল করার ব্যাপারে তাদের নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে গল্প তারা করবেই।

গৃহযুদ্ধে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করাই যে সব সময় আশু লক্ষ্য ছিল তা নয় — বরং বেশি লক্ষ্য ছিল জায়গা দখল করা, বিশেষ করে নাম-করা বড় বড় শহরগুলো; এর কারণ শুধু মাত্র সামরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি নয়, এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। প্রত্যেকটি বড় বড় কেন্দ্র, প্রত্যেকটি বড় বড় শহর চতুষ্পার্শ্বস্থ বিরাট বিরাট অঞ্চলের রাজনৈতিক কেন্দ্র, এবং তা শ্বেতরক্ষীদের দ্বারা কিম্বা লালফৌজ দ্বারা অধিকৃত হলে তার রাজনৈতিক প্রভাব সেই অঞ্চলটার উপর পড়তে বাধ্য। এবং যেহেতু গৃহযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনীতি একটি প্রধান চালিকা শক্তি, সেই

হেতু উভয় পক্ষই এইসব প্রধান স্থানগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দখল করার জন্য সচেষ্ট থাকত।

বেলেবেই খুব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র না হলেও সাংগঠনিক কেন্দ্র হিসাবে এর কিছুটা গুরুত্ব ছিল। চাপায়েভ ডিভিশনের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্রিগেডটি এই শহরের নিকট যখন উপস্থিত হয়, ঠিক তখনই চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু হতে চলেছে। তারা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং অন্য ডিভিশনের সৈন্যদের সঙ্গে তারাও শহরে প্রবেশ করে। তারপর, কারা শহরটি দখল করেছে, কারা আগে প্রবেশ করেছে, কারা বেশি সাহস, বুদ্ধি, দক্ষতা প্রভৃতি দেখিয়েছে এই নিয়ে বহু বাদ-প্রতিবাদ তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কোথাও যদি দুটি সৈন্যবাহিনী একইসঙ্গে কোন স্থান দখল করে, তখন এই ধরনের বাগবিতণ্ডার আর অন্ত থাকে না। এই সব তর্কাতর্কির ব্যাপারে চাপায়েভ কোন অংশ গ্রহণ করে না, এ সব ব্রিগেড কম্যান্ডার পতাপভের কাজ, কুটনৈতিক ব্যাপারে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ব্যক্তি।

রেজিমেণ্টগুলি উত্তরে গিয়ে উসেন নদী বরাবর ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করতে থাকে। এপারে লালফৌজ — ওপারে শ্বেতরক্ষীরা, এইভাবে কেটে যায় কিছুদিন। সৈন্যেরা সব বিশ্রাম নেয়, শক্তিসামর্থ্য পুনরুদ্ধার করে তারা পরবর্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। চাপায়েভের অসন্তুষ্টি বেড়ে যায়। সব সময় সে খিট্খিট্ করতে শুরু করে, উসেনের তীরে এই বিরতি তার মতে অত্যন্ত অন্যায় — প্রধানত তার অসন্তুষ্টির কারণ এটাই, আর এই নিয়ে দিনরাত সে বক্‌বক্ করতে থাকে।

সে চিৎকার করে বলে, 'কিসের জন্য এই বিশ্রাম? কোন বেকুব যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করে? আর এই বিশ্রামের দরকারই বা কার? হয়তো স্টাফদের বিশ্রামের দরকার?' তার এই শেষোক্ত বিদ্রূপোক্তির অর্থ লালফৌজের এই বিজয়ী অভিযানের গতি ইচ্ছাকৃতভাবে শ্লথ করার পিছনে সম্ভবত কোন বিশ্বাসঘাতকের হাত আছে। তারা সত্যি সত্যিই বিশেষ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছিল না। মাঝে মাঝে কিছুটা অবকাশ, বিরতি, পুনর্গঠনের প্রস্তুতি সব নিয়ে দিনে গড়ে পাঁচ সাত মাইলের বেশি হবে

না। এই সব হিসেব করতে ভালবাসত যারা সেই সব লোক চাপায়েভকে এ কথা বললে সে রেগে আগুন হয়ে উঠত।

টেবিলের উপর এক ঘুষি লাগিয়ে গলা ফাটিয়ে সে চিৎকার করে বলত, 'একটুও ক্লান্ত আমি হইনি। যখন বিশ্রাম চাইব, তখন দিও বিশ্রাম। এখন কিন্তু আমাদের এগোতে হবে। শত্রুরা পালাচ্ছে। তাদের পিছন পিছন আমাদের লেগে থাকতে হবে, নদীর ধারে এখন ছাউনি ফেলার কথা নয়।'

তারা তাকে বলে, 'কিন্তু ভাসিলি ইভানিচ, তুমি কেমন ধারা লোক, কেবল তোমার নিজের ডিভিশনের কথাই বলছ, অন্য আরও তো সব ডিভিশন আছে। তাদের ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নেওয়ার কত কাজ! কিছু লোককে ছুটি দিতে হবে, নতুন নতুন লোক সংগ্রহ করতে হবে, কত কি দরকার তুমি জান। তুমি তোমার ডিভিশনটি নিয়ে এগিয়ে গেলেই তো আর সব কাজ হয়ে যাবে না।'

'হবে না, তাই নাকি?' চিৎকার করে ওঠে চাপায়েভ। তার চোখদুটো জ্বলে ওঠে। 'এপাশ-ওপাশ থেকে কোন্ সাহায্যটা আমি পাই শুনি? কেউ এ পর্যন্ত আমাকে একটুও সাহায্য করেনি। সাহায্য চাই না। একটি ডিভিশন নিয়েই আমি উফা দখল করব। অনুরোধ: আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কর না। নাক গলাতে এস না ...'

'কাদের কথা বলছ? কারা যেন নাক গলাতে না আসে?'

'কেউ যেন নাক গলাতে না আসে। আমি নিজেই সব করব,' একটু নরম সুরে বলে, মাত্রা যে বেশি হয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারে।

এই ধরনের ছোটখাট কথা কাটাকাটি লেগেই থাকে। তবু উফা পর্যন্ত সারাটা পথ চাপায়েভ আক্রমণ পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে তার বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে চলে, যদিও তার ডিভিশন একটার পর একটা জয়লাভ করছে। সব সময় তার ধারণা — তাকে কাজ করার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, তার উদ্যোগ খর্ব করা হচ্ছে, তার পরামর্শ কেউ নিচ্ছে না, তার মতামতের প্রতি কোন শ্রদ্ধা কারুর নেই।

তার নিজের সাঙ্গপাঙ্গদের সম্মুখে সে গর্জন করে:

'তারা ওখানে বসে কী দেখবে, ওই মানচিত্র পর্যন্ত তো তাদের দৌড়। আরে, আমরা মাটির উপর দাঁড়িয়ে লড়াই করছি, মানচিত্রের উপর নয়। শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে বুঝলে,' চিৎকার করে ওঠে সে। উত্তরোত্তর তার রাগ বেড়ে যায়। 'এখানে আমরা সবকিছু দেখছি, সবকিছু আমাদের জানা। আমাদের কিছু বলে দিতে হবে না, আমাদের শুধু সাহায্য পাঠাও তোমরা!'

ক্লিচকভ তার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। 'ভাসিলি ইভানিচ, আবার তুমি সব গোলমাল করে ফেলছ। সুসংহতভাবে তো সমস্ত কাজ করতে হয়, একত্রে তো চলতে হবে।'

'মেলাও তাহলে,' বাধা দিয়ে বলে ওঠে চাপায়েভ। 'কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে আমার কাজে বাধা দিও না। আমাদের কোথায় দ্বিগুণ বেগে এগোতে হবে, তা না, আমরা এই উসেনের পারে বসে বসে ছুটি উপভোগ করছি।'

'ছুটি! কী বলছ তুমি!' কড়া সুরে বলে ওঠে ফিওদর। 'খুব বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আমাদের কম বিপদে পড়তে হয়নি! অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে যে ...'

'...যে আমাদের বসে বসে অপেক্ষা করতে হবে, তাই কি?' বাধা দিয়ে ওঠে চাপায়েভ। 'যতগুলি নদী পড়বে সবগুলোর ধারে? যখন কলচাক ওদিকে প্রাণপণে পালাচ্ছে? তোমার যদি ভাল লাগে ওরকম লড়াই তুমি কর — আমার ধাতে এসব সইবে না। এই ডিভিশনকে অবসর দেওয়ার কথা তাদের মাথায় এখন এল, এখন কি এর সময়, তুমিই বলো না কেন!' সে গজগজ করে ওঠে,'সৈন্যেরা কি কোন অভিযোগ জানিয়েছে, তারা কি কেউ চেয়েছে এই অবসর, এই ছুটিছাটা? দুত্তোরিকা! সব ছেড়ে ছুঁড়ে চলে যাব, একটা সৈন্যদল পরিচালনার কাজ নেব। ওখানে নিজের মতলব মত কাজ করা যায়। তোমার নিজের হাত থাকে। কিন্তু এখানে...' রেগে সে থুথু ফেলে।

'তুমি দেখছি এই ছুটিছাটা দেওয়ার বিরুদ্ধে!' ক্লিচকভ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। 'বেশ লোক যাহোক তুমি! কারণ যে আছে তা

তোমার বোঝা উচিত। এরকম সময় তুমি ভাবছ তারা মিথ্যামিথ্যি এই পুনর্গঠনের কাজ করছে। লোকজন হয়তো সত্যি-সত্যিই হয়রান হয়ে পড়েছে, তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

বিরক্তিসূচক ভঙ্গি করে চাপায়েভ বলে, 'কেউ হয়রান হয়ে পড়েনি। কাল একজন লালফৌজের সঙ্গে দেখা বনের মধ্যে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে, আষ্টেপৃষ্টে ব্যান্ডেজ বাঁধা, রোগা পটকা চেহারা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার, কোথায় চলেছ ?" — "কোথায় আবার যাব — আমার ইউনিটে ফিরে যাচ্ছি।" — "খোঁড়াচ্ছ কেন ?" — "পায়ে গুলি লেগেছিল।" — "ওটা সারিয়ে নিচ্ছ না কেন ?" — "সময় কোথায় কমরেড, বিশ্রাম নেবার কি সময় এখন, লড়াই করতে হবে আমাদের। ওরা যদি মেরেই ফেলে, তখন কবরের তলায় শুয়ে থাকে ছাড়া আর কী কাজ ? ক্ষতস্থান শুকানোর প্রচুর সময় তখন।" হাসছে আর বলছে। ওর দিকে চেয়ে ভাবলাম, আরে, এ যে দেখছি সত্যিকারের একজন বীর। আমার হাত থেকে ঘড়িটা খুলে ওকে দিলাম। "নাও এটা পর। চাপায়েভকে মনে রেখ কিন্তু।" স্পষ্টই আগে আমাকে সে চিনতে পারেনি। সে সুখী হয় কিন্তু ঘড়ি নিতে চায় না। বারবার হাত নাড়িয়ে অসম্মতি জানায়। পরে অবশ্য নিল। আমি আর দাঁড়ালাম না। পিছন ফিরে দেখি সে তখনও আমার দিকে চেয়ে আছে। তোমরাই বল, সে কি ক্লান্ত হয়েছে। এই রকম ক্লান্ত লোক নিয়ে আমি কলচাকের দলবল সবকিছুর একেবারে শেষ করে ছেড়ে দিতে পারি।'

'ওই রকম লোকের অভাব নেই, তা ঠিক।' ফিওদর একমত হয়। 'অধিকাংশই হয়তো ওই রকমের, কিন্তু তা হলেও ওদের শরীর বলে জিনিস আছে।'

কিন্তু চাপায়েভকে এই কথা মানানো দারুণ কঠিন ব্যাপার। যে ফ্রুঞ্জেকে চাপায়েভ সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে তাঁর কথা বলেও কিছু এগোয় না।

'কিন্তু ফ্রুঞ্জেকে না জানিয়ে তো কোন অর্ডার দেওয়া হয় না ? জেনারেলরা সই মেরে দিলেই হয়ে গেল — তাতো আর নয়!'

'আর যদি তারাই করে থাকে?' হেঁয়ালির সুরে চাপায়েভ প্রতিবাদ করে। তার গলার স্বরও নেমে যায়।

'তা কেমন করে হবে?'

'এমনি করে... আমরা জানার আগে, আমাদের সব অর্ডার কলচাক জেনে ফেলে... এমনি করে।'

'আবার বাজে কথা বলছ?' ফিওদর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে। 'কালেভদ্রে একটা অর্ডার হয়তো তাদের হাতে গিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু ভাসিলি ইভানভিচ, তার থেকে তুমি একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পার না।'

চাপায়েভের সঙ্গে বৃথা তর্ক — তার গোঁ সে ছাড়ার পাত্র নয়। আর স্টাফদের ব্যাপার যেখানে, সেখানে তার মত বদলানো কার সাধ্য — জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে তাদের অবিশ্বাস করে গেছে।

একদিন খুব সকালে ফিওদর আর চাপায়েভ দাভ্‌লেকানভো অভিমুখে যাত্রা করে। সবুজ বনের ভিতর দিয়ে তাদের পথ। কত গিরি পর্বতের উপর দিয়ে, কত স্ফটিক স্বচ্ছ নির্ঝরিণীর জলধারা পেরিয়ে, বার্ড চেরী বনের গন্ধবহ সংকীর্ণ বীথি দিয়ে অশ্বারোহী দুজন চলেছে। পথটা রৌদ্রোজ্জ্বল ও নির্জন। বসন্ত, সকালের সব রকম গন্ধ ও শব্দে ভরা। বন পার হয়ে তারা গিয়ে পৌঁছায় ক্ষুধিত, পরিশ্রান্ত, ধূলিধূসরিত, অপরিচ্ছন্ন জীর্ণ পোষাক পরিহিত সব লালফৌজের সৈন্যদের কাছে।

লালফৌজ উফার যত নিকটবর্তী হতে থাকে শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ ততই দুর্বার হয়ে ওঠে। প্রতিটি সুবিধাজনক স্থান তারা প্রাণপণ শক্তিতে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। বিশেষ করে পাহাড়ের উপরের স্থানগুলো। ছোট ছোট হানাদার দল গঠন করে তারা পালটা আক্রমণ চালায়। তাদের যানবাহনের উপরও তাদের দৃষ্টি সতর্ক — ঠিক সময়ে সেগুলো পিছনে পাঠিয়ে দেয় এবং সেগুলো পাহারার জন্য বেশি সংখ্যায় সৈন্য সমাবেশ করে। স্পষ্টই বোঝা যায় তারা চায় না তাদের মালপত্র লালফৌজের হাতে পড়ে।

অগ্রসর হওয়া দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। ব্যাপক গুপ্তচরবৃত্তি আবিষ্কৃত হয়। কলচাকের হয়ে কাজ করছে তার দালাল, ধনী কৃষকেরা, আর আছে তাতাররা। তাদের অনেককে এই কথা বলে ভোলান হয়েছে যে, বলশেভিকরা যে যুদ্ধ করছে তার একমাত্র লক্ষ্য মস্‌জিদ্‌ ধ্বংস করা আর তাদের আল্লাকে উচ্ছেদ করা। তাতারগ্রামে প্রবেশ করার পর জানলা থেকে লালফৌজের উপর গুলি চলেছে, এমন বহু ঘটনা ঘটে। এই গুলি যে গ্রামের বড়লোকেরা করেছে তা নয়, করছে নিপীড়িত গরিব মানুষেরা। তারা ধরা পড়ে। অবস্থা বিশেষে তাদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করা হয়। ধরা পড়া মাত্র কাউকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হয় — যুদ্ধের সময় রীতি-নীতির কোন বালাই থাকে না। অনেককে আবার লালফৌজ অন্তর্ভুক্ত তাতারদের হাতে সঁপে দেওয়া হত তাদের বোঝানোর জন্য। কী জন্য তারা লড়াই করছে এই কথা লালফৌজের তাতাররা তাদের জাতভাইদের বুঝিয়ে বলত। এমনও দেখা গেছে যে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই সেই বন্দী তাতার স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিজেই লালফৌজে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

প্রায় একটা না একটা গুপ্তচর ধরা পড়তে থাকে। দাভ্‌লেকানভোয় ফিওদর সৈন্যদের কাছে শোনে যে রেজিমেণ্টের মালগাড়িতে একটা মেয়ে আছে, ওকে তারা রাস্তা থেকে তুলে নেয়। সেই মেয়েটি তাদের বলে তাকে উফা পর্যন্ত নিয়ে যেতে, লালফৌজের সঙ্গে সেও শহরে প্রবেশ করতে চায়। তার মা, বোন আত্মীয়স্বজন উফাতে আছে।

'তাকে হাজির কর আমার সামনে,' ফিওদর অর্ডার করে।

মেয়েটাকে আনা হল। তার বয়স উনিশের কাছাকাছি। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। সে বলল জিমনাজিয়াম ছেড়ে সবে সে বেরিয়েছে। তার সাজগোজ মোটেই ভাল নয়। উফা সম্বন্ধে হাজারো কথা তার মুখে... ওখানে যাওয়ার জন্য সে অত্যন্ত ব্যগ্র। তাকে সন্দেহ করার মত কিছুই নেই। তবু আপনা থেকেই ফিওদরের মনে হয় কোথায় কী একটা গন্ডগোল রয়েছে, যদিও তার কোন কারণ সে খুঁজে পায়

না। সে ভাবে একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক না, "যদি ভুল হয়, ক্ষতি কী? ছেড়ে দেব — চুকে যাবে ল্যাঠা।"

অনেকক্ষণ ধরে সে তার সঙ্গে এটা-সেটা আজে-বাজে বহু জিনিস নিয়ে কথা বলার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে:

'তুমি আহত হয়েছিলে অনেকদিন আগে?'

'হুঁ, অনেকদিন আগে... মানে না... আমি আহত হয়েছিলাম একথা কিসে আপনার মনে হল?'

'তুমি খোঁড়াচ্ছ দেখে,' কড়াভাবেই জবাব দেয় ফিওদর। তার চোখের দিকে সে কটমট করে তাকিয়ে থাকে।

রাজনৈতিক বিভাগের বড় কর্তা কমরেড গ্রাল্লিন ফিওদরের পাশে বসে নিঃশব্দে এই নতুন পদ্ধতিতে জেরা করা লক্ষ্য করতে থাকে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক,' একটু গোলমালে পড়ে যায় মেয়েটি। 'আমার পাটা, কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা... অনেক অনেক আগের কথা...'

ফিওদর বোঝে যে তাকে খুব দ্রুত ও একটুও না থেমে প্রশ্ন করে যেতে হবে, যাতে মেয়েটি চমকে ওঠে, যাতে সে ভেবেচিন্তে কোন একটা উত্তর ঠিক করে নিতে কিম্বা এড়িয়ে যেতে না পারে।

'কোথায়, কখন তুমি আহত হয়েছিলে?'

'আমি হেডকোয়ার্টারে কাগজপত্র নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

'যুদ্ধ বুঝি খুব কাছাকাছি হচ্ছিল?'

'হুঁ, কাছাকাছি।'

'তুমি ওদের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতে?'

'না। আমি টাইপিস্ট ছিলাম।'

'মিথ্যে কথা,' হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে ফিওদর। 'দেখ, আমি কিন্তু সব জানি। বুঝতে পারছ সব আমার জানা। আমাদের লোক তোমার সম্পর্কে আমাকে সব বলেছে। বের কর তোমার পরিচয়পত্র, এই মুহূর্তে আমার হাতে দাও যেটা ছোট্ট পাতলা কাগজের উপর লেখা।'

'কোন কাগজ?' ভীত স্বরে মেয়েটি প্রশ্ন করে।

'টিস্যু কাগজের মত সেই অতি পাতলা কাগজ... আমার কথা তো তুমি

বুঝতে পারছ? ন্যাকামি করছ কেন! বের কর... দেরী করছ কেন! আমাদের লোকেরা জানে ওটা তোমাকে লিখে দেওয়া হয়েছিল। দাও ওটা!'

ফিওদরের দৃষ্টি তার চোখের উপর দৃঢ় নিবদ্ধ হয়ে থাকে। এই অপ্রত্যাশিত সুফল দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়। ওই "ছোট্ট কাগজটি"র কথা শোনা মাত্র মেয়েটি চূড়ান্ত বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। প্রত্যেকটি গোয়েন্দাকেই যে ওই ধরনের অতি পাতলা কাগজের পরিচয়পত্র দেওয়া হত, তারা সেটা জামার সেলাই-করা ভাঁজে, জুতোর গোড়ালীর ফাঁকে কিম্বা তাদের কানের মধ্যে — এই ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত, ধারণা করা যায় না, এমন সব জায়গায় লুকিয়ে রাখত — এ কথা আগে থেকে সে জানত।

মেয়েটি একটা সিগারেট হোল্ডার বের করে, তিনবার সেটা ঘুরিয়ে নলের মধ্যে পোরা জড়ানো একটা ছোট কাগজ বের করল। তাতে তার নিজের নাম, পৈতৃক নাম, পদবী সব লেখা।

অদ্ভুত উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তারপর মেয়েটিকে প্রথম রেজিমেণ্ট অফিসে তারপর সামরিক হেডকোয়ার্টারে সরকারী কায়দায় জেরা করা হয়। কমরেড ফ্রুঞ্জে ঘটনাচক্রে সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও জেরা করেন। মেয়েটিকে যে জেরা করা হয় তা থেকে বহু মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে আসে। তাছাড়া অন্যান্য অনেক জিনিসের সঙ্গে সে লালফৌজের কয়েকজন গোয়েন্দাদের নাম করে, যারা একই সঙ্গে আবার শ্বেত গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। এই সব দুমুখো সাপদের সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত করা হয়। মেয়েটি বহু সংবাদ দেয় যা পরে অত্যন্ত কাজে লাগে।

এই রকম নানা ঘটনা ঘটে, কিন্তু এর মত চমকপ্রদ কিংবা এতটা লাভজনক একটাও আর ঘটেনি। একবার এক কর্ণেলের স্ত্রীকে গুপ্তচর সন্দেহ করে একটা স্নানের ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। তারপর একজন বুদ্ধিমান কমিউনিস্টকে শ্বেত অফিসারের ছদ্মবেশে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আর সেই মহিলা "বোকার মত" বহু মূল্যবান সংবাদ তার কাছে ফাঁস করে দেয়।

লালফৌজ চিশমা অভিমুখে অভিযান শুরু করেছে। সামারা-জ্লাতউস্ত ও ভলগা-বুগুল্মা দুটি রেল পথের জংসন এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি দখল করার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে একথা আগে থেকে জানা। শহরের সাত আট মাইল দূর থেকে ট্রেঞ্চ শুরু হয়েছে। ট্রেঞ্চগুলি বেশ গভীর, সমান্তরালভাবে পরিষ্কার করে কাটা, ট্রেঞ্চের মধ্যে সুন্দর সুন্দর আশ্রয় নেওয়ার জায়গা, উপত্যকায় যাবার গোপন পথ ও পাহাড় ঘিরে নানা ঘুর পথের ব্যবস্থাও রয়েছে। বহু গাছ পালা কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে অশ্বারোহী সৈন্যদের গোপন ঘাঁটি বানান হয়েছে। ট্রেঞ্চের সমুখে সব কাঁটা তারের বেড়া লতার মত পাকানো। বুগুরুস্লান কিম্বা বেলেবেইতে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষ করে ঐ রকম সুখোদিত ও পাকাপোক্ত ট্রেঞ্চ বহুদিন অনেকের চোখেই পড়েনি। বেশ বোঝা যায় যে শত্রুপক্ষ প্রস্তুতির মধ্যে কোন ফাঁক রাখেনি।

চিশমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে সিজভের ব্রিগেড — স্তেপান রাজিন, দমাশ্কিন আর পুগাচভ রেজিমেণ্ট ত্রয়। শেষ কয় মাইল নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চলে এবং তার তীব্রতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। যতই তারা চিশমার নিকটবর্তী হয়, সংগ্রাম ততই নির্মম থেকে নির্মমতর হয়ে ওঠে। এদের আক্রমণ বারবার প্রতিহত হয় এবং শত্রুপক্ষও বারবার প্রতি-আক্রমণ করতে থাকে। তবুও শত্রু যেন মনে মনে বুঝতে পারে তার ধ্বংসের দিন ঘনিয়ে আসছে। এমনকি, তার হিংসতম আক্রমণের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় যে নিজ শক্তি সম্বন্ধে তার আস্থা নেই। অর্জিত সাফল্যকে সম্প্রসারণ করার জন্য যে প্রচেষ্টা দরকার সেই প্রচেষ্টাও করে না। বিজয়ী হওয়ার সব আশা পরিত্যাগ করে মনে হয় যেন শত্রুপক্ষ কেবলমাত্র আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে চলেছে।

রাস্তায় কোন দিন দেখেছেন কোনো ছোটখাটো কুকুর প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে আর ঠিক তার পিছন পিছন একটা তেজী বেশ বড় কুকুর তাকে কামড়াচ্ছে আর তাড়া করছে? যে কুকুরটা পালাচ্ছে রুখে সে যে দাঁড়াবে এ ভরসা সে আর করে না, বড় কুকুরটাকে কোন রকমে তাড়াতে পারলে সে বাঁচে। সেও কামড়ায়, প্রাণপণ শক্তিতে কামড়ায়, কিন্তু

রুখে দাঁড়াবে, আবার লড়াই করবে সে শক্তি তার নেই। ছোট কুকুরটা দৌড়ে পালাচ্ছে, লজ্জাকর পরাজয় তার অবধারিত। চিশমায় কলচাক সৈন্যদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ফুটে উঠেছে সেই ভাব — একটা ছোট কুকুর বড় কুকুরের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করছে। শত্রু প্রতি-আক্রমণ করছে বটে, কিন্তু মনে হয় তা কেবল এই সুযোগে সে তার প্রধান শক্তি আর যানবাহন ইত্যাদি সরিয়ে নিতে পারবে বলে। মনে হয় শত্রুর পশ্চাদভাগ রক্ষক সৈন্যদল শুধু লড়াই করছে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়।

শত্রুসৈন্যের প্রধান অংশ যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু বুগুরুস্লানে যে আক্রমণোদ্যোগ তারা হারিয়েছে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তা আর ফিরে পাচ্ছে না।

কলচাক বাহিনীর নৈতিক অবনতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এর মারাত্মক ফলও ফলতে শুরু করেছে। পুরস্কার কি কঠোরতম শাস্তি, কোন ব্যবস্থাই এই অনিবার্য ঐতিহাসিক গতিকে রোধ করতে পারে না। শ্বেত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে তার সাধারণ কারণগুলি ছাড়াও এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি কারণ এই ভাঙ্গনের গতি ত্বরান্বিত করেছে। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে — কলচাক লোকজনকে সৈন্যদলে ভর্তি করার সময় কোন বাছবিচার করেনি, গুণাগুণের প্রতি তার কোন লক্ষ্য ছিল না — সংখ্যাবৃদ্ধিই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন তার অনুরক্ত অফিসারদের সাহায্যে এই বিরাট সৈন্য সংখ্যাকে সংহত ও দৃঢ় বন্ধনে গ্রথিত করার জন্য ওই অফিসারদের হাতে সাধারণ সৈন্যদের শাস্তিদানের ঢালাও ক্ষমতা দেওয়া ছাড়া তার অন্য উপায় ছিল না। কলচাকের সৈন্যদের মধ্যে আবার সেই দুর্ব্যবহারেরই পুরানো সব রীতিনীতি চালু করা হয়, এবং মনে হয় অন্যান্য শ্বেত বাহিনী অপেক্ষা এই দুর্ব্যবহারের মাত্রা এখানে অনেক বেশি। এই দুই কারণের ফলে তার সৈন্যদলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সামঞ্জস্যবিহীনতা আর তাদের অফিসারদের পশুর মত ব্যবহারের ফলে কলচাক বাহিনীর মধ্যে ভাঙন বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে।

একটা লড়াইয়ের শেষে শত্রুপক্ষের বহু কাগজপত্র ক্লিচকভের হাতে পড়ে। তার মধ্যে ছিল কলচাক সেনাপতিমণ্ডলীর বহু টেলিগ্রাম, অর্ডার নির্দেশাবলী ও প্রশ্ন যেমন, "যতদ্রুত সম্ভব সমস্ত অশিক্ষিত সৈন্যদের একটি জায়গায় জড় করে রেলযোগে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। তাদের সঙ্গে একজন অফিসার (বাঁকা অক্ষরে লেখা) যেন নিশ্চয়ই থাকে।" বাঁকা-অক্ষরে-লেখা কথাটা থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাদের ক্রিশ্চান সৈন্যদলকে তারা কী মারাত্মক ভয় করত।

কিন্তু কলচাকের অবস্থা এর চেয়েও মারাত্মক, আরও বেশি শোচনীয়। তার পক্ষে দ্বিধাহীনভাবে সমস্ত অফিসারদের উপর নির্ভর করাও মুস্কিল — যে কোন মুহূর্তে তারা লালফৌজের নিকট আত্মবিক্রয় করে দিতে পারে। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হল: জন দশেক লাল অশ্বারোহী সৈন্য একেবারে সোজা গিয়ে হাজির শত্রুর ঘাঁটির মুখে, সেখানে দুজন অফিসার, একশ কুড়িজন সৈনিক আর একটা মেশিনগান। তাদের বন্দী করে ফেলা কিম্বা এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে ঘোড়া থেকে তাদের ফেলে দেওয়া — দুটোর যে কোন একটাই হত সোজা। কিন্তু ঘটে এই: অফিসার দুজন সৈন্যদের চিৎকার করে বলল, 'খবরদার গুলি কর না!' তারপর তারা দৌড়ে ওই অশ্বারোহীদের সমুখে গিয়ে উপস্থিত হল এবং বলল যে তারা সব সৈন্য নিয়ে লালফৌজের পক্ষে চলে যেতে প্রস্তুত। "অফিসারদের প্রতি বলশেভিকদের অত্যাচার", "লালফৌজের নির্মম ব্যবহার" সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও এদের এই আচরণ সত্যই লক্ষণীয়। এই অফিসার দুজনের মনে এতটুকু ভয় নেই, দলত্যাগ করার সিদ্ধান্ত তারা করেছিল, করলও তাই। স্বেচ্ছায় লালফৌজের নিকট আত্মসমর্পণ করলে যদিও কারুর কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না, তবুও ওই অশ্বারোহীরা সেই অফিসার দুজনের জন্য কম্যাণ্ডারের নিকট বহু ওকালতি করে।

ওই অফিসারদের একজন ছিল কেরাণী, অপরজন ছিল স্কুল মাষ্টার। কলচাক সৈন্যবাহিনীর "নিয়মানুবর্তিতা" সম্বন্ধে তারা অনেক কথা বলে। সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রীতিবিরুদ্ধ সামান্য কিছু ঘটলেই অফিসারদের গুলি করে হত্যা করা হয়। পদের বৈষম্য নীতি ও

শিষ্টাচার পালন করতে সকলকে বাধ্য করা এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব দেখান হয়। সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে ভীতির চোখে দেখার ফলে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্টিত ব্যক্তিদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান এতই লোপ পেয়েছে যে একজন অফিসার আর সৈনিকের মধ্যে অতি তুচ্ছ সাধারণ কথার ভিতর তারা দেখতে পায় সুপরিকল্পিত উত্তেজনা সৃষ্টির বিভীষিকা। নিম্ন স্তরের অফিসারদের মানসিক উত্তেজনা বেড়ে উঠছে। তাদের ও উচ্চ পদস্থ অফিসারদের মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট এবং দিন দিন বেড়েই চলেছে।

অফিসারদের এই সব কথা যে সত্য, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই পূর্ববর্ণিত কাগজ পত্র পড়ে। ফিওদর সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিল। ডিভিশন কম্যান্ডারের একটি আদেশে লেখা ছিল: "লেফ্‌টেন্যান্ট ভ্লাসভের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।" অপর একটিতে: "মার্কভ, জুক এবং লিজেন্ত্‌সভ — এই তিন অফিসার সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করছে, এদের উপর কড়া নজর রাখতেই হবে।" তাছাড়া আরও কয়েকজন অফিসার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন আর বিবৃতি ছিল — সবগুলোই গোয়েন্দাগিরি ধাঁচের।

অফিসারদের মধ্যে শৃংখলাবোধের অবনতি যখন ঘটেছে তখন কলচাকের অবস্থা যে অতীব মন্দ, তা বেশ বোঝা যায়। কয়েকটি টেলিগ্রাম থেকে নির্দেশ না-মানার ও অবাধ্যতার সংবাদ পাওয়া যায়। সৈন্যবাহিনীর "মনোবল" অটুট রাখার উদ্দেশ্যে বড় বড় অফিসাররা অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ধরনের নানা পদ্ধতি অবলম্বন করছিল: লালফৌজের জয়কে নিজেদের জয় বলে চালিয়ে দিয়ে তারা তাদের অর্ডারে ইস্তাহারে এমন এমন স্থান নিজেদের অধিকারে বলে বর্ণনা করত যে স্থানগুলোর উপরে হয়তো কম পক্ষে এক সপ্তাহ আগে থেকে লাল পতাকা উড়ছে। তাদের সৈন্যদের অবশ্য সত্য ঘটনা টের পেতে দেরী হত না আর তার পর থেকে যে কোন রিপোর্ট, তাতে যত অকাট্য সত্য ঘটনা থাকুক না কেন, তারা কিছুতেই বিশ্বাস করত না।

এক কথায়, কলচাকের সমগ্র সেনাবাহিনী ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই ভাঙনের গতিবেগ দ্রুততর

করার জন্য লালফৌজ আপ্রাণ চেষ্টা করছে। শত্রুর পশ্চাদভাগে গাড়ি গাড়ি প্রচার পুস্তিকা এনে জমা করা হতে লাগল, লক্ষ লক্ষ আবেদন, খোলা চিঠি, নানারকমের ইস্তাহার উড়োজাহাজ থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হল। লালফৌজের প্রচারকের দল সেগুলি ব্যাপকভাবে বিলি করতে লাগল। এই প্রচারকেরা শ্বেত সৈন্যদের একেবারে মধ্যস্থলে গিয়ে নির্ভীকভাবে এই বীরোচিত কাজ প্রকাশ্যভাবে করে যেত।

এত কিছু সত্ত্বেও এক এক সময় সংগ্রাম এত হিংস্র, এত তীব্র হয়ে উঠত যে শ্বেত সৈন্যদের মধ্যে যে ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে সে কথা মিথ্যা বলে মনে হত। এই সব কঠিন সংগ্রামে শ্বেত রেজিমেণ্টের মধ্যে সবচেয়ে যারা স্থিরসঙ্কল্প তারাই অংশ গ্রহণ করত। সমগ্র সৈন্যবাহিনীর তুলনায় এ ধরনের রেজিমেণ্টের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য হলেও, এদের যুদ্ধ প্রণালী অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং এদের সাজসরঞ্জাম তেমনি পর্যাপ্ত ও মূল্যবান।

চিশমার প্রবেশপথে সংগ্রামের প্রচন্ডতা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে লাল রেজিমেণ্টগুলির কয়েকটিতে মাত্র ত্রিশ চল্লিশ জন টিকে যায়। কেবলমাত্র হাতবোমা হাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁজোয়া ট্রেনের উপর; রেল লাইনের উপর জমে ওঠে তাদের দলের লোকের মৃতদেহের স্তূপ। বিজয়োল্লাসে ঐ যন্ত্র দানবের পিছন পিছন তারা দৌড়ায় আর রেলগাড়ির উপর সমানে বর্ষিত হতে থাকে তাদের মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র। সাঁজোয়া গাড়ি উপস্থিত হলে সৈন্যরা মাটির উপর টান টান হয়ে পড়ে থাকত, মাথা তুলত না। "সাঁজোয়া গাড়ি শুয়ে-থাকা মানুষকে আঘাত করতে পারে না," এই বাক্য অনুসরণ করে তারা নিজেদের রক্ষা করত। সাঁজোয়া গাড়ি তাদের সারির ভিতর দিয়ে চলে যেত, তাদের পশ্চাদভাগেও ঘুরে বেড়াত, সমুখে যা পেত তাই গুলি করত, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হত না। তারপর যখন সেই গাড়ি ফিরে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করত, তখন তারা হাতবোমা নিয়ে ধাওয়া করত তার পিছন পিছন যেমন ভাবে সাঁজোয়া ট্রেনের দিকে ছুটত, তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ষণ করত হাতবোমা। কী দুর্ধর্ষ সাহস। তাদের বীরত্ব আর উন্মাদনার মধ্যে সীমা রেখা নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। সাঁজোয়া গাড়ি ও সাঁজোয়া ট্রেনের মেশিনগানের

গুলিতে চিশমার রণক্ষেত্রে লাল ফৌজের বহু বীরকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল।

তখনো যুদ্ধক্ষেত্রের উপর ধূমজালের আস্তরণ, ধরাধরি করে নিয়ে যাবার সময় শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে তখন আহতদের আর্তনাদ উঠছে চতুর্দিক থেকে, যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে মাত্র কুড়ি মিনিট — চিশমার স্বাভাবিক প্রাণস্পন্দন ফিরে আসে সে রকম ক্ষেত্রে। গুলিগোলার ভয়ে যে সব কৃষকরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল তারা বেরিয়ে আসে মাটির তলার ঘর, গোলাবাড়ি, চালা ও উনুন চুল্লীর ভিতর, মেঝের তলা আর ছাদের নীচ থেকে। শ্রান্ত লালফৌজের সৈনিকদের নিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বালতি হাতে কৃষক রমণীরা ছোটাছুটি করে। বাসনে বাসনে ঠোকাঠুকি লাগে। পেয়ালা ডিস চামচের টুংটাং আওয়াজ শোনা যায়। সামভারে ফুটে ওঠে জল। কুটিরে কুটিরে শুরু হয়ে যায় কলগুঞ্জন। লোকে বলাবলি করে তাদের যত কথা — কী দেখেছে, কী শুনেছে, কী অভিজ্ঞতা হয়েছে, কী পেয়েছে আর কী আশা করেছে। কিছু খাবার আর চা খাওয়ার পর তাদের কেউ কেউ শুরু করে দেয় "লিপ-ফ্রগ" খেলা। এদের দেখে মনে হবে না যে সদ্য একটা যুদ্ধ শেষ করে এরা এখানে এসেছে। এরা যেন দূর ওপাশের গ্রাম থেকে ধর্ম উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছে।

সন্ধ্যায় গান গাওয়ার জন্য সমবেত হল স্তেপান রাজিন রেজিমেণ্টের গায়কদল। দলে জন পাঁচিশেক লোক। তাদের অনেকেরই গলা খুব ভাল, কিন্তু এই মার্চ আর যুদ্ধ নিয়ে তাদের রেওয়াজ করার অবকাশ হয়নি। তবু গানের তারা এতই ভক্ত যে প্রতিবার বিরতির সময় সামান্যতম অবকাশ যদি জুটে যায় তারা আপনা থেকে একত্র হয়ে তাদের প্রিয় মাননীয় দলপতিকে ঘিরে শুরু করে দেয় গান। অন্যরাও, যাদের গান গাইবার শখ হয়, ওদের চারপাশে আসে। রেজিমেণ্টের প্রায় অর্ধেক সৈন্য সেখানে হাজির হয়। এই অবস্থায় গানের দলটি নিজেরা একা একা গাইতে পারে না। তাদের এমন গান ধরতে হয় যা সবারই জানা, তারপর সবাই সমস্বরে শুরু করে দেয়। সব রকম গানই তারা গায়; তবে বেশির ভাগ গান স্তেপান রাজিন আর য়েরমাককে নিয়ে। চমৎকার নাচের গানও

ছিল, তাদের কেউ আবার রসিকতা করে ভুরু বেঁকিয়ে চোখ টিপে একেবারে চড়া অস্বাভাবিক গলায় ধরে দেয়:

ওগো, ও দুনিউশকা-দুনিয়া!
ওগো, ও দুনিউশকা-দুনিয়া।

তখন সমস্বরে বিপুল সুরতরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে:

ওগো, ও দুনিয়া-দুনিয়া-দুনিয়া...
দুনিয়া, দুনিউশকা, দুনিয়াশা!

গানের তালে তালে হাততালি আর গোড়ালী ঠোকা সমানে চলতে থাকে। কিন্তু এতো সবে শুরু। দ্বিতীয় স্তবকের সময় তাদের আর রোখা যায় না, আর যেই না শুরু হওয়া:

ওগো, ও দুনিয়া-দুনিয়া-দুনিয়া ...

দু তিন জন নর্তক একেবারে মাঝখানটিতে লাফ দিয়ে পড়ে প্রাণপণে পা ঠুকে শুরু করে দেয় নাচ। আর নাচতে নাচতে যতক্ষণ না মাথা ঘুরে মূর্ছা যাবার উপক্রম ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ছাড়াছাড়ি নেই। এদের পর অন্যরা, এইভাবে পর পর চলতেই থাকবে।

গানে কুলোয় না, একর্ডিয়ান এসে হাজির। প্রায়ই একর্ডিয়ানের শব্দ আর নাচ গান ছাপিয়ে ওঠে। কিন্তু তার প্রধান কারণ গেয়ে গেয়ে গায়কদের গলা ভেঙে গেছে।

রেজিমেণ্টের শিক্ষিত সম্প্রদায় — সরবরাহ কর্মী, কোয়ার্টারমাষ্টার-সার্জেণ্ট আর কেরাণীরা নাচে বিশেষ ওস্তাদ। ওদিকে ব্যাটালিয়ান আর কোম্পানী কম্যাণ্ডাররা, তারাও কিছু কম যায় না — নাচের ব্যাপারে তারাও যথেষ্ট দুর্ধর্ষ!

গানের পর নাচ, নাচের পর গান — একটার পর একটা চলতে থাকে। গান গাইতে গাইতে যখন আর গাইতে পারছে না, তখন নাচ শুরু। নাচতে নাচতে যখন একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন আবার শুরু হয় গান। এইভাবে যতক্ষণ তাদের পা আর গলার দম থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে।

গত কয়েক মাসে দুটো নতুন গান ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে তাদের ধুয়া দুটি — এগুলো গাইবার সময় দারুণ উদ্দীপনা

ও আবেগের সৃষ্টি হয়। সুর সবই পুরানো বটে কিন্তু কথাগুলো নতুন। প্রথম গানটির ধুয়ার নতুন কথাগুলো এই ধরনের:

উচ্চ সুরে বাজাও বাজনা, বিজয়ের গান গাইব আমর.,
আমাদের হয়েছে বিজয়, ল্যাজ গুটিয়ে শত্রু পালায়,
জন-কমিশার পরিষদকে
আমরা জানাই হুররে, হুররে, হুররে!

দ্বিতীয় গানটির ধুয়া লালফৌজের সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে:

বুকে বল নিয়ে যুদ্ধে যাব সোভিয়েতের হয়ে
এ নীতির তরে প্রাণ দোবো মোরা এক হয়ে।

গানের স্তবকগুলির কথায় বিশেষ তেমন কোনো তাৎপর্য নেই। এখন পর্যন্ত সত্যিকারের কোন ভাল গান লেখা হয়নি সত্যি, কিন্তু ওই ধুয়াগুলো কী চমৎকার ভাবেই না গাওয়া হয়!

ভীড়ের ভিতর থেকে কে একজন প্রস্তাব করে, 'এবার "অমরস্মৃতি" শুরু করা হোক।'

গায়কদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায়।

'হবে!'

'না কেন?'

'কেউ একজন শুরু করে দিক ভজনটা!'

ঘাড়টা একটু কুঁজো, মুখে বসন্তের দাগ, খুব লম্বা মত একজন ঠেলেঠুলে এগিয়ে আসে। ঠিক মাঝখানটিতে এসে দাঁড়িয়ে কোন ভূমিকা না করে মোটা ভাঙা গলায় সে সুর করে আবৃত্তি শুরু করে:

'হে ভগবান — শান্তি, সমৃদ্ধি স্বাস্থ্যে ভরে তোল আমাদের জীবন, মুক্ত কর দুঃখ-কষ্ট থেকে — আমাদের সকল কর্মে সাফল্য এনে দাও, বিভ্রান্ত কর আমাদের শত্রুকে, তাকে ধ্বংস করে ফেল।'

সে একটু থেমে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় অর্থাৎ সে যেন বলতে চায় এবার তোমাদের পালা। প্রত্যুত্তরে তার চারিপাশের লোকেরা টেনে টেনে বলে ওঠে:

'ভ-গ-বা-ন দ-য়া ক-র-ও-ও-ও ...'

'শতায়ু হোক সর্বরুশীয় সমাজতন্ত্রী লালফৌজ, তার নেতা এবং কমরেড লেনিন, শতায়ু হোক ২৫ নং পদাতিক বাহিনীর নির্ভীক অধিনায়কবৃন্দ, শতায়ু হোক স্তেপান রাজিনের নামের সঙ্গে জড়িত ২১৮ নং রেজিমেণ্ট!' সে গমগমে স্বরে টেনে টেনে বলে ওঠে।

'শতায়ু হোক,' সমস্বরে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

'শতায়ু কামনা করি গোলন্দাজ, অশ্বারোহী, পদাতিক, বাহিনীর সকলের। মোটর সাইকেল চালক, মেশিনগানচালক, বোমা ও মাইন নিক্ষেপক, বিমান চালক, স্কাউট, পাচক, আর্দালী, কসাই, টেলিফোন যোগাযোগকারী, গাড়ি চালক, সকলের জন্য কামনা করি শতায়ু!'

আবার গায়ক দলের মিলিত উচ্চ ও উৎফুল্ল কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'শতায়ু'। উজ্জ্বল মুখে তাদের হাসি আর ধরে না। গর্বে ভরা দুচোখের জয়োল্লাসে জানিয়ে দিতে চায়, "এ গান আমাদের কোথা থেকে ধার করা গান নয় — এ গান রচনা করেছে আমাদের রেজিমেণ্ট।"

গলাটা একটু খাদে নামিয়ে আরও গম্ভীর স্বরে আবৃত্তিকারক টেনে টেনে বলে চলে:

'হে ভগবান, সাইবেরিয়ার সর্বশক্তিমান শাসক, সব মেহনতিদের নিপীড়ক শ্বেত অ্যাডমিরাল মহামান্য কলচাক ও তার ঈশ্বর-আশ্রিত অনুচরবৃন্দের উপর — ওই সব জেসুইট মেট্রোপলিটান, বিশপ, আর্কবিশপ, চোরডাকাত, গোয়েন্দা, দালাল, আমলা, স্বর্ণ-স্কন্ধপটীধারী, কলচাক মতাবলম্বী শ্বেতরক্ষী, প্রতারিত যুবকবৃন্দ, কলচাকের অনুচর, তার সব হীন মোসাহেব, চেকোস্লোভাকীয় ভন্দরলোকদের উপর বর্ষিত হোক তোমার অন-ন্-ত-শা-ন্-তি-ই-ই-ই। চির নিদ্রায় অভিভূত হোক তারা!'

গায়কদল চড়া নাকি সুরে বেসুরো এক মড়া-কেত্তন গেয়ে ওঠে। শুনেই গা বমি বমি করে — নাকে যেন মড়ার গন্ধ আসে।

'প্রতিবিপ্লবীদের উপর', প্রধান আবৃত্তিকারক শেষ স্তবক শুরু করার সময় একবার থেমে যায়, 'সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিপতি, সব রকমের শ্বেত

সমাজতন্ত্রী, সুবিধাবাদী, রাজতন্ত্রকামী, অন্যান্য ভাগ্যান্বেষী, বিশ্বাসঘাতক, মদ চোলাইকারী, ফাটকাবাজ, ধ্বংসকারী, খুনী, দলত্যাগী ভুঁড়িওয়ালা সুদখোর — এই সব শালা হারামীর বাচ্চাদের উপর — অনন্ত শান্তি!'

গায়কদল ও সমবেত সকলে একসঙ্গে গেয়ে ওঠে, 'অনন্ত শান্তি'। শেষ করার পর তারা স্থির হয়ে চুপচাপ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে যেন করতালি পাবার আশায়। এই ধর্ম-সঙ্গীতটি রেজিমেণ্টের গর্বের বস্তু — তারা এটা শুনতে খুব ভালবাসে। কোন কোন সময় এক নাগাড়ে তিন চার বারও ওরা এটা গেয়ে যায়।

এই নাচ গান অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলে, এমনকি পরদিন অতি ভোরে তাদের মার্চ করে যাওয়ার কথা থাকলেও। ঘুম কম হওয়াতে কিছুই আসে যায় না, তাদের পদক্ষেপ তেমনি ক্ষিপ্র ও লঘুই থাকে।

চিশমা শহরটিকে উফার প্রবেশ দ্বার বলে মনে করা হত। এ দ্বার এখন উন্মুক্ত। শত্রু যে বেলায়া নদীর ওপর পর্যন্ত তার সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নেবে এবং ওখানে সে তীব্রতম প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এ কথা বিশ্বাস করা অসঙ্গত হবে না।

লালফৌজ আরও দ্রুত অগ্রসর হয়, নাছোড়বান্দা হয়ে তারা পলায়নরত কলচাক বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে।

চাপায়েভ বলে, 'ডান দিক থেকে যদি আমাদের না ডুবিয়ে দেয় তবে আমরা উফা এবার নিশ্চয় দখল করব।' দক্ষিণ পার্শ্ব দেশে সংগ্রামরত ডিভিশনগুলির উদ্দেশ্যে সে বলে।

অন্যরা জিজ্ঞাসা করে, 'কেন তুমি এত নিশ্চিত?'

'কলচাকের দাঁড়ানোর জায়গা কোথায়, তাকে তো সাইবেরিয়া পর্যন্ত পালাতে হবে।'

তারা আপত্তি জানিয়ে বলে, 'আমরা তো সামারায় টিকে ছিলাম, কিন্তু কী দৌড়ই না দিতে হয়েছিল!'

'আমরা টিকে ছিলাম,' কথাটা সে মেনে নেয়, 'তাতে কী?' সে ইতস্তত করে ঠিক কী ভাবে ব্যাপারটা বোঝাবে ভেবে পায় না, এর একটা সদুত্তর চিন্তা করার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তখন বলে, 'আমরা টিকে

ছিলাম সে কথা আলাদা, কিন্তু ও তা পারবে না। উফা আমরা দখল করবই!'

বিজয় সম্বন্ধে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল লালফৌজের অধিকাংশের মনে, বিশেষ করে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে তো বটেই। রেজিমেণ্টগুলিতে সামরিক কোন আশু ফলাফল কিম্বা সম্ভাবনার আলোচনা হলে তা দিন ঘণ্টার হিসেবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, শত্রুর লোকবল, তাদের সাজসরঞ্জাম, তাদের শিক্ষা, তাদের প্রতিরোধ-শক্তি, কিছুই আলোচনার মধ্যে আসত না। তারা এই ধরনের হিসেব করত:

'মঙ্গলবার সকালে আমরা ঐ গ্রামে যাব, সন্ধ্যেয় নদীর ধারে। ব্রীজটা না উড়িয়ে দিয়ে থাকলে রাত্তির বেলা পার হচ্ছি, নইলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। বুধবার সন্ধ্যের মধ্যে অমুক একটা স্টেশন, বৃহস্পতিবার অমুক অমুক জায়গায় ...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোথায় কখন পৌঁছাবে তার দিন ঘণ্টার এমন চমৎকার হিসেব শুনে মনে হবে তারা এগুচ্ছে, তাদের সামনে শত্রু বলে কোন বস্তু নেই। হিসেবে তাদের ভুল প্রায়ই হয় না। বরং নির্ধারিত সময়ের আগেভাগেই তারা পৌঁছে যায়। তাদের সময়-তালিকাভুক্ত তারিখের পূর্বেই উফাও তাদের দখলে আসে।

লালফৌজের অগ্রধাবনের গতিবেগ, তাদের সহন-শক্তি এক এক সময় চমক লাগিয়ে দেয়। তারা কোন সীমা গ্রাহ্য করে না, মানতে চায় না যে কোনো কিছু তাদের গতিরোধ করতে পারবে। চিশমা-যুদ্ধে কেবল মাত্র হাতবোমা হাতে সাঁজোয়া ট্রেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা প্রমাণ করে দেয়, তারা অপ্রতিহত, কোন কিছুর দ্বারা তাদের পথ রোধ করা সম্ভব নয়।

চিশমা বিজয়ের পর রেজিমেণ্টের মধ্যে সম্মানচিহ্ন পদক প্রভৃতি বিতরণের জন্য পাঠান হয়। কিন্তু গোলমাল দেখা দেয়, যে নির্ভীক রেজিমেণ্ট যুদ্ধে সর্বাধিক বীরত্ব দেখিয়েছে, তারা সম্মানচিহ্ন গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত জানায়। যে সমস্ত সৈনিক ও কম্যাণ্ডারদের এইভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছিল তারা ঘোষণা করে যে তাদের রেজিমেণ্টের প্রত্যেকে সমানভাবে সাহস ও সততার সঙ্গে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেছে, তাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ, এ প্রশ্ন অবান্তর, আর তাদের

মধ্যে কাপুরুষ নেই, থাকলে তারা নিজেরাই তাদের শেষ করত। "আমরা কোন পদক চাই না — আমাদের রেজিমেণ্টে আমরা সবাই সমান হয়েই থাকতে চাই," তারা জানিয়ে দেয়। তখনকার দিনে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটত। তাদের আবেগের উচ্ছ্বাস, তাদের উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, সত্যসত্যই বিস্ময়ের বিষয়। সম্মানচিহ্নের ব্যাপার লালফৌজের সৈনিকেরা সহজ, সরল ও সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধহীন দৃষ্টিতে বিচার করত।

"কিসের জন্য নিজেকে আলাদা ভাবে দেখব? সবার মতন হয়েই থাকতে চাই। আমার সঙ্গী — সে আমার চেয়ে কোন বিষয়ে খাটো নয়, কোন বিষয়ে বড়ো নয়। সে যদি খাটো হয় তবে তাকে টেনে সমান করতে হবে, আর সে যদি বড় হয় তবে সে আমাকে টেনে তুলবে। ব্যস্।"

১৯১৮-য় পুগাচভ রেজিমেণ্টে শ'তিনেক সৈনিক মিলে এক রকম "কমিউন" বানায়। পোষাক-আশাক জুতো প্রভৃতি তাদের সবকিছু সম্পত্তির উপর সাধারণ মালিকানা। যখন যার যেটার দরকার সবচেয়ে বেশি সে সেটা ব্যবহার করত। তাদের বেতন, তাছাড়া বাড়ি থেকে যার যা আসত এক জায়গায় সঞ্চিত হত। যুদ্ধ করার সময়ও এই দলটির সমস্বার্থ বোধ প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এখন অবশ্য এই দলটির প্রায় প্রত্যেকেই আহত ও নিহত হয়েছে, কারণ এদের সাহস ছিল অসাধারণ।

সামরিক অধিনায়ক, রাজনৈতিক কর্মী, ছোট বড় নির্বিশেষে, সমগ্র ডিভিশনটির পুরস্কার চিহ্নের প্রতি বিরূপ মনোভাবের যে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল তারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ ওই একটি রেজিমেণ্টের সম্মানচিহ্ন গ্রহণের অসম্মতি প্রকাশ। সেই দিনই রাজনৈতিক বিভাগে একত্রিত হয়ে কমরেডরা এই সম্মান প্রথার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট পাঠানর জন্য ক্লিচকভকে অনুরোধ করে। ক্লিচকভও এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর নিম্নলিখিত চিঠিটি লেখাও পাঠান হয়:

"প্রিয় কমরেডগণ,

আমাদের নির্ভীক রেজিমেন্টগুলির একটির নিকট আমরা যখন সম্মানচিহ্ন, পদক প্রভৃতি বিতরণ করতে যাই, তখন তারা প্রতিবাদ জানায়, সম্মান গ্রহণে

অসম্মতি প্রকাশ করে এবং বলে যে তারা প্রত্যেকে সমান বীরত্বের সঙ্গে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের হয়ে যুদ্ধ করেছে এবং সমভাবেই তারা যুদ্ধ করে যাবে। সুতরাং কোন প্রকার পুরস্কার তারা চায় না এবং রেজিমেন্টের অন্যদের সঙ্গে কোন প্রকার বৈষম্য তাদের কাম্য নয়। উচ্চতম সচেতনতার পরিচয় পাওয়ার পর আমরা, কমিউনিস্টরা, লালফৌজের মধ্যে প্রচলিত এই সম্মানচিহ্ন বিতরণের ব্যবস্থাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছি। সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কে, তা নির্ধারণ করা কখনই সম্ভব নয়, কেননা যোগ্যতার একটিমাত্র মানদণ্ড সঠিকভাবে খাড়া করা অসম্ভব ব্যাপার। একজনের প্রচণ্ড উদ্যোগ, অপরজনের দূরদৃষ্টি প্রখর, সে একশ জনের জীবন রক্ষা করেছে, তৃতীয় জন সাহসী, স্থিরবুদ্ধি, লেগে-থাকার শক্তি তার বেশি, চতুর্থের বেপরোয়া দুঃসাহসিকতা, পঞ্চম ব্যক্তি সৈন্যদলের কর্মদক্ষতার মান উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা রাখে, পরপর এই ধরনের বহু নাম করা যায়, তার কি শেষ আছে?

"সত্যি কথা বললে বলতে হয় যে বহু ক্ষেত্রে সঠিক বিচার বিবেচনা না করেই সম্মানচিহ্ন দেওয়া হয়ে থাকে। লটারীর মাধ্যমে বিতরণেরও উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। এবং এ নিয়ে বহু রক্তাক্ত সংঘর্ষের উৎপত্তিও হয়েছে। আমাদের মতে পুরস্কারের ফলাফল সবচেয়ে কুৎসিত ও অনিষ্টকারী। এর ফলে লালফৌজের শ্রেষ্ঠ সৈনিকেরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত, এমনকি বিদ্বেষভাবাপন্নও হয়ে পড়ে। এর থেকে সন্দেহ সৃষ্টি, আজে বাজে গুজব রটানোর খোরাক জুটে যায় আর আমরা আবার পুরানো সব রীতি-নীতির দিকে ফিরে চলেছি — এই ধরনের আরও অনেক অনেক অবাঞ্ছনীয় অহেতুক আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

"এর ফলে দুর্বল যারা তারা পরের অনুগ্রহভাজন হওয়ার জন্য নীচতা, তোষামোদ ও বহু প্রকার হীন কাজের আশ্রয় নিতে প্রলুব্ধ হয়। আমাদের এমন একটি লোকের সঙ্গেও দেখা হয়নি যে এই সম্মানচিহ্ন পাওয়ার পর নিজেকে ধন্য মনে করেছে। কিম্বা একে একটি মহামূল্যবান কিছু বলে স্বীকার করেছে। বরং তার উলটোটাই। কম্যাণ্ডার এবং সাধারণ সব সৈনিক, যাদেরই সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, তারা প্রত্যেকে একবাক্যে এই পদক বিতরণের ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে যতদিন এই সব পাঠান হবে, এগুলো বিতরিত হবে; কিন্তু আমাদের কথা বিশ্বাস করুন, এই ব্যবস্থা যদি উঠিয়ে দেওয়া হয় তবে কেউ তার জন্য দুঃখ করবে না, বরং খুশি হবে ও সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।"

এই চিঠি পাঠান হয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে, কিন্তু কোনদিন আর এর জবাব আসেনি।

এই চিঠির মধ্যে অনেক কথা কাঁচা, অনেক কথা ভুল। প্রশ্নটিকে রাজনীতিগতভাবে তুলে ধরা হয়নি, এবং যে আবেগ ও দয়া প্রকাশ পেয়েছে তা খানিকটা ভাবালু ধরনের। কিন্তু তবু এর মধ্যে নিঃসন্দেহে তখনকার দিনের মনোভাব অত্যন্ত সরল ও অকপটভাবে ফুটে উঠেছে।

কিছুদিন পরে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে আরও একটি চিঠি পাঠান হয়। তারপর আর একটি — এই তৃতীয়টির কথায় আমরা পরে আসব।

দ্বিতীয় চিঠিটি প্রথমটির মত একই ধাঁচে লেখা এবং বেতনের নব-প্রবর্তিত হার নিয়ে তাতে আলোচনা করা হয়। উফা অভিযানের সময় খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থাটি মোটামুটি ভালই ছিল, মাঝে মাঝে শুধু অভাব অনটন দেখা দিত, কারণ অত্যন্ত অনটনের সময় স্থানীয় লোকজনদের কাছ থেকে খাবার সংগ্রহ করা যেত। সরবরাহের ব্যাপারে কোন গন্ডগোল ঘটলে তখনই কেবল সৈন্যদের না খেয়ে থাকতে হত। আর সে সময় সৈন্যেরা এমন একটি বিধ্বস্ত অঞ্চল দিয়ে চলেছে যেখানকার সবকিছু হয় পুড়িয়ে কিম্বা অন্যভাবে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। কষ্টকর যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যুদ্ধক্ষেত্রে পয়সা খরচ করার সুযোগ প্রায় জায়গাতেই মেলে না। সুতরাং টাকা জমানোর বাতিক যাদের নেই তাদের কাছে এ একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আর তখন চলেছে একটা বিরাট আধ্যাত্মিক উন্নয়নের যুগ, নীতিজ্ঞান সম্বন্ধেও প্রত্যেকে অত্যন্ত সচেতন, এমনকি যারা সর্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত তারাও যে কোন উপলক্ষে তুচ্ছতম ব্যাপারে অত্যন্ত উদার মনোভাব দেখাতে শুরু করেছে।

কমিশারেরা পরত লালফৌজের সাধারণ সৈনিকদের মত সাদাসিধে পোষাক। তাদের সঙ্গে এক পাত্রে ভোজন করছে, অভিযানের সময় তাদের পাশাপাশি দুঃখকষ্ট ভোগ করছে আর যুদ্ধে সবার আগে নিজে প্রাণ দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত। সবচেয়ে ভাল যারা তাদের ব্যবহার এমনি ছিল। সৈন্যদলের মধ্যে খারাপ লোকও যে ঢোকেনি তা নয় — নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কিছু লোক আসে, ভীতু লোকও আসে, তাছাড়া এই অস্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না এমন লোকেরও সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে — কিন্তু এরা সবাই অতি সত্বর অদৃশ্য হয়েছে।

হয় এদের দূর করে দেওয়া হয়েছে, না হয় বদলী করা হয়েছে কিম্বা তারা ছেড়ে গেছে আইনগত বা অন্য ভাবে। সেনাবাহিনীর মধ্যে কমিউনিস্টদের যে উচ্চ সম্মান, তা অতি সহজে অর্জিত হয়নি। দূরূহতম অবস্থাতে, বিপজ্জনক সংগ্রামে কমিউনিস্টরাই সর্বপ্রথম এগিয়ে গেছে। এ ঘটনা ঘটেছে বারবার, এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে শত্রুর সঙ্গে কোন সংঘর্ষে নিহত ও আহতদের সংখ্যা পনর কিম্বা কুড়ি আর তার অর্ধেক কিম্বা তিন চতুর্থাংশ হচ্ছে কমিউনিস্ট।

পূর্বের কথায় আবার আসা যাক: সেই সময় "সমতা-সাধন"এর একটা বিরাট ঝোঁক দেখা দেয়, এমনকি বলা যেতে পারে সেটাই ছিল তখনকার ধারা। বহু ক্ষেত্রে কম্যান্ডার ও কমিশাররা বর্ধিত হারে বেতন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে — সাধারণ লালফৌজের সৈনিকেরা যে বেতন নেয় তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট। বাড়তিটা তারা রেজিমেন্টের তহবিলে জমা দিয়ে দিত। এই "সমতা-সাধন"এর আকাংক্ষা এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে একদিন চাপায়েভ আর ফিওদর গভীরভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, কী ভাবে সমগ্র ডিভিশনে সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রচলিত ঘরোয়া সম্ভাষণ রীতি চালু করা যায়।

নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে এই আলোচনার উৎপত্তি:

যারা ওপরওয়ালা তারা প্রায় সব সময় লালফৌজের সাধারণ সৈনিকদের সম্ভাষণ করার সময় আটপৌরে রীতিটাই ব্যবহার করত। এটা কোন ঘৃণাপ্রসূত নয় — যুদ্ধের কঠোর ও নির্মম পরিবেশে স্বভাবতই তাদের কাছে পোষাকী পদ্ধতিটা নিতান্তই একটা অনাবশ্যক শৌখিন শিষ্টাচার বলে মনে হত। তখনকার দিনে "ভব্য" কথাবার্তা কেমন অদ্ভুত শোনাত, শুনলে হাসি পেত — অন্তত স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে সম্পূর্ণ বেমানান হত। কম্যান্ডার ও কমিশাররা ছিল হয় শ্রমিক নয় কৃষক, সুতরাং তারা কারখানা কিম্বা তাদের গ্রামে তাদের সহকর্মী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে চিরদিন যে ভাবে কথা বলে এসেছে তেমনি সহজ স্বাভাবিকভাবে সাধারণ লালফৌজের সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলত। পোষাকী ভদ্রতার বালাই তাদের আগেও কোনদিন ছিল না, আর থাকবেই বা কোথা থেকে? সহজ ভাবেই তারা কথা বলত, জবাবও পেত সহজভাবে।

রেজিমেণ্টে মোটামুটি সকলেই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার সময় আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করত। কিন্তু রেজিমেণ্টের উপরের তলার চিত্রটি ছিল অন্যরূপ। সেখানে সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে আটপৌরে ভাষায় কথা বলা হত, কিন্তু তারা ওই ভাষায় জবাব দেওয়ার সময় একটু ইতস্তত করত। তাই এই "সমতা-সাধন"এর প্রশ্ন নিয়ে ফিওদর আর চাপায়েভের মধ্যে আলোচনা হয়। তারা চিন্তা ভাবনা অনেক করে কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না।

কল্পনা করুন, যখন জানা গেল যে সাধারণ সৈনিক ছাড়া ডিভিশনে আর সকলেরই বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে তখন কী ঘটে! প্রথম প্রতিবাদ আসে রাজনৈতিক কর্মীদের কাছ থেকে। তাদের প্রতিবাদের কারণ, প্রথম কথা সাধারণ সৈনিকদের থেকে তাদের পৃথক করে দেখাকে তারা মনে প্রাণে পছন্দ করে না, আর দ্বিতীয় কথা — অন্যদের চেয়ে তাদের বেশি সন্দেহের চোখে এরা দেখে এবং তাদের উপর দোষারোপের মাত্রাও অন্যদের তুলনায় বেশি। এ ক্ষেত্রে লোকে বলাবলি করত, "ব্যাপারটা দেখেছ — মুখে খুব সাম্য মৈত্রীর ঘটা, কিন্তু কাজের বেলায় কী?"

মনে হতে পারে এই ধরনের ছেলেমানুষী বহুবার শোনা মন্তব্য শুনে তাদের ঘাবড়ানো উচিত নয়। এ তাদের এতদিনে গা-সহা হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা ছিল না। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণ সৈনিকদের মত রাজনৈতিক কর্মীদেরও রাগ হত, তারাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত, নিজেরাই এগিয়ে যেত সকলকে শান্ত করার জন্য। শুধু তাই নয়, ওপরওয়ালাদের সঙ্গে এই নিয়ে "পত্রালাপ", "প্রতিবাদ" জ্ঞাপন করার দায়িত্বও নিজেরাই নিত।

বেতনের নব-প্রবর্তিত হার প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রেজিমেণ্টের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক বিভাগে প্রতিবাদ জ্ঞাপন শুরু হয়ে যায়। ফিওদর যে সব ইউনিট পরিদর্শন করতে যায় সর্বত্রই এই অত্যধিক বেতনের হার নিয়ে কথা। আসলে খুব যে একটা বৃদ্ধি হয়েছে তা কিন্তু মোটেই নয়। বরং তার উল্টোটা। সামান্য তিল পরিমাণ বলা চলে। কিন্তু তখনকার দিনে এই তিলকেই লোকে তাল বলে মনে করত।

উফা সন্নিকটবর্তী হওয়ায় সেই সংক্রান্ত কতকগুলি প্রশ্নের দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য ডিভিশন পার্টি সম্মেলন সেই সময় আহূত হয়। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য ক্লিচকভকে আবার অনুরোধ করা হয় এবং যখন সে দেখে যে অধিকাংশ কম্যান্ডারদেরই এই মত সে তখন আর একখানি চিঠি লেখে:

"প্রিয় কমরেডগণ,

আমাদের ডিভিশনের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মী ও সুবিবেচক কম্যান্ডারদের পক্ষ থেকে এই চিঠি লিখছি। বেতনের এই নতুন হার প্রবর্তিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়েছি। এ হার অত্যধিক, কল্পনাতীত। আমাদের অর্থের প্রয়োজন কিসের জন্য? আমাদের এই অবস্থায় সকলকে দুর্নীতির পথে ঠেলে দেওয়া ছাড়া এর দ্বারা অন্য উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। রুবলের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস ও খাদ্যসহ অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রশ্ন বাদ দিলেও দেখা যায় এর দ্বারা আমাদের বাবু বানান হচ্ছে, শেখান হচ্ছে নবাবী চাল ও দু'হাতে টাকা ওড়ানো কিম্বা কিপ্‌টেমি করে প্রচুর টাকা জমানোর অভ্যাস। অন্যপক্ষে সাধারণ সৈনিকদের বেতন এক কোপেকও বৃদ্ধি করা হয়নি। পার্টি কি এ সম্বন্ধে অবহিত? বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা আমাদের ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে বিরোধের বীজ বপনের চেষ্টা করছে কি? লালফৌজের ক্ষোভ-বহ্নি দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ বেতনের প্রয়োজন হতে পারে পেত্রগ্রাদ রণাঙ্গনে কিম্বা যেখানে দুর্ভিক্ষ সেখানে। কিন্তু আমাদের এখানে প্রায় জলের দামে রুটি মাখন মেলে, সেখানে প্রয়োজনটা কিসের? সমগ্র রণাঙ্গনকে জিনিসের দাম অনুসারে বিভিন্নভাগে ভাগ করে ফেলা বোধ হয় সমীচীন হবে। আমরা কোথায় রাজনৈতিক কর্মী ও সৈনিকদের বেতনের সমতাবিধান করার চেষ্টায় আছি আর এখানে কিনা বেতন নতুন করে বৃদ্ধি করা হল। একটা রুশীয় প্রবাদের কথায় বলা যায়: "যতই খাওয়াও না কেন, নেকড়ের পেট ভরাতে পারবে না", কিন্তু আমাদের বেশি খাওয়াতে হবে না — না খেয়েও যদি থাকতে হয় তবু যুদ্ধ করা বন্ধ করতে আমাদের কেউ পারবে না।"

এই চিঠির মধ্যেও গভীর চিন্তা অপেক্ষা সদিচ্ছার প্রকাশই বেশি পেয়েছে। স্থানে স্থানে বাড়িয়েও বলা হয়েছে। যেমন "নবাবী করা" ইত্যাদি কথাগুলো। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নবাবী করবে কিসের? আর বাবুগিরি করে মার্চ কি যুদ্ধ করা যায়?

বেতন যা বৃদ্ধি হয়েছিল তাতে সাধারণ সৈনিকদের তুলনায় কমিশার ও কম্যান্ডারদের অবস্থার অতি সামান্য উন্নতি হওয়া সম্ভব। ওই

"কথাগুলো" ব্যবহৃত হয়েছিল "শব্দ ঝংকার" সৃষ্টির জন্য। আর তারপর কেন্দ্রীয় কমিটির কথা। সৈন্য বিভাগ, যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, লালফৌজের কেন্দ্রীয় সংগঠন—এ সব থাকতে সরাসরি ওখানে দরখাস্ত পাঠান হল কেন? তার কারণ উপরোক্ত প্রশ্নটির সঙ্গে একটি ডিভিশন কিম্বা সৈন্যবিভাগ শুধুমাত্র জড়িত তা তো নয়, তাদের মতে এটি একটি সর্বাত্মক প্রশ্ন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির উপর তাদের ছিল একটা অগাধ বিশ্বাস — একে ভক্তি গদগদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর তাদের এই চিঠির সাফল্য সম্বন্ধে তারা এতই সুনিশ্চিত ছিল যে অবিলম্বে একটা জবাব পেয়ে যাবে বলে তারা আশা করেছিল।

এই সরল বিশ্বাসের আর একটি নমুনা হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখিত ওই চিঠির পুনশ্চ অংশ; খাপছাড়া ভাবে অকারণ জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হবে। এই অংশে সৈন্যবাহিনীর হাতে নাটক অভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মালমশলা যে অত্যন্ত কম সে কথা বলে শেষ করা হয়েছে এই ভাবে:

"উপযুক্ত স্থানে চাপ দেওয়া প্রয়োজন, যাতে নতুন নতুন নাটক, বীরোচিত সঙ্গীত এবং গদ্যে ও পদ্যে রসোত্তীর্ণ খাঁটি সাহিত্যের সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হয়, তাদের সৃষ্টি করা হয়। এই ধরনের কোন সংকলন যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে (আমরা এখনো তা দেখিনি) সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব যেন রণাঙ্গনে পাঠান হয়।"

এখানে কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতম সামরিক বিভাগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশা ফুটে উঠেছে। তাদের কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশা কেউ রাখে না। রণাঙ্গনে তখন তারা কত অজ্ঞ, কত ছেলেমানুষ ছিল! তখন তাদের মাথায় এ কথা ঢোকেনি যে সাহিত্যের সংকলন "সৃষ্টি" করা সম্ভব নয় — এর পরিকল্পনা ও সমাপ্তির জন্য সময়ের প্রয়োজন, স্বাভাবিকভাবে যথা সময়ে এর সৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু সাহিত্য সংকলনের স্বাভাবিক "জন্মের" জন্য অপেক্ষা করার সময় কোথায়, ধৈর্যই বা কোথায়? তাই কোনো উপায় না দেখে লোকে যে-কোনো ব্যাপার নিয়ে যে-কোনো জায়গায় দরবার করে। অধিকাংশ কাজকর্ম চলত বিচ্ছিন্ন ধারায় — বাগবিতণ্ডা, অকারণ হস্তক্ষেপ, অকারণ চটা, ভীতি প্রদর্শন, শাস্তি দেওয়া লেগেই থাকত।

যেমন ধর্ন, লালফৌজে "নারী সংক্রান্ত প্রশ্ন"। এ নিয়ে কত কথা, কত লেখালেখি, আর অর্ডার জারী করাও কিছু কম হয়নি, কিন্তু শেষ দাঁড়াল কোথায়! সর্বক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে দাঁড়ালে সেই এক: "নিজের বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ কর"। খোলাখুলি এবং সরকারী ভাবে না হলেও নির্দেশ এল সেনাবাহিনীর সঙ্গে কারুর স্ত্রী রাখা চলবে না, এ নির্দেশ সাধারণভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই ছাঁটাই-এর কারণ অবশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কম্যান্ডার এবং কমিশার এদেরই শুধু স্ত্রীরা সঙ্গে থাকত তা নয়, এক এক রেজিমেণ্টের পিছন পিছন ঝাঁকে ঝাঁকে স্ত্রীরা চলত। অনেকের সঙ্গে আবার ঘর গেরস্থালীর জিনিসপত্র, অনেকের সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়ের দল। "পশ্চাদভাগের" এই বিরাট দলকে সরকারি গাড়িতে করে নিয়ে যেতে হত। ভাবলেই দেখা যাবে একদম বাজে কাজে কত সব কৃষকের গাড়ি সব সময় নিযুক্ত থাকত! তাছাড়া চিন্তা করার আরও অনেক বিষয় আছে। যে কোন ভাবেই হোক ছোট বড় বহু কলহ বিবাদের মূলে ছিল এই মেয়েরা। সৈন্যবাহিনীতে এ সব ব্যাপার ঠেকানোর কোন উপায় নেই। আর থাকবেই বা কেমন করে, যেখানে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, প্রয়োজনীয় অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে সৈন্যদের একটা অদ্ভুত বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য হতে হচ্ছে? আর তাছাড়া, অভিযানরত সৈনিক জীবনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই এই ধরনের ব্যক্তিগত বহু কাজে সৈন্যদের যে অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে হত তার জন্যও দায়ী মেয়েরা, বিশেষ করে স্ত্রীরা। আর শেষ কারণ, প্রায়ই এই মেয়েদের মধ্য থেকে দালাল বের হত, গুপ্তচর বের হত। মোট কথা, মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ অর্ডার জারী করার বহু কারণ ছিল।

ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়লে যে অবস্থা হয়, এই নির্দেশ কার্যকরী করতে গিয়ে তাই শুরু হয়ে গেল। প্রথমেই ক্ষেপে উঠল সব রেজিমেণ্ট, মহা হৈচৈ। বিশেষ করে যখন তারা শুনল যে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে যে সব মেয়েরা আছে তাদের সেখানেই রেখে যাওয়া হবে। কোনোক্রমে তাদের শান্ত করা হয়। তারপর বিভিন্ন বিভাগ থেকে শুরু হল ছাঁটাই। কিন্তু দেখা গেল যে সৈনিকদের কয়েক শ' স্ত্রীদের সরিয়ে দেওয়া এক ব্যাপার, আর এই নারী কর্মীদের অপসারণ করা অন্য ব্যাপার। যে সব

নারী কর্মীদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, বিশেষ করে যখন তাদের শূন্য স্থান পূরণ করার মত অন্য কেউ নেই, তখন তাদের কী ভাবে অপসারণ করা হবে? রেজিমেণ্ট থেকে মেডিক্যাল বিভাগের নারী কর্মীদের কী ভাবে আর কিসের জন্য তাড়িয়ে দেওয়া হবে? কিম্বা লালফৌজের বীর নারীরা যারা পুরুষদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে, প্রয়োজন হলে তাদের সঙ্গে প্রাণ দিচ্ছে তাদেরই বা কী ভাবে আর কেন তাড়ান হবে? মহিলা রাজনৈতিক কর্মী, নার্স, ডাক্তারের সহকারী, এদের প্রয়োজনীয়তা কত, তাছাড়া এরা সংখ্যায় অত্যন্ত অপ্রচুর — এদের কোন প্রয়োজনে অপসারণ করা হবে? কিন্তু এই যে সব অর্ডার জারী হত তা একেবারে সুনিশ্চিতভাবে, তার অর্থও করা হত আক্ষরিকভাবে — তার একচুল এদিক-ওদিক না করে তা কার্যকরী করা হত।

একদিন, প্রাক্তন সুতাকলের শ্রমিক, লালফৌজের কয়েকজন নারী সৈনিক দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিওদরের কাছে উপস্থিত। রেজিমেণ্ট থেকে তাদের বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, তাদের অনুরোধ ফিওদর যেন তাদের হয়ে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। তাড়াতাড়ি তারা বলে যে তাদের মধ্যে জন চারেক "বেহায়া মাগী" আছে — কিন্তু ওদের তারা নিজেরাই রেজিমেণ্ট থেকে দূর করে দিয়েছে। স্বয়ং ক্লিচকভকে রেজিমেণ্ট হেডকোয়ার্টারে গিয়ে এদের বহিষ্কার না করার জন্য তদ্‌বির করতে হয়।

এ প্রশ্নটি যে কী পরিমাণ বিরক্তিকর তা সহজেই অনুমেয়, কারণ কী ভাবে কী করবে এই নিয়ে মাঝে মাঝে ডিভিশন কর্তৃপক্ষকেও ফাঁপরে পড়ে যেতে হত!

একটা আকস্মিক দ্রুত আঘাত হেনে সিজভের ব্রিগেড চিশমা দখল করে ফেলে, বলতে গেলে এই কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত পতাপভের ব্রিগেডের নাকের উপর দিয়ে। পতাপভের রেজিমেণ্টগুলি তখন লেলি-কুল হ্রদ ছাড়িয়ে দিওমা নদী বরাবর সোজা এগিয়ে এসেছিল। যখন চিশমার পতন হয় তখন তারা একেবারে কাছাকাছি।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রায়ই এই ধরনের ঘটনা ঘটে যখন অপরের জয় চুরি

করতে গিয়ে একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়ে পড়ে। এমন কম্যান্ডারও থাকে যারা ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ সজোরে আঘাত হেনে বসে। তার জয় হয় বটে কিন্তু অন্যের উপর অর্পিত কাজে তার হস্তক্ষেপ করার ফলে সবকিছু মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ির সৃষ্টি হয়। এ জয় তার না হওয়াই ভাল। জয় হওয়া মানেই যে সবকিছু সিদ্ধ হয়ে গেল তা সব সময় নয়, এর অনেক বিপদও আছে।

ধরা যাক একটা ব্যাপক সামরিক পরিকল্পনা চলেছে, শত্রুকে চারিদিক থেকে ভাল করে ঘিরে নিয়ে সমগ্র শত্রু দলটিকে বন্দী করে ফেলা। তখন মাথা গরম কেউ যদি আগে বেড়ে শত্রুকে আক্রমণ করে, তাকে ঘাবড়ে দেয়, তবে সে পরিকল্পনা যাবে ভেস্তে এবং তার এই আংশিক জয়ের ফলে সমগ্র পরিকল্পনাটা, যার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অনেক বেশি, অনিবার্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সিজভের এই চিশমা প্রবেশের ফলে এই রকম ধরনের কিছু একটা ঘটতে পারত। তার পশ্চাদভাগে দিওমা নদী বরাবর তখনও শত্রুপক্ষের রেজিমেণ্ট রয়ে গেছে। ঠিক সময় মত পতাপভ তার ব্রিগেড নিয়ে না পৌঁছালে তারা তার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে পারত। চাপায়েভ ডিভিশনে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা একটা রেওয়াজ, যেন কোন ইউনিটের বিপদ উপস্থিত হলে অন্যান্য ইউনিট তার সর্ব শক্তি নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই রকম হত না। কোন কোন সময় এর বিপরীতটি হত এবং নিদারুণ বিপর্যয় উপস্থিত হয়ে পড়ত।

অবস্থাটা আয়ত্ত হওয়া মাত্র পতাপভ বিলম্ব না করে আক্রমণ শুরু করে এবং শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। শত্রুসৈন্যদের মধ্যে বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে সে শত্রুকে নদীর দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। গোলাবর্ষণ এত ঘোরতর হয়ে ওঠে যে তিন তিনটি কামান অকেজো হয়ে পড়ে। দিওমা নদীর পরপারে শত্রুকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়। পালানর পথে সমস্ত সেতু তারা উড়িয়ে দেয় — স্পষ্টই বোঝা যায় ফেরার আশা তারা আর করে না। বাধ্য হয়ে বেলায়া নদী* অভিমুখে যতদূর

---

* এই নদীর উপরে উফা অবস্থিত।

সম্ভব তারা পালাতে থাকে। কোন রকমের বিরতির স্থান একটিও আর নেই। চিশমাই শেষ জায়গা, যেখান থেকে উফার এপাশ রক্ষা করার শত্রুর সামান্য আশা ছিল। এর পর থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে শত্রুর চিন্তাধারা চিরদিনের মত একেবারে পাল্টিয়ে গিয়েছে। এখন থেকে নিয়মিত পশ্চাৎ অপসরণ করা তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। "অবস্থার গতি পরিবর্তন" করার যে আশা তার ছিল, তার জন্য বেলায়া নদীর এ পারে সে আর কোন বড় চেষ্টা করে না। বুজুলুক ও বুগুরুস্লানে লালফৌজও ঠিক ওই রকম আশাই একদিন করেছিল।

১৩

উফা

বেলায়া নদী পার হয়ে উফার দিকে শত্রুসৈন্য দলে দলে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। যাওয়ার সময় সমস্ত সেতুগুলো তারা উড়িয়ে দিয়ে যায়। তারপর সুউচ্চ পাড় বরাবর গড়ে ওঠে তাদের ঘাঁটি। কামানের মুখ, মেসিনগানের চোঙ, আর শত শত বেয়নেট একেবারে গিজ গিজ করতে থাকে সেখানে। বিরাট শক্তির সমাবেশ সেখানে হয়, উফা হারান কলচাকের মোটেই কাম্য নয়। বেলায়া নদীর দক্ষিণ তীরের উন্নত ভূভাগ থেকে কলচাক লাল ডিভিশনগুলির উপর পরিপূর্ণ আধিপত্য করে। লাল ডিভিশনগুলি তখন বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে আসে।

চারিপাশে থেকে বেষ্টন করে উফা দখল করার পরিকল্পনা ছিল। শত্রুর পশ্চাদভাগে আরখানগেলস্কি কারখানা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল দক্ষিণ পার্শ্বের ডিভিশনগুলির উপর, কিন্তু যানবাহনের অসুবিধার জন্য অন্যান্য ডিভিশনগুলো নদীর তীরে পৌঁছে যাওয়ার পূর্বে নদীর পারে একটিও সৈনিক পাঠানোর ব্যবস্থা তারা করতে পারেনি।

উফার উলটো দিকে চাপায়েভ ডিভিশনের ঘাঁটি, দক্ষিণ পার্শ্বভাগে পতাপভের ব্রিগেড, নদী থেকে সোজা শহর পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট সেতুটির উপর এরা অপেক্ষা করছে। বেলায়ার পনর ষোল মাইল দক্ষিণে

ক্রাস্নি য়ার নামে একটি ছোট গ্রাম ঘিরে বামপার্শ্বভাগের এলাকা। সেখানে শ্‌মারিন আর সিজভের ব্রিগেড এসে পেঁাছে গেছে।

ক্রাস্নি য়ারের ওখানে নদী পার হয়ে যখন তারা সহরের দিকে অভিযান শুরু করবে, তখন সেতুর কাছে নদী পার হয়ে পতাপভের ব্রিগেড তাদের সাহায্যে অগ্রসর হবে। বিরাট লোহার সেতুটি তখনো অবিকল খাড়া রয়েছে; কিন্তু শত্রুপক্ষ এর কিছু একটা ব্যবস্থা না করে এমনি এমনি রেখে গেছে এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না। এর তলায় নিশ্চয় তাদের মাইন পাতা। সুতরাং এর উপর দিয়ে পার হওয়া সমীচীন হবে না। উঁচু বাঁধের উপর থেকে যে রেল লাইনটা সেতুর উপর দিয়ে গেছে সেটাকে মাঝে মাঝে খুলে ফেলা হয়েছে, আর কতকগুলি ওয়াগন ময়লা, মাটি, পাথরের টুকরো দিয়ে ভর্তি করে ঠিক সেতুর মাঝখানটিতে এনে রাখা হয়েছে। প্রথম দিকে এখান দিয়ে নদী পার হওয়ার কোন উপায় ছিল না, পরে লালফৌজের সৈন্যেরা কোথা থেকে কয়েকটা নৌকা আর সব কাঠ তক্তা এনে জোড়াতালি দিয়ে কোনরকমে ভেলার মত কয়েকটা তৈরী করে নেয়।

যাই হোক, ক্রাস্নি য়ার থেকেই প্রধান আঘাত হানা হবে বলে স্থির হয়েছে। ক্রাস্নি য়ারের কাছাকাছি নদীর পারের উপর দিয়ে ভিখরের অশ্বারোহী বাহিনী দ্রুত ছুটে চলেছে। তারা দেখে বেলায়ার বুকের ওপর দিয়ে দুটি স্টীমার আর একটি গাধা-বোট মন্থর গতিতে ধীরে ধীরে উজিয়ে চলেছে। স্টীমারে রয়েছে নানান ধরনের লোক, যদিও তাদের অধিকাংশই স্পষ্টতই সৈন্য, তার মধ্যে জন তিরিশেক অফিসার। অদ্ভুত এদের উদ্বেগহীনতা, কল্পনাতীত। লালফৌজ যে এত নিকটে তাও বোধ হয় তাদের একেবারেই জানা নেই — নদীর ধার থেকে তাদের উপর যে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে তাও তাদের ধারণার বাইরে। স্টীমারে স্কন্ধে পেটী আঁটা "ভদ্রলোক"দের দেখে লালফৌজের অশ্বারোহীরা একেবারে হাঁ করে চেয়ে থাকে। ব্যাপারটা কী প্রথম দিকে সেই অফিসাররাও বুঝতে পারেনি। নিশ্চয়ই তারা এই অশ্বারোহী বাহিনীকে তাদের নিজেদের বলে মনে করেছিল।

'থাম!' তীরের উপর থেকে নির্দেশ আসে।

'থামব কেন?' জবাব আসে স্টীমার থেকে।

'থাম! নইলে গুলি করব! তীরে এনে লাগাও!' অশ্বারোহীরা চিৎকার করে বলে। স্টীমারের লোকেরা কিন্তু ব্যাপারটা ততক্ষণে ধরে ফেলেছে। তারা স্টীমারের গতি বাড়ানোর চেষ্টায় থাকে — তারা ভাবে একটা জলাভূমি গোছের কিছু পড়ে গেলে অশ্বারোহীরা নদীর কিনারায় আসতে পারবে না। অশ্বারোহীরাও এটা বোঝামাত্র বজ্রকঠিন স্বরে গর্জন করে ওঠে:

'থাম! থাম!'

স্টীমারদুটো থামে না। প্রথম গুলি আসে তাদের ডেক থেকে। অশ্বারোহীরা পাল্টা গুলি চালায়। শুরু হয়ে যায় এক অসম যুদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে একটা মেশিনগান এসে পড়ে; শুরু হয় র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট। স্টীমারের উপর সকলে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। ডেকের নীচে নেমে যে যেখানে পারে লুকিয়ে পড়ে। স্টীমারগুলো তীরে এনে ভিড়ান হয়। অফিসাররা জীবিত অবস্থায় বন্দী হতে চায়নি। তাদের অধিকাংশই হয় নিজেদের উপর গুলি চালিয়ে কিম্বা জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। অপ্রত্যাশিতভাবে ছোট দুটো স্টীমার জুটে গেল তাদের ভাগ্যে, এর ফলে পরে লাল রেজিমেণ্টদের নদী পার হওয়াতে একটা মস্ত সুবিধা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ে অধিনায়কবৃন্দ যে ফাঁপরে পড়েছিল তারও একটা সুরাহা হয়ে যায়। এই মহামূল্য সম্পদ লালফৌজের হাতে পড়েছে এটা পাছে শত্রুপক্ষ টের পায় এজন্য স্টীমার দুটোকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়।

আক্রমণ শুরু করার দুদিন আগে ফ্রুঞ্জে, চাপায়েভ ও ফিওদর মোটর যোগে এসে পৌঁছায়। এসেই তারা সব কম্যাণ্ডার আর কমিশারদের একটা সভা ডাকে। তাদের উদ্দেশ্য সমগ্র অবস্থাটার স্পষ্ট ও বিস্তারিত ধারণা পাওয়া, কোন কোন সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে তা আলোচনা করা ও বুঝে নেওয়া এবং সেই সঙ্গে নিজেদের শক্তির পরিমাপ ও সাফল্য লাভের সুযোগ কতখানি আর একবার ভাল করে বিচার করে দেখা।

ফ্রুঞ্জের একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল যার সাহায্যে তিনি অতি সহজে অত্যন্ত গোলমেলে ও জটিল বস্তুর ব্যাখ্যা পরিষ্কার ভাবে করতে পারতেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঘরোয়াভাবে একটা আলোচনা সভা ডেকে গৌণ ও

অপ্রধান প্রশ্নগুলোর আলোচনা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে তাদের সম্মুখে তুলে ধরতেন মুখ্য ও প্রধান প্রশ্নগুলো। বিভিন্নমুখী পরস্পর-বিরোধী স্বার্থগুলোর বিতর্কে তাদের প্রবৃত্ত করে সেই বিতর্ককে নিজের আকাংক্ষিত পথে চালিত করতেন। সভা অন্তে, আলোচনার ভিতর দিয়ে যে সকল সম্ভাবনা ব্যক্ত হত সেগুলোকে একত্রিত ও সমন্বয় করে ফ্রুঞ্জে নিজে নিজে একটা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন। পদ্ধতিটা আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু ফ্রুঞ্জে এ বিদ্যায় সুনিপুণ।

ডিভিশনের অধিনায়কবৃন্দ ক্রাস্নি য়ারে মিলিত হয়ে কোন্ রেজিমেণ্টে কতজন যুদ্ধক্ষম সৈন্য আছে, তাদের সাজসরঞ্জাম কী পরিমাণ, শুধু এই জিনিসগুলিই আলোচনা করে ক্ষান্ত হয়নি, বিশেষভাবে বর্তমানের এই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সংগ্রাম কুশলতার উৎকর্ষতা সম্পর্কেও বিবেচনা করেছিল। ইভানভো-ভজনেসেনস্কের সূতাকল শ্রমিকদের রেজিমেণ্টটি তাদের মনোনয়ন লাভ করে। এ মনোনয়নের উপযুক্ত কারণও ছিল। সিজভের ব্রিগেডের রেজিমেণ্টগুলি অক্ষয় যশের অধিকারী, বিশুদ্ধ সামরিক দিক দিয়ে ডিভিশনের মধ্যে তাদের স্থান নিঃসন্দেহে সকলের ঊর্ধ্বে, কিন্তু বর্তমানে একমাত্র নিঃশঙ্কচিত্ত দুঃসাহসিক হওয়া পর্যাপ্ত নয়, শ্রেণী সচেতন হওয়ার গুরুত্ব সর্বাধিক। এ যোগ্যতা সূতাকল শ্রমিকদের ছিল।

সভা শেষ হয়। ঘোড়ার উপর চেপে তারা, যে স্থানে নদী পার হওয়া শুরু হবে, সেই অভিমুখে ঘোড়া ছোটায়। তীর থেকে আধ মাইল দূরে ঘোড়া থেকে নেমে বালির ঢালু পাড়টা তারা পায়ে হেঁটে যায়। নদীর অপর পারের দিকে তারা চেয়ে দেখে, আশঙ্কা করে যেকোন মুহূর্তে সেখান থেকে শুরু হয়ে যেতে পারে গুলিবর্ষণ, কিন্তু ও পারে কোন চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়নি। একটা পাহাড়ের উপর উঠে দূরবীণ দিয়ে তারা অপর পার পর্যবেক্ষণ করে। পার হওয়ার সঠিক স্থানটি নির্বাচন করে তার আনুসঙ্গিক সবকিছু সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছায়। তারপর তারা ফিরে আসে। অল্পক্ষণের মধ্যে সেই নির্বাচিত স্থানে স্টীমার দুটো পাঠান হয় — গাধা-বোটটা চড়ায় আটকে গিয়েছিল।

কয়লা বোঝাই করতে তারা শুরু করে, আর তীরে নাববার পাটাতনগুলো জুড়তে থাকে।

একদিনের জন্য আক্রমণ স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু সেই চরম মুহূর্ত আসন্ন হয়ে পড়ে...। তাদের বিদায় গ্রহণের পূর্বে সিদ্ধান্ত হয় যে চাপায়েভ ক্রাস্নি য়ারের পারাপারের দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করবে আর ফিওদর ফিরে যাবে সেই সেতুর ওখানে অবস্থানরত পতাপভের নিকট এবং সেখান থেকে শহর দখল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।

সন্ধ্যার পর ক্রাস্নি য়ার সংলগ্ন নদী-তীরে বিরাট কর্মচাঞ্চল্য লক্ষিত হতে থাকে। কিন্তু কোন রকম সোরগোল নেই। অস্বাভাবিক ঠেকে। লোকজন সব চঞ্চল, ছায়ার মত ঘোরা-ফেরা করছে। কয়েকজন লোক একত্র দাঁড়িয়ে দেখা গেল — পর মুহূর্তেই তারা নেই। আবার সেই রকম একত্র হওয়া, আবার মিলিয়ে যাওয়া। ইভানভো-ভজনেসেনস্ক রেজিমেণ্ট পার হওয়ার উদ্যোগ করছে। ছোট স্টীমারগুলো এমনভাবে ভর্তি হচ্ছে যে আর তিল ধারণের স্থান থাকে না। তারা ওপারে যায়, আবার খালি করে ফিরে আসে, আবার সেইভাবে ভর্তি হয়, আবার খালি হয়ে ফিরে আসে। এইভাবে সেই জমাট-কালো অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে সমগ্র রেজিমেণ্টটি নদী পার হয়। দুপুর রাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে বহুক্ষণ, ভোর হওয়ার আর বেশি দেরী নেই।

ক্রাস্নি য়ারের লাল গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণ শুরু হয়। বহু সংখ্যক কামান একসঙ্গে গর্জে ওঠে। শত্রু-ট্রেঞ্চের প্রথম সারির উপর দিয়ে পড়তে থাকে সব গোলা। নদীর বাঁকে একটা ফাঁসের মতো হয়েছে, সেই ফাঁসের মুখেই ট্রেঞ্চগুলো। পাল্লা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। অবিলম্বে গোলাবর্ষণের ফলাফল অনুভূত হয়ে ওঠে। এই অজস্র গোলাবর্ষণের মুখে ট্রেঞ্চে অবস্থান নিতান্তই অসম্ভব। শত্রুসৈন্যরা কিছুটা ইতস্তত করে তারপর বিশৃংখলভাবে দ্বিতীয় সারির ট্রেঞ্চের দিকে দৌড়ে পালাতে থাকে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র গোলাবর্ষণ বন্ধ করা হয়, ইভানভো-ভজনেসেনস্ক

রেজিমেণ্টের সৈন্যরা ততক্ষণ পেঁাছে গেছে। তারা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে নভিয়ে তুর্বাস্লি পর্যন্ত বিতাড়িত করে দেয়। আতঙ্কগ্রস্ত শত্রুসৈন্য পালাতে ব্যস্ত থাকে, কোন জায়গায় বাধা দিতে পারে না।

পলায়নে ব্যস্ত শ্বেতরক্ষীদের পিছন পিছন ইভানভো-ভজনেসেনস্ক রেজিমেণ্টের সৈন্যরা নভিয়ে তুর্বাস্লিতে প্রবেশ করে। সেখানে গিয়ে তারা অপেক্ষা করে যতক্ষণ না নদী পার হয়ে নতুন সৈন্য এসে পড়ে। একটা রেজিমেণ্টের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। সেখানে রেজিমেণ্টটি নিজেদের গুছিয়ে নিল। ইতিমধ্যে পুগাচভ রেজিমেণ্ট নদীর ধার বরাবর আলেক্সান্দ্রভ্‌কা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে।

স্তেপান রাজিন ও দমাশ্‌কিন রেজিমেণ্ট স্টীমারে উঠে। অগ্রগামী রেজিমেণ্টটির সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে তাদের যাওয়ার কথা। চারটে সাঁজোয়া গাড়ি পার করা হয়, কিন্তু তার তিনটেই সঙ্গে সঙ্গে উল্টে গিয়ে বড় রাস্তার উপর আটকে পড়ে থাকে। পরে ঘোড়সওয়ারেরা এসে সেগুলো তুলে সিধে করে দেয়, তখন সেগুলোও এগিয়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে।

এই অবকাশে বিতাড়িত শত্রুসৈন্য সামলে উঠে ইভানভো-ভজনেসেনস্ক রেজিমেণ্টের উপর প্রতি-আক্রমণ চালাতে শুরু করে। তখন সকাল সাতটা কি আটটা। নভিয়ে তুর্বাস্লি থেকে বিতাড়িত করার সময় এবং ভূয়া সব আক্রমণ প্রতিরোধ করে ঘাঁটি রক্ষার ব্যাপারে ইভানভো-ভজনেসেনস্কের সৈন্যেরা তাদের সব কার্তুজ নিঃশেষ করে ফেলেছে। শীঘ্র কোনো সরবরাহের আশা নেই। নদীর এপারে পড়া গোটা দলটার অধিনায়কত্ব ছিল সিজভের, মনে পড়ল তার হুকুম:

“এক পাও পিছবে না। মনে রেখ — এখন তোমাদের হাতে শুধু তোমাদের বেয়নেটটা অটুট আছে!”

সুতাকল শ্রমিকদের হাতে সত্যি কথা বলতে এখন বেয়নেট ছাড়া আর কিছুই নেই। আর এখন তাদের উপর ভূয়া আক্রমণের বদলে সত্যি সত্যি শুরু হয়ে যায় শত্রুর সর্বাত্মক আক্রমণ। এ আক্রমণের মুখে তারা বিহ্বল হয়ে পড়ে, প্রতিহত করতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। কমিশারের পদ থেকে বদলী হয়ে এসে বুরভ এখন এই রেজিমেণ্টের অধিনায়কত্ব করছে। তার কমিশারের পদে নিকিতা লপার। তারা দ্রুত

ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যায়, চিৎকার করে সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ করতে নিষেধ করে। পশ্চাদপসরণ করে কোথায় যাবে তারা? পিছনেই নদী — সকলকে পার করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তাদের শক্ত হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে, আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। লালফৌজের সৈন্যেরা যারা দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিল তারা ফিরে দাঁড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে আসে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে। ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়ায় ফ্রুঞ্জে, সেনাবিভাগের রাজনৈতিক দপ্তরের অধিকর্তা গ্রাল্লিন আর তাদের কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গী। ফ্রুঞ্জে একটা রাইফেল বাগিয়ে নিয়ে "হুর্‌রে — হুর্‌রে — কমরেড সব এগিয়ে চল!" বলে চিৎকার করতে করতে সামনের দিকে দৌড়াতে শুরু করেন। আশে পাশে যারা, তাদের তাঁকে চিনতে বিলম্ব হয় না। বিদ্যুৎ গতিতে এ সংবাদ সমগ্র সৈন্য সারির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। উৎসাহে উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে সব, প্রচণ্ড তেজে ঝাঁপিয়ে পড়ে উন্মত্ত আক্রমণে। সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত! অগ্রসরমান সেই শত্রুসৈন্যপুঞ্জের উপর তারা আক্রমণ চালাচ্ছে, হাতে কেবলমাত্র তাদের বেয়নেট, গোলাবারুদ অতি সামান্য, তাই ক্বচিৎ কদাচিৎ তারা দু'একবার গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু এই বীরোচিত রণোন্মাদনার শক্তি কী প্রচণ্ড! শত্রুসৈন্যের দল হতচকিত অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন শুরু করে।

সিজভ তার আর্দালীদের বলে দিয়েছিল সব সময় ফ্রুঞ্জের খুব কাছাকাছি থাকার জন্য। আর তার নির্দেশ ছিল, যদি ফ্রুঞ্জে নিহত হন তবে যে কোন ভাবে হোক তাঁর মৃতদেহ নিয়ে আসতেই হবে। এইখানে এই নদীর উপর স্টীমারের উপর এনে দিতেই হবে।

গাড়ি গাড়ি গুলিবারুদ নদী পার হয়ে দ্রুত পাঠান হয়। নভিয়ে তুর্বাম্লি ছাড়িয়ে সৈন্যেরা সব মাটির উপর যখন শুয়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বাহকের দল বুকে হেঁটে হেঁটে তাদের কাছে কার্তুজ পৌঁছে দেয়।

অন্যেদের সঙ্গে সম্মুখভাগে বেগে ধাবিত হওয়ার সময় একটা বুলেট এসে লাগে গ্রাল্লিনের বুকে। তাকে ধরাধরি করে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। যে ক্ষুদ্র ক্ষতটির ফলে সেদিন মৃত্যুও হতে পারত সেই ক্ষতস্থানটিতে এখন শোভা পাচ্ছে "অর্ডার অব দি রেড ব্যানার"।

সঙ্কটজনক অবস্থা কাটিয়ে তারা এখন মোড় ফিরিয়ে ফেলেছে। ফ্রুঞ্জে এদের ছেড়ে সিজভকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে পুগাচভ রেজিমেণ্টের দিকে রওনা হন। পাহাড়ের উপর উঠে তাঁরা আশেপাশের চারিদিকটা ভাল করে দেখেন। কীভাবে আক্রমণের গতিবেগ সর্বাধিকভাবে বাড়ানো যায় এই নিয়ে তাঁদের আলোচনা চলে। বারবার তাঁরা মানচিত্র খুলে ধরেন; চোখের সম্মুখে বাস্তব চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্রের চিহ্নগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে নেন। নদীর ধার বরাবর পুগাচভ রেজিমেণ্টের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। স্তেপান রাজিন ও দমাশ্‌কিন রেজিমেণ্ট দুটিও এগিয়ে আসে, বড় রাস্তার ধারে ঘাঁটি পাতে। দুপুর বেলা অর্ডার হল সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করার। পুগাচভ রেজিমেণ্ট নদীর ধার বরাবরই যাবে, স্তেপান রাজিন ও দমাশ্‌কিন রেজিমেণ্ট মধ্যভাগ দিয়ে অগ্রসর হবে, আর ইভানভো-ভজনেসেনস্ক রেজিমেণ্ট এগোবে বামপার্শ্বভাগ দিয়ে। ইতিমধ্যে এরা স্তারিয়ে তুর্বাস্লি দখল করে সেখানে বিশ্রাম করছে। ঠিক সেই সময় সারি সারি শত্রুসৈন্যের মত কী একটা যেন দেখা গেল। ইভানভো-ভজনেসেনস্ক রেজিমেণ্টের একেবারে সোজা উত্তর দিক থেকে তারা এগিয়ে আসছে, আক্রমণোদ্যত সৈন্যদলটির ঠিক মধ্যভাগের প্রতি যেন তাদের লক্ষ্য।

সৈন্যদলের কেউ কেউ অনুমান করে, 'গরুর পাল বোধহয় হবে।'

অন্যেরা প্রতিবাদ করে, 'কী রকম ধারা গরুর পাল, দেখছ না বেয়নেট চিক্‌চিক্‌ করছে?'

বেয়নেট চিক্‌চিক্‌ করছে কি করছে না তা কেউ দেখতে পাচ্ছে কি না বলা মুস্কিল। তবে প্রত্যেকে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসছে এবং এই যে যুদ্ধ হবে তার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে। এই যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা ফ্রুঞ্জে প্রকাশ করেন কিন্তু সিজভ তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অন্য একটি ডিভিশনের সৈন্যেদের পারাপারের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য যেতে বলে। তাই ভাল হবে বলে ফ্রুঞ্জেও মত দেন। ফ্রুঞ্জে পারাপারের স্থানের অভিমুখে রওনা হয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে ঘোড়ায় তিনি চলেছিলেন সে ঘোড়াটি গুলিতে নিহত হয় এবং তিনি নিজেও খুব নিকটে-পড়া একটা গোলা

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু নদীর পারের তাঁর কাজের দায়িত্ব তিনি পালন করেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি পারাপারের কাজ তদারক করে ত্বরান্বিত করেন।

গোলন্দাজবাহিনীর একটি অংশ পার হয়ে যায়। খেব্রতভ পরিচালিত বাহিনীটি সর্বপ্রথম যুদ্ধে অংশে গ্রহণ করে। ইভানভো-ভজনেসেনস্ক রেজিমেণ্টের পিছনে সে গুছিয়ে বসে। শত্রুর প্রথম আঘাতের ধাক্কায় সৈন্যেরা যখন অনাগত আশঙ্কায় প্রপীড়িত, হতচকিত বিমূঢ় অবস্থায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছে, সেই সময় গর্জন করে ওঠে খেব্রতভের কামান শ্রেণী। নিজেদের কামানের আওয়াজে সৈন্যেদের বুকে বল ফিরে আসে, শত্রুর উপর আঘাত হানতে শুরু করে।

আক্রমণ সম্প্রসারণ করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। উত্তর দিক থেকে আগত শত্রুসৈন্যপুঞ্জের আক্রমণের সমগ্র প্রচণ্ডতা স্তেপান রাজিন ও দমাশ্‌কিন রেজিমেণ্টের উপর গিয়ে পড়ে। সংখ্যার দিক দিয়ে শত্রুসৈন্যের প্রাধান্য এত বেশি যে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা লালফৌজের পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার। স্তেপান রাজিন রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পিছুতে শুরু করে। একটি ব্যাটালিয়ানে এদের মধ্যে পোড়-খাওয়া পাকা যোদ্ধার সংখ্যা কম ছিল, অধিকাংশই নবাগত, একেবারে কাঁচা। এই ব্যাটালিয়ান নিজেদের স্থান ত্যাগ করে সোজা নদীর ধার ধরে চোঁচা দৌড় লাগায়, অন্যান্য ব্যাটালিয়ানগুলিরও কিছু কিছু সৈন্য এদের পিছু নেয়। অন্যেরা শত্রুর প্রবল চাপের সম্মুখে সংগ্রামরত অবস্থায় এক পা এক পা করে পশ্চাদপসরণ করে। ইভানভো-ভজনেসেনস্ক রেজিমেণ্টটি তুর্বাস্লিতে অপেক্ষা করছিল। শত্রুসৈন্যের একাংশ এখন তাদের দিকে ধাবিত হয়। সিজভ দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে খেব্রতভের কাছে পৌঁছায়।

'স্তেপান রাজিন রেজিমেণ্ট পিছু হটে আসছে, তাদের সাহায্য করতেই হবে! ওদের পশ্চাদ্ধাবনরত শ্বেতরক্ষীদের উপর অবিলম্বে গোলাবর্ষণ কর — কামানের মুখ ঘুরিয়ে নাও — ওই যে দক্ষিণ দিকে!'

খেব্রতভ ঘুরিয়ে নেয় কামানের মুখ। বহু যুদ্ধে পোড়-খাওয়া এই গোলন্দাজ তার উপস্থিত বুদ্ধি, কর্মকুশলতা, সর্বোপরি তার নির্ভুল দৃষ্টির সাহায্যে অসাধ্য সাধন করে। একটার পর একটা গোলা শত্রুসারির

সবচেয়ে সৈন্যাকীর্ণ স্থানটিতে গিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। শ্বেত সৈন্যেরা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তারা পশ্চাদ্ধাবন বন্ধ করে, ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, মুহূর্তেই শুরু হয় তাদের পশ্চাদপসরণ, ওদিকে উত্তরোত্তর গোলাবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে গোলার পর গোলা এসে পড়ে, শত্রুবাহিনীকে একেবারে তছনছ করে দেয়। বন্ধ হয়ে যায় তাদের আক্রমণ। স্তেপান রাজিন রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা নববলে বলীয়ান হয়ে অবিলম্বে রুখে দাঁড়ায়।

এই সময় মিখাইলভ ছিল নদীর অন্য পারে। সৈন্য পারাপার দ্রুত করার কাজে সে চাপায়েভকে সাহায্য করছিল। বহু সংখ্যক লালফৌজের সৈন্য নদীর কিনারার দিকে ছুটে আসছে দেখে সে বুঝতে পারে যে ওপারে একটা বিপদ ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চাপায়েভের কাছে ছুটে যায় তাকে এ কথা বলার জন্য। চাপায়েভ আগে থেকেই ঐ সংবাদ পেয়েছে — এই মাত্র সিজভের সঙ্গে তার টেলিফোনে কথা হল। কী দেখে এল এই কথা বলার জন্য মিখাইলভের মুখ খোলার আগেই চাপায়েভ তাকে নির্দেশ দেয়:

'দেখ মিখাইলভ, আর এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য স্টীমারে এইমাত্র তোলা হয়েছে। আরও সৈন্য পাঠাতে হবে। তা ছাড়াও ওদিকে আমাদের সব সৈন্যেদের নদীর ধার থেকে আবার তো ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। বুঝতে পারলে? ওরা সব পণ্ড করে দিচ্ছে। ওপারে যাও, গিয়ে ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। বুঝতে পারলে?'

মুহূর্ত বিলম্ব না করে মিখাইলভ ওপারে চলে যায়। অকারণ কথা খরচ সে করে না — আর তখন সে অবস্থাও ছিল না। যারা দৌড়ে পালাচ্ছিল তাদের সে আটকে দেয় — কাউকে চাবুক দেখিয়ে, কাউকে রিভলবার দেখিয়ে।

সে চিৎকার করে বলে, 'দাঁড়াও সব। কোথায় পালাচ্ছ? থাম! একমাত্র ভরসা এগিয়ে যাওয়া। আমার পিছন পিছন চলে এস। একটা কথা নয়। পালানর চেষ্টা যদি কেউ করেছ সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় গুলি করব। যার পাশ থেকে যে পালাবে সে তাকে গুলি করবে। কমরেডরা সব এগিয়ে চল!'

যথা সময়ে জোরালো ও প্রয়োজনীয় কথার ফলে বিশৃংখলা দূর হয়। যারা পালাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে যায়। নদীর তীরের দিকে ছোটা বন্ধ করে। আতঙ্কে, বিস্ময়ে মিখাইলভকে ঘিরে সবাই চেয়ে থাকে তার দিকে, মনে আশা জাগে:

'হয়তো এই রুদ্রমূর্তি কম্যান্ডার কোন রকমে আমাদের রক্ষা করবে।'

বাস্তবিকই সে তাদের রক্ষা করে। এমন অবস্থায় রিভলবার কিংবা চাবুক ছাড়া গত্যন্তর নেই — এই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পন্থা। সৈন্যদের সে একত্রিত করে পরিচালিত করে নিয়ে যায়। সে তাদের সারিবদ্ধভাবে বিন্যাস করে ফেলে। বিক্ষিপ্ত জনতা আবার সংগঠিত সৈন্যদলে পরিণত হয়ে যায়। ওদিকে এদের রেজিমেণ্টের প্রধান অংশ, যারা পশ্চাদপসরণ করে আসছিল, তারা এদের এগিয়ে আসতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে ওঠে:

'সাহায্য এসেছে, নতুন সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে!'

এই মুহূর্তে তাদের ভুল ভাঙানোর ফল হত অত্যন্ত মারাত্মক। নতুন সৈন্য এসেছে এই আশ্বাসই তাদের দেওয়া হয়। সৈন্যদল ফিরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ শুরু করে, কিন্তু তারা জয়লাভে সমর্থ হয় না। অতি কষ্টে তারা শত্রুকে কোন রকমে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। এবং এর ফলে শত্রুবাহিনীর প্রধান অংশ ধাবিত হয় ইভানভো-ভজনেসেনস্ক রেজিমেণ্টের দিকে। সূতাকল শ্রমিকরা প্রচন্ড আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কয়েকটি শত্রুরেজিমেণ্ট চার বার তাদের উপর যুগপৎ আক্রমণ চালায়, পর পর চারবার এই আক্রমণ তারা প্রতিরোধ করে। অসীম শক্তি, অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় প্রদর্শন করে এই শ্রমিক রেজিমেণ্টটি। সবগুলি আক্রমণ প্রতিহত করে তারা নিরস্ত হয় না — অবিচলিতভাবে লড়াই চালিয়ে যায় যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সাহায্যে অন্যান্য রেজিমেণ্টরা আসে এবং বিপদ দূরীভূত হয়।

পুগাচভ রেজিমেণ্ট নদীর ধার বরাবর এগিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদের থেকে তারা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে এই জন্য তাদের পিছনে হটিয়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এরা ওদের ফাঁদে এসে পা বাড়াক এই অপেক্ষায় শত্রুপক্ষ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। তাই যেই এরা নির্দেশ পেয়ে

পিছনে সরে আসা শুরু করে অমনি আরম্ভ হয়ে যায় শত্রুপক্ষের আক্রমণ, একের পর এক। ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করে পুগাচভ রেজিমেণ্ট পিছনে সরে আসতে থাকে। তারা শত্রুর সম্মুখীন হয়ে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে, কিন্তু পাল্টা আক্রমণ করে না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যত দ্রুত সম্ভব অন্যান্য রেজিমেণ্টগুলির সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

সমস্ত সৈন্যদল বড় রাস্তা বরাবর যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে এসে দাঁড়িয়েছে সেই সময় সংবাদ আসে যে চাপায়েভ মাথায় আঘাত পেয়েছে এবং ডিভিশনের অধিনায়কত্ব অর্পিত হয়েছে সিজভের উপর। সৈন্যদের মধ্যে গভীর হতাশা সঞ্চার করে এই দুঃসংবাদ, সে কথা এক রেজিমেণ্ট থেকে অন্য রেজিমেণ্টের মধ্যে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। যুদ্ধ করার সময় তাকে না দেখতে পেলেও সৈন্যেরা সব সময় মনে ভাবত সে রয়েছে তাদের সঙ্গে। তারা জানত তারই পরামর্শে আক্রমণ, অগ্রগমন কিম্বা পশ্চাৎ অপসরণ — সবকিছুই চলেছে। আর অবস্থা যতই জটিল, যতই দুরূহ হোক না কেন তারা মনে মনে বিশ্বাস করত যে এর একটা সুরাহা ঠিক হয়ে যাবে, অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসবেই। চাপায়েভ আর সিজভের মত অধিনায়করা তাদের সর্বনাশের মুখে কখন ঠেলে দিতে পারে না।

চাপায়েভ আহত হয়েছে শুনে চারিদিকে নেমে আসে শোকের ছায়া। তার পূর্বেই অগ্রগমন হয়েছে বন্ধ এবং সন্ধ্যালোকের সঙ্গে সঙ্গে গুলিবর্ষণও স্তব্ধ হয়ে আসে। সমস্ত সৈন্যবাহিনী ঘিরে বিরাজ করতে থাকে নিস্তব্ধতা। সর্বত্র পাহারা বসানোর ব্যবস্থা এবং চতুর্দিকে স্কাউটদের পাঠানো সমাপ্ত। রেজিমেণ্টগুলি বিশ্রামে মগ্ন। পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হবার কথা।

পারাপারের স্থানে থাকার সময় চাপায়েভ দশ মিনিট অন্তর অন্তর টেলিফোনে একবার সিজভের সঙ্গে, তারপর অন্য সব রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে কথা বলত। যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুগঠিত ছিল, এবং এ না থাকলে এ রকম সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করা যেত না। নদীর অপর পারে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে চাপায়েভ সব সময় ওয়াকিবহাল থাকত; সৈন্যেদের গোলাগুলির অভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করতে

শুরু করার আগেই চাপায়েভ তা বুঝতে পারে, পরের স্টীমারেই তাদের প্রয়োজনীয় মালপত্র পার হয়ে যায়। নিজেদের সৈন্যদলের মনোবল কেমন, আর শত্রুপক্ষের কার্যকলাপ, তাদের প্রতিরোধ শক্তি, তাদের কামান বন্দুক কী পরিমাণ, অফিসারের সংখ্যা বেশি কি না, কী ধরনের সব সৈন্য রয়েছে তাদের — এ সবকিছু সম্বন্ধে সে সব সময় খোঁজ নিত। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় জানার প্রতি তার আগ্রহ। সবকিছু সে হিসেব করে, বিচার করে দেখত। যুদ্ধ পরিচালনার সমস্ত সূত্রগুলি সে সব সময় নিজের মুঠোর মধ্যে রাখত। টেলিফোনে তার সমস্ত নির্দেশ দান, আর্দালী দ্বারা প্রেরিত তার অর্ডার, এই সব থেকে প্রতিটি মুহূর্তে অবস্থা সম্বন্ধে তার জ্ঞান কত সুস্পষ্ট, তা প্রমাণিত হত। কিছুক্ষণের জন্য শত্রু বিমানগুলি এসে তাকে বিরক্ত করে কিন্তু কোন বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে না, শুধু তার রাগ বেড়ে যায়। আমাদের উড়ো-জাহাজগুলো পেট্রলের অভাবে আকাশে তাদের সম্মুখীন হতে পারে না। রাগ কিন্তু এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে না। আমাদের বিমানগুলি অচল অবস্থায় থাকে। সমানে বোমাবর্ষণ ও মেশিনগানের গুলি চলে, তারি মধ্যে নদীর ধারের সব কাজ চালিয়ে যাওয়া হতে থাকে। কিছু করার উপায় থাকে না। আমাদের কামানের জন্য অবশ্য শত্রু বিমান গুলিকে খুব উঁচুতে উঠে যেতে হয়, কিন্তু কামান দেগে তাদের হটিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাদের বোমাবর্ষণ ও মেশিনগানের গুলির ফলে প্রচুর ক্ষতি হয়। এইখানে এই নদীর ধারে আহত হয় চাপায়েভ। একটা বুলেট এসে তার মাথায় লেগে খুলির মধ্যে বিঁধে যায়। বুলেটটি বের করার সময় যন্ত্রপাতি ছ' বার পিছলিয়ে যায়। স্থির হয়ে বসে থাকে চাপায়েভ। সমস্ত কষ্ট মুখ বুজে সে সহ্য করে। ক্ষত স্থানটি ব্যাণ্ডেজ করার পর তাকে উফার বার তের মাইল দূরে আভদন নামে একটা ছোট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ দুর্ঘটনা ঘটে ৮ই সন্ধেয় আর ৯ই সকালে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়।

নদী তীরে এই নিরলস কর্মপ্রবাহ, গোলন্দাজ বাহিনীর অনন্য কীর্তি, যোগাযোগ রক্ষার সুব্যবস্থা, অক্লান্তভাবে স্টীমারযোগে সৈন্য ও

যুদ্ধোপকরণের পারাপারের দ্রুত ব্যবস্থা — এই সমস্ত মিলিয়ে প্রমাণিত হয় সাংগঠনিক ও সমন্বয়-সাধন ব্যবস্থাপনা কত চমৎকার এবং সমগ্র যুদ্ধ পরিচালনার কাজের ভিতর নিষ্ঠা কতখানি ঐকান্তিক ছিল। এর মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের বাহাদুরি ছিল না, এ হচ্ছে জয়লাভের জন্য সমষ্টিগত সংকল্পের অভিব্যক্তি। জয়লাভের এই সংকল্প প্রতিভাত হয় প্রতিটি নির্দেশে ও সেই নির্দেশ প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে। কম্যান্ডার, কমিশার ও সাধারণ সৈনিকদের সকল কর্মে তা মূর্ত হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যারাত্রে শ্বেতরক্ষীদের কাছ-থেকে-আসা একজন শ্রমিককে হাজির করা হল সিজভের সম্মুখে। সে সংবাদ দেয় যে শ্বেত অফিসারদের দুটো ব্যাটালিয়ান ও ক্যাপ্পেল রেজিমেণ্ট সকালে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করবে। তাদের লক্ষ্য পুগাচভ রেজিমেণ্ট। এদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে ওরা অন্য রেজিমেণ্টগুলো বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, তারপর উত্তরস্থিত তাদের অন্যান্য রেজিমেণ্টের সাহায্যে পরিবেষ্টিত করে এদের ধ্বংস করবে। শ্রমিকটি শপথ করে বলে যে সে উফা ফ্যাকটরির লোক, সোভিয়েতের প্রতি সে সহানুভূতিশীল এবং সে নিজের জীবন বিপন্ন করে এই বিপদ সম্বন্ধে তাদের সতর্ক করতে এসেছে। যে ঘরে ওদের সভা হচ্ছিল সেই ঘরে সে কাজ করছিল। হঠাৎ তার কানে এই সংবাদটি আসে। সে হলপ করে বলে যে তার কথার মধ্যে এক বিন্দু মিথ্যে নেই, এবং তারা যে প্রমাণ চায়, সে প্রমাণ দিতে সে রাজী আছে। একে বিশ্বাস করবে কি করবে না তারা ঠিক করে উঠতে পারে না। যাই হোক, সিজভ এক ঘণ্টার জন্য আক্রমণ স্থগিত রাখা ঠিক করে। আরও সুরক্ষিত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। শত্রুর অভ্যর্থনার বিশেষ ব্যবস্থার জন্য বহু সংখ্যক মেশিনগান সাজিয়ে রাখা হয়। শ্রমিকটিকে আটক করা হয় এবং তাকে বলা হয় যে যদি তার সংবাদ মিথ্যে হয়, যদি শ্বেতরক্ষীরা না আক্রমণ করে তবে তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ভরা দুর্বিষহ রাত্রি। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত অবশ অঙ্গ তবু কম্যান্ডারদের চোখে ঘুম আসে না। শ্রমিকটি যে সংবাদ এনেছে তা সকলকে জানানো হয়, তাই শত্রুর আগমন প্রতীক্ষায় তারা প্রস্তুত। অবশেষে প্রতীক্ষারত সেই মুহূর্তটি সমুপস্থিত হল।

কালো কালো শ্রেণীতে নিঃসাড়ে এগিয়ে আসে অফিসার ব্যাটালিয়ান ও ক্যাপ্পেল রেজিমেণ্টের সৈন্যদল। কারও মুখে কোন কথা নেই। তাদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিও শোনা যায় না। মাঠের এ পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত বিরাট এলাকা জুড়ে তারা ছড়িয়ে রয়েছে। স্পষ্টই তারা মনে মনে ভেবেছিল কোন সাড়াশব্দ না করে, অবসাদে, নিদ্রায় আচ্ছন্ন সৈন্যদের কাছাকাছি এসে হঠাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, গুলি আর বেয়নেট চালিয়ে আতঙ্ক ও ত্রাসের সৃষ্টি করে তাদের সমূলে ধ্বংস করে ফেলবে।

লালফৌজের সৈন্যেরা চুপচাপ থাকে — শত্রুকে সুযোগ দেয় তাদের পাল্লার মধ্যে আসা পর্যন্ত। তারপর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক অপেক্ষারত মেশিনগান থেকে একসঙ্গে শুরু হয়ে যায় অগ্নিবর্ষণ। সে কী বীভৎস হত্যালীলা। মেশিনগানের গুলিতে শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে, সারির পর সারি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। লালফৌজের সৈন্যেরা ট্রেঞ্চ ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, তারা বেগে এগিয়ে যায়। অফিসার ব্যাটালিয়ানগুলি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে আর ক্যাপ্পেল রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। কয়েক মাইল তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করা হয়। এই অপ্রত্যাশিত সাফল্য সমগ্র লালফৌজের সৈন্যবাহিনীর মনে অপূর্ব আশার সঞ্চার করে।

শ্রমিকটিকে মুক্তি দিয়ে তাকে সসম্মানে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে, তারপর সেখান থেকে সেনা বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ফিওদর পতাপভের ব্রিগেডের সঙ্গে সেতুর নিকটে ছিল। পরে সিজভ তার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনার একটা বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলে, এই সাফল্যের পর ইউনিটগুলি বিজয় গৌরবে এগিয়ে যায় — একটি বারের জন্যও তারা কোথাও থামেনি। ৯ই বিকেলের মধ্যে তারা উফার খুবই নিকটে পৌঁছে যায়।

চাপায়েভকে রেখে ফিওদর কয়েকজন কমরেডের সঙ্গে পতাপভের ব্রিগেডের দিকে রওনা হল। আভদন থেকে বালুকাময় উফার পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে — মাইল তের দূর। পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র কালো কালো চিহ্নের মত লেগে রয়েছে সব বাড়িগুলো, প্রহরী-মিনার'কে দেখাচ্ছে

একটা লম্বা থামের মত। গীর্জায় সোনালী গম্বুজগুলো রৌদ্রে চিক্‌চিক্‌ করছে। দ্রুত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে তারা। একটা খোলা বিরাট মাঠের মধ্যে তারা এসে পড়েছে। স্থানটি শত্রুর দৃষ্টি পথের মধ্যে এবং তাদের কামানের পাল্লার মধ্যেও বটে। ওদের দেখামাত্র শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। ঘোড়সওয়ারেরা আলাদা আলাদা হয়ে লম্বা সোজা লাইন বেঁধে এক একজনের মধ্যে সত্তর পা ব্যবধান রেখে অতি দ্রুত ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারমুখো ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। তাদের পথে একটা রেল লাইন পড়ে, তার উপরে ও তার পাশে অনেকগুলো ভাঙাচোরা ও পুড়ে-যাওয়া সব ওয়াগন। একটা পাহাড়ের পিছনে কোন স্থান থেকে উফার উপর গোলাবর্ষণ করছে লালফৌজের কামান আর বনের ওপাশ থেকে আসে মেশিনগানের খট্‌খট্‌ আওয়াজ।

তারা হেডকোয়ার্টারে পেঁছায়। নদীর ধার থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা ক্ষুদ্র রেল স্টেশনে পতাপভ তার হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছে। তখন বসেছে কম্যান্ডারদের পরামর্শ সভা। নদী পার হওয়ার শ্রেষ্ঠ পন্থা কী হবে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত হয় যে নদী পার হওয়া-না-হওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে অন্য ব্রিগেড দুটোর অগ্রগতির উপর এবং ঝোঁকের মাথায় তাদের কিছু করা একদম উচিত হবে না, যেমন সেতুর উপর দিয়ে কোন ক্রমেই যাওয়া চলবে না। সেতুটির নীচে যে মাইন পাতা সে বিষয়ে তারা প্রায় সকলেই একমত। অন্য কী উপায়ে নদী পার হওয়া যায় এ প্রশ্নটি তখন ওঠে, কিন্তু মনে হয় যেন তার কোন উপায় নেই। তারপর অনেক মাথা ঘামানোর পর উপায় একটা বাস্তবিকই বের হয়ে যায়।

বেলায়া নদীর ঠিক এক্কেবারে কিনারা ঘেঁষে দুটো ছোট কুঁড়ে। ওই পর্যন্ত তার টেনে নিয়ে ওখানে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যন্ত্রপাতি বসান হয়। নদীর ধারে সেতুর দুপাশে সৈন্যেরা সব ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে। বনের পিছনে স্থাপিত হয় কামান শ্রেণী। সিদ্ধান্ত হয় সেই রাত্রিতেই শত্রুপক্ষকে একবার যাচাই করে দেখা হবে ও পাকাপাকিভাবে জেনে নেওয়া হবে সেতুটির তলায় মাইন পাতা কি পাতা নয়। (ব্রিগেডের নিকট সংবাদ পেঁছায় যে উফার শ্রমিকরা শ্বেতরক্ষীদের সেতুটা উড়িয়ে

দিতে দেবে না, এমনকি এর জন্য তাদের যে কোন প্রস্তুতিতে তারা বাধা দেবে।) রাত্রি এগারটার সময় যখন চারিদিক সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে তখন এক অগ্রগামী শ্রমিক দলের আসার কথা। তারা স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিয়েছে মালগাড়ি সাজিয়ে অবরোধ করা সেতুটির পথ পরিষ্কার করবে এবং যে সব জায়গা ওরা খুলে ফেলেছে সেগুলো মেরামত করবে। এগারটা, বারটা, একটা—তাদের দেখা নেই। দুটো বাজার পর তারা আসে, তখন রাত্তির পরিষ্কার হয়ে আসতে শুরু করেছে।

শ্রমিকরা পৌঁছাচ্ছে এই খবর পেয়েই এরা যাতে কাজ করার সুযোগ পায়, তার জন্য গোলন্দাজবাহিনী বনের পিছন থেকে, নদীর ওপার লক্ষ্য করে একসঙ্গে সবগুলো কামান দাগতে শুরু করে দেয়। উদ্দেশ্য—শত্রু যাতে অন্তত তাদের প্রথম সারির ট্রেঞ্চগুলো থেকে সরে যায় আর একটা গোলমাল সৃষ্টি করা যাতে মেরামতকারী দলের দিকে তাদের কোন দৃষ্টি না পড়ে। কিন্তু ওদের হিসেব ঠিক হয় না। গোলাবর্ষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষ থেকে তীব্রভাবে পাল্টা কামান দাগা শুরু হয়ে যায়। রেলের উপর প্রথম হাতুড়ির ঘা পড়াটাই সংকেত ছিল অন্য পারের কামানগুলো দাগার। আর সে কি নিখুঁত পাল্লা জ্ঞান তাদের। লালফৌজরা আসবে জেনে আগে থেকেই শ্বেতরক্ষীরা নিশ্চয়ই প্রচুর অভ্যেস করে নিয়েছিল এবং আগন্তুকদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যবস্থার কোন ত্রুটি তারা রাখেনি। প্রথমে দুটো গোলা এসে পড়ল সেতুর প্রথম পাথরের থামটির কাছে. এই অগ্নিপিণ্ডের আলোকে যেন তারা দেখে নিতে চায় পরের গোলাটা কোথায় ফেলবে সেই স্থানটি। তাদের নির্দেশগুলো ছিল একেবারে সঠিক। তৃতীয় গোলাটি ঠিক এসে পড়ে প্রথম দুই থামের মাঝখানটিতে রেল-স্লীপারের উপর। রেল লাইনগুলো সশব্দে ছিটকে বেরিয়ে গেল আর চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হল স্লীপারের বড় বড় টুকরো। শ্রমিকরা হুড়মুড় করে পালিয়ে আসে। ওয়াগনগুলোর কাছে ওরা পৌঁছাতেই পারেনি। সেগুলো তাদের সামনে সেতুর উপর কালো কালো আকৃতিতে খাড়া। তারা লাফ দিয়ে পড়ার পরই গোলাবর্ষণ আরও দ্রুত হয়। নিখুঁতভাবে সেগুলো লক্ষ্য বস্তুর উপর এসে পড়তে থাকে। সেতুর উপরই সব গোলাগুলো এসে পড়ে, স্লীপারের উপর, রেল লাইনের

উপর। অল্পক্ষণের মধ্যেই রেলপথটা সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। মেরামতকারী দলটি ওই কুঁড়েঘরের আড়ালে এসে আশ্রয় নেয়। পরে আবার তাদের পাঠান হয় সেতুর উপর। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি হতে থাকে, তবুও তারা মেরামতের কাজ অব্যাহত রাখে।

তখন সেতু পেরিয়ে গোলা এসে পড়তে শুরু করেছে। ফিওদর, জয়া পাভলভ্না, দুজন মেডিক্যাল মেয়ে কর্মচারী আর জন কুড়ি সৈনিক কোনরকমে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছে। কখনো ধাপগুলো চেপে ধরছে, কখনো বা বাঁধের ধারে শুয়ে পড়ছে। এমন সময় হঠাৎ তাদের মাথার উপরে একটা গোলা বিস্ফোরণের ভীষণ শব্দ হয়। গড়াতে গড়াতে ওরা সব একেবারে নীচে এসে পড়ে। তাড়াতাড়ি উঠেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ছুট দেয় তারা সেই কুঁড়েঘরের দিকে। তার পিছনে পিছনে লুকিয়ে দেয়ালে শক্ত করে ঠেস দিয়ে তারা দাঁড়ায়। বরাত খুব ভাল তাই এ যাত্রা তারা রক্ষা পেল। মাত্র দুজনের চোট লাগে। নার্সরা তাদের সেখানেই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয় — অন্যদের সঙ্গে সেখানেই তারা থেকে যায়। তাদের মাথার উপর দিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জনে শাঁ শাঁ করে ছুটছে একটার পর একটা গোলা। স্রাপনেল বিস্ফোরণ হলে তার টুকরোগুলো ঘরটির ছাদের উপর সজোরে এসে আঘাত করে, কোনটি বিদ্ধ হয়ে যায়, আবার কোনটি ছিটকে মাটিতে তাদের পায়ের কাছে এসে পড়ে। প্রথমে তারা দারুণ ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কারও মুখে একটি কথা নেই। বনের পিছন থেকে দাগা হচ্ছে তাদের কামানগুলো, সে গোলাগুলিও ছুটছে তাদের মাথার উপর দিয়ে। এ শব্দ শোনার জন্য তাদের আগ্রহ খুব, কিন্তু তাদের কান দুটো খাড়া হয়ে থাকে যখন শত্রুর গোলা এগিয়ে আসে।

"এখানে পড়বে, না আরও দূরে যাবে?" এই সাংঘাতিক প্রশ্ন তাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে যায়। আর ওদিকে সেই গোলার আওয়াজটা ক্রমশ নিকটতর হয়, আরও সুতীব্র হয়ে ওঠে গর্জন, হয়ে ওঠে বীভৎস ধরনের তীক্ষ্ণ ও কর্কশ যেন বিরাট বিরাট লোহার পাত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে দ্রুততর বেগে, আর তার থেকে বেরিয়ে আসছে যন্ত্রণাদায়ক কর্কশ সুতীক্ষ্ণ কিচ্‌কিচানি।

"মাথার উপর দিয়ে যাবে, না ফেটে পড়বে এইখানে?"

সেই তীক্ষ্ন কর্কশ আওয়াজটা শোনা গেল ঠিক তাদের মাথার উপরে, সেটা বেঁধে তাদের মস্তিষ্কে, তালা ধরিয়ে দেয় কাণে, রক্ত প্রবাহ, স্নায়ুতন্ত্রী ও মাংসপেশীর ভিতর দিয়ে ঝঞ্চার মত প্রবাহিত হয়ে যায়। থরথর করে কেঁপে ওঠে তারা। আপনা থেকেই যে যার মাথা গুটিয়ে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে। এক জায়গায় আরও ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে তারা দাঁড়ায়। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে, ভাবে এই করেই বুঝি রক্ষা পাওয়া যাবে ওই ধাবমান জ্বলন্ত পিণ্ডের হাত থেকে। বিস্ফোরণের গগনভেদী এক বিরাট শব্দ... প্রত্যেকে চমকে ওঠে, এই শব্দের পরপর হয়তো আরও মারাত্মক আরও ভীষণ কিছু একটা আসছে — এই আশঙ্কায় তাদের হাত পা জমে যায়। নিস্পন্দভাবে পুরো একটা মিনিট চুপচাপ তারা দাঁড়িয়ে থাকে। গোলার টুকরোগুলো এসে পড়ে ছাদের উপর, গাছের পাতার ভিতর দিয়ে উড়ে চলে যায়। শন্ শন্ করে ওঠে পাতাগুলো, ডালপালা সব ভেঙ্গে পড়ে। মাটির উপর সশব্দে পড়ে টুকরোগুলো — ধুলোয় ধুলিময় হয়ে যায় চারিধার। রুদ্ধশ্বাস ভয়বিহ্বল নিস্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর কে একজন নড়ে ওঠে, অস্বাভাবিক কণ্ঠে রসিকতা করার চেষ্টা করে সে:

'এবার বেঁচে গেলাম... সিগারেট ধরাও...'

এইরকম একটা বিশ্রী ভীষণ অবস্থা কাটার পর, আশ্চর্য লাগলেও, ঠিক এই ধরনের কোন একটা হাল্কা কথা দিয়ে নীরবতা ভঙ্গ সব সময়ই হয়। পরবর্তী বিস্ফোরণের আশঙ্কায় আবার তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

কয়েক ঘণ্টা কেটে যায় এই অবস্থায়, সূর্যোদয় পর্যন্ত। বার কয়েক পতাপভ অন্য কুটির থেকে ছুটে আসে। ফিওদরও কয়েকবার ছুটে যায় তার সঙ্গে দেখা করতে। আবার ফিরে এসে বসে যায় পাহারায়। এখনও তারা তাদের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা ত্যাগ করেনি — যদি তারা কোন রকমে বুঝতে পারে যে সেতুর তলায় মাইন পাতা নেই তবে শহরের মধ্যে জোর জবরদস্তি করে ঢুকে পড়বেই। অতর্কিত দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে একটা রেজিমেণ্টের পক্ষেও শত্রু শিবিরে এখন ত্রাসের সৃষ্টি করা সম্ভব, যার ফলে ক্রাস্নি য়ার থেকে যে সব ব্রিগেড এগিয়ে আসছে তাদের অনেক সুবিধা হবে।

আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গোলাবর্ষণ স্তব্ধ হয়ে আসে। ছোট রেল স্টেশন যেখানে, হেডকোয়ার্টারের সবাই সেখানে যায়। রাত্রির ক্লান্তির ফলে সবাই অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা সেতুর কাছে যায়, আবার চেষ্টা করে জানতে সেতুর তলায় মাইন পাতা আছে কি না। ইতিমধ্যেই মাঝামাঝি পর্যন্ত স্কাউটরা গিয়েছে, এমন সময় শত্রুরা তাদের দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মেশিনগানের গুলি। তারপর সেতুর উপর যেখানটায় সব ওয়াগন সেইদিকে এগিয়ে যায় ফিওদর আর তার সঙ্গে এই রেজিমেণ্টের কমিশার। শ'দুয়েক পা এগিয়েই তারা শুরু করে দেয় "আন্তর্জাতিক" সঙ্গীত। মনে হয় এই গান শুনে কলচাক সৈন্যদের মনে অদ্ভুত আবেগ জাগে, তারা গুলি চালায় না। সেতুর উপর থেকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাক দেয় ফিওদর:

'কমরেডগণ!'

সে চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান গর্জে ওঠে আবার। রেল লাইনের উপর শুয়ে পড়ে তারা হামাগুড়ি দিয়ে ফিরতে থাকে। কেউ আহত হয় না। শেষাংশে পৌঁছে তারা সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওই কুটিরে আবার ফিরে যায়। তীর দিয়ে রণাঙ্গনের পাশ দিয়ে তারা হেঁটে যায়। চারিদিকে ঘাসের উপর লালফৌজের সৈন্য শুয়ে, কেউ কেউ হামাগুড়ি দিয়ে বনের ভিতর ঢুকে পড়েছে, সেখানে তারা ছোট দলে জটলা করছে, ধূমপান করছে। আবার কেউ কেউ বুকে হেঁটে নদীর কিনারায় গিয়ে তাদের পাত্রে জল ভরে সেইভাবেই ফিরে আসছে। সৈন্যেরা রুটি চিবয়, জল দিয়ে তা গিলে নেয়। এক হাত থেকে অন্য হাতে ঘুরে বেড়ায় জলের পাত্র। খালি হতে বিলম্ব হয় না। তারপর আর একটি দল রওনা হয় নদীর কিনারার দিকে বুকে হেঁটে। নদীর ধারের দীর্ঘ নল-খাগড়া গাছের তীক্ষ্ন পাতার আড়ালে তাদের মাথা আড়াল করা। আবার বুকে হেঁটে ফিরে আসে তারা, নাকের কাছে উঁচু করে ধরা কানায় কানায় জলভরা পাত্র থেকে উছলে পড়ে জল।

আজকের রাত্রিটাও ঠিক আগের রাত্রির মত। রিপোর্ট আসে ক্রাস্নিয়ার থেকে দুটো ব্রিগেড নদীর অপর পারে খুব জোরে এগিয়ে

চলেছে। এর মানে এখানে চূড়ান্ত একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। বারবার স্কাউটরা চেষ্টা করে সেতুর ওপর পার পর্যন্ত পেঁছানর, অন্তত যেখানটিতে ওয়াগনগুলো পথ আটকে বসে আছে সেই পর্যন্ত। কিন্তু শত্রুপক্ষ সমস্ত ফুটো ফাটা ফাটলের উপর এমন কড়া নজর রেখেছে যে কোন উপায় নেই কোন রকমে গলে যাওয়ার। একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। ওপারের শুধু কয়েকটি ক্ষীণ মিটমিটে আলো, শত্রু কী করছে না করছে, তার মতলবখানা কী টের পাওয়ার কোন উপায় নেই। রাত্রি দুটো — শত্রুর কামান নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অদ্ভুত নীরবতা। উষার আভাস সবে দেখা দিয়েছে।

হঠাৎ ভীষণ শব্দে সেতুটা ভেঙে পড়ল। বিরাট বিরাট সব লোহার তার জলের উপর পড়ছে। ঢেউ-এর উপর দিয়ে খেলে গেল উজ্জ্বল অগ্নি শিখার নৃত্য। মুহূর্তের জন্য আলোয় আলোয় ভরে উঠল চতুর্দিক — একেবারে দিনের মত সাদা। কুটিরের কাছে যারা ছিল তারা চোঁচা দৌড় লাগায় বাঁধের দিকে — সেখানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নদীর ওপারে, শত্রু শিবিরে কী যে ঘটল তা জানবার জন্য ছটফট করে তারা। এখন, এই মুহূর্তে এই বিরাট সেতুকে ধ্বংস করলে কেন তারা? নিশ্চয়ই কিছু গণ্ডগোল ঘটেছে। কে জানে হয়তো তারা ইতিমধ্যেই পালাতে শুরু করেছে। হয়তো অন্য ব্রিগেডরা উফার কাছাকাছি পেঁছে গেছে এর মধ্যে।

ধৈর্য রাখা দায় হয়ে পড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। যেই মাত্র সংবাদ আসে যে অন্য ব্রিগেডরা সত্যি সত্যিই উফার কাছাকাছি পেঁছে গেছে তক্ষুনি নদী পার হওয়ার অর্ডার হয়ে যায়। হাজির হয় ছোট ছোট নৌকা, কাঠের বড় বড় টুকরো বেঁধে তৈরী করা ভেলাগুলো ঘাসের ভিতর থেকে টেনে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কেউ কেউ গড়িয়ে গড়িয়ে কাঠ জলে ভাসিয়ে দিয়ে তারই দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসে এগিয়ে চলে।

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে শত্রু, কিন্তু তীব্রভাবে গুলি চললেও কেমন যেন এলোমেলো ভাব। বেশ বোঝা যায় যে তাদের গতিক সুবিধের নয়, তারা ঘাবড়ে গেছে। লালফৌজের গোলন্দাজদের আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যায়। নদীর ধার বরাবর শত্রুর ট্রেঞ্চগুলোতে

সমানে গোলাবর্ষিত হতে থাকে। একা একা, দুজন করে, ছোট ছোট দলে লালফৌজের সৈন্যেরা শত্রুর গুলিবর্ষণের মুখে পার হয়ে যায় নদী। ওপারে নামা মাত্র শুয়ে পড়ে, মাথার সামনে বালির ছোট ছোট ঢিবি বানায় নিজেদের মাথা বাঁচাবার জন্য। তীরের উপর শুয়ে তারা গুলি করা আরম্ভ করে।

ভরা দুপুর। আকাশে খর সূর্য। অসহ্য গরম। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরে সব সৈন্যদের। তৃষ্ণায় ফেটে যায় তাদের ছাতি।

লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা সমানে বৃদ্ধি পেতে থাকে, সারির পর সারি বিস্তৃত হয়ে যায় তারা। এক নাগাড়ে সমানে গুলিবর্ষণ করে যায় তারা, তার তীব্রতাও প্রতি মুহূর্তে বাড়তে থাকে। শত্রুপক্ষ অবশেষে হতোদ্যম হয়ে যায়, তাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। "হুররে!" বলে লাফিয়ে উঠে যায় ছুটে লালফৌজরা। প্রথম সারির ট্রেঞ্চগুলো তারা দখল করে বসে। শ্বেতরক্ষীদের কিছু পালিয়ে যায়, কিছু বন্দী হয়। আবার শুয়ে পড়ে সৈন্যেরা সব, আর তাদের পাশে থাকে নিরস্ত্র, মৃত্যু ভয়ে বিহ্বল বন্দীদের দল। এরপর একটার পর একটা আক্রমণ, আর এগিয়ে যাওয়া, এইভাবে শহরের অভ্যন্তরে তারা প্রবেশ করে যায়।

লালফৌজরা নানা দিক থেকে শহরে প্রবেশ করতে থাকে। সর্বত্রই উল্লসিত শ্রমিক জনতা, তাদের আনন্দ আর ধরে না। আনন্দের চিৎকার, সাহসী রেজিমেণ্টগুলির উদ্দেশ্যে হর্ষধ্বনি, হাসি, অবাধ আনন্দাশ্রু। বাসিন্দারা দৌড়ে যায় লালফৌজের কাছে, তাদের টিউনিক ধরে টানে। আগন্তুকরা অপরিচিত হলেও তাদের আপন জন, তাদের পরম সুহৃদ। তারা পরম আগ্রহে তাদের করমর্দন করে, তাদের পিঠ চাপড়ায়। সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য — ভাষায় তার বর্ণনা করা অসম্ভব! রাস্তার দুপাশ দিয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে জামায় তেল-কালি-মাখা শ্রমিকের দল। সবার আগে তারা, অন্যেরা তাদের পিছনে ভীড় করেছে। এই জয় তো তাদেরই জয়!

ফুটপাথে শ্রমিকদের শার্টের পিছনে অলিতে-গলিতে, বেড়ার উপর, বাড়ির জানলায়, ছাদে, গাছে, টেলিগ্রাফের পোস্টে মুক্ত উফার অগণিত সাধারণ নাগরিক। তারাও উচ্ছ্বসিত হয়ে অকুণ্ঠ অভ্যর্থনা জানাতে

চায় লালফৌজকে। সবাই তারা অত্যন্ত খুশি। আর যারা একেবারেই খুশি হয়নি তারা পালিয়েছে কলচাকের পিছন পিছন। লালফৌজের রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট মার্চ করে যায়। সগৌরবে তুলে ধরেছে তারা তাদের উজ্জ্বল বেয়নেট — সুশৃংখল পরিমিত পদক্ষেপ শান্ত দৃঢ়। তারা যে অজেয় সে সম্বন্ধে তারা সচেতন। তাদের ধূলিধূসর পরিশ্রান্ত মুখমণ্ডলের সেই প্রস্তর কঠিন অপূর্ব মহিমময় শান্তভাব কোনদিন ভোলা যাবে না।

প্রথম কাজ — বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে বন্দীশালায় যাওয়া। অন্তত একজনও কি সেখানে বেঁচে নেই? সবাইকে কি শ্বেতরক্ষীরা গুলি করে মেরে ফেলেছে? বন্দীশালার লৌহ কপাট মর্চে-পড়া কব্জার উপর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে খুলে যায়। বারান্দা দিয়ে তারা দৌড়ায়, সাধারণ সেলগুলি তারা দেখে। নির্জন সেলগুলির প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে তারা খুঁজে দেখে। এই যে একজন, আর একজন আরো একজন! ওঠো কমরেড! জেলখানার বাইরে চল! হৃদয়গ্রাহী অপূর্ব এক দৃশ্য! বন্দীরা গলা জড়িয়ে ধরে মুক্তিদাতাদের। যাদের উপর চরম অত্যাচার হয়েছিল সেই সব অশক্ত দুর্বল বন্দীরা একেবারে ভেঙে পড়ে—আবেগে উত্তেজনায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তারা কেঁদে ওঠে। বাইরে যেমন এখানেও তেমনি — সেই হাসি, সেই আনন্দাশ্রু। কারা প্রাচীরের বিষণ্ণ অন্ধকার পরিবেশে এ মিলন প্রগাঢ় তাৎপর্যপূর্ণ, গূঢ় অর্থব্যঞ্জক এক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত এর মধ্যে নিহিত।

লাল রেজিমেণ্টগুলি আসার আগে পালানর সময় শ্বেত জেনারেলরা শেষ কয়জন বন্দীদের গুলি করে মেরে ফেলার সময় পায়নি। কয়েকজনই মাত্র অবশিষ্ট ছিল। উফার বুকে নেমে এসেছিল যে সব ঘন অন্ধকার রাত্রি তারা আর কলচাকের শ্বেত গুপ্ত পুলিশরাই শুধু জানে অন্য সব কমরেডরা কোথায়। প্রতিদিন রাত্রে শোকার্ত দলগুলিকে কোথায় যে নিয়ে যেত আর কেউ জানে না। তারা আর কোনদিন ফিরে আসত না। জেলখানায় যারা বেঁচেছিল পরে তারা বলে তাদের যন্ত্রণাদায়ক উৎপীড়নের কাহিনী। তারা ছিল পাশবিক উৎপীড়নের মধ্যে — নির্লজ্জ নির্বোধ মারধোর চলত গুণ্ডা অফিসারদের, প্রতি সন্ধ্যায় অপেক্ষা করতে হত কার পালা আসবে রাত্রির।

বন্দীদের মুক্ত করার পরই চারিদিকে পাহারার ব্যবস্থা হল। শহরের সীমানার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে স্থানে স্থানে বসল প্রহরীর দল। আর শহরের অভ্যন্তরে প্রহরীর টহল দেওয়া শুরু হল। লুঠতরাজ, জোর জবরদস্তি, অপমান, অত্যাচার কিম্বা ঝগড়াঝাঁটি কোন কিছুই ঘটেনি। ঘটার কথাও নয়। শহর দখল করেছে যারা তারা নিয়মানুবর্তিতায় অটল, বিপ্লবী দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন লালফৌজ।

এই প্রথম দিনেই একের পর এক শ্রমিকদের তরফ থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের তরফ থেকে প্রতিনিধিদল আসতে থাকে। অনেকে এসেছে অভিনন্দন জানাতে। আবার অনেকে শহরে যে শান্তি স্থাপিত হয়েছে, ন্যায়ের শাসন প্রবর্তিত হয়েছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে। ইহুদীদের সোস্যালিস্ট পার্টির তরফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল আসে। তারা বর্ণনা করে কলচাক আমলে ইহুদী জনসাধারণকে যে বিভীষিকার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল তার কাহিনী। শ্বেতরক্ষীদের অত্যাচারের কোন সীমা ছিল না। যে কোন ছুতোয় লোকদের পুরে দেওয়া হত জেলে। সোনালী তক্‌মা আঁটা পিশাচেরা কেউ কেউ রাস্তার উপর ইহুদীদের ধরে মারত। এ ছিল তাদের সবচেয়ে বড় তামাসা ও স্ফূর্তি। এর জন্য কেউ শাস্তি পেত না।

ইহুদী সোস্যালিস্ট পার্টির একজন প্রতিনিধি ঘোষণা করে, 'তোমরা যদি পশ্চাদপসরণ কর, আমরা সকলে, প্রতিটি মানুষই, তোমাদের অনুগমন করবো। ভাল খেতে পাওয়া, ভাল পরতে পাওয়া উফার এই বীভৎস বিভীষিকার থেকে নগ্নবাস অনশনক্লিষ্ট মস্কো ভাল।'

সেই দিনের মধ্যেই ইহুদী তরুণরা একটি স্বেচ্ছাবাহিনী সংগঠিত করে লালফৌজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ডিভিশনের রাজনৈতিক বিভাগ অবিলম্বে এক বিরাট কর্মসূচী নিয়ে তৎপর হয়ে ওঠে। সর্বপ্রথম, সমগ্র অবস্থা ব্যাখ্যা করে সহস্র সহস্র ইস্তাহার বিলি করা হয়। শহরে প্রাচীর-পত্রিকা এঁটে দেওয়া হয়। পরদিন সকাল থেকে ডিভিশনের সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। শহরময় সুরু হয়ে যায় নানা ধরনের সভা। জনসাধারণ বক্তাদের উৎসাহময় অভিনন্দন জানায়। সভার মধ্যেই তারা বক্তাদের শূন্যে উত্তোলন করে—

জনতা তাদের কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এ রকম তারা করে শুধু তাদের আবেগ উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে, বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়ে নয়। বিরাট নাট্যশালাটি দখল করে বসে ডিভিশনের অভিনেতা দল। এখানে অক্লান্তকর্মী জয়া পাভলভ্না একা একহাতে সব কাজ করে, দৃশ্যপটগুলো নিয়ে বাছাবাছি করে, শহরময় ঘুরে জোগাড় করে নিয়ে আসে সব সাজ-পোষাক, অভিনয় পরিচালনার দায়িত্বও নেয় এবং নিজেও অভিনয় করে। হলে তিল ধারণের স্থান থাকত না, লালফৌজের সৈন্যেরা সবাই আসত দেখতে। কয়েকদিন পরের কথা। আহত অবস্থায় চাপায়েভ শহরে এসেছে। থিয়েটারে গিয়ে সে মঞ্চের উপর উঠে জয়া পাভলভ্নাকে সমস্ত লালফৌজের সৈনিকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা ফুলের তোড়া উপহার দেয়। হলভর্তি জনতা সোল্লাস-চিৎকার ধ্বনি আর উন্মত্ত করতালিতে ফেটে পড়ে। লালফৌজের কাছে পাওয়া জয়া পাভলভনার এই হচ্ছে অবিস্মরণীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার।

সঙ্গে সঙ্গে শহরের চেহারা পাল্টে যায়। নতুন করে শুরু হয় জীবন। যারা শ্বেতরক্ষীদের "স্বাধীন" রাজত্বের স্বাদ মর্মে মর্মে বুঝেছিল তাদের চোখেই বিশেষ করে এই পরিবর্তন ধরা পড়ে।

উফার পর থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য ডিভিশনগুলি নিয়োজিত হল। ২৫ নং ডিভিশন উফায় থেকে যায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। এক পক্ষ কালের বেশি সময় তারা সেখানে কাটায়। তারা সময়ের যথাযোগ্য ব্যবহার করে। এই দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য অভিযানের পর ইউনিটগুলো সবকিছু ঠিকঠাক করে নেয়। বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের উত্তেজনাপূর্ণ অভিযানের সময় জমে-যাওয়া কাজকর্ম সব সেরে ফেলতে আরম্ভ করে। রাজনৈতিক বিভাগ অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে। রিজিকভের পরিবর্তে বিভাগীয় কর্তা এখন সুভরভ — পেত্রগ্রাদের একজন শ্রমিক, শান্তশিষ্ট মুখচোরা, কিন্তু কাজে কর্মে চমৎকার, কোন কিছুতেই ক্লান্তি নেই। দিনরাত কাজ করে চলেছে, সব সময় তাকে অফিসে পাওয়া যাবে। স্পষ্টত সেখানেই সে ঘুমোয়। ফিওদরের সহকারী ক্রাইনিউকভের সঙ্গে সুভরভের খুব ভাব হয়ে যায়। যখনই

সময় সে পায় ওইখানে ওই রাজনৈতিক বিভাগের দপ্তরে সে গিয়ে বসে। এই দুই সপ্তাহব্যাপী বিরতির সময় ব্যাপকভাবে যে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালান হয় ওই দুজন ছিল তার মূলে। ক্লিচকভ শুধু বিভিন্ন আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেছিল আর ওদের উপদেশ দিয়েছিল, সব সময় সে কাটাত ডিভিশনের অন্যান্য বিভাগগুলিতে। বেলেবেই-এর পর এই প্রথম তাদের সংস্পর্শে সে ও চাপায়েভ আসে।

কিছুদিনের মধ্যে উরালস্ক অঞ্চল থেকে উদ্বেগজনক সংবাদ আসতে থাকে। কসাকরা একের পর এক জয়লাভ করে চলেছে। তারা উরালস্ক অবরোধ করেছে কিন্তু কোনমতেই প্রবেশ করতে পারেনি। সংবাদপত্র, সেনাবিভাগীয় সংবাদ ও টেলিগ্রাম এবং বিশেষ করে চিঠিপত্র মারফৎ এ সব সংবাদ পাওয়া যায়। লালফৌজের সৈন্যেরা জানতে পারে বর্বর কসাকেরা দুর্নিবার বেগে তাদের সব গ্রাম বিধ্বস্ত করে এগিয়ে চলেছে, তাদের খেত খামার সবকিছু তচনচ করে ফেলছে আর যাদের স্বামী পুত্র ভায়েরা লালফৌজে যোগদান করেছে, তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করছে, তাদের হত্যা করছে। রেজিমেণ্টগুলি সকলেই উদ্বেগ আশঙ্কায় অধীর হয়ে ওঠে। তারা অনুরোধ জানায় তাদের উরাল স্তেপ অঞ্চলে পাঠানর জন্য। তারা প্রতিজ্ঞা করে দ্বিগুণ শক্তিতে কসাকদের বিরুদ্ধে লড়বে, যারা খুনের নেশায় একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

এই নিয়ে ফিওদর ও চাপায়েভের প্রায়ই কথা হত। তারা বোঝে যদি কোন বিশেষ অবস্থা বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তবে এই ডিভিশনটিকে স্থানান্তরিত করা দরকার। তাতে যথেষ্ট উপকারও হবে। কেন্দ্রের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে তাদের কথাও হয়েছে বহুবার। তারা ফ্রুঞ্জেকেও বুঝিয়েছে যে বর্তমানে সৈন্যদের মতিগতি যে রকম তাতে তাদের উরালস্ক না পাঠিয়ে অন্যত্র পাঠালে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। তাছাড়া এখন ঐ সব অঞ্চল থেকে আসতে শুরু করেছে দু'একজন করে উদ্বাস্তু লোক — কেউ বা এসেছে লালফৌজে যোগ দেবে বলে — "নিজেদের" ডিভিশন ছাড়া অন্য কোথাও অন্তর্ভুক্ত হওয়া তারা পছন্দ করে না। লোকজনের মেজাজ আরও বিগড়াতে থাকে। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে অল্প দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় নির্দেশ আসে এই

ডিভিশনটি উরালস্ক রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করার জন্য। সৈন্যদের আনন্দ আর ধরে না। এই অভিযানের জন্য তাদের প্রস্তুতি দেখে মনে হয় তারা যেন ছুটির দিনে কোথাও বেড়াতে চলেছে। সৈন্যদের মত চাপায়েভও কিছু কম খুশি হয়নি। আবার সে চলেছে স্তেপে, যে স্তেপে সে এতদিন ধরে লড়াই করেছে, যার সঙ্গে সে একাত্মবোধ অনুভব করে, যেখানে সবকিছু তার চেনা জানা, তার আপন, এই সব তাতার গ্রামের মত নয়। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি শেষ হয়। ডিভিশন রওনা হয়।

১৪

উরালস্ক উদ্ধার

চাপায়েভ ডিভিশন পেঁৗছে মুক্ত করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উরালস্ক শহরটি বহুকাল কসাকরা মণ্ডলাকারে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। এই শহরের দুর্জয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় হয়ে থাকবে। বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েও উরালস্ক রক্ষাকারীরা কসাক অবরোধের সম্মুখে মাথা নোয়ায়নি। বীরের মত তারা তাদের আক্রমণ বারবার প্রতিহত করে। শুধু তাই নয়, অবরোধ ভেদ করে মাঝে মাঝে শত্রুকে বিপর্যস্ত করতেও তারা কিছু কম করেনি। উরালস্কের শ্রমিকেরা দল বেঁধে শহররক্ষী বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। রণক্লান্ত, তবু অবসাদ কি অনশনের কথা কেউ কোনদিন মুখে আনেনি। বিজয়োদ্ধত শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণের কথা কেউ কোনদিন চিন্তাও করেনি। তাদের সংকল্প আমরণ সংগ্রাম। তারা জানত এ ক্ষেত্রে কোন আপোষের অবকাশ নেই — কসাকদের হাতে পড়া মানে জল্লাদের হাতে পড়া। শহরের অভ্যন্তরে চক্রান্তকারীদের চক্র আবিষ্কৃত হয়। রক্ষীবাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে শ্বেতপক্ষীয় স্থানীয় বাসিন্দারা কসাকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সমর্থ হয়। কসাকদের কাছ থেকে তারা নির্দেশ পেত। তারাও কসাকদের শহরে কী ঘটছে না ঘটছে তার সংবাদ পাঠাত। গোলাবারুদ নিঃশেষ হয়ে আসতে থাকে, খাদ্যাবস্থাও সঙ্গীন হয়ে

ওঠে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে দুর্জয় রক্ষীবাহিনীর হাতে অল্পদিনের মধ্যে কেবলমাত্র বেয়নেট ছাড়া যুদ্ধ করার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তবু এতেও তারা হতোদ্যম হয় না। তাদের উৎসাহ, তাদের মনোবল অটুট থাকে। তাদের সাহায্যে চাপায়েভ ডিভিশন আসছে শুনে তাদের সংকল্প আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে — অমিত বিক্রমে তারা শত্রুর শেষ দিকের আক্রমণগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

উরালস্কের পথে কোন বড় যুদ্ধবিগ্রহ না ঘটলেও প্রতিদিন খণ্ড যুদ্ধ একটা না একটা লেগেই থাকে। ১৯১৮-র যুদ্ধের পর থেকে চাপায়েভ বাহিনীর কথা খুব ভালভাবেই কসাকদের মনে আছে। তার সঙ্গে একটা বড় যুদ্ধ বাধানোর সাধ তাদের মোটেই হয় না, বরং পালাতে পারলেই তারা বাঁচে, তবে যখন যেখানে সুবিধা পায় একটা খোঁচা মারতে তারা কসুর করে না। কসাক গ্রাম সবলেভ্স্কায়া-র পথে দুটো সাঁজোয়া গাড়ি ও তার দুপাশে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে কসাকরা ইভানভো-ভজনেসেনস্ক রেজিমেণ্টের ওপর আক্রমণ চালায়। তারা আশা করেছিল সাঁজোয়া গাড়ির গুলিবর্ষণের মুখে লালফৌজের সৈন্যেরা ঘাবড়ে গিয়ে পালাতে শুরু করবে, আর অশ্বারোহীরা তখন তাদের মতলব হাসিল করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপারটা কিছুই না, একেবারে বাজে। লালফৌজের সৈন্যেরা চুপচাপ সারি সারি হয়ে শুয়ে পড়ল, যেন সব মরে গেছে। তারা পথ ছেড়ে দিল যাতে সাঁজোয়া গাড়ি দুটো সোজা তাদের পশ্চাদভাগ পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারে। আর নিজেরা তখন ওই ভীরু অশ্বারোহীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল। ওদিক থেকে শুরু হয়ে গেছে লালফৌজের কামান দাগা, ক্রমশ ঐ মারাত্মক সাঁজোয়া গাড়িগুলোর কাছাকাছি গোলা এসে পড়ছে। ব্যর্থ মনোরথ যন্ত্রদানব দুটোর তখন পালান ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। শত্রুর এই আক্রমণ কোন হৈচৈ না করে এত সুকৌশলে বিফল করে দেওয়া হয় যে, তাতে কারুর গায়ে একটু আঁচড় পর্যন্ত লাগে না।

কিন্তু এই সবলেভ্স্কায়া থেকে খানিকটা দূরে এক জায়গায় লালফৌজের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একটি সৈন্যদলকে

কসাকেরা চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে এবং প্রায় প্রত্যেককে সাবাড় করে। ওদের উদ্ধারের জন্য আরেকটি দল পাঠান হয়, তাদের অবস্থাও প্রায় ওই রকম হয়। তৃতীয় এক দল পাঠান হয়। তাদেরও অনুরূপ অবস্থা দেখে তখন তাদের খেয়াল হয় যে এই ধরনের অল্প সল্প সৈন্য পাঠান নিরর্থক, এতে কার্যকরী কোন সাহায্য হয় না। এর ফলে সৈন্য ও যুদ্ধ সামগ্রীর অকারণ ক্ষতি হয়। তারপর পাঠান হল একটি সমগ্র রেজিমেণ্ট। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যা করণীয় তা তারা সমাধা করে। চাপায়েভের কানে একথা যাওয়া মাত্র সে তো একেবারে রেগে আগুন — চিৎকার করে গালাগালি শুরু করে দেয়:

'তুমি কম্যান্ডার না ছাই, আস্ত গাধা কোথাকার! ভাল করে একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে রাখ যে কসাকরা লড়াই করতে হয় কেমন করে তা মোটেই জানে না — তারা জানে শুধু ছোট ছোট দল পেলে তাদের কচু-কাটা করতে। তুমি একটা বেকুব, তুমি একটার পর একটা দল পাঠিয়েছ। তোমাকে আচ্ছা করে চাবকান উচিত!'

প্রত্যেক দিনই কসাকদের সঙ্গে এই ধরনের টুকটাক লড়াই সত্ত্বেও সৈন্যবাহিনী খুব দ্রুত এগিয়ে চলে — দিনে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল। কসাক ও কৃষক গ্রামগুলিতে লালফৌজদের মুক্তিদাতা মনে করে গ্রামবাসী পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানায়। সর্ব প্রকারে তাদের সাহায্য করে। সঞ্চিত খাদ্য ভাগাভাগি করে তারা দেয়।

চাপায়েভের ক্ষেত্রে রাজকীয় অভ্যর্থনা। বাস্তবিকই সে হয়ে ওঠে "বর্তমানের বীর"।

কৃষকেরা তাকে অনুরোধ করে, 'দোস্ত, একটা কথা শুধু বল। কসাকরা আবার আসবে, না তাদের একেবারে বিদায় করে দিয়েছ?'

খোশমেজাজে চাপায়েভ একবার গোঁফটা পাকিয়ে নিয়ে হাসিমুখে জবাব দেয়, 'তোমরা আমাদের সঙ্গে যাও তাহলে ওরা কক্ষনো আসতে পারবে না। আর তা না করে যদি সব মেয়েদের ঘাঘরা ধরে বসে থাক তবে তোমাদের রক্ষা করবে কার এমন সাধ্য?'

'আমরা আবার কী করতে পারি?'

'কেন, আমরা যা করছি তাই,' বলে চাপায়েভ তার আশেপাশের সৈন্যেদের দেখিয়ে দেয়।

তারপর লালফৌজের শক্তির উৎস কোথায়, কী জন্য লালফৌজ সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে অপরিহার্য এবং তাদের প্রতি মেহনতী চাষীদের মনোভাব কী হওয়া উচিত — সব কথা তাদের বুঝিয়ে বলে।

একেবারে অকাট্য আর মোক্ষম ধরনের গোটা বার বাঁধা গৎ চাপায়েভের মাথায় ঢুকেছিল। এর কতকগুলো তার বই পড়ে শেখা, অন্যগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনা থেকে সংগ্রহ করা। যেমন, এর মধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের সেনাবাহিনীর শ্রেণী সংগঠন সম্বন্ধে, একটি হচ্ছে বর্তমান অবস্থায় কসাকদের অধিকাংশই হচ্ছে আমাদের শত্রু এবং এটা যে হঠাৎ হয়ে গেছে তা নয় এটা হতে বাধ্য; আর একটি, যেমন দূর দূর অঞ্চলে প্রচুর খাদ্য আছে, সেখান থেকে খাদ্য এনে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবিলম্বে তা পাঠান প্রয়োজন ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সব অতি সহজ ও অতি সঙ্গত কথাগুলো তীক্ষ্নবুদ্ধি চাপায়েভ স্বাভাবিকভাবেই আয়ত্ত করে নেয় এবং তার মনের মধ্যে এগুলো গাঁথা হয়ে থাকে। তাই এই জানা ও মনে রাখার জন্য সে গর্ববোধ করে এবং কথাবার্তার সময় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এইগুলো সে টেনে আনবেই।

আর কৃষকদের কাছে তার কথা তো একেবারে বেদ বাক্য। তাদের কাছে এসব কথা বিস্তারিতভাবে বলতে তার খুবই ভাল লাগত। মাঝে মাঝে অত্যন্ত বেশি বাজে কথা বলে ফেলত, তবু তার ফলাফল মোটেই খারাপ হত না। যেমন, বিরাট যৌথ-খামারের চিত্র কল্পনা করতে তাকে বেশ বেগ পেতে হত, তাছাড়া এই সব খামারের শ্রম সংগঠন কীভাবে করা হবে, এদের সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী রকম হবে প্রভৃতি সম্বন্ধে তার ধারণা নিতান্তই ফাঁকা ফাঁকা। এ সব বাদ দিয়ে সে "সম্পত্তি বণ্টন" "আত্মনির্ভরশীলতা" প্রভৃতি প্রশ্ন আলোচনায় চলে যেত। এ সব প্রশ্নের যথোচিত একটি ব্যাখ্যা যে সে দিতে পারত তা কিন্তু নয়। কিন্তু এমনকি এই কথাগুলোরও একটা সুফল ফলত। পরিশ্রমী হওয়ার জন্য সে সকলকে আহ্বান করত। লোভ, স্বার্থপরতা, অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সে জেহাদ ঘোষণা করত। কৃষিতে নতুন ও উন্নততর শ্রম ব্যবস্থা

প্রবর্তন করার জন্য তীব্র ভাষায় সে যুক্তির অবতারণা করত। একটা গ্রামে একদিন কারখানার শ্রমিকদের দুর্ভিক্ষের এমন একটা স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কৃষকেরা সেই সব ভায়েদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে রয়েছে, নিজেরা পেট পুরে খাচ্ছে, এই বলে তাদের এমন কঠোর ভাষায় নিন্দা করে যে কৃষকরা সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে শস্য সংগ্রহ করে মস্কো পাঠানর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওইখানেই ওই সভাতেই তারা কয়েকজনকে নির্বাচিত করে এই ব্যবস্থা করার ভার দিয়ে দেয় এবং চাপায়েভের সম্মুখে শপথ নেয় যে, যা কিছু তারা সংগ্রহ করতে পারবে মস্কোয় পাঠিয়ে দেবে এবং পরে যুদ্ধক্ষেত্রে তার কাছে এর সংবাদ পেঁৗছে দেবে। শস্য পাঠানো হয়েছিল কিনা কিম্বা আদৌ তা সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা ও কথা কেউ জানে না। চাপায়েভকে সে কথা তারা জানাতে পারেনি — এর অল্প কিছুদিন পরেই এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।

এইভাবে প্রতিটি স্থানে আদর-আপ্যায়ন পেতে পেতে সৈন্যেরা উরালস্ক প্রান্তে এসে পেঁৗছায়। তারপরই একটি চূড়ান্ত সংগ্রাম হয় আর অবরোধ তুলে নিয়ে কসাকরা পালায়। অশ্বারোহী সৈন্য ও একটা ব্যান্ড পার্টি সঙ্গে করে অবরুদ্ধ রক্ষী বাহিনীর নেতৃবৃন্দ ছ' সাত মাইল পথ এগিয়ে এসে চাপায়েভ ও তার ডিভিশনকে অভ্যর্থনা জানায়। আনন্দ উচ্ছ্বাস ধ্বনির সঙ্গে মিশে যায় ব্যান্ডের "আন্তর্জাতিক" সঙ্গীতের সুর লহরী। পরস্পরকে তারা জড়িয়ে ধরে, দু'চোখ বেয়ে ঝরে পড়ে আনন্দাশ্রু। কত কথা এক সঙ্গে তারা বলবে ভেবেছিল, কিন্তু এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে কোন কথাই তাদের বলা হয় না।

ক্লিচকভ চলেছে মোটরে, পাশ থেকে কে ডাক দিল, 'ফিওদর!' সে ফিরে দেখে একটা কালো বড় ঘোড়ার উপর আন্দ্রেয়েভ। পুরানো দোস্তের মত দুই বন্ধু পরস্পরকে চুম্বন করে। আন্দ্রেয়েভের সেই সরলতা মাখানো মিষ্টি দুটো চোখে কেমন যেন একটা নতুন চাউনি, ফিওদর আগে কোনদিন যা দেখেনি, কেমন ধারা একটা সন্দিগ্ধ, কঠোর, ভাবাবেগহীন চাউনি তার। তার চোখ দেখে মনে হয় সে যেন ফিওদরকে দেখে খুশি হতেও পারেনি —কিন্তু তার অকৃত্রিম অভিনন্দন সে কথা মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দেয়।

তার কপালের রেখা আরও গভীর হয়েছে, তার নাকের উপর একটা স্থায়ী খাঁজ পড়ে গেছে।

তাদের কথা শুরু হয়। অবরুদ্ধ উরালস্কের অভ্যন্তরে যে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের জাল ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তা ছিন্ন করার সংগ্রামে আন্দ্রেয়েভের সক্রিয় ভূমিকার কথা ফিওদর তখন ভালভাবে বুঝতে পারে। ওই সমস্ত দুর্বৃত্তদের দমনের জন্য চূড়ান্ত ও নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সংগ্রামটা এত কঠোর হয়ে ওঠে যে তার তরুণ মুখের উপর একটা ছাপ রেখে গেছে — ভয়ংকর, গভীর, অনপনেয় একটা ছাপ। (এর অল্প কিছুদিন পরেই ঘটনাচক্রে আন্দ্রেয়েভকে রেজিমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। পরবর্তী যুদ্ধে তার ইউনিটটি ঘেরাও হয়ে পড়ে, এক প্রচণ্ড সংগ্রাম সে চালিয়ে যায়। তারপর ক্ষিপ্ত শত্রুর হাতে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় তার দেহ।)

•

উরালস্কের রাস্তায় এমন ভাড় করে দাঁড়িয়েছে সব সৈনিক আর শ্রমিকেরা যে তার ভিতর দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ঘর ছেড়ে আজ সবাই বেরিয়ে পড়েছে।

চাপায়েভ দীর্ঘজীবী হোক ! চাপায়েভ ডিভিশন দীর্ঘজীবী হোক ! অমর হোক আমাদের লালফৌজের নেতা চাপায়েভ!'

এই সব ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে মুক্ত উরালস্কের পথঘাট। যে মোটরে চাপায়েভ আর ফিওদর চলেছে তার পক্ষে এই জনারণ্য ভেদ করে পথ করে নেওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হয়। ভক্তিভরা দৃষ্টিতে সবাই চাপায়েভকে দেখে। তাকে অভিনন্দন জানায় তারা — যে যার টুপি শূন্যে উড়িয়ে দেয়। বিজয়ের গানে গানে মুখরিত হয় রাজপথ। পতাকায় পতাকায় শহর লাল হয়ে গেছে। স্থানে স্থানে বক্তৃতা-মঞ্চ। সভা শুরু হয়ে যায়। যখন মঞ্চে ওঠে চাপায়েভ তখন উচ্ছ্বাসের বাঁধ ভেঙে যায়। উন্মত্ত অধীর হয়ে পড়ে জনতা, ঝড়ের সময়কার সাগরের মত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, গর্জন করে ওঠে। আর কথারম্ভের সঙ্গে শান্ত, স্তব্ধ, নীরব হয়ে যায় সব, আর কথা শেষ হওয়া মাত্র আবার উত্তেজনার উত্তাল তরঙ্গে আলোড়িত হয়ে ওঠে চতুর্দিক। গাড়িতে উঠবে কি তার আগেই অসংখ্য বাহু তাকে ছিনিয়ে

ঊর্ধ্বে তুলে ধরে দোলায়। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলে তার পিছন পিছন সবাই তারা ছুটতে থাকে, তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা, অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা বার বার জানিয়েও যেন তারা তৃপ্তি পায় না।

লালফৌজের সৈন্যেরাও প্রচুর সম্মান পায়। উরালস্কের জনসাধারণ আদর যত্নে তাদের ভরে তোলে, এতটুকু ত্রুটি করে না। নিজেদের সঞ্চিত খাদ্য তারা পরীক্ষা করে যথা সম্ভব তাদের তারা দেয়। তাদের জন্য সব রকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। প্যারেডের সময় তারা তাদের উদ্দেশ্যে হর্ষধ্বনি করে।

বেশ কয়দিন ধরে উৎসব অনুষ্ঠানের জের চলে। সমানে চলে উৎসব আর মাথার উপর দিয়ে ছুটে যায় গোলাগুলি। অভিনয় চলেছে, সেই সময় একটা গোলা এসে পড়ল থিয়েটারের ছাদের উপর। তবু কিছু এসে যায় না — উৎসবের আয়োজনে তাতে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়ে না। কসাকরা নদীর ওপারে পালিয়েছে। উরালস্কের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার এবং যাতে তারা তাদের সৈন্য জমায়েত করতে না পারে তার জন্য তাদের আরও দূরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। এর জন্য বিন্দুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নয়। এই শহরটি তাদের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। সুতরাং তাদের ও এই শহরের মধ্যে ব্যবধান যত বেশি থাকে ততই মঙ্গল।

যুদ্ধক্ষেত্রে নিত্য নতুন জয়, এই ছিল চাপায়েভের কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তাই শহরে উন্মাদনা কমে আসতে না আসতেই এক রেজিমেণ্ট থেকে অন্য রেজিমেণ্টে তাকে ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করতে দেখা যায়। পারাপারের ব্যবস্থার উপরেও তার রয়েছে সমানে দৃষ্টি। নদীর উপর দিয়ে একটা সেতু তৈরীর কাজ চলেছে কিন্তু ইতিমধ্যেই দুটো লালফৌজের রেজিমেণ্ট যেন-তেন-প্রকারেণ পার হয়ে ওপারে পেঁাছে গেছে। সেতুর কাজ খুব দ্রুত সারা দরকার কেননা কামান পার করতে হবে। তা না হলে রেজিমেণ্টগুলো নিজেদের অসহায় বোধ করে — কম্যাণ্ডারদের কাছ থেকে অত্যন্ত আশঙ্কাপূর্ণ রিপোর্ট আসতে শুরু করে দিয়েছে।

উরালস্কে পেঁাছানর পর দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন হবে, চাপায়েভ সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ে। তার উদ্দেশ্য রাত্রে কী কাজ হয়েছে না

হয়েছে, তাছাড়া মোটামুটি কাজ কতখানি এগোল, তা দেখে আসা। ফিওদরও তার সঙ্গে যায়। সবুজ ঢালুতীরের সর্বত্র লালফৌজ তাড়াহুড়ো করে বড় বড় সব কাঠ টেনে টেনে নদীর কিনারার দিকে নিয়ে আসছে। এক এক কাঠের পিছনে চল্লিশ জন করে লোক, টানাটানি করছে, পরস্পরের কাজের বাধা সৃষ্টি করছে। গাড়ির দুটো চাকার উপর একটা কাঠ তুলে দেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ বলে মনে হয় না কিন্তু এত ভীড় যে কিছু করারই উপায় নেই।

'তোমাদের কর্তা কোথায়!'

'ওই যে ওই সেতুর উপর।'

সেতুর কাছে তারা এগিয়ে যায়। যে ইঞ্জিনিয়ারের উপর এ কাজের দায়িত্ব সে এক গাদা কাঠের উপর বসে নিশ্চিন্তে ধূমপান করছে। চাপায়েভকে দেখেই সে একেবারে সেতুর মাঝখানটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে থাকে — ভাবখানা এই যে ব্যাপার কিছুই হয়নি, ওখানেই সে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে এবং তার দৃষ্টি সর্বক্ষণ রয়েছে কাজের ওপর, সে যেন কখনো নদীর ধারে বসে নিশ্চিন্তে ধূমপান করেনি। এই সব ক্ষেত্রে চাপায়েভ একেবারে ক্ষেপে ওঠে। নদীর অপর পার থেকে আসা সকরুণ আবেদন তখনও তার কাণে বাজছে। সর্বক্ষণ তার মনের মধ্যে সেই কথা। রেজিমেণ্টগুলি যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় তার বুক দুরদুর করছে। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সবকাজ যাতে ত্বরান্বিত হয় তার জন্য অমানুষিক পরিশ্রমের প্রয়োজন। তার জন্য ইচ্ছা করেই সে এত লোককে এখানে কাজে লাগিয়েছে। এমন কি কম্যাণ্ডাণ্টের বাহিনীর অর্ধেক লোককে। সেতুর চিন্তা তাকে পাগল করে তুলেছে, আশা করছে এই বুঝি শেষ হল।

আর হঠাৎ সে কিনা দেখে এখানে চূড়ান্ত অব্যবস্থা — অকারণ কতগুলো লোক হুড়োহুড়ি করছে আর অন্যেরা বসে পরম নিশ্চিন্তে সিগারেট ফুঁকছে।

ক্ষিপ্ত পশুর মত সে ছুটে যায় ইঞ্জিনিয়ারের দিকে, কোন কথা না বলে তেড়ে তার মুখে লাগায় এক প্রচণ্ড ঘুষি! ইঞ্জিনিয়ার টলমল করে ওঠে কাঠের উপর। আর একটু হলে জলের মধ্যেই যেত পড়ে। লোকটা

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তার সর্ব শরীর কাঁপতে থাকে। জানে এইখানে এক্ষুণি গুলি করে তাকে মেরে ফেলা হতে পারে। আর চাপায়েভও সত্যি-সত্যি তার রিভলভার বের করতে যাচ্ছিল — কিন্তু ফিওদর এই আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেও তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দেয় যাতে সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারকে সে সাবাড় করে না ফেলে। রাগের মাথায় চাপায়েভের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ওই ইঞ্জিনিয়ারকে তার চোস্ত ভাষায় সে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি দেওয়া শুরু করে।

'শুয়ার কা বাচ্চা! শালা, তুই সব পণ্ড করতে চাস! জানি, আমার সৈন্যেদের জন্য তোর বিন্দুমাত্র মায়া নেই! সব্বাই যাতে মারা পড়ে তাই তুই চাস ছোট লোক, ইতর কোথাকার! শুয়ার কোথাকার! ডিনারের আগে সেতু তৈরী শেষ হয়েছে, আমি দেখতে চাই! বুঝলি? নইলে তোকে কুকুরের মত গুলি করে মারব!'

নদীর এ ধার থেকে ওধার ইঞ্জিনিয়ারের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায়। যেখানে চল্লিশ জন ছিল একটা কাঠ নিয়ে, সেখানে তিন চার জন মাত্র থাকে, বাদবাকী অন্য কাজে গিয়ে লাগে। সংকল্প নিয়ে কাজে লেগে পড়ে লালফৌজের লোকেরা — দ্রুত এগিয়ে চলে সব কাজ। ফলে গত দুদিন দু রাত্রি কাজ চালিয়ে যে সেতুর মাত্র চার ভাগের এক ভাগ কাজ এগিয়েছিল সেই সেতুর পুরো কাজ শেষ হয়ে গেল ঠিক ডিনারের আগেই।

লোকের কাছ থেকে কেমন করে কাজ আদায় করতে হয় তা চাপায়েভ জানত। কিন্তু তার পদ্ধতিটা উৎকট, খুব কড়া। তবে তখনকার দিনকাল বিবেচনা করলে যে কোন পদ্ধতিকে যুক্তিযুক্ত বলা চলে। সবচেয়ে কড়া এবং স্থূল পদ্ধতি, যেমন 'মুখের উপর ঘুষি', তাতেও কেউ কিছু মনে করত না। এমনও দেখা গেছে যে একজন কম্যাণ্ডার তার সৈন্যদের ঘোড়ার চাবুক দিয়ে চাবকাচ্ছে এবং তার ফলে সমগ্র ইউনিটকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

সেতুর ওপর যা ঘটল তা অপরিহার্য ছিল কি ছিল না তা বলা অসম্ভব। তবে সেতু নির্মাণের ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত জরুরী, চাপায়েভ বহুবার ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে পাঠিয়েছে, নিজে কাজের ওখানে গেছে, অর্ডার দিয়েছে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার জন্য, চেষ্টা করেছে,

গালাগালি দিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে — তবু যেমনকার তেমনি সেই মন্থর গতিতে কাজ চলছিল। এটা একটা পূর্ব পরিকল্পিত সাবোতাজ কিম্বা এটা একটা দৈবাৎ ঘটে-যাওয়া ব্যাপার — কোনটা ঠিক কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সেদিন সকালে চাপায়েভের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। যা ঘটার তাই ঘটে। সেতু কিন্তু ডিনারের সময়ে শেষ হয়ে যায়। এই হচ্ছে যুদ্ধ — কঠোর, নির্মম, কোন যুক্তি তর্কের ধরে সে ধারে না।

বহু সময় দেখা গেছে একটা সামান্য বিষয় নিয়ে চাপায়েভ অদ্ভুত ভাবে ছেলেমানুষের মত বিশ্রী গোঁ ধরে বসে। কিছুতেই কিছু বুঝতে রাজী হয় না। উরালস্কে থাকার সময় তাদের আসার এক সপ্তাহ কি দেড় সপ্তাহ পরে একদিন ডিভিশনের ভেটেরিনারী ডাক্তার আর তার কমিশার ছুটতে ছুটতে ফিওদরের কাছে উপস্থিত। ডাক্তারের চোখে জল। দুজনেই থরথর করে কাঁপছে। ভীষণ উত্তেজিত। কী যে বলছে তার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যায় না। (ভেটেরিনারী কমিশার সাধারণত দুর্বল ধরনের লোক হয়ে থাকে।)

'ব্যাপারটা কী ?'

'চাপায়েভ ... চীৎকার করছে, ধমকাচ্ছে ... বলছে গুলি করবে ...'

'কাকে ধমকাচ্ছে ? আর গুলি করতে যাচ্ছেই বা কাকে ?'

'আমাদের। দুজনকেই। হয় তোমাদের জেলে পুরবো না হলে তোমাদের গুলি করবো — এই কথা সে বলছে।

কিসের জন্য ?'

ফিওদর তাদের বসায়। তারা শান্ত হবার পর যে কাহিনীটা বিবৃত করে তা যেমন অবাস্তব, তেমনি অবিশ্বাস্য। চাপায়েভের চেনা একজন কৃষক গ্রাম থেকে তার কাছে আসে। 'ঘোড়ার বদ্যি' হিসাবে লোকটার খুব নাম ডাক আছে। আট ন' বছর ধরে এই ব্যবসাই সে করছে, স্পষ্টই সে কাজ জানে। চাপায়েভ ডিভিশনের ভেটেরিনারী ডাক্তার আর তার কমিশারকে ডেকে একসঙ্গে একটা টেবিলে বসে। কৃষকটিও সেখানে। চাপায়েভ ডাক্তারকে 'অর্ডার' করে তার সামনে সেই 'ঘোড়ার বদ্যির' পরীক্ষা নিয়ে, তারও যে ভেটেরিনারী ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা আছে

সে সম্বন্ধে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিতে। সার্টিফিকেট যাতে জোরদার হয় তার জন্য কমিশারকেও সই দিতে হবে। পরীক্ষা কড়া ভাবে করা চলবে কিন্তু কোন সাবোতাজ চলবে না। সে বলে, 'তোমাদের মত শুয়ার কা বাচ্চাদের আমি ভাল করেই চিনি। তোমরা কোনো গেঁয়ো চাষীকে ডাক্তার হতে দাও না।'

ভেটেরিনারী ডাক্তারটি বলে যায়, 'আমরা তাকে বুঝিয়ে বললাম যে লোকটাকে পরীক্ষা নেওয়ার কাজ আমাদের নয়, তাছাড়া সার্টিফিকেট দেওয়ার আমাদের কোন অধিকার নেই। এই কথা শুনে সে লাফিয়ে উঠে টেবিলের উপর এক ঘুষি লাগিয়ে চিৎকার করে বলে, চোপরাও, এইখানে এই মুহূর্তে পরীক্ষা করতে হবে। নইলে, শুয়োর, তোমাদের পুরবো জেলে! গুলি করবো! তখন কমিশার তোমার নাম করে। আমরা যাই গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে আসি কী ভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তার পরামর্শ নেওয়া যাক। তোমার নাম শুনে সে একটু ঠান্ডা হয়। আমাদের পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছে। ওখানে সে অপেক্ষা করছে। আমরা ওর কাছে কেমন করে ফিরে যাব? ও তো আমাদের গুলি করে মারবে।'

ওরা দুজন করুণ নয়নে ক্লিচকভের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ক্লিচকভ তাদের বলল তার অফিসে থাকতে আর কোথাও যেন তারা না যায়। সে জানত যে চাপায়েভ স্বয়ং এসে হাজির হবে। ঠিক তাই, দশ মিনিট পর তেড়েমেড়ে এসে ঢুকে পড়ে চাপায়েভ, রেগে লাল, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে। একেবারে ফিওদরের মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

'ভেবেছ কী?'

'তুমি কী ভেবেছ?' ফিওদর তার শাসানি দেখে হাসে।

'তুমিও বুঝি ওদের দলে?' গর্জে ওঠে চাপায়েভ।

'কোন বিষয়ে?' ফিওদর আবার হাসে।

'তোমরা লেখাপড়া-জানা লোকরা সব বেটাই শুয়োর, আমার অফিসে গিয়ে এক্ষুনি এর পরীক্ষা নাও, এক্ষুনি চল!' চীৎকার করে সে ওই ভেটেরিনারী ডাক্তারকে হুকুম করে। 'এক্ষুনি চল পরীক্ষা নিতে!'

ফিওদর বুঝতে পারে যে ব্যাপারটা খারাপ দিকে গড়াচ্ছে। সে

চাপায়েভকে ঠাণ্ডা করার জন্য তার বরাবরের যে কৌশল তা প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয় অর্থাৎ নিজে সে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হয় না। যখন চাপায়েভ চীৎকার করতে শুরু করে, ফিওদরের নাকের সামনে ঘুষি তুলে তাকে শাসাতে থাকে যে তাকে মারবে, তাকে গুলি করবে — সে তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝানর চেষ্টা করেই যায়। এই ধরনের সার্টিফিকেট লেখা কী রকম হাস্যকর এ কথা সে বোঝানর চেষ্টা করে। কিন্তু মনে হল এবার তার যুক্তি তর্কে কিছুই ফল হচ্ছে না। তখন সে একটা 'আপোস' করার চেষ্টা করে।

'ব্যাপারটা কী জান?' সে বলে। 'আমরা নিজেরা এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। ফ্রুঞ্জেকে একটা টেলিগ্রাম করা যাক, তার মতটা কী জানা দরকার। সে যা বলবে তাই হবে। কী, রাজী?

ফ্রুঞ্জের নাম করলেই চাপায়েভ একটু শান্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। সে ঝগড়া বন্ধ করে এবং চুপ করে থেকে তার মৌন সম্মতি জানায়। তারপর ডাক্তার আর কমিশারকে বিদায় দিয়ে একটা টেলিগ্রাম নিয়ে সই টই করে রাখে। কিন্তু ফিওদর সেটা পাঠায় না।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই তারা আবার দুজনে দুই বন্ধুর মত একত্রে বসে চা খায়। এই সময় নিরিবিলি কথার মধ্য দিয়ে ফিওদর শেষ পর্যন্ত চাপায়েভকে দিয়ে মানিয়ে নেয় যে টেলিগ্রামটা পুড়িয়ে ফেলা হোক। কেউ যেন না দেখে, দেখলেই সবাই তাকে ঠাট্টা করবে। চাপায়েভ কোন কথা না বললেও তার যে সেই মত তা বোঝা যায়। টেলিগ্রাম আর পাঠান হয় না।

চাপায়েভের এই ধরনের খামখেয়ালিপনার অন্ত ছিল না। শোনা যায় ১৯১৮-এ সে একজন 'উচ্চ পদস্থ' ব্যক্তিকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে আচ্ছা করে চাবকায়। আর একজনকে আচ্ছা করে গালাগালি করে 'কুৎসিত ভাষায়' টেলিগ্রাম করে। তৃতীয় একজনের অর্ডার কি আবেদনের উপর এমন এক মন্তব্য লিখেছিল যা পড়লে কাণে আঙুল দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অদ্ভুত মাথা পাগলা মানুষ! তখনও বহু জিনিস ছিল যা সে বুঝত না, বহু জিনিস তখনও সে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি — এ কথা সত্যি, কিন্তু ভাল ভাল বহু জিনিস জানার ও বোঝার চেষ্টা সে

করছিল। এবং এটা সে করছিল তার স্বাভাবিক ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে নয়, সচেতন ভাবেই সে চেষ্টা করছিল। অনেক জিনিস সে সবে কাটিয়ে উঠছিল, দু'তিন বছরের মধ্যে একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারত। সবে যে সব জিনিসের প্রতি তার আগ্রহ জন্মাচ্ছিল তা থেকে অনেক কিছুই সে লাভ করতে পারত। সেগুলি সবে তার ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ করতে আর তাকে দুর্নিবার ভাবে আকর্ষণ করতে চলেছিল। কিন্তু তা আর হল না ...

১৫

সমাপ্তি

উরালস্ক থেকে প্রায় সত্তর মাইল দূরে লুবিশেচনস্ক অভিমুখে ডিভিশন অগ্রসর হচ্ছে। চতুর্দিকেই বিস্তৃত বিরাট স্তেপ অঞ্চল। এখানে কসাকরা 'স্বচ্ছন্দ' বোধ করে। এখানে সর্বত্র সর্বপ্রকার সাহায্য সমর্থন ও সহানুভূতি তারা পায়। লালফৌজের প্রতি কিন্তু প্রত্যেকেই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। যে সব কসাক গ্রামে কিছু কিছু লোক থেকে গেছে সেখানে তাদের কেউ সাহায্য করা ত দূরের কথা, একটাও ভালো কথা বলে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, লাল ফৌজের সৈন্যদল পেঁছানোর আগেই কসাক গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে যায়। দু'একজন থুড়থুড়ে বুড়ী হয়তো পড়ে থাকে, যাওয়ার সময় তাদের কথা হয়তো অন্যেরা ভুলে গিয়েছিল বলে। পালানোর পথে কসাক বাহিনী 'খুনে বলশেভিকদের' সম্পর্কে মারাত্মক সব কাহিনী প্রচার করে এমন ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল যে, গ্রামের লোকেরা যে যার মালপত্র গাড়ি বোঝাই করে পালাতে শুরু করে। কেবল তাদের গোলার শস্য পড়ে থাকে, তাও বেশির ভাগ হয় তারা পুড়িয়ে ফেলে কিম্বা বালি মিশিয়ে, কাদামাটি মাখামাখি করে, নোংরা করে রেখে যায়। কুয়োগুলো হয় কাদা ফেলে অর্ধেক ভর্তি করা, না হয় কুয়োর জলে বিষ মেশানো। একটা বালতিও কোথাও পড়ে নেই। যা যা নষ্ট করে যাওয়া সম্ভব তার এতটুকুও তারা নষ্ট করতে ছাড়েনি। সামরিক প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে এমন যে কোন বস্তু তারা হয় পুড়িয়ে দিয়েছে কিম্বা

ছিঁড়ে রেখে গেছে। দেখে মনে হয়, কসাকরা কোনদিন যে আবার এ দিকে ফিরে আসবে এ আশা তাদের মনে ছিল না। এখানে, ল্‌বিশ্চেনস্কের চতুষ্পার্শ্বে পশ্চাদপসরণরত অবস্থায়ও তারা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যায়, প্রচণ্ডভাবে তারা যুদ্ধ করে এবং যথেষ্ট দৃঢ়তা ও দক্ষতার সঙ্গে আক্রমণগুলি প্রতিহত করতে সমর্থ হয়।

চাপায়েভ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার উরালস্কে। কিন্তু ওদিকে অগ্রগামী সৈন্যদলগুলি বহু মাইল এগিয়ে গেছে। গোলাবারুদ, পোষাক-পরিচ্ছদ, রুটি — প্রত্যেকটি বস্তুরই অত্যন্ত অভাব। অনশনক্লিষ্ট লালফৌজের সৈনিকেরা গমের দেশের ভিতর দিয়ে চলেছে। পথে কসাক গ্রামে গাদা গাদা আ-মাড়া গম, কিন্তু তবু তারা খাবার পায় না। অভাবের শেষ পর্যায়ে তখন তারা পৌঁচেছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যাচ্ছে, ছাতা-পড়া আধপচা রুটিও যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছায় না, এমনও মাঝে মাঝে হতে থাকে। লালফৌজের সৈন্যেরা নিরঙ্কুশ অনাহারে দিন কাটায়। অসহ্য দুর্বিষহ অবস্থা ছিল তখন।

প্রায় প্রতিদিনই চাপায়েভ আর ফিওদর একটা না একটা ব্রিগেডের কাছে মোটরে করে যেত। রাস্তাগুলো বেশ চওড়া, কোথাও উঁচু নীচু নেই, খুব দ্রুত যাতায়াত করার সুবিধা ছিল। গাড়ি বিগড়ে গেলে — আর প্রায়ই তা ঘটত — তারা ঘোড়ায় চড়ে যেত। ঘোড়ায় চেপে তারা প্রায় এক শ' মাইল পর্যন্ত ঘুরেছে। অতি ভোরে উরালস্ক থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফেরে। স্তেপে পথ ঠিক করে নিতে চাপায়েভের কোনই অসুবিধা হত না — পথ ঘাট, গ্রাম কোথায় কোনটা অনায়াসে সে বলে দিতে পারত। একবার কিন্তু সেই চাপায়েভের পথ ভুল হয়ে যায়। এই পথ-ভুলে-ঘুরে-বেড়ানোর কাহিনী ফিওদর তার ডায়েরীতে 'রাত্রির আলোক' এই শিরোনামা দিয়ে লিখে রাখে। সেই বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করছি। কিন্তু এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, সেই রাত্রে স্তেপে পথ হারিয়ে চাপায়েভ ও তার সঙ্গীরা যে অদ্ভুত ও অভিনব অনুভূতির আস্বাদ পেয়েছিল তার দশ ভাগের একভাগও এর মধ্যে পাওয়া যাবে না। 'রাত্রির' অনেক কিছুই ফিওদর যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারেনি; আর তাছাড়া এমনিতেই এই 'রাত্রির' সব জিনিসের বর্ণনা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ।

সিজভের সঙ্গে আমাদের দেখা করতে হবে। মুহূর্তের মধ্যে প্রস্তুতি হয়ে যায়। ঘোড়ায় জিন কষে আমরা রওনা দিই। সঙ্গে জন বার বিশ্বাসী লোক। চাগান পার হলাম। ঘোড়ার মৃতদেহ ছড়ানো রাস্তাটার পাশ কাটিয়ে, সোজা স্তেপের ভেতর দিয়ে হ্রদের দিকে এগোতে থাকি। মাঠে কোথাও ফসল ফলে রয়েছে, কোথাও লম্বা লম্বা ঘাস, কোথাও সুন্দর রঙ-বেরঙের ফুল — সবকিছুর ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি। অবশেষে পৌঁছালাম সেই অগভীর ছোট হ্রদের কাছে। একে একটা ডোবাও বলা যেতে পারে। পার পর্যন্ত গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ি। ঘোড়াগুলো টেনে নিয়ে যাই জলের ধার পর্যন্ত। ঘোড়াগুলো পেট পুরে জল খেয়ে নেয়। আমরাও কিছু কম খাই না। তখন বেলা পড়ে গেছে, পাঁচটা কিম্বা ছ'টা হবে। এর পর কুড়ি মাইলের মধ্যে একটা গ্রামও চোখে পড়ে না। যেখানে যত খাল নালা পড়ে, জলের জন্য দেখি, কিন্তু সবগুলো শুকনো কাঠ, এদিকে তৃষ্ণায় সবার ছাতি ফেটে যায়। দূরে ছোট ছোট পাহাড়, তার উপর মাঝে মাঝে দু একজন ঘোড়সওয়ারকে আবার দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভবত তারা কসাকদের স্কাউট কিম্বা প্রহরী। যে কোন মুহূর্তে কোনো খালের ভেতর থেকে কসাকরা বেরিয়ে এসে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে। এটা তাদের একটা পুরানো অত্যন্ত প্রিয় কৌশল — কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করে বসে থাকা, শত্রুকে কয়েক পা এগিয়ে যেতে দেওয়া, তারপর বর্শা উঁচিয়ে, খোলা তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে ঝঞ্ঝার বেগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া; এত দ্রুত তারা কেটেকুটে শেষ করে দিত যে রাইফেল তোলার অবকাশ আর কেউ পেত না। তাই আমাদের সব সময় হুঁশিয়ার থাকতে হয়, প্রতিটি খাদের দিকে নজর রাখতে হয়। আর যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পথ চলতে হয়।

আকাশে টুকরো-টুকরো ধোঁয়ার মত হালকা মেঘ অতর্কিতে জল ভরা ঘন কালো মেঘে পরিণত হয়ে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। দ্রুত ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। বাতাস ওঠে, স্তেপময় বাতাসের বেগ বেড়ে যায়। আরো ঘন, আরো কালো হয়ে আসে মেঘ, আরো নীচে নেমে আসে।

ফোঁটা ফোঁটা শুরু হয় বৃষ্টি। তারপর ক্রমশ জোরে বৃষ্টি পড়তে থাকে, স্তেপের আসল ঝমঝমে বৃষ্টি, ভারি জোরালো, কানে তালা ধরে যায়। ভিজে জবজবে হয়ে গেলাম। আর আমার এমনিই বরাত, সেদিন গায়ে শুধু একটা পাতলা শার্ট। অন্যেদের আগেই ভিজে জবজবে হয়ে গেলাম, হাড় পর্যন্ত আমার কালিয়ে যায়। হাত দুটো কাঁপে, দাঁতে দাঁত লেগে খট্‌খট্‌ করতে থাকে। একবার গরম লাগে, একবার লাগে ঠান্ডা। এক পাশে আমরা কয়েকটি আধ ভাঙা মাটির কুঁড়ে দেখলাম। পুরানো কোন বস্তির ধ্বংসাবশেষ। মনে হয় যেন সেগুলির কাছে লোকজন নড়া চড়া করছে।

এগিয়ে গিয়ে দেখি আমাদেরই লোক, আমাদের দুজন গাড়োয়ান। বেচারারা অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। তাদের রেজিমেণ্টের পিছনে তারা পড়ে। তারপর একটা দুর্ঘটনা ঘটে — তাদের গাড়ির চাকা ভেঙে যায়। ঘোড়াটা পড়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও তারা তাকে খাড়া করতে পারে না। তারা ঠিক করেছিল, কসাকদের হাতে পড়ার আগে তারা তাদের সব মালপত্র কুয়োর পাশে ফেলে রেজিমেণ্টের নাগাল ধরার জন্য দৌড় লাগাবে। ওদের কাছ থেকে আড়াই লিটারের একটা বোতল পাই। সেটা লাগামের সঙ্গে বেঁধে তার সঙ্গে একটা পাথর ঝুলিয়ে দিয়ে নামিয়ে দিলাম কুয়োর মধ্যে। কসাকরা কুয়োর জলে বিষ মেশায় এটা আমাদের না জানা নয় তবু সেই অশুভ চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে হয়, এত প্রবল জল তেষ্টা আমাদের। ওই সরু গলা বোতলটা ভর্তি হওয়ার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। জল খাওয়ার পর্ব মিটতে মিটতে বেশ অন্ধকার হয়ে আসে। ঘাসের মধ্যে পথ প্রায় দেখাই যায় না। তবে মোটামুটি দিকটা সঠিকভাবে জানা থাকায় নিশ্চিন্ত মনে চলা শুরু করি। মাইল আড়াই যাওয়ার পর, একটু ঘুরে সোজা স্তেপের ভেতর দিয়ে দূরে একটা আলো দেখে, সেই দিক বরাবর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের হিসাব মত ওটা মাইল দশ দূরে হবে; যেতে ঘণ্টা দেড়েক লাগবে মনে হয়। ওই আলো সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা করি। তবে শেষে সবাই মনে করি যে ওখানে আমাদের সৈন্যেরা রাত্রি যাপন করছে, ক্যাম্পে আগুন জেবলেছে — সেই আগুনেরই আলো ওটা। আমাদের

সৈন্য ওরা হয়তো নাও হতে পারে, তবু আমরা এগোতে থাকি — আমাদের সৈন্যদের আমরা পাবই, কোথাও না কোথাও তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবেই। চুপচাপ সবাই চলেছি, কারুর মুখে কোন কথা নেই। বৃষ্টিতে ভেজার আগে খুব হৈ-হল্লা করে গান গাচ্ছিলাম — কিন্তু এখন কারুর গলা দিয়ে একটা স্বরও বেরোচ্ছে না। ওই ক্যাম্পের আগুন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করার সময় যদিও বলেছিলাম আমাদের সৈন্যদের দেখা আমরা পাবই, তবু প্রত্যেকের মনে মনে আর একটা চিন্তা সব সময়ই উঁকি মারে: "যদি আমাদের ভুল হয়! আমরা যদি সোজা কসাকদের খপ্পরে গিয়ে পড়ি?"

এই ধরনের চিন্তা আমাদের পেয়ে বসে; আরও কত কি ছাই-ভস্ম মনের মধ্যে যাওয়া-আসা করতে থাকে। বৃথাই চাপায়েভ বারবার দেশলাই জ্বালে, বৃথাই তার মানচিত্র দেখা আর নাকের সামনে কম্পাস ধরে রাখা — কিছুতেই কোন লাভ হয় না। অন্ধের মত কপাল ঠুকে আমাদের চলতে হয়। সম্মুখের আলোটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে, আবার নিভে যায়, কেমন মিট্‌মিট্ করে, অস্পষ্ট হয়ে যায়, মনে হয় যেন অনেক, অনেক দূরে। কেমন অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ঠেকে, সন্দেহ হয় ওটা ঠিক আলো তো, না এই অন্ধকার রাত্তিরে কোন ভূত টুত আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম আলোটা বড় জোর চার মাইল দূরে হবে। ইতিমধ্যেই প্রায় ছয় মাইল পথ তো আমরা এসে গেলাম, কিন্তু এখনও ঠিক আগের মত সেটা পিট্‌পিট্ করছে, একবার বেশি হচ্ছে আবার অনেক দূরে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ওটা সত্যিই ক্যাম্পের আগুন কিনা এখন তাই আমাদের সন্দেহ হয়। হয়তো ওটা বহু দূরে একটা বাঁশের মাথায় লণ্ঠন ঝুলানো। তাই যদি হবে, তবে সব সময় আমাদের কাছ থেকে এমন সরে সরে যাচ্ছে বলে মনে হবে কেন?

আর ওর পিছন-পিছন যাওয়া উচিত নয় স্থির করলাম। পথ অনেক আগেই হারিয়েছি, ঘোড়াগুলো এখন চলেছে ভিজে ঘাসের ভিতর দিয়ে। বেশ লম্বা লম্বা পুষ্ট ঘাস — ঘোড়ার খুরের তলায় সেগুলো কচকচ শব্দ করে আর সুতোর মত পটপট শব্দ করে ছিঁড়ে যায়। ডানদিকে আর একটা আলো দেখা যায়, এটাকেও মনে হয় খুব কাছে — কিন্তু ওই

দিকে কিছুদূর যাওয়ার পর আবার দেখি কিছু একটা কোথায় যেন গণ্ডগোল আছে। হঠাৎ আর একটা আলো, তারপর একটা, তারপর আরো একটা। অন্ধকারে ঢাকা নির্জন নিস্তব্ধ এই স্তেপের কোথায় যেন কোন অশুভ ভয়ঙ্কর কিছু রয়েছে। বৃষ্টি থামে। আবার আসে। আমাদের পাতলা জামাকাপড় আগেই ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গেছে, তার ওপর ঝপ্ ঝপ্ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়। উঃ — কী ভীষণ কন্‌কনে ঠাণ্ডা! আর কী বিশ্রী যে লাগছে, পিঠের ভিতর দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে; গলা থেকে বুক পর্যন্ত বেয়ে বেয়ে পড়ছে ঠাণ্ডা জল, সর্বাঙ্গে যেন ছোট ছোট সাপ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। একটা শুকনো খট্‌খটে কুঁড়ের মধ্যে একটা জ্বলন্ত উনুনের পাশে বসে আগুন পোয়ান যেত যদি তবে কী আরামটাই না হত। কিন্তু পুরো একটা রাত্রি আমাদের সম্মুখে — বৃষ্টি-ঝরা, হিমশীতল, জঘন্য। সমস্ত উৎসাহ নিভে আসে আমাদের।

চলেছি তো চলেছি — কিন্তু কোথায় চলেছি? মাঝেমাঝে মনে হয় যেন আমরা যে পথ দিয়ে একবার গিয়েছি, আবার ঘুরে সেই পথ দিয়ে সেই সব আগেকার জায়গার পাশ দিয়ে চলেছি — যেন জায়গাটায় কেউ মন্ত্র পড়ে রেখেছে আর তাকে গোলাকার করে বার বার ঘুরে মরছি। কোথাও একটু খস্ খস্ আওয়াজ হওয়া মাত্র ঘাড় ফিরিয়ে সেই অন্ধকার ভেদ করে দেখি কোন কসাক পেট্রোল কিনা। হয়তো ওরা আমাদের টের পেয়ে, আমাদের পিছু নিয়েছে। এক-দুই-তিন, এই বুঝি এই মুহূর্তেই ওরা চুপিচুপি আমাদের পিছনে এসে পড়ল। শয়তানই জানে অন্ধকার রাত কী ধরনের প্রভাব লোকের মনে বিস্তার করে। কে না জানে, সবচেয়ে সাহসী যারা তারাও হয়ে যায় ভীরু, অসহায়, দ্বিধান্বিত।

দূরে ওই দিকে কালো কদাকার কি একটা হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। দুজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পাঠান হল। তারা অতি সন্তর্পণে দুজনে দুদিক দিয়ে ওদিকে এগোয়। ফিরে এসে তারা বলে ওখানে আ-মাড়া ফসল গাদা করা। আমরা ওখানে গিয়ে ওই খড়ের গাদার পাশে বিশ্রাম নেব আর সূর্য না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব, এই ঠিক হল। ঘোড়াগুলো যেমনকার তেমনি থাকল — লাগাম জিনও খোলা হল না,

দড়ি দিয়ে পাও বেঁধে দেওয়া হল না। প্রতি দুঘণ্টা অন্তর পাহারা বদল হবে এই ভাবে সারা রাত্রি পাহারা দেওয়ার জন্য কয়েক জন মোতায়েন হল।

খড়ের মধ্যে একটু ফাঁক করে নিয়ে তার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে আমরা ঢুকে পড়ি। ভরা রাইফেল হাতের কাছেই থাকে। বৃষ্টির কিন্তু এতটুকু কামাই নেই। ভেবেছিলাম বেশ ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়েছি, তলায় প্রচুর খড় আছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখি যেখানে বসেছি তার তলায় প্রচুর জল জমে থৈথৈ করছে। কাদা-মাটি-মাখানো সেই নোংরার ওপর যেমন অসহ্য ঠাণ্ডা তেমনি চ্যাটচেটে। আমার পাশেই চাপায়েভ, ওই ভিজে খড়ের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে। হঠাৎ আপন মনে বেশ খুশী হয়ে সে ধরে দেয় তার সেই সবচেয়ে প্রিয় গান, "লৌহ গরাদ, অন্ধকূপের নোংরা হাওয়া..." কেমন যেন ভয় ভয় করে, নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। ভাবলাম বিড়বিড় করে বুঝি আপন মনে ও বকছে। কিন্তু না, সত্যিই চাপায়েভ গান ধরেছে।

'ভাসিলি ইভানিচ, এখন গান গাইছো কী করে?'

'কেন গান গাইব না?' চাপা স্বরে সে উত্তর দেয়।

'কাছাকাছি কোন পেট্রোল এসে পড়লে ··· তারা যে শুনে ফেলবে।'

'ওরা আমার গলা শুনতে পারে না। আমি তো গুনগুন করে গাইছি। উঃ শালা, এখানে কী ঠাণ্ডা, জলের মধ্যে বসে থাকা ভারি বিশ্রী।'

সাধারণ মানুষের মত কথা বলার এই পরিচিত ভঙ্গিটা এত মিষ্টি লাগে! মেজাজ ভাল হয়ে যায়।

চাপায়েভ বলে যায়, 'বুঝলে ফিওদর, আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। এক মরুভূমির মধ্যে দুজন লোক পথ হারিয়ে ফেলে — ঠিক এই আমাদেরই মত তফাৎ এই যে তারা ছিল মাত্র দুজন। তাদের ওখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল কি তারাই পিছনে পড়ে গিয়েছিল, ঠিক মনে পড়ছে না, তবে তারা কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে বালির ওপর বসে থাকে। আমরা তো রাত্তির বলে বসে আছি, সূর্য উঠলেই রাস্তা টের পেয়ে যাব। কিন্তু ওরা কী করতে পারে? ওদের কাছে দিন রাত্রি দুইই সমান — বালি, বালি আর বালি। দুজনের কাছেই জলভরা

দুটো পাত্র, তবু তার জল খায় না কেউ। তারা জানতো যে জলটুকু নিঃশেষ হয়ে গেলেই তারা মারা যাবে, কিন্তু মরতে তারা চায়নি। তিন দিন তারা শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ায় — কিন্তু পথের কোন হদিশ করতে পারে না — বালি আর শেষ হতে চায় না। চতুর্থ দিন একজন আর পারল না, পড়ে গেল। সে তার সঙ্গীকে বলল, "ভাই, আমি তো মরতে বসেছি, তুমিও আমার পাশে শুয়ে পড় — দুজনে এতদিন যখন একসঙ্গে থাকলাম, এস দুজনেই এখন একসঙ্গে মরি।" বালির ওপরে পড়েই সে শেষ হয়ে গেল। যে বেঁচে ছিলো সে তার মৃত বন্ধুর পাশে বসে থাকে। সে দেখে তার নিষ্প্রাণ দুটো চোখ ঠেলে বেরিয়ে আছে, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। ওই মরুভূমির মধ্যে একা একা তার পক্ষে কি ভয়ানক! ওখান থেকে একবার ও চলে যায় তারপর মন খারাপ হয়। খানিক গিয়ে আবার ফিরে আসে যাতে জায়গাটা না হারিয়ে যায়। একেবারে একা থাকতে ভয় করে তার। একজন মরে গেছে সত্যি তবুও মনে হয় যে তারা দুজন। তারপর ব্যাপারটা কী হল, শোন। কতকগুলো উট এসে দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই কোন ক্যারাভান যাচ্ছিল তারা এসে তাকে উদ্ধার করে। হ্যাঁ, সে তার বন্ধুকে বালির মধ্যে কবর দেয়। বুঝছ ব্যাপারটা। মরুভূমির মধ্যে ওইভাবে হারিয়ে যাওয়া সত্যিই ভয়ঙ্কর। মাইলের পর মাইল ধু ধু করছে বালি, সেখানে তুমি কোন দিকে যাবে?'

'ওটা কি?' গলা বাড়িয়ে দেখেই তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে চাপায়েভ। দেখাদেখি আমিও লাফিয়ে উঠি, আমার পর পেতকাও। রাইফেল বাগিয়ে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে অপেক্ষা করি। কয়েক সেকেন্ড পর আমাদেরই একজন আর্দালী এগিয়ে আসে অন্ধকারের মধ্যে আর তার পিছন পিছন সশব্দে নিশ্বেস নিতে নিতে ঘোড়াগুলো আসে। আবার আমরা ওই খোঁচা খোঁচা শক্ত খড়ের আঁটিগুলোর ওপর শুয়ে পড়ি।

চাপায়েভকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওই গল্পটা কী মনে করে বললে?'

'এমনি মনে পড়ে গেল। যখনই কোন বিপদে পড়ি, তখন কেবলই আমার চেয়েও বিপদে যারা পড়েছিল তাদের কথা মনে করার চেষ্টা করি। আর ভাবি তারা যখন পার পেয়ে গেছে আমিও বা পার পাব না কেন? একবার শুনেছিলাম, একটা জাহাজ ডুবির গল্প। একটা নাবিক

কাঠ ধরে, দুদিন ওই ভাবে ভেসে ভেসে বেড়ায়; তারপর তাকে উদ্ধার করে। ভাব তো দেখি তার অবস্থা — তার পা দুটো জলের তলায়, আর প্রতি মুহূর্তে সে ভাবছে নিজেও যাবে তলিয়ে। তবুও সে বেঁচে গেল।'

ওর কথা শুনতে শুনতে আমরা বেশ কাছাকাছি সরে এসেছি। পেতকা তো দুই কান খাড়া করে শুনছে। কাশি পেলেই সে দুহাত দিয়ে মুখ চেপে, খড়ের মধ্যে মুখ গুঁজে যত কম শব্দ হয় এইভাবে গলা সাফ করে নেয়। অন্ধকারে তার দুটো কালো চোখ বেড়ালের মত জ্বলতে থাকে। চাপায়েভের কথা শেষ হতেই পেতকা ওর মুখের দিকে চট করে চেয়ে উসখুস করে ওঠে। বোঝা যায় কিছু একটা বলার জন্য ও ছটফট করছে।

চাপায়েভকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার কী হয়েছিল বলব?'

চাপায়েভ উত্তর না দিয়ে তার গোঁফ জোড়া পাকায়।

পেতকা আরম্ভ করে, 'যেমন ধরুন ১৯১৮-য় দন নদীর ধারে আমার যা হয়েছিল। কসাকরা আমাদের কুড়ি জনকে একটা ছোট চালায় বন্ধ করে রেখেছে। তারা বলে গেছে যে সকালে এসে আমাদের মধ্যে কে কে বল্‌শেভিক খুঁজে বের করবে। আমরা না বললে বল্‌শেভিক বলে সবাইকে তারা গুলি করে মারবে। আমাদের তো হয়ে গেছে। আমরা জানিও শালারা আমাদের সবাইকে শেষ করবে। আমরা একটা তক্তায় ধাক্কা দেওয়া শুরু করলাম। তক্তাটা ছিল নরম। প্রথমে একটু ফাঁক হল। তারপর আবার এক ধাক্কা, একেবারে সোজা ফাঁক হয়ে গেল। দলের মধ্যে আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোট তাই সবাই আমাকে সবার আগে বলল বেরোতে, আর আমি যদি ধরা পড়ি, আমি যেন ওদের ঘাড়ে কোন দোষ না চাপাই। আমাকে বলতে হবে আমি একা একাই বেরিয়ে এসেছি। তারা আরও বলে দিল — সম্ভব হলে যেন পাথরের এক ঘা কষিয়ে প্রহরীটাকে খতম করে ফেলি, না হলে অবস্থা বুঝে যা হয় যেন করি। ব্যস্‌, আমি বেরোনোর জন্য প্রস্তুত হলাম। সেটাও ঠিক এই রকম রাত্তির, যেমন বৃষ্টি তেমনি ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। একেবারে একটুও শব্দ না করে একটা পা দিলাম বের করে। কিছু হল না। নীচু হয়ে ঘাড়টা ঠেলে দিলাম, তারপর মাথা আর হাত, তারপর আর একটা পা। দেখলাম চালার পাশে মাটির ওপর দুই

পা দিয়ে দাঁড়িয়েছি। কোণে ঠিক এক ব্যাটা প্রহরী। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাবলাম যে বুকে হেঁটে এগোনোই ভাল, আগে দেখে-নিই ব্যাটা বসে না দাঁড়িয়ে আছে। কেঁচোর মত কাদার ওপর দিয়ে ওই ভাবে এগোতে থাকি — আর ওরা মাথা বের করে তখন আমাকে দেখতে থাকে। ও ব্যাটা দেখি, একটা কাঠের ওপর বসে, মাথাটা নুয়ে পড়েছে। ভাবলাম বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা ইট ওরা চালা থেকে বের করে দিয়েছিল। সেটা হাতে করে আস্তে আস্তে তার একদম কাছে গিয়ে একেবারে তার রগে এক ঘা। বেচারা উল্টে পড়লো মাটির ওপর, টুঁ শব্দ করারও সময় পেল না। তারপর আরও তিন চার ঘা লাগালাম। আমার সর্বাঙ্গ রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। তারপরে একে একে সবাই বেরিয়ে পড়ল। ওই চালাটা ছিল গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে সোজা কেটে পড়লাম, কেউ টেরও পেল না। আমাদের ইউনিটের সঙ্গে কোথায় আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল আমাদের মনে ছিল। ঠিক খুঁজে পেলাম। ওঃ সে একটা ফাঁড়া গেছে বটে।'

'ফাঁড়া তো ঠিকই। তবুও তুমি তো এখনও বেঁচে আছ।' হেঁয়ালীর মত শোনায় চাপায়েভের কথা।

তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরে উৎসাহিত হয়ে ওঠে পেতকা। 'বাঁচা মানে — প্রত্যেকে বাঁচে — গোটা দলটাই বের হয়ে আসে। সত্যি বলছি, দিব্যি করতে পারি।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করছি,' হেসে জবাব দেয় চাপায়েভ।

পেতকা আবার হাত দিয়ে মুখ ঢেকে খড়ের মধ্যে নীচু হয়ে কাশে।

'সব কেমন ঘুমিয়ে পড়েছে', বলে চাপায়েভ আমাদের চারপাশে যারা শুয়ে রয়েছে তাদের দিকে দেখায়। 'কিছু একটা গণ্ডগোল হলে আমার চোখে কিন্তু ঘুম আসে না।'

তবু ক্লান্তির কাছে আমাদের হার মানতে হয়। কথা বন্ধ করে আবার খড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ি। ঘুম আসে। পাতলা ঘুম, দুশ্চিন্তায় ভরা। খস খস একটু আওয়াজ হলেই জেগে উঠি। বাকি রাতটুকু এইভাবে কাটিয়ে, ভোরের প্রথম আলোক রেখা ফুটে উঠতেই আমরা উঠে পড়ি। সর্বাঙ্গ ভিজে, শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি, রাত্তিরে ঘুম না হওয়ার জন্য শরীর

যেন ভেঙে পড়তে চায়। শরীর গরম করার জন্য খুব জোর ঘোড়া ছোটাব ঠিক করলাম। চাপায়েভ ম্যাপ দেখে পথটা খুঁজে পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে সবচেয়ে কাছের পাহাড়টায় গেলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। সূর্য উঠার পর সকলেই চাঙ্গা হয়ে উঠি। পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা গেল, মালপত্র বোঝাই সব গাড়ি চলেছে, ওই দিক লক্ষ্য করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। কিন্তু ওরা আমাদের এই একদল ঘোড়সওয়ার আসতে দেখে ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগিয়ে সমানে ছুট লাগায়। পেতকা ওদের পিছে ধাওয়া করে — অন্তত ওরা আমাদের কিনা দেখা দরকার। বাদবাকী আমরা পিছু পিছু আসি। গাড়িগুলো আমাদেরই, আমরা যে ব্রিগেডের কাছে চলেছি তাদেরই। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা সিজভের ছোট কুটিরে পোঁছই। সেখানে সে তার দলবল নিয়ে থেমেছিল। গ্রামটার নাম উসিখা।

. . . .

তখনো ছ'টা বাজেনি, চাপায়েভ ও তার সঙ্গীরা পোঁছে দেখে সিজভ ও তার কমিশার উঠে পড়েছে। দুজনেই ওই মাটির কুঁড়ের ছাদে উঠে দূরবীণ দিয়ে দূরের দিকে তাকাচ্ছে আর কী সব আলোচনা করছে। চাপায়েভদের আসতে দেখে তারা নেমে এসে ওদের সেই আধা-অন্ধকার নোংরা কুঁড়ের মধ্যে নিয়ে যায়। একেবারে ছন্নছাড়ার মত দুজনের চেহারা। মুখের ওপর মড়ার মত কী কুৎসিত সবজে ছাপ। তপ্ত দুইচোখ জ্বলজ্বল করছে। চূড়ান্ত ক্লান্তিতে তারা যেন ভেঙে পড়েছে। একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠেছে তাদের অবসন্ন দৃষ্টিতে। দুজনেরই টিউনিক খোলা, গায়ে শুধু গেঞ্জি। ওই কুঁড়েটার মধ্যে এমনই ভাপসা গরম যে পুরোপরি পোশাক পরে কাজকর্ম করার উপায় নেই। সিজভের পা খালি। তার পায়ে যে পরিমাণ কাদা জমে তা দেখে বোঝা যায় কয়েক মাস তার স্নান হয়নি। অমানুষিক খাটুনি আর সমানে অনিদ্রার ফলে তার হাত দুটো কাঁপছে। একটু দ্রুত কথা বলতে গেলেই কথা আটকে যাচ্ছে। তার কণ্ঠমণি থেকে থেকে করছে ওঠা নামা। তার ফ্যাকাশে ঠোঁটদুটো শুকনো, ফাটা-ফাটা। ধীর ভাবে একটা কথাও সে বলতে পারছে না। কেমন একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠে সমানে চেঁচাচ্ছে আর প্রতি

কথার সঙ্গে হাত নাড়া আর বুক ঠোকা। সে প্রমাণ করার চেষ্টা করে জলের মত সোজা একটা সত্যি কথা — যে গোলাবারুদ ছাড়া যুদ্ধ করা নিতান্তই অসম্ভব। চারিদিক পরিব্যাপ্ত খোলা মেলা সমতলভূমি — দূরবীণে কসাকদের সমস্ত ঘাঁটিগুলি সহজেই সিজভের চোখে পড়ে।

ভাঙা গলায় সে জিজ্ঞাসা করে, 'কমরেড চাপায়েভ, গোলাবারুদের কী খবর?' চাপায়েভের মুখের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তার মুখের ভাব সে লক্ষ্য করে। জবাব শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

'আসছে। অর্ডার চলে গেছে।'

'অর্ডার গেছে মানে? আর তো পারা যায় না।'

'একটু সবুর কর। আমি কোথায় পাব — আমি তো আর তোমার জন্য গোলাবারুদ সঙ্গে নিয়ে আসিনি।' চাপায়েভ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, 'আমি বলছি তারা নিয়ে আসছে, শীগ্‌গীরই এসে পড়বে।'

উদভ্রান্ত, জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে, ওখানে দাঁড়ানো সবার মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে সিজভ শুরু করে, 'জানো, কমিশার আর আমি সারাদিন ছাদ থেকে নামিনি। এ ছাড়া দেখার আর অন্য জায়গা নেই। আর ওই শুয়োররা এক এক দিনে চার চার বার আক্রমণ করে। আমরা এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাই — তারা কী ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে, কেমন করে ঘোড়া ছুটিয়ে তারা এগিয়ে এসে আক্রমণ করছে — সব এখান থেকে আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু করার কিছু থাকে না, গোলাবারুদ নেই। গতকাল প্রথমে প্রতি তিন জনে একজন, পরে প্রতি পাঁচ জনে একজন যেন গুলি করে এই কথা বলে দিই। এখন দশজন অন্তর একজন গুলি করছে। শত্রুকে দশ পা দূরে পর্যন্ত এগোতে দিতে হয়। একমাত্র হাতবোমা আমাদের সম্বল। কিছুই করতে পারা যাচ্ছে না। দিনে চার চার বার আক্রমণ — একবার ব্যাপারটা বুঝে দেখ! নিজেই তো দেখতে পাচ্ছ জায়গাটা একেবারে টেবিলের মত সমান, চ্যাপ্টা।'

'আগামী কালের জন্য অর্ডার পেয়েছো?' চাপায়েভ জিজ্ঞাসা করে। একবার ঘরটার চারিদিকে সে চোখ বুলিয়ে নেয়।

'হাঁ, পেয়েছি বৈকি। সে সব ঠিক আছে। এখানে এরা সবাই আমাদের লোক,' সে চাপায়েভকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলে। 'কিন্তু গোলাবারুদ

না থাকলে আমি কী করতে পারি — খালি হাতে তো কিছু করার জো নেই।’

‘তা আমি জানি,’ চাপায়েভের মেজাজ গরম হতে থাকে। ‘বার বার এক কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন? শীগ্‌গীরই তোমার সুরাহা হয়ে যাচ্ছে। শ্‌মারিন আক্রমণ শুরু করে দেবে। বহু শত্রু সৈন্য ওর দিকে চালান হবে — আর তুমি…’

‘তা তো বুঝছি,’ সিজভ এক মত হল। ‘কিন্তু কথা মাত্র একটা — কার্তুজ।’

‘আর গোলা তোমার কী পরিমাণ আছে?’ চাপায়েভ জিজ্ঞাসা করে।

‘ওই একই অবস্থা। তা দিয়ে কোন রকমে এখনো চালাচ্ছি; কিন্তু রুটি — রুটি যে সব এক্কেবারে শেষ। এক টুকরোও নেই যে তোমাদের একটু খেতে দেব। মাইরি বলছি! শুধু জল আছে চায়ের কেটলীতে।

‘লরীতে করে রুটিও আসছে,’ চাপায়েভ বুঝিয়ে বলে। ‘কিন্তু আমাদের আর দেরী করার উপায় নেই — এক্ষুণি যেতে হবে শ্‌মারিনের ওখানে। এখন চলি। বিদায়।’

দমে গিয়ে তারা সিজভের ওখান থেকে যাত্রা করে। মাইল দশেকের পথ। ঘোড়াগুলো অভুক্ত রয়েছে। নিজেরাও তাই। তবে আগের দিন যে শ্‌মারিনের ওখানে খাদ্য ইত্যাদি পেঁছিছেছে সে সংবাদ তারা জানে। তারা পেঁছান মাত্র প্রাতরাশের বন্দোবস্ত হয়। ডিভিশনের অর্ডার নিয়ে শ্‌মারিন গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেছে। পরদিন সকালে তার ব্রিগেডের আক্রমণ পর্ব শুরু হওয়ার কথা। শ্‌মারিনের ওপর পড়েছে গুরু দায়িত্ব, প্রতিটি জিনিস অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন — কিন্তু বলতে গেলে এমন লোক কেউ নেই যার পরামর্শ সে পেতে পারে। তার চীফ-অব-স্টাফকে ডেকেছিল — কিন্তু তার কাছ থেকে কী আশা করা যায়? সে একটা অতি সাধারণ লোক। মনে হয় এর আগে সে ব্রিগেডে কেরাণী জাতীয় কী একটা ছিল। একজনকে চীফ-অব-স্টাফ করা দরকার, কাউকে পাওয়া যায় না, দাও ওকে বসিয়ে। লোকটা বুদ্ধিমান, একেবারে কিছু যে বুঝত না তা নয়, কিন্তু স্টাফ সংক্রান্ত ব্যাপারে সে একেবারে অজ্ঞ, কোনদিন এ সবকিছু সে শোনেইনি। চাপায়েভ, শ্‌মারিন ও অন্যেরা চা খেতে খেতে

সামরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেয়। খুঁটিনাটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায় — কোথায় কোথায় গ্রাম আছে, সেগুলো কত দূরে দূরে, শত্রুর সৈন্য সংখ্যা কত, যে সব সংবাদ সংগ্রহ করা গেছে সেগুলো কতখানি নির্ভরযোগ্য, শত্রুপক্ষও যে কিছু করার তালে আছে সে সম্পর্কে কোন আভাস ইঙ্গিত পাওয়া গেছে কি না। এইভাবে ঘরোয়া কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সব জিনিসই পরিষ্কার হয়ে আসে; তবুও খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়া মাত্র চাপায়েভ মানচিত্র খুলে বসে যায় এবং একেবারে পুংখানুপুংখরূপে শ্মারিনকে সমস্ত অবস্থা বুঝিয়ে দেয়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী ভাবে সমগ্র আক্রমণটি পরিচালিত করতে হবে। চাপায়েভের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, তার গণনার যথার্থতা দেখে সত্যই মুগ্ধ হতে হয়। ক্ষুদ্রতম বিষয়কেও গণনার মধ্যে ধরার অদ্ভুত ক্ষমতা তার বৈশিষ্ট্যের অন্যতম।

'তুমি ওইভাবে শুরু করলে, ফল এই দাঁড়াবে …। আর সেই অবকাশে, সিজভ এই পর্যন্ত এগোবে, পতাপভ নদী পার হয়ে এইখানটায় এসে পেঁাছে যাবে।'

পরিশ্রান্ত, অসুস্থ ও অর্ধ-নগ্নপদ লালফৌজদের সৈনিকেরা কত দ্রুত পথ চলতে পারবে, তাদের গোলাবারুদ ও রুটি কী পরিমাণ প্রয়োজন, সেগুলো এসে পেঁাছাতে কত সময় লাগবে, পানীয় জলের অভাব, গ্রামাঞ্চলে লোকজন আছে না গ্রাম শূন্য করে তারা চলে গেছে, পর্যবেক্ষণের কাজ কী পরিমাণ ও তা কী ভাবে করা হয়েছে, আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার জন্য কসাকদের প্রস্তুতির ধরন, সিজভের ব্রিগেডের কাছ থেকে কত সাহায্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়, রাস্তা এঁকে বেঁকে গিয়েছে সুতরাং সোজা মাঠ ধরে এগিয়ে গেলে অভিযানের গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে — এই সব বিষয় তার বিচার বিবেচনা থেকে একটাও বাদ পড়ে না। সবকিছু সে সঠিকভাবে পরিমাপ করে এবং সেগুলির সমন্বয় সাধন করে নেয়। একটার পর একটা ঘটনা কী ভাবে ঘটতে পারে তার সম্পর্কে তিনটে কিম্বা চারটে অনুমান স্থির করে, সে বর্তমান ও পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঘটনা ও তথ্যগুলিকে একত্র করে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তারপর অনুমানগুলির মধ্যে যেটার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, সেটার ওপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প অনুমানগুলি

যেন চিন্তা থেকে দূর না হয়ে যায় সেই জন্যও সকলকে সাবধান করে দেয় এবং কখন, কীভাবে, কোন কোন কাজ করে যেতে হবে সে কথা সকলকে ভালভাবে মনে গেঁথে রাখবার জন্য বারবার বলে দেয়।

দু'ঘণ্টা ধরে চলে এই মন্ত্রণা সভা। শেষ হবার পর চাপায়েভ ও ফিওদর ঘোড়ায় চড়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাওয়ার জন্য যখন প্রস্তুত, তখন কয়েক জন রিজার্ভ বাহিনীর সৈনিকরা এসে উপস্থিত। তাদের ওখান থেকে মাইল দুই পিছনে ঘাঁটি। তারা এসে ওদের আমন্ত্রণ জানায়। আমন্ত্রণটির মোদ্দা কথা হচ্ছে তাদের ওখানে থিয়েটার হচ্ছে, দেখতে যেতে হবে। ব্যাপারটির অস্বাভাবিকতায় সত্যই অবাক হতে হয়। আগামী কাল যে সব আক্রমণ হবে বলে ঠিক হয়েছে, সেগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাছাড়া শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চগুলোও বেশ নিকটে — এর মধ্যে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ এই থিয়েটারের ব্যবস্থা!

শ্মারিন হেসে বলে, 'বরাবরই এই রকম। অভিনেতার দল পেঁাছে গেলে, আর সব সময়ই সৈন্যেরা তাদের জন্য হাঁ করে বসে থাকে, কোন কথা নেই: একটা যুদ্ধও যদি চলতে থাকে, তবুও একটা না একটা অভিনয় হতেই হবে। এমন থিয়েটার-পাগলা লোক আর কোনদিন দেখা যায়নি!'

'কিন্তু এত নিকটে শত্রু?'

'তাতে ওদের কী আসে যায়? এমনও দেখা গেছে, যুদ্ধের বেগ একটু কমে এসেছে, অবস্থা কিছুটা শান্ত, অমনি ট্রেঞ্চ থেকে অর্ধেক সৈন্য বেরিয়ে পড়বে, বুকে হেঁটে হেঁটে তারা যাবে, গিয়ে একটা অঙ্ক দেখে ফিরে আসবে, তারপর আর অর্ধেক অমনি করে যাবে। এইভাবে একটি লোকও বাদ যাবে না, প্রত্যেকে দেখে তবে ছাড়বে।'

'ট্রেঞ্চের পাশাপাশি থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয় নাকি?'

'হুঁ। তাতেও পিছপা হবার মেয়ে জয়া পাভলভ্না নয়। সর্বত্র তার গতি। সৈন্যেরা যদি শোনে সে তার দল নিয়ে আসছে, তাদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে কেউ বসে থাকে না। তারা সবকিছু জোগাড়ের ব্যবস্থায় লেগে পড়ে। এমনও হয় সে এসে দেখে স্টেজ তৈরী সম্পূর্ণ। গ্রামের বেড়া টেড়া কিছু থাকার উপায় নেই তাদের দামালপনায়।'

চাপায়েভ ও ফিওদর জানত যে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জয়া

পাভলভনা একটা ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দল গড়ে তুলেছে, কিন্তু এ ধারণা তারা করতে পারেনি যে সে ফ্রেণ্ঞের এত কাছাকাছি অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে শুরু করে দিয়েছে। নিজেও সে এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। চুপচাপ থেকে গেছে, ব্রিগেডে ব্রিগেডে অভিনয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে এইটুকু সে বলত। তাকে আরও খুঁটিয়ে প্রশ্ন কেউ করেনি। ব্রিগেড পরিদর্শন করতে গিয়ে তারা শুধু সামরিক বিষয়গুলির আলোচনা করেই ছেড়ে দিয়েছে। এখন ওই কথাবার্তার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে যে স্তেপে একবার তার ভ্রাম্যমাণ দল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তারা শত্রুর গুলিবর্ষণের মুখে গিয়ে পড়ে। ব্রিগেডটি আক্রমণ চালাচ্ছিল, এবং যে রেজিমেণ্টের সঙ্গে থিয়েটার দলটি তখন ছিল, তারাও সেই ঘাঁটি ত্যাগ করে এগোনো শুরু করে। অভিনেতারা কোন ইতস্তত না করে তাদের প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য একজন করে ড্রাইভার রেখে, বাদবাকী রাইফেল হাতে নিয়ে সৈন্যেদের সঙ্গে এগিয়ে যায়। জয়া পাভলভনা সব সময়ই ঘোড়ার পিঠে। সে চলে যায় রেজিমেণ্টের কমিশারের কাছে। দশ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল, সে, কমিশার ও পাঁচজন সৈনিকের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের কাজে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তখনকার দিনের সবকিছুতেই অবাক হয়ে যেতে হয়। অভিনেতা, সংগঠক, রাজনৈতিক কর্মী, প্রচারক, কি কমিশার — সবকিছুই তারা হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তারা প্রত্যেকে এক একজন সৈনিক। এই ডিভিশনের অভিনেতা দলটি যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় তার কারণ — লালফৌজের সৈন্যেরা দেখেছে যে তাদেরই মত লোক এরা — সব অবস্থাতে তাদের সঙ্গে থাকে, প্রয়োজন হলে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে অস্ত্রধারণ করতেও এরা কুণ্ঠিত হয় না।

অভিনেতা দলটির জন্য সব সৈন্যেরা অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করত। ঠিক তারা এখন কোন ব্রিগেডে অভিনয় দেখাচ্ছে, ওখানে কতদিন তারা থাকবে, তারপর তাদের ওখানে আসবে না অন্য কোন ব্রিগেডে যাবে সব খবর তারা রাখত। 'থিয়েটার দল তাদের ওখানে আসছে।' এই সংবাদে তারা উল্লসিত হয়ে উঠত। মুহূর্তের মধ্যে এই সুসংবাদ চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে যেত। উদ্যোগ আয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে লেগে পড়ত সবাই। তারা উপস্থিত হওয়া মাত্র, নিজেদের যৎকিঞ্চিৎ যা থাকত তাই দিয়ে

তাদের আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগে থেকেই স্টেজ প্রস্তুত হয়ে থাকত। আর ফাঁকা স্তেপ ভূমির ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের জানা থাকত যে তক্তা সংগ্রহ করা দুষ্কর হবে, এদিকে যে কোন মুহূর্তে থিয়েটারের দল এসে পড়তে পারে। তাই তারা গাড়ি বোঝাই করে কাঠ সঙ্গে নিয়ে যেত।

স্টেজ তৈরী হয়ে গেছে; তখন কী স্ফূর্তি, কী উত্তেজনা! কৌতূহলী লোকের অভাব হয় না, ভীড় করে তারা এসে ঘিরে ধরে অভিনেতাদের, তাদের সিন টাঙানো, পোষাক পরা, মেক-আপ করা — সব কাজে বাধা সৃষ্টি হয়; ওই সব লোককে তখন ভদ্রভাবে দূর করা ছাড়া উপায় থাকে না। এমনও হয় যে একজন বেশি নাছোড়বান্দা গোছের সৈনিক এক পাও নড়ছে না, পোশাকের খোলা বাক্‌সের সামনে দাঁড়িয়ে ড্রেস-কোট আর ফ্রক-কোটগুলো তারিফ করছে। তারপর সবাই যখন অন্য দিকে ফিরছে, অমনি সে বেশ একটা রঙচঙে ওয়েস্ট কোট টেনে নিয়ে পড়পড় করে নিজের গায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে আর একগাল হাসি নিয়ে চিৎকার শুরু করে দেয়:

'আরে সব, রাজা দেখে যা!'

অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে পাকড়াও করে তার রাজপোষাক কেড়ে নেওয়া হয়। মাঝে মাঝে মিষ্টি দু এক ঘাও পড়ে যায় তার পিঠে। কিন্তু তবুও সে ছাড়নেওয়ালা নয়, আবার ফিরে সেই স্টেজের পিছনে গিয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে, ফাঁক খুঁজবে, আবার যদি একটা ওই রকম মেরে নিতে পারে, আবার যদি সেটা পরে লোকজনকে হাসানো যায়।

অভিনয় দেখার চেয়ে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া দেখার মধ্যেই মজা বেশি। অভিনেতারা পোষাক-পরা শুরু করেছে। কিন্তু এই পোষাক দেখিয়ে পরে যে দর্শকদের চমকে দেবে তার জন্য এখন গোপনে পরার দরকার। কিন্তু দর্শকদের কাছ থেকে গোপন করে যে কোথাও পরবে এমন জায়াগাটা কোথায়? একবার এখানে, একবার ওখানে — কোথাও তাদের রেহাই নেই। হয় তাদের সব্বাইকে আসতে দিতে হবে, নইলে কয়েকজন লোক বেছে নিতে হবে তাদের সঙ্গে; সর্ত হবে অন্যদের তারা ঠেকিয়ে রাখবে। এই দুটোর মধ্যে পরেরটায় কম বিপদ, তারা তাই করে — চল্লিশ-পঞ্চাশ জন

লোক বেছে নেয়। তাদের পোষাক পরা, পরচুলো আঁটা, মেক-আপ করা দেখতে দিতে হয় বাধ্য হয়ে। মেক-আপের জন্য যে পরিমাণ কাঠকয়লা খরচ হত তা দেখার মত! ১৯১৯-এ যখন এক টুকরো পোড়া রুটিকে মহামূল্যবান বস্তু বলে মনে করা হত সে সময় থিয়েটারওয়ালাদের মাল-মশলার বহর যে কতদূর ছিল তা কল্পনা করা কঠিন নয়। দামী দামী সব পেণ্টের কথা তখন কার মাথায় আসবে? যদি এ ধরনের দামী টুকরো টাকরা কিছু এসে পড়ত, তাকে এমনিতে খরচ না করে জমিয়ে রাখা হত বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যের জন্য — যেমন বড় দরের একটা জয়লাভ হয়েছে, কি নতুন এক চালান সামরিক পোষাক এসেছে, কিম্বা খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর এই ধরনের বিশেষ অভিনয়ের জন্য উপলক্ষ্যের সংখ্যা ডিভিশনে কম ছিল না।

অভিনয় খুব উঁচু দরের না-হলেও, বেশ মনের মত হত সকলের। জয়া পাভলভনার হয়ে এ কথা বলা চলে যে তার স্বল্প পুঁজি থেকে কখন কোথায় কোনটা সবচেয়ে লাগসই হবে সেটা সে ঠিক বেছে নিতে পারত। সে নিজেও একজন অভিনেত্রী, তাছাড়া লালফৌজের সৈনিকদের সে ভালভাবেই চিনত। সে বুঝত তারা কী চায় — তাদের চাহিদা ছিল সমকালীন ঘটনা নিয়ে লেখা বেশ সাদাসিধে, সহজবোধ্য অথচ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে এমন সব নাটক। এ ধরনের নাটক পাওয়াও যেত। এর অনেকগুলো ডিভিশনের সৈন্যেরা লিখত— দু পাঁচখানা মাঝে মাঝে বেশ উৎরেও যেত। অধিকাংশই অবশ্য কাঁচা লেখা, সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তবুও তাদের মধ্যে কেমন ধরনের একটা স্বকীয়তা, শক্তি, সঠিক মনোভাব, নির্ভুল চিন্তা, প্রবল অনুভূতি এবং আবেগ সঞ্চারের প্রয়াস, যদিও মাঝেমাঝে এই সব ধ্যানধারণা ও আবেগকে শিল্পরূপ দিতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হত। এই দলটির নাটক ও অভিনয় কিছুটা কাঁচা হলেও, তখনকার দিনের তুলনায় তা কিছুই নয়। অন্য সব জায়গায় এর চেয়ে কাঁচা, এর চেয়েও খারাপ, এমনকি মাঝে মাঝে বাস্তবিকই ক্ষতিকর নাটকও অভিনীত হত।

একমাত্র এ বিষয়ে জয়া পাভলভনার অসাধারণ প্রীতি ও অনুরক্তির ফলেই এই অবস্থার মধ্যে সর্বজনপ্রিয় একটি ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার গড়ে

তোলার মত অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে। অন্য অবস্থায়, অনুকূল পরিবেশে সখের থিয়েটার গড়ে তোলার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এখানে কোন একটা জিনিস পাওয়ার উপায় নেই, ডিভিশনের সৈন্যবাহিনী নিরবচ্ছিন্ন কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত, এহেন অবস্থায় এই থিয়েটার গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে একটা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ।

অভিনেতাদের এমনও হয়েছে — দুটো কি তিনটে উটের পিঠে তাদের সমস্ত মালপত্র চাপিয়ে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে স্তেপ পার হতে হয়েছে। ঘোড়া সংগ্রহ করা সম্ভব হলে তখন গাড়িতে করে এক রেজিমেণ্ট থেকে অন্য রেজিমেণ্টে তারা যাতায়াত করতে পারত।

চাপায়েভ ও তার সঙ্গীরা উপস্থিত হয়ে থিয়েটারকে ধন্য করুক, এই আমন্ত্রণ করার সময় আমন্ত্রণকারীদের একজনের কথা থেকে মনে হয়েছিল যে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে, সবাই ওদের জন্য অপেক্ষা করছে, ওরা গেলেই শুরু হয়ে যাবে। ওরা যাবে বলেই ঠিক করে। আর যাবেই বা না কেন ? জায়গাটা খুব দূরেও নয়, তাছাড়া তাদের এই শ্মারিন ব্রিগেডের এখানেই ঘোড়া বদল করে নিতে হবে।

দর্শকবৃন্দ ওদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। ওরা উপস্থিত হওয়া মাত্র সবার দৃষ্টি ওদের উপর পড়ে। 'চাপায়েভ এসেছে, চাপায়েভ — এই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায়।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! স্টেজের সম্মুখের কয়েক সারিতে দর্শকরা উপুড় হয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে, তাদের পিছনে যারা তারা স্বাভাবিক ভাবে বসে, তাদের পিছনে সারি সারি হাঁটু গেড়ে বসে আছে, যেন প্রার্থনায় বসেছে, আরও পিছনে সব সার সার দাঁড়িয়ে (এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি), তারপর সব গাড়ি আর তার ওপরে লোক বসে, আর সবার শেষে এই অভিনব আসনে উপবিষ্ট দর্শকবৃন্দকে ঘিরে অশ্বপৃষ্ঠে সুসজ্জিত এক দল অশ্বারোহী। এই কায়দায় সম্পূর্ণ সমতল একটা মাঠের ওপর শত শত লোকের স্থান সঙ্কুলান করা হয়েছে যাতে সকলে দেখতে পায় ও সকলে শুনতে পায়।

চাপায়েভ, ফিওদর আর পেতকার জন্য পথ করে দেওয়া হয় যাতে

ভিতরে গিয়ে স্টলে অর্থাৎ যেখানে সবাই বসে বসে দেখছে সেখানে বসে দেখতে পারে।

সেদিন ওই ডিভিশনের একজনের লেখা, তিন অঙ্ক একটা ছোট নাটক অভিনীত হচ্ছিল। এর বিষয়বস্তুও যেমন হাল্‌কা নয়, লেখার কায়দাও তেমনি কাঁচা নয়। নাটকটিতে দেখান হয়েছে কসাক গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় কসাক রমণীরা লালফৌজের নারী সৈনিকদের কী ভাবে গ্রহণ করত — প্রথমে কী ভাবে তারা তাদের এড়িয়ে যেত, গালিগালাজ করত, পরে কী ভাবে তাদের ভুল বোঝা বুঝির অবসান হত।

নাটকের প্রথম দৃশ্য — একটি রেজিমেণ্ট গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করছে। নারী সৈনিকরা, তাদের অধিকাংশই কমিউনিস্ট, পুরুষের পোষাক পরা: শার্ট, প্যাণ্ট আর পায়ে হয় বুট নয় শু, মাথায় হেলমেট কিম্বা টুপি, মাথার চুল হয় ছোট করে ছাঁটা, নয় সম্পূর্ণ কামানো। কসাক রমণীরা ওদের দেখা মাত্র, মুখ ফিরিয়ে নেয়, গালিগালাজ করে, থুঃ থুঃ করে, আর কেউ ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করে দেয়:

'এই মাগী, তুই প্যাণ্ট পরেছিস কেন? ও পরে তুই কী করবি?'

লালফৌজের একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে এক কসাক মেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই সেপাই! তোর প্যাণ্টে আবার বোতামের কিসের দরকার?'

অন্য এক জায়গায় গ্রামের মেয়েরা ওদের শাপশাপান্ত করে, 'তোদের জন্য তো, তোদের মত হারামজাদী সব মাগীদের জন্যই তো আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। শুয়োরগুলো দেশটাকে উচ্ছন্নে দিলে। তোদের মত বেশ্যা মাগীদের সৈন্য দলে ভর্তি করেছে আর কোন কাজ পায়নি তোদের দেওয়ার। আর তোদেরও ত চালচুলোর বালাই নেই। তোদের আবার লোকসান কোন জায়গায়? তাই তোরা নিষ্কর্মার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিস। পরের পেলে কোন বেটীই বা ছাড়ে?'

কমিউনিস্ট মহিলারা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে, 'তোমরা সব ভুল বুঝছ। তোমরা যা ভাবছ আমরা সে ধরনের মেয়ে নই। তোমরাও যেমন খেটে খাও, আমরাও তেমনি খেটে খাই। তোমরা খাট খেত-খামারে, আর আমরা খাটি কারখানায় — তফাৎটা এইখানে।'

'তোরা সবাই হারামজাদী!'

তোলার মত অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে। অন্য অবস্থায়, অনুকূল পরিবেশে সখের থিয়েটার গড়ে তোলার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এখানে কোন একটা জিনিস পাওয়ার উপায় নেই, ডিভিশনের সৈন্যবাহিনী নিরবচ্ছিন্ন কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত, এহেন অবস্থায় এই থিয়েটার গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে একটা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ।

অভিনেতাদের এমনও হয়েছে — দুটো কি তিনটে উটের পিঠে তাদের সমস্ত মালপত্র চাপিয়ে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে স্তেপ পার হতে হয়েছে। ঘোড়া সংগ্রহ করা সম্ভব হলে তখন গাড়িতে করে এক রেজিমেণ্ট থেকে অন্য রেজিমেণ্টে তারা যাতায়াত করতে পারত।

চাপায়েভ ও তার সঙ্গীরা উপস্থিত হয়ে থিয়েটারকে ধন্য করুক, এই আমন্ত্রণ করার সময় আমন্ত্রণকারীদের একজনের কথা থেকে মনে হয়েছিল যে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে, সবাই ওদের জন্য অপেক্ষা করছে, ওরা গেলেই শুরু হয়ে যাবে। ওরা যাবে বলেই ঠিক করে। আর যাবেই বা না কেন? জায়গাটা খুব দূরেও নয়, তাছাড়া তাদের এই শ্মারিন ব্রিগেডের এখানেই ঘোড়া বদল করে নিতে হবে।

দর্শকবৃন্দ ওদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। ওরা উপস্থিত হওয়া মাত্র সবার দৃষ্টি ওদের উপর পড়ে। ‘চাপায়েভ এসেছে, চাপায়েভ — এই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায়।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! স্টেজের সম্মুখের কয়েক সারিতে দর্শকরা উপুড় হয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে, তাদের পিছনে যারা তারা স্বাভাবিক ভাবে বসে, তাদের পিছনে সারি সারি হাঁটু গেড়ে বসে আছে, যেন প্রার্থনায় বসেছে, আরও পিছনে সব সার সার দাঁড়িয়ে (এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি), তারপর সব গাড়ি আর তার ওপরে লোক বসে, আর সবার শেষে এই অভিনব আসনে উপবিষ্ট দর্শকবৃন্দকে ঘিরে অশ্বপৃষ্ঠে সুসজ্জিত এক দল অশ্বারোহী। এই কায়দায় সম্পূর্ণ সমতল একটা মাঠের ওপর শত শত লোকের স্থান সংকুলান করা হয়েছে যাতে সকলে দেখতে পায় ও সকলে শুনতে পায়।

চাপায়েভ, ফিওদর আর পেতকার জন্য পথ করে দেওয়া হয় যাতে

ভিতরে গিয়ে ষ্টলে অর্থাৎ যেখানে সবাই বসে বসে দেখছে সেখানে বসে দেখতে পারে।

সেদিন ওই ডিভিশনের একজনের লেখা, তিন অঙ্ক একটা ছোট নাটক অভিনীত হচ্ছিল। এর বিষয়বস্তুও যেমন হাল্‌কা নয়, লেখার কায়দাও তেমনি কাঁচা নয়। নাটকটিতে দেখান হয়েছে কসাক গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় কসাক রমণীরা লালফৌজের নারী সৈনিকদের কী ভাবে গ্রহণ করত — প্রথমে কী ভাবে তারা তাদের এড়িয়ে যেত, গালিগালাজ করত, পরে কী ভাবে তাদের ভুল বোঝা বুঝির অবসান হত।

নাটকের প্রথম দৃশ্য — একটি রেজিমেণ্ট গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করছে। নারী সৈনিকরা, তাদের অধিকাংশই কমিউনিস্ট, পুরুষের পোষাক পরা: শার্ট, প্যাণ্ট আর পায়ে হয় বুট নয় শু, মাথায় হেলমেট কিম্বা টুপি, মাথার চুল হয় ছোট করে ছাঁটা, নয় সম্পূর্ণ কামানো। কসাক রমণীরা ওদের দেখা মাত্র, মুখ ফিরিয়ে নেয়, গালিগালাজ করে, থুঃ থুঃ করে, আর কেউ ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করে দেয়:

'এই মাগী, তুই প্যাণ্ট পরেছিস কেন? ও পরে তুই কী করবি?'

লালফৌজের একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে এক কসাক মেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই সেপাই! তোর প্যাণ্টে আবার বোতামের কিসের দরকার?'

অন্য এক জায়গায় গ্রামের মেয়েরা ওদের শাপশাপান্ত করে, 'তোদের জন্য তো, তোদের মত হারামজাদী সব মাগীদের জন্যই তো আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। শুয়োরগুলো দেশটাকে উচ্ছন্নে দিলে। তোদের মত বেশ্যা মাগীদের সৈন্য দলে ভর্তি করেছে আর কোন কাজ পায়নি তোদের দেওয়ার। আর তোদেরও ত চালচুলোর বালাই নেই। তোদের আবার লোকসান কোন জায়গায়? তাই তোরা নিষ্কর্মার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিস। পরের পেলে কোন বেটীই বা ছাড়ে?'

কমিউনিস্ট মহিলারা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে, 'তোমরা সব ভুল বুঝছ। তোমরা যা ভাবছ আমরা সে ধরনের মেয়ে নই। তোমরাও যেমন খেটে খাও, আমরাও তেমনি খেটে খাই। তোমরা খাট খেত-খামারে, আর আমরা খাটি কারখানায় — তফাৎটা এইখানে।'

'তোরা সবাই হারামজাদী!'

'আমাদের হারামজাদী বলছ কেন? আমাদেরও ঘর গেরস্থালি আছে। আমরাও ছেলেমেয়ের মা।'

হৈচৈ তোলে ওরা, 'তোদের ছেলেপিলের কথা সব জানি। তোদের ওসব বেজন্মা বাচ্চাদের কথা আমাদের জানা আছে।'

মহিলা কমিউনিস্টরা কসাক মেয়েদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে তারা 'অসতী' নয়, তারা সৎ পথেই জীবিকা অর্জন করে, তারা খেটে খায়। ঘটনার চাপে বাধ্য হয়ে তাদের ঘর সংসার ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসতে হয়েছে।

'তোদের আবার কি, এখানেও যা ওখানেও তাই। তোদের যা জাত, যেখানে যাবি সেখানেই মিনষে জুটবে। তোরা তো বেশ্যা মাগী। তা যদি না হবি তবে এখানে তোরা কক্ষণো আসতিস না, কিছুতেই আসতিস না।'

'তোমরা কি জান, কেন আমরা লালফৌজে যোগ দিয়েছি?'

'জানার আবার কী আছে? জানি বৈকি, আলবৎ জানি,' উত্তরটা এড়িয়ে যাবার জন্য এইভাবে তারা জবাব দেয়।

'না, তোমরা তা জান না।'

'থাক, আমরা জানতেও চাই না।' গ্রাম্য রমণীরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

'তোরা যা বলবি তা তো ডাহা মিথ্যে কথা।'

'ওটা উত্তর হল না। স্পষ্ট করে জবাব দাও।' নারী সৈনিকরা এবার ওদের চেপে ধরে। 'সোজা কথায় বল জান কি জান না। আর যদি না জান আমরা বলি।'

'তোরা বলবি আমাদের?' বিড়বিড় করে বলে ওরা। 'তোরা তো জানিস শুধু খিস্তি, অসভ্য কথা।'

'মোটেই অসভ্য কথা নয়। আচ্ছা শোন ...' বলে ভর্ৎসনার সুরে কিন্তু ভদ্রভাবে, 'নিজেদের দিকে দেখ তো চেয়ে। দেখছ, আমরাও মেয়েমানুষ, তোমরাও মেয়েমানুষ। ঠিক কি না?'

'একদিক দিয়ে হ্যাঁ, অন্যদিক দিয়ে না।'

যে মহিলা কমিউনিস্টটি কথা বলছিল সে যেন একটু ফাঁপরে পড়ে যায়।

'কী বললে? কিন্তু তোমরা যে মেয়েমানুষ এটা তো ঠিক?'

'হুঁ, মেয়েমানুষ, তাতে কী?'

'তোমাদের কাপড়-চোপড় কাচাকাচি করতে হয়? হয় না?'

'কে কাচাকাচি করে তাতে তোদের কী? ও, বুঝি তোদের মতলব চুরি করা, তাই জিগগেস করছিস?'

'নিশ্চয় তোমাদের ছেলে আছে, মেয়ে আছে, তাদের মানুষ করতে হয়?' নাছোড়বান্দা ধূর্ত মেয়েটি বলে যায়।

'ছেলে মেয়ে আবার কার না থাকে? তোদের বাচ্চাদেরই তোরা ফেলে দিস জঙ্গলে, আস্তাকুঁড়ে।'

কিন্তু মহিলা কমিউনিস্টরা কিছুতেই রাগ করে না। নাছোড়বান্দা এই প্রচারকারিণীদলকে কোন কিছুতেই টলাতে পারা যায় না।

'গরু বাছুর দেখা-শোনা করতে হয়, উনুনের ধারে সেদ্ধ হতে হয় তোমাদের। কাজের কি কোন শেষ ...'

'বাজে না বকে যদি কিছু বলার থাকে বল। ও সব তোদের চেয়ে আমরা ভালই জানি।' লালফৌজের মেয়েটিকে কসাক মেয়েটি বাধা দিয়ে বলে।

'তাহলে তোমাদেরই সবকিছু করতে হয়,' জবাব আসে। 'আমার কথা ধরতে পারছ? খেটে খেটে সারা হয়ে যাচ্ছ, যে তিমিরে সেই তিমিরেই দিন কেটে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করি, আলোর স্বাদ কোন দিন পেয়েছ? তোমার জীবন কি খুব সুখের? খু-উ-ব সুখের জীবন? উত্তর দাও!'

'সুখের বৈকি।' গ্রাম্য রমণীর তেজ একটু কমে আসে।

ওদিকে সমানে চলতে থাকে প্রশ্নবাণ, আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

'আচ্ছা, তোমার কসাক তোমায় ধরে মারে? স্বীকার করছ না কেন? তোমার স্বামী তোমায় ধরে মারে না বলতে চাও?'

'দূর হ — দূর হ,' বলে কসাক রমণী হাত নেড়ে তাকে বিদায় করতে চায়। 'তোর তাতে কী?'

প্রচারকারিণী হেসে ফেলে। 'ও, তোমার তিনি বুঝি খুব সাধু পুরুষ। কোনদিন তোমার গায়ে হাত তোলেননি — ভুলেও তোলেননি, একটি বারও না? ও সব চালাকি আমার কাছে চলবে না, অন্যের কাছে যত খুশী মিথ্যে চালাতে পার। ভাল করে আমার জানা আছে। আমারও

স্বামী ছিল — এখন না হয় সে মরে গেছে। সে ছিল একটা আস্ত শুয়োর — বরফে পচে মরুক। যে দিন সে মাতাল হত, কী অত্যাচারটাই না আমার ওপর করত, কুকুরের মত ছিঁড়ে খেত আমাকে। সে মরে যাওয়ায় আমার দুঃখ হয়েছে ভাবছ? বেশ আছি একা একা। যখন ইচ্ছে ঘুম থেকে উঠি, যখন ইচ্ছে শুতে যাই।'

'যত সব আজেবাজে বকছো তুমি?' নরম সুরে প্রতিবাদ করে ওঠে কসাক রমণী।

'বেশ, ধরলাম না হয় সে তোমাকে মারে না। ভালো কথা। কিন্তু মার না খেলেও সুখ তো তোমার কপালে কোন দিন জোটেনি, আর তা জুটবেও না কোন দিন। কে তোমার সুখের ব্যবস্থা করে দেবে? কেউ দেবে না। সে ব্যবস্থা নিজেকে করে নিতে হবে। আর তুমি ইচ্ছে করলে করতেও পার কিন্তু তুমি যে একটা খুঁটো, যেখানে পোঁতা সেখানেই পোঁতা থাকবে, নড়ানো যাবে না। ভাল দুটো কথা শুনতেও তুমি রাজী নয়। এমন হলে কে তোমাকে এই গর্ত থেকে উদ্ধার করবে, বল?'

'গর্ত থেকে উদ্ধার মানে কী বলতে চাও তুমি?' অবাক হয়ে যায় কসাক মহিলা। 'ঢের ঢের উদ্ধার দেখেছি আমি।' অন্য সব মহিলারা এবার মুখর হয়ে ওঠে।

তখন সেই সৈনিক নারী একটু জোর দিয়েই বলে, 'এ কাজ করতেই হবে। বেরিয়ে আসতে হবে তোমাদের সকলকেই। সম্মুখে পড়ে রয়েছে প্রশস্ত রাজপথ। তখনই ত সত্যিকারের জীবন শুরু হচ্ছে। তোমরা বুঝি কিছুই টের পাওনি?'

'শুরু হচ্ছে?' কসাক মহিলারা বিরক্ত হয়ে ওঠে। 'শুরু — তোমাদের ওই কেবলই এক কথা — শুরু, শেষ আর কোন দিন তোমরা কিছু করতে পারলে না।'

'সত্যিই আমরা পারিনি। কিন্তু শেষ করার জন্য আমরা পাগল — যত দ্রুত শেষ হয় ততই মঙ্গল।' আন্তরিকভাবে অকৃত্রিম অনুশোচনা-ভরা কণ্ঠে চিৎকার করে বলে সেই কমিউনিস্ট মহিলা। 'আর তার জন্যই আমাদের প্যাণ্ট পরা, যত তাড়াতাড়ি আমরা শেষ করে ফেলতে পারি তার জন্যই। আর তোমরা কিছু না বুঝেই শুধু শুধু হাসছ।'

'অদ্ভুত দেখায়, তাই হাসি।' ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে। কিন্তু হাসি বহুক্ষণ থেমে গেছে। প্রত্যেকটি কথার পরই একটু একটু করে ওদের প্রতিবাদের স্বর নরম, দুর্বল হতে থাকে।

'না হেসে বোঝার চেষ্টা কর। হাসলেই কেউ বুদ্ধিমতী হবে না।' গ্রাম্য রমণীদের সে বোঝানোর চেষ্টা করে।

'তুমি তো নিজে খুব বুদ্ধিমতী।'

এইভাবে এগিয়ে যায় সংলাপ — সহজ, প্রাণবন্ত, সাবলীল গতিতে। চমৎকার অভিনয়, প্রাণ ঢেলে অভিনয় করছে সকলে। কসাক রমণীরা কী ভাবে ওই সমস্ত সহজ সাধারণ অথচ যুক্তিপূর্ণ কথার দুর্নিবার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারছে না, ধীরে ধীরে পরাজয় স্বীকার করছে তা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে দেখান হয়। ওই ধরনের আরও অনেক কথাবার্তা হয়। ওই রেজিমেণ্ট গ্রামে যে কয়দিন থাকে নারী সৈনিকরা কসাক রমণীদের বহু প্রকারে সাহায্য করে ; তাদের ছেলে মেয়েদের ধরে, গরু বাছুর দেখে, ঘরে বাইরের আরও অনেক টুকিটাকি কাজ করে দেয়।

তারপর আসে রেজিমেণ্টের গ্রাম থেকে বিদায় নেওয়ার দিন। এর মধ্যে সব ওলট পালট হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। তাদের "শিক্ষয়িত্রী"দের জন্য কসাক মহিলারা নানা রকম মিষ্টি, পিঠে তৈরী করে আনে, বিদায় জানায়। কত চুম্বন, অভিবাদন, চোখের জল, কৃতজ্ঞতা-ভরা কত কথা — নতুন আন্তরিক সব কথা। এর পর থেকে গ্রামে দুটো ভাগ হয়ে যায়, যারা কমিউনিস্ট মহিলাদের কথা শুনেছিল তাদের ধরা হল বলশেভিক—এদের ওপর অন্যেরা শুরু করে নির্যাতন।

রেজিমেণ্ট বিদায় হওয়ার পর যেমনকার কসাক গ্রাম তেমনিই থেকে যায়। মেয়েদের অনেকেরই মন ভেঙে পড়ে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র তাদের নতুন-শেখা আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা বজায় রাখতে পারে। তবু যখনই ওই সব কমিউনিস্ট নারী সৈনিকদের কথা তাদের মনে পড়ে, সবারই মুখে ফুটে ওঠে হাসি, প্রীতিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে সকলেরই অন্তর। তখন মনে মনে এ বিশ্বাস তাদের জাগে — চিরদিন তাদের এ ভাবে গোয়াল ঘরের অন্ধকারে বাস করতে হবে না — অন্য জীবন, নতুন

আর এক জীবন দেখা দেবেই, যদিও তারা জানে না কবে সেদিন আসবে, কে তাদের জীবনে এনে দেবে সেই শুভ মুহূর্ত।

. . . .

অভিনয় শেষ হয়। যবনিকা পড়ে। দর্শকদের নিষেধ ছিল কোন রকম চিৎকার করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা কিম্বা করতালি দেওয়া; কিন্তু তাদের এই আপন জন, তাদের সবার প্রিয় এই অভিনেতাদের প্রতি অনুরাগ উৎসাহ রোধ করে কার সাধ্য, উন্মত্ত করতালিতে ফেটে পড়ে চতুর্দিক। কসাকরা তাদের ঘাঁটিতে বসে এই কোলাহল শুনে কী ভাবতে পারে? তারা কি কখন ভাবতে পারবে যে এই মঞ্চের ওপর তাদের স্ত্রীদের সব 'কমিউনিস্ট মতবাদে' দীক্ষিত করার অভিযান চলেছে?

অভিনয় শেষ হওয়ার পরই এক অবাক কান্ড। ব্যাপারটা এই — গ্রামটা দখল করার পর একটা ঘরের মধ্যে একটা কবিতা পাওয়া যায়। শ্বেতরক্ষীদের একজন কবির লেখা ওটা। ওর নীচে পি আস্ত্রভ নাম সই করা। কবিতাটি উৎসর্গ করা ছিল চাপায়েভের নামে। সুন্দর ভাবে ওটা কপি করে, এখন পড়া হচ্ছে স্টেজের ওপর থেকে। পরে এটা চাপায়েভকে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে উপহার দেওয়া হয়।

কবিতাটি হচ্ছে এই:

ভলগা নদীর সবুজ পাহাড় থেকে
এই উরালস্কের উপর
বিশাল বল্‌শেভিক বাহিনী
পূর্বদিক মুখে অভিযান করে আসছে।
তাদের গোলা বারুদের অন্ত নেই,
বহু কামান, মর্টার আর বর্শা,
আর কোমরে হাত দিয়ে তাদের
পরিচালিত করছে — এক বিদ্রোহী
নির্মম কম্যান্ডার চাপায়েভ।
সে চায় বিদ্রোহী উরালকে পদানত করে গ্রাস করতে,
আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সব গ্রাম,
ক্রন্দনে ক্রন্দনে ভেসে যায় গোটা দেশ।
প্রাণদন্ড, মাতলামি ও লুঠতরাজ

কেউ কি কোন দিন নেবে না হিসাব?
তাই গ্রামের লোকেরা সব ভাবে সভা ডাকে
যত বৃদ্ধ যুবক বালক:
'দুঃখ আসবে, কষ্টের দিন আসবে জানি
আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে।
ভাই কসাক, তুলে ধর তোমাদের বর্শা
বিগত দিনের, সুখের দিনের কথা একবার মনে করে দেখ।
বল্‌শেভিক কমিশারদের দূর করে দাও,
তাদের পাঠাও যমের বাড়ী —
তারা আসার আগে, গন্ডগোলের আগে
রুশীয় কসাকের বড় সুখে দিন কেটেছে।
স্তেপ ভূমির ঈগল — বৃদ্ধ
ও যুবক জেগে ওঠো,
দেয়াল থেকে নামাও রাইফেল,
বিশ্বস্ত তরবারি শাণিত করে নাও।'
যত কসাক সব অশ্ব পৃষ্ঠে চলে ধেয়ে,
অশ্বে মানুষে জমাট বাঁধা,
কাতারে কাতারে সব ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে পড়ে
লালফৌজের মাঝে।
পিছনে এসে দাঁড়ায় বৃদ্ধ উরাল,
হাসিতে উদ্ভাসিত বৃদ্ধের মুখ,
আর লজ্জায় শরমে মাথা নীচু করে
ভীরু লালফৌজেরা পালিয়ে যায়।

স্টেজ থেকে এই কবিতা পড়া দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। কার মাথা থেকে এটা বেরোয় জানা যায়নি। অবশ্য এটা বের করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়নি। যাই হোক, এটা প্রকাশ্যে পড়া উচিত হয়নি। চাপায়েভকে কপি দিলেই হত। পড়া শুরু হয়ে গেলে মাঝপথে কেউ থামায় না — শেষ পর্যন্ত পড়া হয়ে যায়। শেষের লাইনটা শোনার পর প্রত্যেকে হতভম্ব হয়ে পড়ে, চমকে ওঠে। ফিওদর চাপায়েভকে খোঁচা দিয়ে বলে, 'যাও, উঠে গিয়ে কিছু বল, কসাকদের কাছে কেমন "মার" খেয়েছ গিয়ে বল।'

প্রস্তাবটিতে চাপায়েভের সম্মানে ভীষণ লাগে। সে মঞ্চের উপর উঠে তার সৈনিক জীবনের ঘটনা সম্বলিত সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুব জোরালো একটি বক্তৃতা দেয়। বক্তৃতা শেষে চতুর্দিকে উদ্দীপনা ও উত্তেজনার মধ্যে তারা বিদায় নেয়। উৎসবমুখর পরিবেশে সকলেই আনন্দে বিভোর হয়ে যায়।

পরদিন এই দর্শকবৃন্দের বহুজনের মৃতদেহ স্তেপভূমির ওপর ছিন্নবিছিন্ন দলিত অবস্থায় পড়ে থাকে, বহুজনকে অঙ্গহীন অবস্থায় গাড়ি করে উরালস্কে, বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে আসতে হয়।

এর পর আর চাপায়েভ ও ফিওদরের একত্র ভ্রমণ সম্ভব হয়নি। এটাই শেষ। এর কয়েক দিন পরে ফিওদরের ডাক পড়ে অন্যত্র আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজে। তার স্থলে কমিশার নিযুক্ত হয় বাতুরিন। বাতুরিনের সঙ্গে ফিওদরের মস্কোতে পরিচয় ছিল।

ফিওদর কোথায়, কী কাজের জন্য গিয়েছিল, সে কথা আর এখানে বলার অবকাশ নেই, সেটি সম্পূর্ণ আলাদা একটি কাহিনী।

ফিওদরকে তার কাছ থেকে সরিয়ে না নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপায়েভ কাকুতি-মিনতি করে বহু টেলিগ্রাম কম্যান্ডার-ইন-চিফের কাছে পাঠায়, কিন্তু কোন ফলই হয় না। বিষয়টি আগেই ঠিক হয়ে গেছে। ক্লিচকভ যখন চলে যায় তখন চাপায়েভ বুঝতে পারে কী রকম একজন বন্ধু সে হারাতে বসেছে। ক্লিচকভ তাকে একমাত্র চিনতে পেরেছিল, সে তাকে গভীরভাবে ভালোওবাসত — অন্যেরা তার বিরুদ্ধাচরণ করলে সে তার পক্ষে দাঁড়াত, আর "ওপরওয়ালা", "স্টাফ" ও "চেকা"দের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ ও তর্জন গর্জন শুনে সে উত্তেজিত হত না বা তার কদর্থ করত না। কমিশার এবং সর্বপ্রকার "রাজনৈতিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ"দের বিরুদ্ধে চাপায়েভ যে সব কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করত ক্লিচকভ তাতে বিন্দুমাত্র রাগ করত না, কিম্বা বিপ্লবী পরিষদের কাছে গিয়ে সে সব কথা লাগাত না। সে জানত এসব রাগের মাথায় বলা, এসব কথা ধরা উচিত নয়। এক সময় সে চাপায়েভকে গ্রিগরিয়েভ ও

মাখনোর* সমগোত্রীয় বলে মনে করেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে তার ভুল ধরতে পারে, সে বুঝতে পারে যে রাগের মাথায় হঠাৎ এ ধারণা করা তার অন্যায় হয়েছে। সোভিয়েত সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা চাপায়েভের পক্ষে কোন দিন কোন সময় সম্ভব হবে না, কিন্তু কোন সূক্ষ্ম প্রশ্ন দেখা দিলে তার অশোভন আচরণ ও উন্মত্ত গালিগালাজ দেখে যারা তাকে ভাল করে চিনত না, জানত না এমন যে কোন লোকেরই মনে সন্দেহ হওয়া কিছু আশ্চর্যের নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, একবার ডিভিশনটি তখন উফার নিকটে কোন একটি জায়গায় মস্কো থেকে একজন হোমরা-চোমরা এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত; তিনি একটিবার মাত্র চাপায়েভের কথা শোনার সুযোগ পান — কিন্তু চাপায়েভ সম্পর্কে আজেবাজে বহু কথা তিনি বহু জনের কাছে শুনেছিলেন। তিনি ফিওদরের কাছে এই ধরনের একটি মন্তব্য করেছিলেন: “একটু বেচাল হলেই সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত পা বেঁধে ফেলবো।”

এই শুনে ফিওদরের ভীষণ রাগ হয় এবং দুচারটে অশিষ্ট মন্তব্য সে প্রয়োগ করে বসে, যার ফলে সেই বিরাট ব্যক্তির বিরাগভাজন তাকে হতে হয়। কিন্তু সত্যিসত্যি সেই ব্যক্তির সন্দেহ করার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কি কিছু ছিল? সে-সন্দেহ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, কারণ প্রথম দিন তার সঙ্গে চাপায়েভ যে রকম ব্যবহার করেছিল ঠিক সেই রকম ব্যবহারই সে অসংখ্যবার করেছিল ফিওদরের সঙ্গে। যাই হোক, চাপায়েভের সঙ্গে ফিওদর ছ'মাসের বেশি সময় কাটিয়ে গেল — এবং এর যে স্মৃতি সে নিয়ে যাচ্ছে তা কোনদিন মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। চাপায়েভের মত তার পক্ষেও এই বিচ্ছেদ অত্যন্ত দুঃসহ। সে জানে না যে এর ফলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সে বেঁচে যায়— দু' সপ্তাহ যেতে না যেতে তার স্থলাভিষিক্ত পাভেল স্তেপানিচ বাতুরিনকে তার হয়ে, তারই কাজ করতে করতে জীবন বলি দিতে হয়।

পরে ফিওদর অবাক হয়ে ভাবে, গভীরভাবে চিন্তা করা শুরু করে — চাপায়েভের বীর আখ্যা কিসের জন্য, কোনগুলো তার কীর্তিকলাপ,

---

* গৃহযুদ্ধের সময় উক্রেনে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী আনার্কিস্ট দলগুলির দুজন নেতা।

তাছাড়া বীর, বীরের কীর্তি, এ সব বলে কিছু আদৌ আছে কি না। চাপায়েভ এবং সে, দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়েছে, এতটুকু ছাড়াছাড়ি হয়নি তাদেব। আর সেদিনগুলোও তেমনি অশান্ত, দুর্দান্ত দিন; যুদ্ধ বিগ্রহ অভিযান লেগেই রয়েছে। চাপায়েভের প্রতিটি কাজের সঙ্গে ফিওদর পরিচিত, সবকিছু তার চোখের সম্মুখে ঘটেছে। সেগুলোর অর্থ সে উপলব্ধি করেছে। তাছাড়া তার সব কাজকর্ম কৌশল প্রভৃতির পিছনে যে গোপন কারণ ও উদ্দেশ্য থাকত তাও সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানত এবং বুঝত। আলেক্সান্দ্রভ গাই-এ চাপায়েভের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে উরালস্কের শেষ বিদায়ের দিন পর্যন্ত প্রতিটি দিন এক এক করে সে মনের মধ্যে আনার চেষ্টা করে। স্লমিখিন্‌স্কায়ার যুদ্ধ — আশ্চর্য দ্রুত তার গতি, বিদ্যুৎ গতিতে গণনা করার তার কী সুনিপুণ দক্ষতা। তার কাজ করার কী অসাধারণ শক্তি আর কি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করে সে যেতে পারে। উফা অভিযান, পিলিউগিনোর যুদ্ধ, উফার যুদ্ধ, আবার এখানে উরালস্কে। কিন্তু এর মধ্যে কোথায় সত্যিকারের বীরোচিত কীর্তিকলাপ? চতুর্দিক বিস্তৃত যশ চাপায়েভের। হাঁ, এ কথা সত্যি যে অন্য যে কোন ব্যক্তির তুলনায় যশের অধিকারী হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি চাপায়েভ। পরাজয়ের সঙ্গে পরিচয় চাপায়েভ ডিভিশনের কোনদিন ঘটেনি — এর মূলেও চাপায়েভ স্বয়ং। একটি মাত্র সুতীব্র আকাংক্ষায় উদ্দীপিত এই ডিভিশনটিকে অখণ্ড দৃঢ় বন্ধনে গ্রথিত করা, তারা যে অজেয় এই বিশ্বাস তাদের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া এবং অভিযানরত অবস্থায় সব কিছু কষ্ট, অভাব, অভিযোগ মুখ বুজে সহ্য করা, এমনকি উপেক্ষা করার শিক্ষা তাদের দেওয়া — সত্য সত্যই বীরের কাজ। ডিভিশনের প্রতিটি কম্যাণ্ডার তার হাতে তৈরী। তাদের সে খুঁজে বের করেছে, তাদের সে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে, তাদের মনের মধ্যে সঞ্চার করেছে সে তার সংকল্পের প্রচণ্ডতা। আর সকলকে সে একত্র করে একটি লক্ষ্যে তাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত করতে শিখিয়েছে, সে চিন্তা জয়লাভের চিন্তা। তার দীক্ষা জয়ের দীক্ষা। বীরের মত কাজ নিঃসন্দেহে। কিন্তু চাপায়েভের নামের সঙ্গে জড়িত কাহিনীর সঙ্গে এর মিল নেই। সেখানে এই ভাবে দেখান

হয়েছে — চাপায়েভ সৈন্যবাহিনীর আগে আগে চলেছে, মুক্ত তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে, একা শেষ করে ফেলেছে সে শত্রুকে, প্রচণ্ড লড়াই সে একা-একাই করে, যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করে সে একা। ঘটনা মোটেই তা নয়। যে সময়, যে অবস্থা, যে পরিবেশ তাকে মানুষ করেছে, তাকে যশের উচ্চ শিখরে বসিয়েছে, সে সময়, সে অবস্থা বিচার করলে চাপায়েভকে একজন সুদক্ষ এবং বিচক্ষণ সংগঠক বলা চলে। কিন্তু স্থান কাল যদি অন্য রকম হত, মানুষগুলো যদি ওই রকমের না হত, তবে সর্বজনপ্রিয় বীর ভাসিলি ইভানিচ চাপায়েভের নাম কেউ কোনদিন শুনতে পেত না। বাতাসে যেমন পাতলা তুলোর আঁশ দেশময় ছড়িয়ে পড়ে তেমনি লালফৌজের হাজার হাজার সৈনিকের মুখে মুখে চাপায়েভের সুখ্যাতি গোটা স্তেপময় এবং তারও বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যের মুখে তার কীর্তিকাহিনী শুনে তারা মুগ্ধ হয়ে যায়, সবকিছু দ্বিধাহীন ভাবে বিশ্বাস করে। তারপর নিজেদের কল্পনার রঙে তার বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে দেয়। চাপায়েভের এই সব মহিমাকীর্তনকারীদের জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে যে তাদের অধিকাংশেরই সে সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, তাছাড়া চাপায়েভকে তারা অনেকে কোন দিন চোখেই দেখেনি। সত্য ঘটনা তারা একটাও জানে না।

এইভাবেই এক একজন বীরকে কেন্দ্র করে কত কাহিনীর সৃষ্টি হয় এবং প্রচলিত হয়, চাপায়েভকে কেন্দ্র করেও তাই ঘটেছিল। চাপায়েভের নাম নিঃসন্দেহে গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তার কারণও আছে — এই ধরনের মানুষ সত্যই দুর্লভ।

আমরা এই নাটকীয় ঘটনাবলীর সমাপ্তির পর্যায়ে পেঁৗছেছি। আমরা পূর্বেই বলেছি ফিওদর ক্লিচকভকে তার নিকট রাখার জন্য চাপায়েভের অনুরোধ ব্যর্থ হয়েছে। যখন ক্লিচকভ নিজে ইঙ্গিত দেয় যে সে চাপায়েভের সঙ্গে কাজ করে যেতে চায় তখন তাকে সরাসরি এবং একটু কড়া সুরেই ডেকে পাঠান হয়। ছ'মাস পূর্বেকার আর আজকের ক্লিচকভের মধ্যে এখন অনেক তফাৎ। সে নিজেকেই নিজে চিনতে পারে

না — এত পরিবর্তন তার হয়েছে। যে কঠোর পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে তার ছাপ তার দেহে, মনে। তার মানসিক বৃত্তিগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যে কোন সমস্যার সমাধান সে এখন সহজভাবে, অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে করতে পারে, এর আগে, যুদ্ধক্ষেত্রের এই পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞতার আগে, এইগুলিই তার কাছে মনে হত অসম্ভব দুরূহ। সামরিক জীবন তার উপর যে কী বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে তার গভীর তাৎপর্য সে এতদিনে উপলব্ধি করতে পারে।

বাতুরিন এসে ফিওদরের সঙ্গে তার বাসাতেই থাকে। দুই বন্ধুর মধ্যে মস্কোর কথা হয় — আগেকার দিনের সব পুরানো কথা। তারপর আসে ডিভিশনের কথা। তাকে যে অবস্থায় এখানে কাজ করতে হবে ফিওদর তা সব বুঝিয়ে বলে। যে কোন কারণে হোক পাভেল স্তেপানিচকে এতক্ষণ কেমন মনমরা বিষণ্ন দেখাচ্ছিল, কিন্তু কী অদ্ভুত, অসাধারণ পরিবেশে তাকে কাজ করতে হবে শোনামাত্র সে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

ডিভিশনের পার্টি সম্মেলন। শেষবারের মত ফিওদর সভাপতিত্ব করছে। এই সুযোগে সে তার স্থলাভিষিক্ত বাতুরিনকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কমরেডরা তার কাছে বিদায় নেয় — অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা তারা জানায়। তার এই চলে যাওয়া সকলকে ব্যথিত করে তোলে। গত ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রীতি ও সহৃদয়তার মধুর এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের শ্রদ্ধার একটি বিশেষ কারণ ছিল: সেটা তার অদ্ভুত ক্ষমতা, যে ভাবে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত চাপায়েভ আর চাপায়েভবাদকে অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মী, চেকা, স্টাফ প্রভৃতির বিরুদ্ধে চাপায়েভের অপ্রিয় এবং মাঝে মাঝে মারাত্মক ধরনের আক্রমণ করার পদ্ধতিকে। সম্মেলনের পর সে দিন সন্ধ্যায় ফিওদর সমস্ত কম্যান্ডার ও কমিশারদের তার ঘরে ডেকে পাঠায় তাদের কাছে বিদায় নেওয়ার জন্য। পাভেল স্তেপানিচ সেখানে থাকে, কিন্তু কেমন ধারা একটা অদ্ভুত ভাব নিয়ে। সে ঘরে ঢুকেই একটা কোণে চুপচাপ বসে থাকে — কারুর সঙ্গে একটা কথাও বলে না। ওদিকে ফিওদরের বন্ধুবান্ধবরা তার সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যায়। তার সঙ্গে তাদের শেষ কথা। এই ক'মাসের

সামরিক জীবনের কত কথা, কত ঘটনা তাদের মনে পড়ে। এত ভাল, এমন সহৃদয় কমরেডকে ছাড়তে হচ্ছে বলে তাদের মনের কত দুঃখ তারা প্রকাশ করে।

পরদিন সকালে পরস্পর পরস্পরের বিদায় চুম্বন নিয়ে এক একজন এক একদিকে বেরিয়ে পড়ে। ফিওদর যায় সামারার দিকে, চাপায়েভ ও বাতুরিন রণাঙ্গনে, ব্রিগেড ও সব রেজিমেন্ট পরিদর্শনের কাজে।

আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হতে থাকে। শ্মারিনের ব্রিগেডের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্য ডিভিশন থেকে আসা অপর একটি ব্রিগেড — তারা উরাল নদীর নিম্নমুখে বড় সড়ক বরাবর এগিয়ে যায়। উরাল ছাড়িয়ে বুখারা অঞ্চল, সেই দিকে এগিয়ে চলেছে পতাপভের ব্রিগেড। স্তেপে সেই নৈশ অভিযানের পরে ফিওদর ও চাপায়েভ যেখানে পৌঁছেছিল সেই উসিখার কাছাকাছি সিজভ তার সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করে একটি মতলব হাসিল করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তাকে নিরাশ হতে হয়। ক্ষয়-ক্ষতির তুলনায় তেমন কিছু লাভ হয় না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চাপায়েভও অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝতে পারে এবং দ্রুত সেইভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে। সে বুঝতে পারে যে আগেকার সেই জোর করে ধরে-আনা কৃষকদের নিয়ে গঠিত কলচাক বাহিনীর সঙ্গে যে ভাবে লড়াই করা গেছে এখানে স্তেপে কসাকদের সঙ্গে সেই কায়দায় লড়াই করা অসম্ভব। এখানে একটা অঞ্চল কিম্বা জায়গা হাতছাড়া হলে তারা ভীত কিম্বা বিচলিত হয়ে পড়ে না। এই বিরাট বিস্তৃত স্তেপ জুড়ে কসাকদের দেশ, এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিশ্চিন্তে তারা চলা-ফেরা করতে পারে— প্রত্যেকটি স্থানে তাদের অভ্যর্থনা জানায় অধিবাসী কসাকরা। তারা পশ্চাদভাগে থেকে যেতে পারে—তাদের চেনা অত্যন্ত দুষ্কর, ভীষণ বিপজ্জনক আর তেমনি দারুণ বিশ্বাসঘাতক তারা। সুতরাং কসাকদের বিতাড়িত করে নিয়ে যাওয়া, তাদের সৈন্যবাহিনী আপনা থেকেই ভেঙে পড়ার জন্য অপেক্ষা করা, কিম্বা একটার পর একটা গ্রাম দখল করা — এটা অত্যন্ত ফলপ্রদ হলেও একমাত্র ও প্রধান লক্ষ্য এখন হলে চলবে না। এখনকার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত কসাকদের

সৈন্য শক্তি ক্ষয় করা, তাদের রেজিমেণ্টগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা। পূর্বে লালফৌজের সৈন্য সংখ্যার যা ক্ষয়ক্ষতি হত কলচাক বন্দীদের দিয়ে সেই হ্রাস পূরণ করা সম্ভব হত। কিন্তু এখন কসাক বন্দীদের দিয়ে তা সম্ভব নয়। কসাকরা জাত-শত্রু, অন্তত তারা সহজে বন্ধু কিম্বা সহায়ক হয় না। তাই শত্রু সৈন্য ধ্বংস করাই এখন চাপায়েভের প্রধান কাজ। লালফৌজ এখন যতই এগোবে, যতই তারা স্তেপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে, ততই দিন দিন এই কাজ দুরূহ হয়ে উঠবে। তাদের অসুবিধা বেড়ে যাবে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রান্তিতে তারা অবসন্ন হয়ে পড়বে, এবং কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দারুণ দুরবস্থার মধ্যে তাদের পড়তে হবে।

কসাকদের পক্ষেও কঠিন হবে। কিন্তু লালফৌজের পক্ষে আরও কঠিন হবে অবস্থা। এর অর্থ — সৈন্য, সমরোপকরণ ক্ষয়-ক্ষতির জন্য প্রস্তুত হয়ে যে কোন মূল্যে এখন যত দ্রুত সম্ভব আঘাত হানতে হবে — এখনকার তুলনায় স্তেপের অভ্যন্তরে আরও বেশি প্রবেশ করলে ক্ষতির পরিমাণ শতগুণ বৃদ্ধি পাবে। চাপায়েভ তাই এই আকাংক্ষিত লক্ষ্য সাধনের জন্য নানা প্রকার কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করে। উঁসিখার কৌশলটি মোটেই প্রয়োজনানুযায়ী হয়নি। তার জন্য সমস্ত সৈন্য একত্র সমাবেশ করে, উরালের দ্বিতীয় রাজধানী লুবিশ্চেন্‌স্কের উপর সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে শহরটি দখল করা হয়। ক্ষতি? হাঁ, ক্ষতি খুবই হয়, কিন্তু সেই তুলনায় যা লাভ হয়, তাও খুব কম নয়। এই রকম পাঁচটি আঘাত হানতে পারলেই অভিযানের সমাপ্তি ঘটান সম্ভব হবে।

লুবিশ্চেন্‌স্কের পর, গরিয়াচেন্‌স্ক ছাড়িয়ে তারা মের্গেনেভস্কির আগে ঘাঁটি গাড়ে। পশ্চাদপসরণরত কসাকরা খুব ভালভাবেই নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে। নদীর নিম্নভাগে, বালিপূর্ণ ভূভাগে তাদের কী দুরবস্থায় পড়তে হবে তা তারা বেশ বুঝতে পারে। এইখানেই কোথাও লালফৌজকে প্রতিরোধ না করতে পারলে তাদের সমূহ বিপদ। সুতরাং তারা গ্রামগুলির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা যতদূর সম্ভব দৃঢ় করে। লুবিশ্চেন্‌স্কে তাদের প্রতিরোধ খুব শক্তিশালী ছিল। বহুক্ষণ তারা দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু লালফৌজের সামনা সামনি প্রচণ্ড আক্রমণ

তাদের ধারণার অতীত ছিল। তারা ভেবেছিল চাপায়েভের একমাত্র ভরসা কৌশলে সৈন্যদের পরিচালনা করার উপর। এবং সে এখনও শুধু ঘেরাও করার পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। তাদের ভুল হয়েছিল এবং এই ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারা এখন মের্গেনেভস্কিকে তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে। বসন্তকালীন যুদ্ধের পরিত্যক্ত ট্রেঞ্চগুলি তারা কাজে লাগায়, কামান শ্রেণী সমাবেশ করে এবং মেশিনগান ট্রেঞ্চের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছাড়াও প্রতিটি কোণে, প্রতিটি ফাঁকে সেগুলো বসিয়ে দেওয়া হয়। এ সব সত্ত্বেও লালফৌজ এখানে সম্মুখ থেকে আক্রমণ চালিয়ে মের্গেনেভস্কি দখল করে। বহু কসাক নিহত হয়, কিন্তু লাল ফৌজের ক্ষতি হয় আরও বেশি। এই জয়ের জন্য প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তাদের। কসাকরা চাপায়েভের সব কৌশলগুলিই ধরে ফেলে এবং তার প্রত্যেক পদক্ষেপের প্রত্যুত্তর দেয়। মের্গেনেভস্কি যুদ্ধের পর, সম্মুখ আক্রমণ এখন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা উচিত, এই কথা বুঝে চাপায়েভ সিজভকে অর্ডার দেয় বড় রাস্তা বরাবর এগোতে; আর শ্মারিনকে পাঠায় কুশুম উপত্যকার দিকে কিজিল-উবিনস্কি বসতির বিরুদ্ধে যাতে তার সাখার্নায়ার কাছে এগিয়ে যাওয়ার ফলে ঐ কসাক গ্রামটি সিজভের পক্ষে দখল করা সহজতর হয়।

সেই সময় স্লামিখিনস্কায়ার দিক থেকে কসাক রেজিমেণ্টগুলিও ঠিক ওই দিকে এগচ্ছিল, আর ঠিক যে গ্রামটিতে ইভানভো-ভজনেসেনস্ক রেজিমেণ্টের মালপত্র বোঝাই সব গাড়ি আটকা পড়েছিল, সেই গ্রামে তারা এসে হঠাৎ উপস্থিত। একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় সেখানে। মাত্র তিন জন কোনরকমে পালাতে সক্ষম হয়। তারা গিয়ে সংবাদ দেওয়া মাত্র ব্রিগেডে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হয়। ওদিক থেকে কসাকরা আসতে পারে কেউ ভাবেওনি। মালপত্র রক্ষার জন্য রেজিমেণ্ট তখন ওই গ্রামের দিকে ছোটে। কিন্তু তারা বিশেষ কিছু উদ্ধার করতে পারে না। কসাকরা সবচেয়ে ভাল যা কিছু সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে লড়াই করতে করতে পালিয়ে যায়।

লালফৌজের সৈন্যেরা গিয়ে দেখে এক পৈশাচিক দৃশ্য। মাটির উপর পড়ে দুজন যুবতীর দেহ। তাদের স্তন দুটো কাটা। তাদের পাশে

সৈন্যদের মৃতদেহ। কারুর মাথা গুঁড়ো হয়ে গেছে, মুখ ফালিফালি করে চিরে ফেলা, দুটো হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন; রোগামত একজন সৈনিকের রক্ত-মাখা দেহ চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। তার পুরুষাঙ্গ কেটে তার মুখের মধ্যে গুঁজে দেওয়া। এক বীভৎস লোমহর্ষক দৃশ্য।

কেবল মাত্র প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থই নয়, কসাকরা নিশ্চয় চেয়েছিল লালফৌজের সৈনিকদের মনে এমন ভীতি সঞ্চার করতে যাতে তারা বন্দী হবার নামে আঁৎকে ওঠে, যাতে এই স্তেপে থাকা যে কী জিনিস তারা টের পায় এবং দলত্যাগ করে পালিয়ে যায়। তাই যদি হয়, তবে তারা যা চেয়েছিল ফল হয় তার বিপরীত। কসাকদের হাতে পড়লে কী নির্যাতন ভোগ করতে হবে সেই আতঙ্কে কোন সৈনিকই আর প্রাণ থাকতে ধরা দিতে চাইত না — তারা মরিয়া হয়ে অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করত — দেহের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে তারা সংগ্রাম চালিয়ে যেত। ওই গ্রামে যা ঘটেছিল সেই দুঃসংবাদের কাহিনী একদল থেকে অন্য দলে, এক বাহিনী থেকে অন্য বাহিনীর মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ওই অমানুষ, ওই জল্লাদদের প্রতি ঘৃণায় ক্রোধে প্রত্যেকটি সৈন্য শপথ গ্রহণ করে— হয় যুদ্ধে জয়লাভ না হয় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ।

সংগ্রাম করতে করতে সিজভ কার্শিনস্কি পর্যন্ত এগিয়ে শমারিনের আগমন সংবাদের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু ওদিকে শমারিন ও তার ব্রিগেড স্তেপের মধ্যে পথ হারিয়ে ঘুরে মরছে, বেশ কয়দিন নিজের রেজিমেণ্টগুলির সঙ্গে সে কোন যোগাযোগই স্থাপন করতে পারে না। চতুর্দিকে পাহারা, খোঁজ করতে সে যাদের পাঠায়, কসাক পেট্রোলরা তাদের ধরে ফেলে। কসাকরা তাদের কাছ থেকে সংবাদ বের করার চেষ্টা করে, তাদের কাছ থেকে চিঠিপত্র দলিল প্রভৃতি কেড়ে নেয়, তারপর তাদের মাথা কাটে। গুলি নষ্ট করতে তারা নারাজ — আর তাদের ফাঁসিতে লট্‌কানোর কোনো উপায় নেই। যতগুলি লোক পাঠান হয়েছিল তাদের সবারই ভাগ্যে ওই একই দুর্দশা ঘটে। এর চেয়ে দুঃসময় কিম্বা দুরবস্থা আর কোন দিন দেখা দেয়নি। আশেপাশে কোন কসাক গ্রাম নেই, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ নগ্ন স্তেপভূমি, মাঝে মাঝে দু' একটা ছোট

ছোট পল্লী। রুটির শেষ টুকরোটুকু পর্যন্ত সৈন্যদের খাওয়া শেষ। এখন শুরু হয়েছে পশু হত্যা। আগুনে ঝলসে নিয়ে সেই মাংসই এখন একমাত্র খাদ্য। সব রকমের অসুখ দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে জন্ডিস্ বহুজনকে কাবু করে ফেলেছে। ডাক্তার ওষুধ কোন কিছু মেলার উপায় নেই। তার উপর জলাভাব। কয়েকজন সৈনিক কুশুম নদীর ধারে গিয়ে দেখে ওই দিকটা শুকিয়ে গেছে — একটুও জল নেই। পুরানো বদ্ধ পুষ্করিণীতে যেমন সবজে সবজে কাদা জমে থাকে সেই রকম। বালতি, টিন, কেটলী ভর্তি করে তাই তারা ছেঁচে নেয়, কাদাগুলো নিংড়ে জল বের করে খায়। রেজিমেণ্টের জন্য বালতি ভরে নিয়ে আসে। কে আগে খাবে, তাই নিয়ে শুরু হয়ে যায় মারামারি। একটা কুয়ো মিলে যায়। কসাকদের কুয়োয় কোন দিনই বেশি জল থাকত না। সবশুদ্ধ পনর বালতি জল তোলা সম্ভব হয়। কুয়োতে বালতি নামিয়ে তার সমুখে একটি মেশিনগান বসাতে হয় আর চারিদিকে কড়া পাহারা। সব রেজিমেণ্টের মধ্যে সমান করে ভাগ করে দেওয়া হয় জল। প্রতিটি বালতি জলের জন্য সার বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে হাজার হাজার হলুদবর্ণ মুখ, গাল বসা, ক্লান্তিতে-ভেঙে-পড়া সৈনিক। কখন তাদের পালা আসবে তার জন্য হাঁ করে থাকত তারা। এক একজন করে এগিয়ে আসত; ঠাণ্ডা জল দেখে তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠত এমন এক লুব্ধ হিংস্র দৃষ্টি, মনে হত যেন ওই জলের বালতির উপর এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে ছিনিয়ে নেবে ওই বালতি। জলের মধ্যে উষ্ণ মুখ ডুবিয়ে আকণ্ঠ পান করে নেবে, তৃষ্ণার্ত শুষ্ক ওষ্ঠ দিয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে সবটুকু জল। মারো কাটো, দূর করে দাও, গুলি কর — তবু তাকে ঠেকাতে পারবে না — পান সে করবেই! চারিদিক ঘিরে যদি পাহারা না থাকত তবে অনুরূপ কাণ্ড ঘটা বিচিত্র ছিল না। বেচারারা এক একজন করে আসছে আর তাদের হাতে দেওয়া হচ্ছে একটি মগ। মগের তলায় এইটুকু করে জল দেখে বেচারা কাকুতি-মিনতি করে সেই বালতি হাতে লোকটিকে বলে:

'ভাই আর একটু দাও।'

'উপায় নেই, সব্বাইকেই এইটুকু করে।'

'এক ফোঁটা।'

'এক ফোঁটারও উপায় নেই।'

আবার আর একবার সে চেয়ে দেখে মগের তলায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যায় ঠোঁটের কাছে, যেন জল খেতে সাহস পায় না। তারপর খালি মগটার জল চাটতে থাকে চেটেই যায়, যেন মগটা ভর্তি ছিল মধুতে, ঘন মিষ্টি মধু, সবটুকু কিছুতেই সে শেষ করতে পারছে না।

অন্যান্য সব কুয়ো ওপর থেকে অর্ধেক পর্যন্ত মাটি দিয়ে ভর্তি। সমস্ত মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলে, দেখে তলায় শুধু কাদা। দুটো কুয়ো দেখে তারা গরু ঘোড়ার মৃতদেহ দিয়ে ভর্তি-করা, দুর্গন্ধে কাছে আসা যায় না। এ দুটো কুয়োও তারা সাফ করে ফেলে। সমস্ত মৃতদেহ তুলে ফেলে সেই পচা দুর্গন্ধ কালো নোংরা জল ছেঁচে নিয়ে এসে পান করে।

এই দুরবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয় শ্মারিনের ব্রিগেডকে। তারপর তাদের যোগাযোগ হয় সিজভের সঙ্গে। ইতিমধ্যে সিজভ সাখার্নায়া অধিকার করে নিয়েছে; শ্মারিনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে না থেকে তারা এগিয়ে যায়।

রাগে দিশেহারা হয়ে চাপায়েভ নির্মম হয়ে ওঠে। আদেশ অমান্য করার জন্য শ্মারিনের সামরিক বিচারের ব্যবস্থা করে এবং তাকে গুলি করে হত্যা করার আদেশাজ্ঞা দাবী করে। এই ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য গঠিত কমিশনের সভাপতি হয় সিজভ। সে চায় শ্মারিনের পদাবনতি, তাকে একটা রেজিমেণ্টের অধিনায়কত্ব দেওয়া হোক। বাতুরিন তাকে সমর্থন করে। পর দিন সকালে ব্রিগেড কম্যাণ্ডারের পদ থেকে শ্মারিনকে অপসারিত করা হয়।

রেজিমেণ্টরা সব প্রস্তুত হয়ে গেছে, কালমিকভের ভিতর দিয়ে তারা কাস্পিয়ান সাগরের তীরে গুরিয়েভ অভিমুখে রওনা হবে। আর এই সময়ই এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল কোনদিন যা ভোলা যাবে না, মন থেকে মুছে ফেলা দুষ্কর হবে।

ডিভিশন হেডকোয়ার্টার তখন লবিশেচনস্কে। ওখান থেকে প্রতিদিন চাপায়েভ আর বাতুরিন মোটরে করে সমস্ত রেজিমেণ্টগুলি পরিদর্শন করে বেড়ায়। শরৎকালের শীত পড়তে আর দেরী নেই। দিন ছোট হয়ে আসে, ঝরঝরে সুখকর দিনগুলো একটুতেই কেটে যায়, সন্ধ্যা নামে, তারপর

চারিদিক গ্রাস করে নেয় শরৎ রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার। পলায়নরত কসাক বাহিনীর অবস্থা দিন দিন চরমে উঠতে থাকে, তাদের সম্মুখে নির্জন স্তেপভূমি আর নিরন্ন দিন — এক অপরিচিত দেশ। প্রতিরোধ করতে হলে এই তার সময়। এখনই, এর পর আর সুযোগ মিলবে না। তাই মরিয়া হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় কসাকরা — তাদের বিজয়ী প্রতিপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে, সোজা গিয়ে তাদের মর্মস্থলে আঘাত হানার পরিকল্পনা তারা করে। বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে সাখার্নায়ার দূর দিয়ে, কুশুম উপত্যকার ভেতর দিয়ে, চিজ্ নদীর জলাভূমির পাশ কাটিয়ে আর ঠিক যে-যে স্থান দিয়ে বসন্তকালে স্লামিখিনস্কায়ার কাছে চাপায়েভ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই সব স্থান অতিক্রম করে, অলক্ষ্যে লালফৌজের পশ্চাদভাগে ঢুকে পড়বে — তারপর অতর্কিত এক আক্রমণে ল্বিশ্চেনস্কে সমবেত সমস্ত কিছু, সব লোকজনকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সেই সময় ওখানে পদস্থ বহু লোকজন ছাড়াও, বিভিন্ন সামরিক বিভাগের অফিস বসেছে — তাছাড়া বহু সামরিক উপকরণ, গোলাবারুদ, পোষাক-আষাক ইত্যাদি সম্প্রতি পৌঁছেছে। পথ চলার অমানুষিক কষ্ট, অনশন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলে বহু সৈন্য, এক একটা গোটা কোম্পানী এমনকি একটা সমগ্র ব্যাটালিয়ান পর্যন্ত, টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়েছিল বলে ডিভিশনের সৈন্যদের নতুন জুতো, নতুন পোষাক দিয়ে সজ্জিত করার ব্যবস্থা তখন করা হয়েছিল।

উরালস্ক থেকে গুরিয়েভ — এই দুরূহ অভিযানের সময় যুদ্ধের ফলে যত না সৈন্য অকেজো হয়ে পড়েছিল, তার চেয়ে বেশি হয়েছিল টাইফাসের দাপটে। গ্রামের সব ঘরবাড়ি, রেজিমেন্টের মালবাহী সব ওয়াগন, এমনকি রাস্তার পাশের নালাগুলি পর্যন্ত রোগাক্রান্ত অসুস্থ সৈন্যে ভর্তি হয়ে যায়। একদল অসুস্থ সৈন্য নিয়ে যেতে না যেতেই আর একদল অসুখে পড়ে যায়। সকলকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। তারা পড়ে থাকে পরিত্যক্ত কসাক গ্রামের জনশূন্য ঘরগুলিতে, কিম্বা ঘাসের ওপর, নালার মধ্যে, এমনকি রাস্তার ওপরে। ওষুধ তো নেই-ই, তার ওপর চিকিৎসা বিভাগের অর্ধেক লোক হয় মৃত কিম্বা পীড়িত।

'এক ফোঁটারও উপায় নেই।'

আবার আর একবার সে চেয়ে দেখে মগের তলায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যায় ঠোঁটের কাছে, যেন জল খেতে সাহস পায় না। তারপর খালি মগটার জল চাটতে থাকে চেটেই যায়, যেন মগটা ভর্তি ছিল মধুতে, ঘন মিষ্টি মধু, সবটুকু কিছুতেই সে শেষ করতে পারছে না।

অন্যান্য সব কুয়ো ওপর থেকে অর্ধেক পর্যন্ত মাটি দিয়ে ভর্তি। সমস্ত মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলে, দেখে তলায় শুধু কাদা। দুটো কুয়ো দেখে তারা গরু ঘোড়ার মৃতদেহ দিয়ে ভর্তি-করা, দুর্গন্ধে কাছে আসা যায় না। এ দুটো কুয়োও তারা সাফ করে ফেলে। সমস্ত মৃতদেহ তুলে ফেলে সেই পচা দুর্গন্ধ কালো নোংরা জল ছেঁচে নিয়ে এসে পান করে।

এই দুরবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয় শ্মারিনের ব্রিগেডকে। তারপর তাদের যোগাযোগ হয় সিজভের সঙ্গে। ইতিমধ্যে সিজভ সাখার্নায়া অধিকার করে নিয়েছে; শ্মারিনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে না থেকে তারা এগিয়ে যায়।

রাগে দিশেহারা হয়ে চাপায়েভ নির্মম হয়ে ওঠে। আদেশ অমান্য করার জন্য শ্মারিনের সামরিক বিচারের ব্যবস্থা করে এবং তাকে গুলি করে হত্যা করার আদেশাজ্ঞা দাবী করে। এই ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য গঠিত কমিশনের সভাপতি হয় সিজভ। সে চায় শ্মারিনের পদাবনতি, তাকে একটা রেজিমেণ্টের অধিনায়কত্ব দেওয়া হোক। বাতুরিন তাকে সমর্থন করে। পর দিন সকালে ব্রিগেড কম্যাণ্ডারের পদ থেকে শ্মারিনকে অপসারিত করা হয়।

রেজিমেণ্টরা সব প্রস্তুত হয়ে গেছে, কালমিকভের ভিতর দিয়ে তারা কাস্পিয়ান সাগরের তীরে গুরিয়েভ অভিমুখে রওনা হবে। আর এই সময়ই এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল কোনদিন যা ভোলা যাবে না, মন থেকে মুছে ফেলা দুষ্কর হবে।

ডিভিশন হেডকোয়ার্টার তখন ল্বিশ্চেনস্কে। ওখান থেকে প্রতিদিন চাপায়েভ আর বাতুরিন মোটরে করে সমস্ত রেজিমেণ্টগুলি পরিদর্শন করে বেড়ায়। শরৎকালের শীত পড়তে আর দেরী নেই। দিন ছোট হয়ে আসে, ঝরঝরে সুখকর দিনগুলো একটুতেই কেটে যায়, সন্ধ্যা নামে, তারপর

চারিদিক গ্রাস করে নেয় শরৎ রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার। পলায়নরত কসাক বাহিনীর অবস্থা দিন দিন চরমে উঠতে থাকে, তাদের সম্মুখে নির্জন স্তেপভূমি আর নিরন্ন দিন — এক অপরিচিত দেশ। প্রতিরোধ করতে হলে এই তার সময়। এখনই, এর পর আর সুযোগ মিলবে না। তাই মরিয়া হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় কসাকরা — তাদের বিজয়ী প্রতিপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে, সোজা গিয়ে তাদের মর্মস্থলে আঘাত হানার পরিকল্পনা তারা করে। বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে সাখার্নায়ার দূর দিয়ে, কুশুম উপত্যকার ভেতর দিয়ে, চিজ্‌ নদীর জলাভূমির পাশ কাটিয়ে আর ঠিক যে-যে স্থান দিয়ে বসন্তকালে স্লামিখিনস্কায়ার কাছে চাপায়েভ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই সব স্থান অতিক্রম করে, অলক্ষ্যে লালফৌজের পশ্চাদভাগে ঢুকে পড়বে — তারপর অতর্কিত এক আক্রমণে লুবিশেচনস্কে সমবেত সমস্ত কিছু, সব লোকজনকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সেই সময় ওখানে পদস্থ বহু লোকজন ছাড়াও, বিভিন্ন সামরিক বিভাগের অফিস বসেছে — তাছাড়া বহু সামরিক উপকরণ, গোলাবারুদ, পোষাক-আষাক ইত্যাদি সম্প্রতি পৌঁছেছে। পথ চলার অমানুষিক কষ্ট, অনশন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলে বহু সৈন্য, এক একটা গোটা কোম্পানী এমনকি একটা সমগ্র ব্যাটালিয়ান পর্যন্ত, টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়েছিল বলে ডিভিশনের সৈন্যদের নতুন জুতো, নতুন পোষাক দিয়ে সজ্জিত করার ব্যবস্থা তখন করা হয়েছিল।

উরালস্ক থেকে গুরিয়েভ — এই দুরূহ অভিযানের সময় যুদ্ধের ফলে যত না সৈন্য অকেজো হয়ে পড়েছিল, তার চেয়ে বেশি হয়েছিল টাইফাসের দাপটে। গ্রামের সব ঘরবাড়ি, রেজিমেন্টের মালবাহী সব ওয়াগন, এমনকি রাস্তার পাশের নালাগুলি পর্যন্ত রোগাক্রান্ত অসুস্থ সৈন্যে ভর্তি হয়ে যায়। একদল অসুস্থ সৈন্য নিয়ে যেতে না যেতেই আর একদল অসুখে পড়ে যায়। সকলকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। তারা পড়ে থাকে পরিত্যক্ত কসাক গ্রামের জনশূন্য ঘরগুলিতে, কিম্বা ঘাসের ওপর, নালার মধ্যে, এমনকি রাস্তার ওপরে। ওষুধ তো নেই-ই, তার ওপর চিকিৎসা বিভাগের অর্ধেক লোক হয় মৃত কিম্বা পীড়িত।

কসাকদের অবস্থাও খুব যে ভাল তা নয়। তবে তাদের একটা সুবিধা যে গ্রামগুলোতে তারা পৌঁছাচ্ছে আগে, আর যা পাচ্ছে, লুঠে-পুটে নিচ্ছে। গরু-ঘোড়া সব নিজেদের সঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর অন্য সব যতখানি পারছে সঙ্গে নিচ্ছে। বাদবাকী পুড়িয়ে দিচ্ছে, নষ্ট করে ফেলছে, বিষ মিশিয়ে রাখছে, ব্যবহারের অযোগ্য করার জন্য যা-যা করা তা সবই করছে। আর এই সমস্ত লুঠতরাজ-করা, বিধ্বস্ত অঞ্চল দিয়ে যেতে হচ্ছে লালফৌজের সব রেজিমেণ্টদের। তাদের বরাতে না মেলে রুটি, না মেলে জল, গোলাবারুদ, গাড়ি-ঘোড়া সবকিছুরই অভাব তাদের দিন দিন বেড়েই চলে। যতই এগোয়, অবস্থা ততই সঙ্গীন হয়ে ওঠে। কসাকরা এ অবস্থা জানত, তাই তারা যে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এই আক্রমণের ফলাফলের ওপর তাদের অনেকখানি আশা করা অন্যায় হয়নি। তারা ভেবেছিল ডিভিশন হেডকোয়ার্টার যদি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলা যায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে তবে পঞ্চাশ-ষাট মাইল এগিয়ে-যাওয়া সব রেজিমেণ্টের পক্ষে বিচ্ছিন্ন, রিক্ত অবস্থায় আর প্রতিরোধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই ভেবে তারা অসহায় অবস্থায় খুশি হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। তারা ভেবেছিল অজেয় চাপায়েভ ডিভিশন পরাজিত হবে এবং এই পরাজয়ের অর্থ — উরাল স্তেপভূমি থেকে কমিউনিস্ট আক্রমণ-কারীদের চির বিদায়। এই যুদ্ধের উপর তারা এতখানি আশা করেছিল যে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ, বহু অভিজ্ঞ সামরিক নেতা যারা, তারা নিয়েছিল এই যুদ্ধ পরিচালনা করার দায়িত্ব। লুবিশ্চেনস্কের উপর ঘনিয়ে আসছিল ঘনকৃষ্ণমেঘ, কিন্তু এই আসন্ন মহা দুর্যোগের সংবাদ লাল ফৌজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

অন্য দিনের চেয়ে সেদিন চাপায়েভের কেমন একটা বিমর্ষ ভাব। মোটর নিয়ে অতি ভোরে সে বেরিয়ে পড়েছিল রণাঙ্গনের দিকে, কিন্তু বেশিক্ষণ না থেকে দুপুরের মধ্যেই লুবিশ্চেনস্কে ফিরে আসে। অগ্রগমনের গতি শ্লথ হয়ে আসছে। দিন দিন টাইফাসে আক্রান্তদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ভীষণ ভাবে। প্রয়োজনীয় সরবরাহ সময়মত এসে পৌঁছাচ্ছে না। সবকিছুই সে দেখতে পাচ্ছে এবং এর জন্য টানাহেঁচড়া করলেও যে বিশেষ কিছু এগোবে

না — তাও সে বেশ বুঝতে পারে। অসাধ্য সাধন করা যায় না। প্রত্যেকটি ব্রিগেড আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু অবস্থা এমনই যে তাদের অমানুষিক, অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও কিছুতে কিছু হচ্ছে না। হতাশাগ্রস্ত, অবসন্ন দেখায় চাপায়েভকে। কতকগুলি সন্দেহ তার মনে উদয় হয়েছিল, সেগুলি আলোচনা করার জন্য বাতুরিনের সঙ্গে দেখা করে এসেই পরে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঘরটার এদিক ওদিক পায়চারী শুরু করে দেয়। কোন একটা জিনিসের সমাধান সে মনে মনে খুঁজছিল কিন্তু পায়নি। মনের মতন সমাধান সে খুঁজে পায় না। দোরের আড়াল থেকে পেতকা তাকে লক্ষ্য করছিল। কোন কথা না বলে চুপচাপ সে অপেক্ষা করছিল যদি ভাসিলি ইভানিচ তাকে কোন অর্ডার দেয়।

চেকভ আসে, কিন্তু পেতকা তাকে দোরগোড়ায় থামিয়ে দেয়। ভিতরে না যাবার পরামর্শ দিয়ে বলে, "ভাই, তোমার কথা চিন্তা করার সময় এখন ওর নেই — তুমি যাও।" বিরাট গোঁফ জোড়া নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে কোন কথা না বলেই ফিরে যায় চেকভ। ইলিয়া তিওত্‌কিনও একবার উঁকি মেরে যায়, চাপায়েভের সঙ্গে তারও খুব জরুরী কথা। কিন্তু তার মেজাজের খবর পেয়ে তক্ষুণি ভেগে যায়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে পেতকাকে চিফ্‌-অব-স্টাফ নভিকভকে ঢুকতে দিতে হয়। নভিকভ রিপোর্ট করতে চলেছে, পেতকা তাকে বাধা দিতে সাহস পায় না।

নভিকভ অল্প বয়স্ক যুবক, বয়স মাত্র তেইশ বছর। জারের আমলের একজন প্রাক্তন অফিসার। এদের মধ্যে যে দু একজনকে চাপায়েভ বিশ্বাস করত নভিকভ তাদের মধ্যে একজন। সে তাকে ভালওবাসত। ১৯১৮-য় লালফৌজে যোগদান করার পর বহুবার সে তার আনুগত্য প্রমাণ করেছে। শোনা যায় সে আহতও হয়েছিল। সব কম্যান্ডারদের সঙ্গে নভিকভের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, তাদের সঙ্গে তার সম্পর্কও ছিল ভাল — এক কথায়, সে তাদের আপন জনের মত ছিল। তারাও তাকে তাদের আপন জনের মত ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। চাপায়েভ তাকে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করত একটি ঘটনা থেকে তা বেশ বোঝা যায় — তাদের এতদিনের একসঙ্গে কাজ করার মধ্যে চাপায়েভ কোন দিন তাকে গালাগালি করেনি কিম্বা তাকে শাসায়নি। এমন ভাগ্য খুব কম লোকের হয়েছে।

নভিকভ ঘরে ঢুকে, হাতে একগাদা কাগজ নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে।

চাপায়েভ দেখতে পেয়ে বলে:

'দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এস।'

'আসি,' বলে নভিকভ এগিয়ে যায়।

চাপায়েভ টেবিলের কাছে গিয়ে বসে। টেবিলের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নভিকভ রিপোর্ট করা আরম্ভ করে দেয়। কথা বলতে বলতে সে মানচিত্রে দেখিয়ে দেয় সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী ডিভিশন কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে। চাপায়েভ তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। যে-ব্রিগেডটি উরাল পার হয়ে বুখারা অঞ্চলে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সরবরাহের অপ্রাচুর্যতার ফলে অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থাতে সংগ্রাম চালাচ্ছে বলে খবর আসে, বিশেষ করে সে জানতে চায় তার কথা। কিন্তু যখন সে শোনে যে সেখান থেকে বিশেষ টেলিগ্রামে তারা মালপত্র পেঁছানর সংবাদ জানিয়েছে, সে খুশী হয়ে ওঠে। তার মেজাজও নরম হয়, কথাবার্তার সুরও পাল্টিয়ে যায়। ধীর-স্থির হয়ে তখন সে কথাবার্তা বলে।

নভিকভ বলে যায়, 'আপনি নিশ্চয় জানেন, কাল এখান থেকে মাইল দশেক দূরে আমাদের মালপত্র বোঝাই পাড়িগুলোর ওপর একটা হামলা হয়।'

'জানি।'

'খোঁজ করে জানা গেল কয়েকজন আহত, কয়েকজন নিহত হয়েছে। কসাকদের পেট্রোল বাহিনীটি ওদের তাড়া করে গ্রামের প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত আসে, তারপর যে কোনদিকে তারা চলে যায় কেউ বলতে পারে না।'

'তারা কি ওদের পিছু ধাওয়া করে গিয়েছিল?'

'আমাদের সৈন্যরা দেরী করে ফেলে — কোন দিক দিয়ে ওরা গেল তাই ওরা দেখতে পায়নি। মালপত্রের সঙ্গে যারা ছিল তাদের মধ্যে যে কয়জনের প্রাণ বাঁচে — তারাও ও সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না।'

'নভিকভ, তুমি কি মনে কর কাছাকাছি কোথাও ওদের বিরাট সৈন্য বাহিনী আছে?'

'বুঝতে পারছি না। আপনার নির্দেশ অনুসারে আজ অতি ভোরে

চতুর্দিকে পর্যবেক্ষক দল পাঠান হয়েছিল, তাছাড়া দুটো বিমানও পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান হয়।'

'কেউ ফিরে এসেছে?'

'বিমানে যারা গিয়েছিল তারা ফিরেছে কিন্তু সৈন্যের গতিবিধি তারা কোথাও কিছু দেখেনি।'

চাপায়েভ বলে, 'একটা কাজ কর, আজ রাত্রে ডিভিশন স্কুলটি যেন পাহারার জন্য মোতায়েন থাকে।'

'আচ্ছা।'

আরও কয়েকটা জিজ্ঞাসাবাদের পর নভিকভ বিদায় নেয়। কিছুক্ষণ পর আসে পাভেল স্তেপানিচ। পেট্রোলরা একটু আগে ফিরেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে সে আসছে — তারাও কোথাও কিছু দেখতে পায়নি।

সেদিনের সেই সর্বনাশী ভয়ঙ্করী রাত্রিতে ডিভিশন স্কুলটিকে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থেকে কে যে সরিয়ে নিয়েছিল আজ পর্যন্ত তা রহস্যাবৃত থেকে গেছে। কোন দিন আর সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। চাপায়েভের কাছ থেকে এ নির্দেশ কক্ষণো আসেনি। নভিকভও সন্দেহের বাইরে। লুবিশ্চেনস্ক হত্যাকাণ্ডের সেই রাত্রে নভিকভ বীরের মত লড়াই করে। নিদারুণ দুর্বিপাকের মধ্যে তাকেও পড়তে হয়।

কসাকদের সঙ্গে গ্রামের লোকের যে সংযোগ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কতকগুলি বাড়ির মধ্যেও কসাক সৈন্যেরা লুকিয়ে ছিল, সেখান থেকে মেশিনগান ও রাইফেল চলতে থাকে। ডিভিশনের বিভিন্ন গুদাম ও দপ্তর খুঁজে বের করতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। আগে থেকেই ভাল করে খোঁজ খবর নেওয়া ও সবকিছু প্রস্তুত করা তাদের ছিল।

বাতুরিনের সঙ্গে চাপায়েভের যখন করা হচ্ছিল একজন শুভাকাংক্ষী কসাক রমণী, যার ছেলে উরালস্কের একজন কর্মচারী, ঘরের মধ্যে জোর করে ঢুকে পড়ে। পেতকার কোন বাধা সে মানে না। হন্তদন্ত হয়ে সে অনেক কিছু তাদের বলে, বোঝানর চেষ্টা করে যে ভীষণ বিপদ উপস্থিত; ঘোড়ায় চড়ে বহু লোক স্তেপে ঘোরা-ফেরা করছে, কিন্তু তার সতর্ক বাণীতে কেউ কান দেয় না। চাপায়েভ আর বাতুরিন শুধু একটু

হাসে, তারা ভাবে এই মহিলা যে পেট্রোল দল মালবোঝাই গাড়িগুলো আক্রমণ করেছিল তাদের কথা বলছে। এই 'নির্বোধ মহিলা'টির কথা তিওতকিন যখন আসে পেতকার কাছে শুনতে পায়। চাপায়েভ কমিশারের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত শুনে তিওতকিন সুড় সুড় করে আবার ফিরে যায়।

মধ্য রাত্রি গত হয়ে গেছে বহুক্ষণ, আকাশে প্রত্যুষের প্রথম আলোক রেখা দেখা দিয়েছে — গ্রামবাসী তখনো পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। গ্রামের সীমানায় অগ্রগামী কসাক দল চোরের মত এসে পেঁাছায়, প্রহরীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। তারপর অন্যেরা আসে — দলের পর দল আসতে থাকে, প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যায় তাদের সংখ্যা। তারপর যখন দল ভারী হয়ে ওঠে তখন তারা এগিয়ে আসে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মত।

শান্ত্রীদের গুলিবর্ষণে ধ্বনিত হয় বিপদ সঙ্কেত। কিন্তু আসন্ন বিপদটা আবিষ্কার হয় খুব দেরী করে। গ্রামের সমস্ত রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে কসাক সৈন্যেরা। আন্দাজে বিশৃংখল ভাবে গুলি শুরু হয়ে যায়। কাদের ওপর, কোন দিকে গুলি ছুঁড়বে তাই কেউ বুঝতে পারে না। লালফৌজের সৈনিকেরা লাফ দিয়ে ওঠে — চতুর্দিকে ছুটোছুটি করতে থাকে — তাদের পরনে একমাত্র তাদের অন্তর্বাস। চূড়ান্ত বিশৃংখলতা তো বটেই, তার সঙ্গে একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থা। আপনা থেকেই ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে সকলে। আর যারা রাইফেল নেওয়ার সুযোগ পায় তারা যে কোন আড়াল আবডাল থেকে গুলিচালনা শুরু করে দেয় রাস্তা লক্ষ্য করে। তারপর শুরু হয় পালানো — নদীর দিক লক্ষ্য করে দৌড় দেয় সকলে। উরালের তীর অভিমুখেই সকলের গতি। পলায়নরত লালফৌজের উপর গ্রামের প্রান্তে চড়াও করে কসাকরা, তাদের সকলকে কেটে কুচি কুচি করে ফেলে, কয়েকজনকে বন্দী করে। এখানে কসাকদের কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু গ্রামের মধ্যভাগে তারা প্রবেশ করতে পারে না। একস্থানে চাপায়েভকে ঘিরে শ'খানেক সৈন্য— মুহূর্তের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে তারা মাটির উপর শুয়ে পড়ে। চাপায়েভের পরনে শুধু অন্তর্বাস, ডান হাতে একটা রাইফেল, বাঁ হাতে রিভলবার। ইতিমধ্যে বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে, সবকিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কয়েক

মুহূর্তের নিদারুণ উৎকণ্ঠা। পরক্ষণেই শায়িত সৈন্যদল দেখে অশ্বারোহী অসংখ্য কসাক ধেয়ে আসে তাদের দিকে। এক ঝাঁক গুলি ছুটে যায় তাদের লক্ষ্য করে — ঝাঁকে ঝাঁকে শুরু হয়ে যায় গুলিবর্ষণ। একটা মেশিনগান টেনে আনা হয়েছিল, সেটাও চালান শুরু হয়ে যায়। কসাকরা বাধ্য হয় পিছু হটে যেতে।

পাশের রাস্তার ওপর ছিল রাজনৈতিক বিভাগের হেডকোয়ার্টার। সেখানে বাতুরিনকে কেন্দ্র করে প্রায় জন আশী সমবেত হয়েছে। তাদের মধ্যে আছে নভিকভ, ক্রাইনিউকভ আর সুভোরভের নেতৃত্বে রাজনৈতিক বিভাগের প্রায় সব কর্মীই। কসাকদের ঘন ঘন আক্রমণ ও ক্রমশ আক্রমণের বেগ বৃদ্ধি পেতে দেখে, বাতুরিন ওই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার এই অতর্কিত আক্রমণে সবার আগে গাড়ির ওপরে যে কসাক মেশিনগান চালকরা ছিল লাফ দিয়ে পড়ে যে যার মত ছুট দেয়। দুটো মেশিনগান বাতুরিনের হস্তগত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান দুটোর চোঙ ঘুরিয়ে দেওয়া হয় শত্রুর দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে নভিকভের পায়ে ভীষণ আঘাত লাগে। তাকে একটু টেনে এনে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদের মাথাতেও আসে না যে তাকে নিয়ে কী করা যায় — ওখানেই ওরা তাকে ফেলে চলে যায়। সে কোন রকমে তখন একটা কুঁড়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে যায় ও ঘরের মধ্যে ঢুকে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে থাকে। বাতুরিনের দল তাদের অন্য যে কোন দলের চেয়ে বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করে যেতে সক্ষম হয় — কিন্তু কারুর সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার ফলে তাদের এই ধারণা শেষ পর্যন্ত থেকে যায় যে তারাই একমাত্র একটি ক্ষুদ্র দল আর সৈন্যবাহিনীর মূল অংশ যে স্থানে যুদ্ধরত সেই স্থানটি খুব দূরে নয়, এবং চাপায়েভ নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছে। এই ধারণা নিয়েই তাদের মৃত্যু হয়। সকলে বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে যাওয়ায় একটি দলের বিপর্যয় আর একটি দলের সাফল্যকেও অকেজো করে দেয়। তার আশেপাশে কী ঘটছে কিম্বা আর কী করা উচিত — কিছুই কেউ বুঝে উঠতে পারে না। সামনাসামনি আক্রমণ করে দ্রুত জয়লাভের সম্ভাবনা কম দেখে কসাকদের এক অংশ ঘোড়া থেকে নেমে বাড়ির পিছনকার উঠোন

দিয়ে, বাগানের ভেতর দিয়ে প্রতিরক্ষাকারীদের পশ্চাদভাগে যাওয়া শুরু করে।

পিছন থেকে যখন গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে যায়, আর সামনে থেকে কাতারে কাতারে কসাকরা ঝাঁপিয়ে পড়ে একের পর এক আক্রমণ চালাতে শুরু করে তখন বাতুরিনের দলটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়, তারা পালাতে চেষ্টা করে। যে যেখানে পারে লুকিয়ে পড়বে, এই মনে করে প্রাণপণে যে যার মত দৌড়ে পালায়। কিন্তু একজনও তাদের রক্ষা পায় না। গ্রামের লোক তাদের সব্বাইকে ধরিয়ে দেয়। একটি প্রাণীও বাদ যায় না। উরাল পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে যারা নদী সাঁতরে পার হয়ে যেতে পারে, একমাত্র তারাই রক্ষা পায়। বাতুরিন একটা কুঁড়ে ঘরে দৌড়ে গিয়ে ঢোকে। উনুনের পাশে এক কোণে আত্মগোপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই বাড়ির গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে কসাকদের ডেকে এনে দেখিয়ে দিয়ে বলে—এই লোকটা নিশ্চয় কমিশার। এই পাজী মেয়েমানুষটা পাভেল স্তেপানিচ যে সভায় গ্রামবাসীদের সম্বোধন করে বক্তৃতা করেছিল তা নিশ্চয় মনে করে রেখেছিল। স্বয়ং কমিশারকে হাতের মুঠোয় পেয়ে উন্মত্ত কসাকেরা তাকে নির্যাতন করে, জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন কিছু জানবার চেষ্টা করার কথা ভাবলও না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তার উপর তাদের পৈশাচিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হিংস্র লালসায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। টেনে তাকে বাইরে আনা হল। প্রত্যেকেই ক্ষেপে ওঠে, বন্দীর বুকে প্রথম তরবারির আঘাত কে করবে। তার মাথার ওপর রাইফেল ঘোরায় তারা, তাদের তরবারিতে তরবারিতে ঠোকাঠুকি লেগে ঝন্ ঝন্ করে ওঠে — পাষণ্ড মূর্তি শয়তান সব অপেক্ষা করে কখন তাকে ফেলে দেওয়া হবে মাটির ওপর। আর যেই তাকে ফেলে দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে তরবারি, বেয়নেট তার পেটে, মুখে, গলার মধ্যে বিঁধিয়ে দেয় সকলে। শুরু হয়ে যায় এক পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য। এতেও তাদের তৃপ্তি হয় না। তার পা ধরে শূন্যে তার দেহ ঘোরাতে ঘোরাতে এমন জোরে আছাড় মারে যে তার মাথার খুলি চৌচির হয়ে ফেটে ঘিলু ছিটকে বেরিয়ে যায়। তার জামাকাপড় খুঁচিয়ে চিরে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে তারা। তারপর লাথি মারতে শুরু

করে সেই রক্তাক্ত মাংস পিণ্ডের ওপর — প্রত্যেকের লক্ষ্য সেই অংশটুকুর ওপর যেটা ছিল তার মুখমণ্ডল। বন্দী অবস্থায় পাশেই দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন লালফৌজের সৈনিক — তারা তাদের প্রিয় কমিশার পাভেল স্তেপানিচ বাতুরিনের মৃতদেহের দুরবস্থা দেখে ঘৃণায় ক্রোধে শিউরে উঠছিল। হতভাগ্যের দল! কিছুক্ষণের মধ্যেই কসাকদের তরবারির আঘাতে তাদের প্রত্যেকের মৃতদেহ ধুলোয় গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু চাপায়েভ কোথায়?

ট্রেঞ্চে বেশিক্ষণ থাকা অসম্ভব হয়ে যায়। নদীর ধার বরাবর কসাকরা এখানেও ঢুকে পড়ে। পশ্চাদপসরণ করতে হয় নদীর তীরের দিকে। অত্যন্ত উঁচু এবং খাড়া তীর, জল অনেক নীচে। ওই উঁচু জায়গায় ওঠা মানে গুলির অব্যর্থ লক্ষ্য হওয়া। দুধারে কসাকদের মেশিনগান — নদীর ওপর সমানে গুলি চলছে — যারা নদী সাঁতরে বুখারার দিকে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে তারা গুলিতে নিহত হচ্ছে। চাপায়েভের হাতে লাগে একটা গুলি। মুখ মুছতে গিয়ে দেখে তার গালে, তার কপালে রক্তরেখা। পেতকা সর্বক্ষণ তার পাশে আগলে দাঁড়িয়ে।

'ভাসিলি ইভানিচ, তোমার মাথার ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিই!'

'ঠিক আছে, মাথায় কিছু হয়নি।'

'তোমার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে।' রুদ্ধকণ্ঠ পেতকা জেদ করে।

'ছেড়ে দাও ওসব — ওতে কিচ্ছু হবে না।'

এক-পা এক-পা করে খাড়া নদীর তীরের দিকে তারা পিছু হটতে থাকে। আশা করার আর কিছুই নেই। খরস্রোতা উরাল পার হয়ে পালানো, খুব কম লোকেই তা পারে। কিন্তু চাপায়েভের প্রাণ রক্ষা করতে হবে, এ বিষয়ে সকলেই তারা একমত, স্থির সংকল্প।

পেতকা চিৎকার করে বলে, 'জলের ধারে ওকে নামিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য কর!' কাকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কাকে সাহায্য করতে হবে, প্রত্যেকেই বোঝে। পাশেই দাঁড়িয়েছিল যারা তাদের মধ্যে চারজন সৈনিক এগিয়ে যায় সাহায্য করতে, তার রক্তাপ্লুত হাতখানি কাঁধের ওপর রেখে অতি সন্তর্পণে বালিময় ঢালু দিয়ে তাকে নামিয়ে নিয়ে চলে।

চাপায়েভ ও আর চার জন মিলে জলে নেমে পড়ে। সাঁতার শুরু করে দেয় তারা। সঙ্গে সঙ্গে দুজন গুলিতে নিহত হয়, বাকী দুজনে সাঁতরে চলে। অপর পারে তারা প্রায় পেঁছে গেছে — নির্মম এক বুলেট ছুটে এসে চাপায়েভের মাথায় গিয়ে আঘাত করে। তার সঙ্গী হামাগুড়ি দিয়ে ঘাস পালার মধ্যে ঢুকে পড়ে পিছন দিকে ফিরে চায় — নেই, কেউ নেই। উরালের খরস্রোতে চাপায়েভ কোথায় ডুবে গেছে।

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকে পেতকা—পেতকা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তার রাইফেলের সব কার্তুজ নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন সে হাতে নেয় রিভলবার। এগিয়ে আসছে কসাকরা, তাদের দিকে লক্ষ্য করে পরপর ছটা বুলেট ছুঁড়ে, সপ্তমটি সে ছুঁড়ল নিজের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে। অতি সাধারণ একজন সৈনিক, কত ক্ষুদ্র — কিন্তু কী অমিত তেজশালী আদর্শ চরিত্র পুরুষ পেতকা। কসাকরা এগিয়ে এসে তার মৃতদেহের উপর চরিতার্থ করে তাদের উন্মত্ত প্রতিহিংসা। পরে তার বন্ধুরা অতি কষ্টে তার মৃতদেহ সনাক্ত করতে পারে — বালির মধ্যে গোঁজা রক্তাপ্লুত একটা মাংসপিন্ড।

এই শোকাবহ দুর্ঘটনার দু' মাস পরে রিপাবলিকের বিপ্লবী সামরিক পরিষদের পক্ষ থেকে নির্ভীক যোদ্ধা পিওত্র ইসায়েভকে তার বীরত্বের জন্য "অর্ডার অব দি রেড ব্যানার" সম্মানে ভূষিত করা হয়। এই সম্মান প্রদান করতে দু'মাস দেরি হয়।

চেকভ ইসায়েভ ও অন্যান্যদের সঙ্গে পিছু হটে নদীর একেবারে ধার পর্যন্ত এসে পেঁছায়। জলে নামার মুহূর্তে বালির ওপরই তার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ে -- একটা বুলেট এসে লাগে তার মাথায়।

কোন দিকে, কোন জায়গায় আর কোন প্রতিরোধের চিহ্ন থাকে না। লালফৌজের সৈন্যেরা পালাতে থাকে। কসাকরা তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে। তাদের ধরে তারা সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে।

'ইহুদি, কমিশার আর কমিউনিস্ট যারা — এগিয়ে এস!'

তারা এগিয়ে আসে, অন্যদের তারা বাঁচাতে চায়। কিন্তু সব সময় এতেও অন্যদের প্রাণরক্ষা হয় না। সঙ্গীদের পিছনে রেখে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় তারা — উন্নতশির, অনাড়ম্বর শৌর্যে কী মহীয়ান। ঠোঁট কাঁপছে,

ক্রোধবহ্নি জবলে উঠছে দুই চোখে, কসাকদের চাবুককে দিচ্ছে অভিসম্পাত, কসাকদের বুলেট, কসাকদের তরবারির আঘাতে প্রাণ বিসর্জন দেয় তারা। অন্যদের নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় মাঠের মধ্যে — মেশিনগান চালিয়ে দেওয়া হয় তাদের উপর। গ্রামের বাইরে ইঁট তৈরীর জন্য যে সব রিবাট গর্ত হয়েছিল, এই সব মৃতদেহ দিয়ে সেগুলো ভর্তি হয়ে যায়...

ব্রিগেডগুলি সব তখন সাখার্নায়াতে এবং নদীর আরও উত্তরদিকে কসাক গ্রামগুলি দখল করে রয়েছে। দুঃসংবাদ ছড়িয়ে যায় চতুর্দিকে। তারা শোনে — হেডকোয়ার্টার ধবংস হয়ে গেছে আর তার সঙ্গে লোপ পেয়ে গেছে ডিভিশনের সেনাপতিমন্ডলী ও রাজনৈতিক বিভাগ, সংযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সমস্ত ডিপো দখল হয়ে গেছে, গোলাবারুদ, ইউনিফর্ম, বুট, রুটি — কিছুই আর মিলবে না। রণক্লান্ত সৈনিকদের তখন নিদারুণ অবস্থা — অনশনে তারা একেবারে ভেঙে পড়েছে, দলকে দল তখন অসুস্থ, টাইফাসে সাবাড় হওয়ার উপক্রম। বিচ্ছিন্ন অবস্থা, চতুর্দিক বেষ্টন করে ফেলেছে কসাকরা, অধিনায়কবৃন্দ নিহত — সৈনিকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

ডিভিশনের অধিনায়কত্বের পদ গ্রহণ করে সিজভ। কেউ তাকে নিয়োগ করে না, তা অনুমোদন করারও কেউ নেই। এই পদ সে নিজেই গ্রহণ করে — বিলম্ব করার অবকাশ তখন কোথায়?

আরও এগিয়ে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। পশ্চাদপসরণ করার অর্থ অস্ত্রশূন্য হাতে ল্‌বিশ্চেনস্কের ওই কসাক জনারণ্য ভেদ করে যাওয়া। তবু এই দ্বিতীয়টির মধ্যে কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। প্রথমটিতে একটুও নেই — ওতে দ্রুত এবং অবধারিত ধবংস ছাড়া গত্যন্তর মিলবে না। ঠিক হয়, অবিলম্বে পশ্চাদপসরণ শুরু করা, কেউ না টের পায় এইভাবে ঘাঁটিগুলি পরিত্যাগ করে যাওয়া — যাতে শত্রুপক্ষ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে, তাকে ফাঁকি দেওয়ার সব রকম চেষ্টা করা হয়। এই মর্মন্তুদ সংবাদ একজন অপরজনকে বলে, বিষাদভরা আতঙ্কগ্রস্ত সৈনিকদের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায় ল্‌বিশ্চেনস্কের শোকাবহ কাহিনী।

নিজেদের মধ্যে সবাই বলাবলি করে, "আমরা এগোব না পিছে হটে যাব?" তারা জানে না যে তাদের এই অনাথ হয়ে পড়া ডিভিশনের নতুন কম্যান্ডারও এই মর্মান্তিক প্রশ্ন নিয়ে কী দ্বিধায় পড়েছে — এগোব না পিছোব?

প্রথম ব্রিগেডটি মের্গেনেভস্কি পরিত্যাগ করে রওনা হয়, দ্বিতীয়টি সাখার্নায়া থেকে এর পিছন পিছন যাবে। রওনা হতে হয় রাত্রির অন্ধকারে, এবং এত নিঃশব্দে শত্রুপক্ষ যেন আঁচ না করতে পারে তারা পশ্চাদপসরণ করা শুরু করেছে। মালপত্র বোঝাই গাড়ি ও কামান শ্রেণীকে দুর্ভেদ্য করে ঘিরে রাখে এবং অশ্বারোহী বাহিনী থাকে সবার পিছনে। অতি সন্তর্পণে, কোনপ্রকার শব্দ না করে অন্ধকারের মধ্যে সৈন্যবাহিনী বেরিয়ে পড়ে। গ্রামে আগুন জ্বালাই থাকে — কসাকরা যাতে ভাবে লালফৌজের সৈনিকরা নিশ্চিন্তে বসে বসে আগুন পোহাচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে তারা প্রবেশ করতে থাকে স্তেপের অভ্যন্তরে। অন্ধকারে ঢাকা সারি সারি সৈন্য চলেছে, ফিস্ ফিস্ করে এক মুখ থেকে অপর মুখে প্রচারিত হয় আদেশ-নির্দেশ। একটা চাকা ক্যাঁচ করে ওঠে — কারুর পায়ে হোঁচট লাগে, অনভিপ্রেত হলেও মুখ থেকে বেরিয়ে যায় উঃ-আঃ, কেউ হয়তো মুখে হাত চেপে কাশি থামায়, তারপর আবার চুপচাপ, আবার নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা। পায়ে হাঁটা নয়—এ যেন তারা পাখা মেলে উড়ে চলেছে। কাশিনস্কি পিছনে পড়ে গেছে, সম্মুখে মের্গেনেভস্কি। ঠিক সেই সময় দূরে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়। পশ্চাদভাগে অবস্থিত অশ্বারোহী বাহিনী, আনার কোন উপায় না করতে পেরে সাখার্নায়ার অবশিষ্ট সব গোলা ফাটিয়ে দেয়। গোলাগুলি নষ্ট করে ফেলার পর তারা ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে অন্যদের ধরে ফেলে।

দুদিন দুরাত্রি তারা অবিরাম চলেছে। ক্ষণেকের জন্য হয়তো তাদের অবসন্ন দেহ এলিয়ে পড়েছে মাটির ওপর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা উঠে দাঁড়িয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হয়ে গেছে তাদের পথ চলা। প্রতিটি মুহূর্ত পরম মূল্যবান। দ্বিতীয় রাত্রে তারা পৌঁছায় লুবিশ্চেনস্কে। মের্গেনেভস্কি থেকে প্রথম ব্রিগেডটি পৌঁছানর ঠিক আগের দিন কসাকরা ওই স্থান ত্যাগ করে নদীর উত্তরদিক বরাবর উরালস্ক অভিমুখে

রওনা হয়ে গেছে। তারাও খুব ব্যস্ত এবং অত্যন্ত দ্রুত চলেছে। হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করার উপরই তাদের ভরসা। তারা ভেবেছিল লালফৌজের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া ব্রিগেডগুলি আর রক্ষা পাবে না — সাখার্নায়া থেকে তাদের সাবাড় করে ফেলা হবে। দ্রুত তাদের নিজেদের পৌঁছানর প্রয়োজন উরালস্কে। কিন্তু সব কিছুই উল্টো হয়ে যায় — সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সেই নিশ্চিত মৃত্যুর পথ যাত্রী সৈন্যদল অক্ষত অবস্থায় এখনো বেঁচে।

সেই ভীষণ লুবিশ্চেনস্কের রক্তাপ্লুত পথ দিয়ে দ্বিতীয় ব্রিগেডটি চলেছে। বীভৎসতার প্রেতমূর্তি পরিত্যক্ত গ্রামটি তখনো ওইভাবে পড়ে রয়েছে। লালফৌজের সৈনিকদের মৃতদেহ তখনো ছড়িয়ে রয়েছে রাস্তার ওপর — কোনটি বেয়নেট বিদ্ধ, কোনটি তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড, কোনটি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বুলেটে বুলেটে। প্রথম ব্রিগেডটি এখানে না থেমেই কজেখারভের দিকে এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ব্রিগেডের সৈন্যেরা মৃতদেহগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে একস্থানে সেগুলির গোর দেওয়ার ব্যবস্থা করে। মাঠের মধ্যে কসাকদের মেশিনগানে নিহত শত শত সৈনিকের মৃতদেহগুলি একসঙ্গে একটি স্থানে গোর দেওয়া হয়। বিদায়ের বাণী, সামরিক শোক প্রকাশ, কোনকিছুর অবকাশ হয় না। নতজানু নগ্ন মস্তকে সারি সারি সৈন্য ওই পবিত্র সমাধিস্থানের সম্মুখে স্তব্ধ মূক হয়ে থাকে, অন্তরে উদ্বেল হয়ে ওঠে শোকাশ্রু, কঠোর সংকল্পে দৃঢ় করে নেয় তারা মন।

লুবিশ্চেনস্কে বেশিক্ষণ তাদের থাকা হয় না। আবার শুরু হয় পথচলা; এবার তাদের ধরে ফেলে সাখার্নায়া থেকে তাদের পশ্চদ্ধাবনকারী কসাক সৈন্যদল। শুরু হয়ে যায় সংগ্রাম — আমরণ সংগ্রাম। কসাকরা ধারণা করতেই পারেনি যে শ্রমক্লান্ত ভেঙে-পড়া লালফৌজ আবার প্রতিরোধ করবে। তাই যে কাজ তাদের পূর্বেই শেষ করা উচিত ছিল, সেই কাজ সমাপ্ত করার জন্য তারা হিংস্র আক্রমণে উন্মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে যাদের মনে করা হয়েছিল সেই লাল সেনা বাহিনী মৃত্যুর লৌহদৃঢ় আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন ভিন্ন করে সমস্ত শক্তি দিয়ে এগিয়ে যায়। প্রতিহত করে সবগুলি

আক্রমণ। বার বার তারা প্রমাণ করে দেয় যে চাপায়েভ ডিভিশনের রেজিমেণ্ট তারা, কী অসাধ্য সাধন তারা করতে পারে।

তখন রাত্রি হয়ে গেছে, তারা গিয়ে পোঁছায় য়ানাইস্কি গ্রামে। তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোর সামান্য শক্তিটুকুও তখন তাদের নেই। অবিলম্বে মড়ার মত ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সকলে। শান্ত্রীরা পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে না। মৃত্যুপুরীর মত মনে হয় সমগ্র সৈন্য শিবিরটি। অতর্কিত আক্রমণের প্রস্তুতি চালায় কসাকরা। একেবারে তাদের মাথার উপরে তারা এগিয়ে আসে অতি সন্তর্পণে, গোপনে। কয়েক পায়ের মাত্র ব্যবধান, কিন্তু দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তারা ভয় পেয়ে যায়। একটু ফরসা না হওয়া পর্যন্ত, প্রত্যুষের ক্ষীণতম আলোকরেখা না দেখা দেওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে থাকে। বিপুল সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য কসাকরা মোতায়েন করে রাখে পার্শ্বভাগে — আতঙ্কগ্রস্ত লালফৌজের সৈনিকেরা যখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে পালাবে ওরা তখন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে।

কসাকদের প্রথম আক্রমণের ধরনটা ছিল একটা ত্রাসের, আতঙ্কের সৃষ্টি করা যায় কিনা দেখা। লালফৌজের সৈনিকেরা দৌড়ে পালাবে না যুদ্ধে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবে — যুদ্ধ করবে? সেপ্টেম্বর রাত্রির অন্ধকারের ঘন কালিমা কেটে ধূসর রেখা সবেমাত্র দেখা দিয়েছে কসাক সৈন্যসারি থেকে "হুর্‌রে" "হুর্‌রে" চিৎকার ধ্বনিতে চতুর্দিক ফেটে পড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে শুরু হয়ে যায় কসাকদের গুলিবর্ষণ — দূরে পেছনে কোথা থেকে তাদের কামান শ্রেণীও গর্জে ওঠে।

অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও লাফ দিয়ে ওঠে লালফৌজের সমস্ত সৈনিক, হাতে তুলে নেয় তাদের রাইফেল। কিন্তু নির্দেশ কে দেবে, সংগঠিত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা কে করবে? কসাকদের প্রথম বুলেট বর্ষণেই কয়েকজন কম্যান্ডার নিহত হয়। বিশৃংখলা শুরু হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে যে করণীয় বুঝতে পারে না কেউ। নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে সৈন্যেরা — কিন্তু নির্দেশ তো আসে না। বিহ্বল অবস্থায়, বিচ্ছিন্ন এলোমেলো ভাবে প্রতিরোধ চলতে থাকে। বিশৃংখলতা, বিভ্রান্তি বেড়েই যায়। মারাত্মক নিদারুণ এক সর্বনাশ আসন্ন হয়ে ওঠে। ডিভিশনের

গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিকলাই খেত্রবতভ, ক্রাস্নি য়ারে অসম্ভব সাধন যে করেছিল সেই খেত্রবতভ, দৌড়ে গিয়ে পেঁছায় সারি সারি কামানের কাছে, কিন্তু একজন গোলন্দাজেরও দেখা নেই সেখানে। কেউ পালিয়েছে ওয়াগনের দিকে, কেউ শুয়ে পড়েছে মাটিতে মাথা গুঁজে সটান হয়ে, শত্রুর গুলি থেকে প্রাণরক্ষা করার জন্য তারা ব্যস্ত। খেত্রবতভের চিৎকার শুনে উঠে দাঁড়ায় তারা। গর্জে ওঠে কামান — প্রথমে একটা গোলা তারপর একটা, তারপর শুরু হয় গোলাবর্ষণ — নিরবচ্ছিন্ন নির্মম গোলাবর্ষণ। বিশৃংখলা রোধের পক্ষে যথেষ্ট। নিজেদের কামানশ্রেণী গোলাবর্ষণ করতে শুরু করেছে দেখে, সৈন্যদের মনে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়, যে সব কম্যান্ডার নিহত হয়েছে তাদের স্থানে নতুন নতুন সব কম্যান্ডার এগিয়ে আসে। ভীষণ রক্তাক্ত এক সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। চাপায়েভ ডিভিশনের পুরানো অভিজ্ঞ কম্যান্ডাররাও এই ধরনের যুদ্ধ খুব কম দেখেছে। শুধু প্রতিরোধ নয়, তারা প্রতি আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু শত্রুপক্ষের মেশিনগানের তীব্র গুলিবর্ষণের মুখে যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠলে আবার শুয়ে পড়ে মাটির উপর।

শায়িত সারি সারি সৈন্যের দিকে শত্রুপক্ষের দুটো সাঁজোয়া গাড়ি গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসে। একটি আসে সোজা খোলা মাঠের ওপর দিয়ে, অপরটি তাদের পার্শ্বভাগে গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে। সৈন্যদের কাছে এটা নতুন কিছু নয়। আরও দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে তারা পড়ে থাকে। একটু নড়া চড়া করে না, চুপচাপ অপেক্ষা করে। প্রথম যন্ত্র দানবটি যেই এগিয়ে এসেছে নিকলাই খেত্রবতভের একটি অব্যর্থ গোলা গিয়ে পড়ে তার ঘাড়ের ওপর, একটা ঝাঁকানি লেগে কাত হয়ে ওটা ওখানেই দাঁড়িয়ে যায়। লাল সৈন্যদের উল্লাসের সীমা পরিসীমা নেই। আবার আক্রমণে এগিয়ে যায় সৈন্যেরা — শত্রুপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। আবার শুয়ে পড়ে। অপেক্ষা করে থাকে তাদের পাল্টা আক্রমণের।

কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত বিতাড়িত করে দেওয়া হয় কসাক সৈন্যদের। য়ানাইস্কি যুদ্ধে লালফৌজের প্রচুর সৈন্য হানি হয় কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি হয় কসাক পক্ষের। অগণিত কসাক মৃতদেহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে

স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকে। দুর্দান্ত মেশিনগানের সম্মুখে যারা পড়েছিল, সারিকে সারি পড়ে থাকে তাদের মৃতদেহ।

পরে এই ধরনের যুদ্ধ আর হয় না। নতুন নতুন সৈন্যবাহিনী এসে এদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই কয়দিন আগে যে সব স্থান থেকে কসাকদের তাড়নায় লালফৌজকে ব্যস্ত হয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল, সেই সব গ্রাম, জনপদের ভেতর দিয়ে কসাকদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। লাল রেজিমেণ্টদের আবার শুরু হয় আক্রমণ, কাস্পিয়ান সাগরের তীরে গুরিয়েভ না পৌঁছান পর্যন্ত অব্যাহত থাকে তাদের বিরামহীন আক্রমণের গতিবেগ।

লবিশ্চেনস্কের ভিতর দিয়ে তাদের যেতে হয়। সমাধিক্ষেত্রের পাশে এসে নীরবে তারা দাঁড়ায়। শোক গাথা শেষ করে ওখানে দাঁড়িয়ে তারা শপথ গ্রহণ করে — জয় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ, খরস্রোতা উরালের উত্তাল তরঙ্গে, তার দুই কূলে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যারা জীবন উৎসর্গ করেছিল তাদের আরব্ধ কাজ, তাদের মহান আদর্শ সফল করে তোলার শপথ।

১৯২৩